মকছুদুল মুত্তাকীন
বা
মোমেনের সম্বল

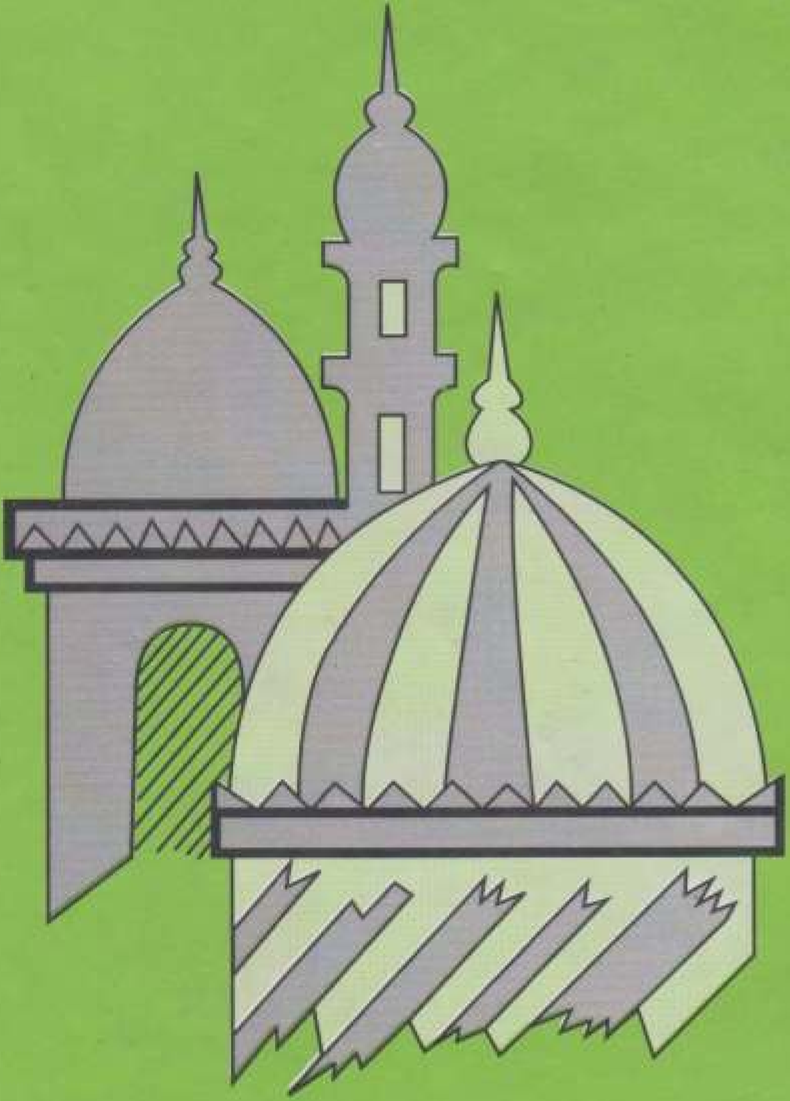

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

মকছুদুল মুত্তাকীন
বা
মোমেনের সম্বল

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

এম. এ. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম দাওরায়ে হাদীস প্রথম শ্রেণী

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ নাজিরপুর শহীদ জিয়া কলেজ , পিরোজপুর

উপাধ্যক্ষ, সাত কাছিমিয়া দারুল উলূম, নাজিরপুর

ডিরেক্টর, ইদারাতুল মা'আরিফ (রিসার্চ একাডেমী) ঢাকা।

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২১৭

(সর্বসত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

৫ম প্রকাশ
জিলহজ্জ ১৪৩৩
কার্তিক ১৪১৯
নভেম্বর ২০১২

বিনিময় মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MAKSUDUL MOTTAKEEN BA MOMINAR SHAMBOL. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 200.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেন এই পুস্তক ?

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সন্তুষ্ট হলেই আমাদের জীবন ধন্য,—দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই আমাদের শান্তি। এই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে চাই আমাদের সঠিক ঈমান, চাই সঠিক আমল। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে এই ঈমান ও আমলের কথা সুন্দরভাবে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম এই কথাগুলো সরাসরি হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর নিকট থেকে জেনে নিয়েছিল এবং আমল করে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। আমাদের উলামায়ে কেরামও পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে এই জ্ঞান লাভ করছেন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মুসলমান তাদের জন্যে এমন একখানি পুস্তকের প্রয়োজন যাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র কুরআন-হাদীস অর্থাৎ শরীয়াতের কোন্ কথাটি কখন কীভাবে আমল করতে হবে তা যেন পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নায় ভরা এই জীবনে কখন কীভাবে চললে আল্লাহ খুশী হবেন তা যেন স্পষ্টভাবে জানা যায়। শুধু ঈমান-আকীদা, নামাযা-রোযা, হজ্জ-যাকাতই নয়। উঠা-বসা, আলাপ-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, তাবলিগ, যিকির-আযকার ইত্যাদি বিষয়ে যেমন জ্ঞান থাকতে হবে, তেমনিভাবে পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও আল্লাহ পাক এবং হযরত রসূল (সা) আমাদেরকে যা কিছু হুকুম করেছেন তাও আমাদের জানতে হবে।

এমনি একখানি পুস্তকের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আমাদের বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে 'মকছুদুল মুত্তাকীন বা মোমেনের সম্বল' পুস্তকখানি লিখেছি।

এই পর্যায়ের কিছু সংখ্যক পুস্তক বাজারে রয়েছে তা যেমন অনেকটা অসম্পূর্ণ, তেমনি ত্রুটিপূর্ণ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে একজন আল্লাহভীরু মুত্তাকী—একজন মরদে মু'মিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবনদানকারী একজন সাহসী বীর হিসেবে আল্লাহর কোন্ হুকুম কখন কীভাবে মেনে চলবে তার সব কথাই এই দ্বীনে বর্তমান। এই দ্বীন অনুসরণ করে একজন মুত্তাকী হতে পারে আল্লাহর অলী। হতে পারে পরিবারের আপনজন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক। এইরূপ একজন মুত্তাকীই শুধু নিজেই আল্লাহর ফরমাবরদার হয় না। বরং নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে করে তোলে আল্লাহর ফরমাবরদার। আর গোটা দুনিয়াতেই সে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালায়।—এইরূপ একজন মুত্তাকীই হয়

www.pathagar.com

সত্যিকার মুবাল্লিগ এবং প্রকৃত মুজাহিদ, মানুষকে আহবান জানায় সে দ্বীনের দিকে, আর জীবনকে বাজী রেখে সে আন্দোলন ও জেহাদ করে একমাত্র আল্লাহর ডাকে।

মোমেনদের প্রিয় এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কথা ঐ সকল পুস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এবং নেই বলেই এই পুস্তকখানি রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। একে নির্ভুল করার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কোন ভুল পাওয়া গেলে আমাকে জানালে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাইয়েরা এই পুস্তক দ্বারা যাতে উপকৃত হতে পারেন সেজন্য এর প্রকাশনার ভার নিয়েছেন আধুনিক প্রকাশনীর কর্তৃপক্ষ। এ কারণে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহর দরবারে আমার মোনাজাত ঃ পরোয়ারদেগার এই পুস্তক দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দিন এবং আমাদের নাজাতের অসিলা করে দিন। আমীন।

ইতি
লেখক
মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হামদে বারী তা'আলা ১৫
শান্তির পথ ঃ ইসলাম ও ঈমান ১৯
ঈমানে মুজমাল ২১
ঈমানে মুফাচ্ছাল ২২
কালেমার বিবরণ ঃ ২৪
কালেমায়ে তাইয়েবাহ্ ২৫
কালেমায়ে শাহাদাত ২৫
কালেমায়ে তাওহীদ ২৬
কালেমায়ে তামজীদ ২৭
আল্লাহর পবিত্র নাম ঃ ২৯
পবিত্র নামসমূহের অর্থ ২৯
পবিত্র নামের সাহায্যে মকসুদ হাসিলের বিবরণ ৩৩
আয়াতুল কুরসী ও তার ফযীলত ঃ ৩৭
পবিত্র কুরআনের পরিচয় ঃ ৪০
কুরআনের সত্যতা ৪১
কুরআনের ফযীলত ৪৩
কুরআন পাক তেলাওয়াতের আদব ৪৬
পবিত্র কুরআনে কি আছে ? ৪৯
তেলাওয়াতে সিজদার বিরবণ ৪৯
এলমে দীনের বিবরণ ঃ ৫০
শরীয়াতের হুকুমের প্রকার ঃ ৫১
ফরয ৫১
ওয়াজিব ৫২
সুন্নাত ৫২
পবিত্রতা ঃ ৫৪
এস্তেনজার বিবরণ ৫৪
নাপাকীর বিবরণ ৫৭
কূপ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৬১
অজুর বিবরণ ৬২
গোছলের বিবরণ ৬৭
তায়াম্মুমের বিবরণ ৬৯

www.pathagar.com

গোসলবিহীন অবস্থার বিবরণ	৭০
মা'যূরের বিবরণ	৭১
হায়েজের বিবরণ	৭২
নেফাসের বিবরণ	৭৪
নামাযের বিবরণ ঃ	**৭৫**
নামাযের সময়	৭৫
নামাযের নিষিদ্ধ সময়ের বিবরণ	৭৭
নামায রোযার স্থায়ী সময়সূচী ঃ	**৭৯**
আযান ইকামাতের বিবরণ ঃ	**৮৪**
নামায ঃ	**৯০**
নামায পড়ার নিয়ম ঃ	**৯৪**
মহিলাদের জন্য বিশেষ নিয়ম	৯৬
নামাযের সূরা ও দোয়া-কালাম ঃ	**৯৮**
নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ঃ	**১২৩**
জামা'আতে নামাযের বিবরণ ঃ	**১৩৬**
আরবী মুনাজাত (অর্থসহ) ঃ	**১৪৪**
বাংলা মোনাজাত ঃ	**১৪৫**
কছরের নামাযের বিবরণ ঃ	**১৫১**
জুমু'আর নামাযের বিবরণ (খুৎবা সহ) ঃ	**১৫৩**
ঈদের নামাযের বিবরণ (খুৎবা সহ) ঃ	**১৬২**
কুরবানীর ইতিহাস ও মর্মকথা	১৭৪
কুরবানীর মাসায়েল	১৭৯
জবেহ করার বিবরণ	১৮৪
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ	১৮৫
সালাতুল ইশরাক বা ইশরাকের নামাযের বিবরণ	১৯০
চাশতের নামাযের বিবরণ	১৯১
সালাতুল আউয়াবীন বা আউয়াবীন নামাযের বিবরণ	১৯১
তাহিয়্যাতুল উযূ নামাযের বিবরণ	১৯৩
দুখুলুল মসজিদ নামাযের বিবরণ	১৯৩
সালাতুল হাজাত বা বিপদ থেকে মুক্তি লাভের নামাযের বিবরণ	১৯৪
সালাতুশ শোকর বা শোকর প্রকাশের নামাযের বিবরণ	১৯৫
এস্তেখারার নামাযের বিবরণ	১৯৫
সালাতুল কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামাযের বিবরণ	১৯৭
সালাতুল খুসূফ বা চন্দ্রগ্রহণের নামাযের বিবরণ	১৯৮

www.pathagar.com

সালাতুল ইস্তিসকা বা বৃষ্টির নামাযের বিবরণ	১৯৯
সালাতুত তাস্‌বী বা তাসবীহ্‌র নামাযের বিবরণ	২০১
শবে বরাত (ক্ষমার রজনী)	২০৩
শবে কদর	২০৫
উমরী কাযা নামাযের বিবরণ	২০৮
সালাতুত তারাবীহ্ বা তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ	২০৯
মসজিদের বিবরণ ঃ	**২১১**
শহীদের বিবরণ ঃ	**২১৬**
দোয়া ও যিকিরের বিবরণ ঃ	**২১৭**
দরূদ শরীফ ঃ	**২৩১**
বিভিন্ন খতম ঃ	**২৩৩**
কসম ও মান্নতের বিবরণ ঃ	**২৩৭**
তাবীজ, তদবীর ও আমল ঃ	**২৩৯**
বার চাঁদের ফযীলত ঃ	**২৫৫**
তাওবার বিবরণ ঃ	**২৬৫**
রোগ ও মৃত্যুর বিবরণ ঃ	**২৬৮**
মৃত্যুর সময়ে করণীয় আপনজনদের কর্তব্য ঃ	**২৭০**
কাফনের বিবরণ ঃ	**২৭২**
জানাযার বিবরণ ঃ	**২৭৪**
দাফন সংক্রান্ত মাসায়েল ঃ	২৭৭
কবর যিয়ারতের বিবরণ ঃ	**২৮০**
যাকাতের বিবরণ ঃ	**২৮২**
যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা	২৮২
নেছাব কি ?	২৮৩
কোন্ কোন্ বস্তুর ওপর যাকাত ফরয ?	২৮৩
যাকাত কাদের দেয়া হবে ?	২৮৫
রোযার বিবরণ ঃ	**২৮৮**
রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত	২৮৮
রমযানের চাঁদ দেখা	২৯০
রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য	২৯১
রোযার সময়	২৯১
রোযার নিয়ত	২৯২
সাহ্‌রী	২৯২
ইফতার	২৯৩

www.pathagar.com

রোযা রেখে যে কাজ করা উচিত	২৯৩
রোযা রেখে যা করা যাবে না	২৯৪
যে কাজ করলে রোযার ক্ষতি হয় না	২৯৬
রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি	২৯৭
এ'তেকাফের বিবরণ ঃ	**৩০০**
নফল রোযার বিবরণ	৩০২
রমযানের ফিতরা	৩০৪
হজ্জের বিবরণ ঃ	**৩০৭**
হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত	৩০৭
হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত	৩১০
বদলী হজ্জের মাসায়েল	৩১০
হজ্জের পূর্বে যা জানতে হয়	৩১১
এহরাম	৩১২
তালবিয়া	৩১২
এহরাম অবস্থায় যে কাজ নিষিদ্ধ	৩১৩
এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার	৩১৩
হজ্জ কত প্রকার ?	৩১৬
হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ	৩১৭
হজ্জ ও ওমরার নিয়ম	৩১৭
ইফ্‌রাদ হজ্জের নিয়ম	৩১৮
ওমরার নিয়ম	৩১৮
কেরান হজ্জের নিয়ম	৩১৯
তামাত্তু হজ্জের নিয়ম	৩২০
হজ্জের সফর শুরু হলে	৩২০
সোনার মদীনায় ঃ	**৩৩৩**
মদীনার পথে	৩৩৩
মদীনায় পৌছে	৩৩৩
ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের বিবরণ ঃ	**৩৩৮**
কারবারের সহজ নিয়ম	৩৪১
দাম্পত্য জীবন ঃ	**৩৪২**
বিবাহ	৩৪২
বিবাহের খুৎবা	৩৪৩
যাদের সাথে বিবাহ হারাম	৩৪৬
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন	৩৪৮

www.pathagar.com

মোহর ৩৪৯
বিবাহে কুসংস্কার ও খারাপ প্রথা ৩৫০
স্ত্রীদের অধিকার ৩৫২
স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর কর্তব্য ৩৫৮
তালাকের প্রকার ৩৬১
স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বিবরণ ৩৬৭
মহিলাদের জন্য বিশেষ উপদেশ ৩৭০
সন্তানের হক ঃ ৩৭৬
পিতা-মাতার হক ঃ ৩৭৮
শিশু পালন ও আদব শিক্ষাদান ঃ ৩৮১
আকীকার বিবরণ ঃ ৩৮৬
হাদীসের আলোকে মহৎ জীবন ঃ ৩৮৮
সুন্দর জীবনের বৈশিষ্ট্য ৩৮৮
পারিবারিক জীবনের ব্যয়ে সওয়াব ৩৮৮
আপনজন ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের পুরস্কার ঃ ৩৮৯
ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব রক্ষা করার পুরস্কার ৩৮৯
জামা-কাপড় পরিধান ও সাদা-সিধা জীবন ৩৯০
পানাহারের সুন্দর নিয়ম ৩৯১
ক্ষতিকারক জীব-জন্তু থেকে নিরাপত্তা লাভ ৩৯২
আল্লাহর পথে জিহাদ ৩৯৩
সচ্চরিত্রের নানা দিক ৩৯৩
স্বপ্ন দেখার পর কর্তব্য ৪০০
মৃত্যু চিন্তায় চোখে পানি আসা ঈমানের লক্ষণ ৪০১
যারা আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া পাবেন ৪০১
ইসমে আ'যম ৪০৩
সালাম ও মুছাফাহার বিবরণ ঃ ৪০৪
আদব বা শিষ্টাচার ঃ ৪০৬
অনুমতি গ্রহণ ৪০৬
মুছাফাহা ৪০৬
মজলিশ ৪০৭
কথা-বার্তা ৪০৭
কণ্ঠস্বর ও আওয়াজ ৪০৮
সাক্ষাৎ ৪০৮
মেহমান ৪০৯

www.pathagar.com

খেদমত	৪১০
হাদিয়া (উপহার)	৪১১
সুপারিশ	৪১১
মসজিদ	৪১১
ব্যবহার্য জিনিসপত্র	৪১৩
ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ	৪১৩
রোগী দেখা	৪১৪
খানাপিনা	৪১৪
বর্জনীয় কাজ	৪১৫
ইস্তেনজা (পেশাব পায়খানা)	৪১৬
বড়দের ব্যবহার	৪১৭
আম্বিয়াদের বিবরণ ঃ	**৪১৮**
রমযান মোবারকে নবীদের উপর আসমানী গ্রন্থের অবতরণ ঃ	**৪১৯**
আখেরী মুনাজাত ঃ	**৪২০**

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হামদে বারী তা'আলা

পরম দয়ালু খোদা পাক পরোয়ার
তারীফ প্রশংসা যত সকলি তোমার।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তব সৃষ্টি মাঝে
আরশ-কুরসী আর যত কিছু আছে ;
কোটি কোটি জ্বিন আর আদম সন্তান,
অগণিত ফেরেস্তা ও তামাম জাহান,
পশু-পাখী গাছ-পালা ফল-ফুল যত,
কত রং কত শোভা দেখি অবিরত।
সবকিছু দিলে তুমি মানুষের তরে,
যাতে করে তব কথা সদা মনে করে।
আর কোন্ কাজ করে শান্তি পাবে তারা,
তাও তুমি বলে দিলে নবীদের দ্বারা।
নবীরা দেখান তাই শান্তির পথ।
সেই পথে দোজাহানে আছে রহমত।

কুরআন মজীদ তব সুন্দর বাণী
হাদীস নবীর কথা সবে মোরা জানি।
তুমি যে মোদের প্রভু তুমি শক্তিমান,
দয়া করে ক্ষমা করো ওগো মহীয়ান।

ভালোবেসে আদমেরে রূহ তুমি দিলে,
তাঁর এক হাড় থেকে হাওয়াকে বানালে।
নূহকে বাঁচালে তুমি কাশতীতে তুলে,
কাফেরেরা ডুবে গেল তব আইন ভুলে।

ইবরাহীম ডাক দেন ঃ "আল্লাহকে মানো।"
নমরূদ বলে তাঁকে ঃ "শাস্তি কি জানো ?"
তারপর ফেলে তাঁকে জ্বলন্ত আগুনে।
বাঁচালে তাঁকে যে, খোদা তুমি নিজ গুণে।

www.pathagar.com

আগুন বাগিচা হল ঠাণ্ডা সুশীতল
বেরিয়ে এলেন তিনি নিভিল অনল।

মূসা বলেন ঃ আইন হবে শুধু আল্লাহর।
ফেরাউন গোস্বা হয়ে ছাড়ে হুংকার—
"মোর চেয়ে বড় খোদা কেবা আছে আর?
এ রাষ্ট্রে চলবে শুধু বিধান আমার।"
যুদ্ধ তাই দুই দলে হল বহুবার।
বিজয়ী হলেন শেষে মূসা পয়গম্বার।
দলসহ ফেরাউন লোহিত সাগরে,
তলদেশে ঝাপ দিয়ে মরে চির তরে।

সোলায়মান নবী হন হন রাষ্ট্রপতি,
খোদার আইনে লোক শান্তি পেল অতি।
ইউসুফ বাদশা হন যিনি সর্বহারা,
মেছেরে এলোরে তাই মহা শান্তিধারা।
মানুষের আইনে যত দুঃখ কষ্ট ছিল,
খোদার আইনে সব দূর হয়ে গেল।

মহানবী শেষ যুগে এলেন ধরায়,
মানুষেরে ডেকে তিনি বলেন ত্বরায় ঃ
—আল্লার আইন মানো পাবেরে নাজাত,
নিজেদের আইন ছাড়ো পাবেরে ইজ্জাত।
কাফেরেরা ক্ষেপে উঠে ধরে হাতিয়ার
বলে তারা ঃ "মুসলিম রাখব না আর।"
মোমেনেরা রক্ত দিল হল তাই জয়,
কাফেরের শক্তি যত হল সব ক্ষয়।
দুঃখ কষ্ট মানুষের হল অবসান,
আকাশে উড্ডীন হল সবুজ নিশান।

নবীরে বানাও খোদা চির মহীয়ান,
ফেরদৌসে উচ্চাসন কর তাকে দান।
আত্মীয় স্বজন তাঁর পুত্র পরিজন,
হয়েছিল সাথী তাঁর সাহাবী সুজন,

www.pathagar.com

সবারে রহম খোদা কর তুমি দান,
জান্নাতে তাদেরে তুমি দিও গো সম্মান।

বাংলার ভাইবোন রাখ রে স্মরণ,
একদিন আমাদের হবে গো মরণ।
তোমরা যেদিন সবে এসেছিলে ভবে
তোমরা যে কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন সবে করবে গঠন,
মৃত্যুতে হাসবে সবে কাঁদবে ভূবন।

জীবন গঠনে সবে রাখবে যা সাথে
'মোমেনের সম্বল' তাই তুলে দিনু হাতে।
সবার জীবনে যা দরকার হবে
মৃত্যুর পরে আর এ সুন্দর ভবে।
এ কিতাবে লেখা আছে শরীয়ত মতে,
এ সম্বল নিয়ে চল আল্লাহর পথে।

মোমেন মোসলেম যারা আছে দুনিয়ায়,
আর যারা নীরবেতে কবরে ঘুমায়,
পিতামাতা দাদাদাদি আর নানানানি
কবরে কেমন আছে কিছু তো না জানি।
চেয়ে আছে সবে তারা তব দয়া পানে,
তোমার দুয়ার ছাড়া যাবে কোন্ খানে?
আজকের দরূদ আর হামদ ও ছালাত
নবীর রওজায় দিও ওহে পাক যাত।
মাকামে মাহমূদ তাকে দিও পাক সাঁই।
তার সাথে উনাদের ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
আর যে অধম আমি পাপী গোনাগার,
ক্ষমা করে দিও মোরে পাক পরোয়ার।
কিতাব কবুল করে দিও আখেরাত,
দয়া করে দিও তুমি সবারে নাজাত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শান্তির পথ ঃ ইসলাম ও ঈমান

যেই পথে খুশি খোদা   শান্তি সেই পথে,
দোজখে জ্বলবে যদি   চল নিজ মতে।
অন্য পথে দুঃখ ছাড়া   কিছু নাই আর—
ইসলাম শান্তি পথ   দেন পরোয়ার।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।"–(আলে ইমরান ঃ ১৯) মানুষ কি কি বিষয়কে সত্য বলে মেনে নেবে, কোন্ কোন্ কথা বা ধারণাকে মিথ্যা বলে জানবে এবং কি কি আমল তাদের জন্য উপকারী, আর কোন্ কোন্ কাজ তাদের জন্য ক্ষতিকারক—এ সমস্ত জেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য কতগুলো আইন-কানুন তৈরি করে দিয়েছেন। এই আইন-কানুন রয়েছে আল্লাহর কিতাব কুরআন পাকে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে হাদীস শরীফে।

ইসলাম

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের এই আইন-কানুনকেই বলা হয় আল্লাহর দ্বীন বা ইসলাম। এটাই আল্লাহর দেয়া শান্তির পথ—এটাই নাজাতের রাস্তা। এই দ্বীন বা ইসলামকে ত্যাগ করে যদি কেউ নিজের ইচ্ছামত চলে কিংবা ইসলাম সমর্থন করে না এমন কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চলে তা হলে কস্মিনকালেও তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। আল্লাহ পাক তাই মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ ال عمران : ٨٥

"আর যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তা তার থেকে কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"–(আলে ইমরান ঃ ৮৫)

www.pathagar.com

ইবাদাত

ইবাদাতের অর্থ দাসত্ব বা গোলামী করা। ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ যখন মেনে চলা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুমই পালন করা হয়। তাই একে বলা হয় 'ইবাদাত' বা আল্লাহ্র দাসত্ব।

এই ইবাদাতে আল্লাহ্র কোন লাভ নেই। লাভ সবটুকুই হয় মানুষের। ইবাদাতের ফলে একটি মানুষ হয় সোনার মানুষ। তার কাজে-কর্মে, আমলে-আখলাকে ধন্য হয় সে নিজে ; ধন্য হয় তার সমাজ ও দেশ। আর সকল মানুষ যখন এমনি সোনার মানুষে পরিণত হয় তখন তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে নেমে আসে অনাবিল শান্তি আর সমৃদ্ধি—নেমে আসে জান্নাতী শান্তির অমিয় ধারা। তাই এই ইবাদাতকে আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

"হে মানবজাতি ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-পরোয়ারদেগারের ইবাদাত কর যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে, আর সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণকে—যাতে তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার।"-(আল বাকারা ঃ ২১)

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ○

"আর আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"-(আয্ যারিয়াত ঃ ৫৬)

ঈমান ও আমল

আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁর প্রেরিত রসূলকে জীবনের একমাত্র আদর্শ এবং নিখুঁত ও নিষ্পাপ মহান নেতা হিসেবে গ্রহণ করার নাম ঈমান। এটাই বিশ্বাস, এটাই আকীদা।

আল্লাহর হুকুমই হচ্ছে মূল কথা। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুম বাস্তব জীবনে কখন কিরূপে মেনে চলতে হয় তা-ই তিনি জীবন ভর দেখিয়ে গেছেন সমস্ত মানবজাতিকে। আল্লাহর প্রতিটি কালাম বা কথাকে তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন—কখনো কথা দিয়ে, কখনো

www.pathagar.com

আমল করে, আবার কখনো সাহাবীদের কাজকে সমর্থন জানিয়ে। মোটকথা হযরত রসূল (সা) আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদাত করেই আমাদের কাছে কামেল আদর্শ হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়াত দান করে এরূপ আদর্শ মানুষ হিসেবে পেশ করেছেন এবং পেশ করেই তাঁর অনুসরণ ও পায়রুবী করাকে আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ যেমন আমাদেরকে ভালোবাসেন, তেমনি হযরত নবী (সা)-ও আমাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি এতদূর ভালোবাসেন যে, একজন উম্মত অবশিষ্ট থাকতেও আমাদের নবী (সা) জান্নাতে গমন করবেন না।

হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর পায়রুবী করে আল্লাহ পাকের ইবাদাত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ আমাদের মা'বুদ—তিনিই আমাদের মকছুদ—তিনিই আমাদের খালেক ও মালেক—তিনিই আমাদের প্রভু। আর হযরত নবী (সা) আমাদের আল্লাহর কাছে পৌছার একমাত্র অছিলা—একমাত্র মাধ্যম—একমাত্র মুহসিন—একমাত্র আপনজন। তাই তো কালেমায়ে তাইয়েবায় আমরা ঘোষণা করি ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এর অর্থ হল, আমরা আল্লাহকে খুশী করার জন্য একমাত্র তাঁরই গোলামী করি। তাঁরই আইন-কানুন মেনে চলি এবং গোলামী বা আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে হযরত নবী (সা)-এর তরীকাই আমাদের একমাত্র তরীকা।

হযরত বিশ্বনবী (সা)—আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সংগে সংগে তাঁর প্রেরিত আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, তকদীর, পুনরুত্থান দিবস এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেও ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়গুলো ঈমানে মুজমালে সংক্ষিপ্তভাবে ও ঈমানে মুফাস্সালে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈমানে মুজমাল

মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ এবং রসূল (সা)-এর যাবতীয় কথাকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং সে অনুযায়ী আমল করাকেই আল্লাহকে খুশী করার উপায় বলে একীন করি। কিন্তু এর সবকিছুর মূলে যে কথাটিকে নিশ্চিত সত্য বলে বিশ্বাস করি তা হলো ঃ আল্লাহর যত নাম ও গুণ রয়েছে অর্থাৎ যে অনন্ত শক্তি, ক্ষমতা ও গুণাবলীর তিনি মালিক তার সবকিছু সত্য জেনেই সেই অদ্বিতীয় লা শরীক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং

www.pathagar.com

তাঁর যত আদেশ-নির্দেশ ও হুকুম-আহকাম রয়েছে তাও আমি মানার জন্য শিরোধার্য করে নিলাম। ঈমানের এই সংক্ষিপ্ত রূপ বা সারমর্মকেই বলা হয় ঈমানে মুজমাল বা মূল ঈমান। মূল ঈমানের কথাগুলো এই ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহি কামা হুওয়া বিআসমা-ইহী ওয়াছিফা-তিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ ঃ "আল্লাহ যেমন তাঁর নাম ও গুণাবলীর সাথে আছেন তেমনিভাবেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় হুকুম ও বিধান শিরোধার্য করে নিলাম।"

ঈমানে মুফাস্সাল

'মুফাস্সাল' মানে 'বিস্তারিত'। ঈমানের যে কথা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলা হয় তাই হল ঈমানের বিস্তারিত রূপ। এই ঈমানের কথাগুলো এই ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ "আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলদের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, তাকদীরের প্রতি—তার ভালো মন্দ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে—এই একিনের সাথে এবং মৃত্যুর পরবর্তী উত্থান বা কেয়ামতের প্রতি।"

এই ঈমানের মাধ্যমেই একজন মু'মিন বান্দা একথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই আমার একমাত্র রব, তিনিই আমার প্রভু, তিনিই আমার সৃষ্টিকর্তা এবং লালন-পালনকারী, তাঁর হুকুমই আমার শিরোধার্য, তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাঁর সাথে দিদারই আমার শেষ লক্ষ্য।

তিনি তাঁর অনন্ত অসিম বিশ্ব-জগতের পরিচালনায় নিয়োজিত রেখেছেন অগণিত নিষ্পাপ ফেরেশতা।

www.pathagar.com

তিনি মানুষের মত প্রিয়তম সৃষ্টির হেদায়াতের জন্যে নাযিল করেছেন শত সহস্র আসমানী কিতাব বা সহীফা।

কেমন করে তার স্নেহধন্য মানবজাতি তাঁর কিতাব অনুযায়ী আমল করে তাঁর প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে তার জন্য তাদের মধ্যেই পাঠিয়েছেন অসংখ্য-অগণিত পয়গাম্বর।

তারপর মৃত্যু অন্তে ইহজগতের সমস্ত মানুষের ভালো মন্দ সকল কাজের চিরন্তন পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন আখেরাত বা পরলোক। [এটা এমন একটি সময় যার কোন শেষ বা সীমা নেই। আরবী ভাষায় ২৪ ঘন্টার সময়কে যেমন 'ইয়াওম' বা দিন বলা হয়, ঠিক তেমনি তার চেয়ে দীর্ঘতম এমনকি অনন্ত ও অসিম সময়কেও দিন বলা হয়। কিতাবে এখানে আখেরাতের অনন্ত সময়কে আখেরাতের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।]

অতপর সে আরো বিশ্বাস করে যে, দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার ক্ষেত্র, তাই আল্লাহ পাক মানুষের সমস্ত কাজের সুযোগ দান করেন। সে ভালো মন্দ যা-ই করতে চায় তা-ই করতে পারে। তার কোন কাজেই কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় না। এবং এমনি এক সুযোগে সে ভালো মন্দ যাই করে আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী হিসেবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছুই জানেন—এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

সে আরো বিশ্বাস করে যে, দুনিয়া ফানা (ধ্বংস) হয়ে যাওয়ার পরে এমন একটি সময় আসবে যখন উক্ত ভালো মন্দ সব কাজের হিসেব এবং হিসেব অন্তে ভালো কাজের জন্য জান্নাতে এবং মন্দ কাজের জন্যে জাহান্নামে যাওয়ার জন্যই তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং বিচারের নিমিত্ত আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে।

বস্তুত ঈমানে মুফাস্‌সালের এই সাতটি কথার উপর ঈমান আনার পর কোন মু'মিন বান্দাই কুপথে চলতে পারে না ; বরং পদে পদেই সে আল্লাহ তা'আলাকে হাজির-নাজির জেনে সৎপথে চলার জন্যে তৈরী হয়ে যায় ; হযরত সাহাবায়ে কেরামদের (রা) মত সোনার মানুষ হওয়ার জন্যে পাগলপারা হয়ে উঠে। এবং আল্লাহ পাকের দিদার লাভ করার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূল (সা)-এর পায়রুবী করে জীবনকে ধন্য করার জন্যে উন্মাদ হয়ে যায়।

---

www.pathagar.com

কালেমার বিবরণ

কালেমার একিন যদি   হয়গো তোমার,
ঠিকানা তোমার হবে   জান্নাত মাঝার।

কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা যখন শেষ ব্যক্তিকে জান্নাতে পাঠাবেন তখন সে ব্যক্তির হিসেবে দেখা যাবে যে, সে এত পাপ করেছে যে, তাতে হাজার হাজার দপ্তর হয়ে গেছে। সে ভয়ে অস্থির হয়ে কেবলই কাঁদতে থাকবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন ঃ দেখ, তার কোন নেকী আছে কিনা। তখন দেখা যাবে তার কেবল কালেমার প্রতি বিশ্বাস করার আমলটুকুই আছে; এ ছাড়া নেকী বলতে তার আমলনামায় কিছুই নেই। আল্লাহর হুকুমে তখন মীযানে একদিকে তার কালেমা এবং অন্য দিকে তার বদীর হাজার হাজার দপ্তর তুলে দেয়া হবে। সংগে সংগেই দেখা যাবে, তার কালেমার পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে যাওয়ার ফায়সালা করে দেবেন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, কালেমার প্রতি যার বিশ্বাস থাকবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে দেবেন। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, তার গোনাহখাতা আপনা আপনিই মাফ হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হল ঃ গোনাহ মাফ করাবার যত পন্থা আছে তা অবলম্বন করার পরও যদি কারুর গোনাহ থেকে যায় তা হলে তার জন্যে তাকে জাহান্নামে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে তার অবশ্যই নাজাত হবে এবং সে জান্নাতে যাবে। এই নাজাত ও জান্নাত নসীব হওয়ার অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ও অনন্তকাল ধরে জান্নাতে সুখ শান্তি লাভ করার ভাগ্য ঐ কালেমার কারণেই ঘটবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে বলবে ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই সে জান্নাতে যাবে।"

কালেমার ব্যাখ্যা

আমাদের সমগ্র জীবনে যাবতীয় কাজ-কর্মই একমাত্র আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পন্ন করব এবং তা করব আল্লাহর পাঠানো পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর তরীকা অনুযায়ী।—এটাই আমাদের নীতি, এটাই আমাদের ব্রত, এটাই আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা। যে শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে আমরা এটা আরবীতে প্রকাশ করি তা-ই আমাদের কালেমা।

www.pathagar.com

কালেমায়ে তাইয়েবা

কালেমায়ে তাইয়েবা মানে পবিত্র বাক্য। আমাদের জীবনের এই মহান নীতিকে হযরত বিশ্বনবী (সা) প্রথমেই এক বাক্যে প্রকাশ করেছেন কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে—প্রকাশ করেছেন সারমর্ম হিসেবে। শুধু সহজ-সরলভাবে বলেছেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন 'ইলাহ' নেই। মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল।"

যার হুকুম মেনে চলতে হয়, যার হুকুম ছাড়া অন্যের হুকুম মানলে তার শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই, তাকেই বলা হয় 'ইলাহ'। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর হুকুম মানি না। তিনিই আমাদের ইলাহ। মন বা নফ্সের হুকুম আমরা মানি না, রাজা-বাদশা, পণ্ডিত-দার্শনিক, ধার্মিক-পুরোহিত, নেতা-বীর—কারুর হুকুম মানি না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশ, রাষ্ট্র—কোন ব্যক্তি বা এলাকার আইনও আমরা মানি না। মানি একমাত্র আল্লাহর আইন, আল্লাহর বিধান।

আল্লাহর হুকুম কিভাবে মানতে হয়—কিভাবে মেনে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায় তার বাস্তব নমুনা বা আদর্শ মানুষকে বলা হয় আল্লাহর রসূল অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি। আমরা আল্লাহর হুকুম অনুসারে বিশ্বাস করি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ই আল্লাহর রসূল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ই আমাদের রসূল, তাঁর তরীকাই আমাদের তরীকা ; তিনিই আমাদের একমাত্র নেতা—একমাত্র সাইয়েদ।

কালেমায়ে শাহাদাত

কালেমায়ে শাহাদাত মানে সাক্ষ্য দেয়ার বাক্য। আমরা মানুষ। আমরা কেউই একা নই। আমরা পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করি একটি পরিবারে। তারপরে ধীরে ধীরে বড় হই—সমাজে ও রাষ্ট্রে। তাই কালেমায়ে তাইয়েবায় আমরা যে নীতিতে বিশ্বাস করি তার কথা ব্যক্ত করতে হয় সবার নিকটে, জীবন আমাদের কোন্ ধরনের তা জানা থাকবে সকলের। আর আমাদের এই (আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত) জীবন ধারার বিরুদ্ধে যত বাধাই আসুক তা দূর করার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকব সর্বক্ষণ। আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মধ্যেই যে শান্তি বর্তমান—এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে যাব আমরা ধন-সম্পদ ও যাবতীয় শক্তি দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবন দিয়ে।

www.pathagar.com

আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মধ্যে যে আমরা শান্তি পাই তারই সাক্ষ্য দেই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত নিজেদের যথা সর্বস্ব এমনকি জীবন বিলিয়ে দিয়েও। এই সাক্ষ্যের জন্য আমরা পড়ি কালেমায়ে শাহাদাত (অর্থাৎ সাক্ষ্য দেয়ার কালেমা) ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রসূল।"

আর এরূপ সাক্ষ্যের জন্যেই যখন আমরা মৃত্যু বরণ করি তখনই আমাদেরকে বলা হয় শহীদ অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা।

কালেমায়ে তাওহীদ

কালেমায়ে তাওহীদ মানে একত্ব প্রকাশের বাক্য। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যে আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা যেমন তিনি একাই, তেমনি উহার পরিচালকও তিনি একাই। সমস্ত মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, গাছপালা, তরুলতা, সাগর-উপসাগর, পাহাড় পর্বত—সবকিছুরই তিনি মালিক ও প্রভু। সবকিছুর জন্যই তিনি আইন ও নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার যেমন শেষ নেই, তাঁর গুণ ও মহত্বেরও তেমনি অন্ত নেই। আর তাঁর এই সমস্ত কাজ-কর্ম ও গুণ-ক্ষমতায় যেমন তাঁর কোন ভাগীদার নেই, তেমনি তাঁর সমান বা সমকক্ষও কেউ নেই।

আমরা জীবন ভর যে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছি, তাঁর মধ্যে আল্লাহর এই একত্বকে যখন স্মরণ করতে থাকি তখন আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা হয় সবচাইতে গভীর, সবচাইতে অটুট; —আমাদের ইবাদাত হয় বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল এবং প্রেমময়। আর তাঁর এই একত্বের ধারণা সারা বিশ্বের মু'মিন মুসলমানকে করে দেয় একতাবদ্ধ—এক আল্লাহর সৈনিক হিসেবে তারা হয় বিশ্বজয়ী এবং সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনকারী আল্লাহর খলীফা বা

www.pathagar.com

মহান শাসক গোষ্ঠী। এই মহাসত্য যাতে আমরা ভুলে না যাই সে জন্যেই আমরা এই একত্বের কালেমা উচ্চারণ করি ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاحِدًا لاَّ ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহেদাল্ লা ছানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাক্বীনা রসূলু রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ "(প্রভু হে !) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই ; তুমি এক, তোমার দ্বিতীয় নেই। মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল, মুত্তাকীগণের নেতা, সমস্ত আলমের প্রতিপালকের রসূল।"

আর এই কালেমার মাধ্যমে আমরা এ কথাও ঘোষণা করি যে, আল্লাহর বন্দেগী করে মানুষ যত বড় অলী বা মুত্তাকী হোক না কেন হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর কাছাকাছি হওয়ারও কারো উপায় নেই। মোটকথা তিনিই কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মহাপুরুষ, সমস্ত অলী-দরবেশ, সমস্ত ধর্মভীরুর একমাত্র ইমাম —অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক। আমরা আরো ঘোষণা করি যে, হযরত বিশ্বনবী (সা) শুধু আমাদের জন্যেই রসূল নন, বরং সমস্ত আলমের জন্যেই তিনি একমাত্র রসূল ও পথপ্রদর্শক।

কালেমায়ে তামজীদ

কালেমায়ে তামজীদ মানে গৌরব প্রকাশের বাক্য। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্ব-ভুবনে যা কিছু ভালো, যা কিছু মহান তার গৌরব ও কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর। কেননা তাঁর হেদায়াতের নূরেই সবকিছু ভালো, কল্যাণময় ও বরকতময় হয়ে উঠে। এই যে লাখো কোটি মানুষ যুগে যুগে তাঁর দেখানো শান্তির পথ খুঁজে পাচ্ছি। তাকে মা'বুদ বলে গ্রহণ করছি এবং রসূল (সা)-এর তরীকা অনুসরণ করে চলতে পারছি তারও মূলে রয়েছে আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানী। এখানে আমাদের কৃতিত্ব বা বাহাদুরীর কিছুই নেই। তিনি ইচ্ছা না করলে আমাদের হেদায়াত পাওয়ার কোন উপায় নেই। এ ছাড়া আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আমরা যে রসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে নবী রূপে পেয়েছি তিনি আখেরী যামানার রসূল। তিনি সমস্ত রসূলদেরও সম্রাট। তাই তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ রসূল। তার এন্তেকালের পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন রসূল নেই। তাই তো আমরা আমাদের হেদায়াতের মূল আল্লাহর কৃতিত্ব ও গৌরব প্রকাশ করে কালেমা পড়ি ঃ

www.pathagar.com

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা নূরাই ইঁয়াহ্‌দিয়াল্লাহ্ লিনূরিহী মাইঁয়াশা'উ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।

অর্থ ঃ "(হে প্রভু !) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তুমি নূর। তুমি নিজ নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা কর তাকে পথ প্রদর্শন কর। মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল, সমস্ত রসূলের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী।"

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

কালেমা জান্নাতের চাবি

"যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' স্বীকার করে নিয়েছে তার জান্নাতে যাওয়া সুনিশ্চিত এবং তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি হারাম করে দেয়া হয়।"(বুখারী ও মুসলিম)

২

কালেমার সংগে আমল আবশ্যক

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতের চাবি। সকল চাবিরই দাঁত থাকে; চাবিতে দাঁত না থাকলে যেমন তালা খোলা যায় না, তেমনি কালেমার সংগে নেক আমল না থাকলে জান্নাতের তালা খোলাও মুস্কিল।

(বুখারী ঃ তরজুমাতুল বাব)

৩

ভয় ও আশার পুরস্কার

"একজন সাহাবীর মৃত্যু সময়ে হযরত নবী (সা) প্রশ্ন করলেন, বলত তোমার অবস্থা কি রূপ ? সাহাবী জাওয়াব দিলেন, গোনাহর জন্য ভয় হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমার আশা করি। হযরত (সা) বললেন ঃ যে বান্দার অন্তরে এক সংগে ভয় ও আশার উদয় হয়, আল্লাহ তার ভয় দূর করে দেন এবং তার আশা পূর্ণ করে দেন।"(তিরমিযী)

www.pathagar.com

আল্লাহর পবিত্র নাম

আল্লাহর নাম যদি মনে রাখ ভাই,
নিশ্চয় তোমার হবে জান্নাতে ঠাঁই।

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহকে বলা হয় الاسماء الحسنى (আল আস্‌মাউল্ হুস্‌না)। আল্লাহ যেমন মহান, তেমনি তাঁর নামসমূহও সর্বাংগ সুন্দর—সকল দিক থেকেই পবিত্র ও মহত্ত্বে ভরপুর। ইহার কোথাও কোন খুঁৎ বা ত্রুটি নেই। বস্তুত এইরূপ সুন্দর হওয়ার জন্যই এ নামসমূহকে বলা হয়েছে আল আস্‌মাউল্ হুস্‌না অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের সুন্দর নাম। এর চেয়ে সুন্দর কোন নামের কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

আল্লাহর এই নামসমূহের বহু অলৌকিত শক্তি ও গুণ রয়েছে। আল্লাহর অলী-দরবেশ, আলেম ও মাশায়েখগণ এই নামসমূহের সাহায্যে পাহাড় পরিমাণ বাধা ও দুরারোগ্য ব্যধি আরোগ্য করে থাকেন। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ـ

"আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে ; ঐ নামসমূহের সাহায্যে তোমরা তাকে ডাকো।"

এই নামসমূহ ধরে আল্লাহকে ডাকলে যেহেতু অসংখ্য মাকসুদ পূর্ণ হয় তাই ডাকার জন্য আরবী يَا (ইয়া অর্থাৎ হে) যোগ করে নামসমূহ বাংলা হরফে উচ্চারণসহ নিম্নে দেয়া গেল ঃ

পবিত্র নামসমূহের অর্থ

يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহ)-হে আল্লাহ।

يَا رَحْمٰنُ (ইয়া রাহমানু)-হে পরম দয়ালু।

يَا رَحِيْمُ (ইয়া রাহীমু)- হে পরম করুণাময়।

يَا مَلِكُ (ইয়া মালিকু) -হে সর্বাধিকারী।

يَا قُدُّوْسُ (ইয়া কুদ্দুসু) হে মহাপবিত্র।

يَا سَلَامُ (ইয়া সালামু) -হে পরম শান্তিময়।

يَا مُؤْمِنُ (ইয়া মু'মিনু)-হে মহান নিরাপত্তা দানকারী।

www.pathagar.com

يَا مُهَيْمِنُ (ইয়া মুহাইমিনু)-হে চিরসাক্ষী।

يَا عَزِيْزُ (ইয়া আযীযু)-হে মহা পরাক্রমশালী।

يَا جَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু)-হে মহাশক্তিধর।

يَا مُتَكَبِّرُ (ইয়া মুতাকাব্বিরু)-হে মহাগর্বিত।

يَا خَالِقُ (ইয়া খালিকু)-হে স্রষ্টা।

يَا بَارِئُ (ইয়া বারি'উ)-হে সৃজনকর্তা।

يَا مُصَوِّرُ (ইয়া মুছাভিরু)-হে রূপদানকারী।

يَا غَفَّارُ (ইয়া গাফ্ফারু)-হে মহা ক্ষমাশীল।

يَا قَهَّارُ (ইয়া কাহ্হারু)-হে মহা শাস্তিদাতা।

يَا وَهَّابُ (ইয়া ওয়াহ্হাবু)- হে মহান দাতা।

يَا رَزَّاقُ (ইয়া রাজ্জাকু)-হে মহা অন্নদাতা।

يَا فَتَّاحُ (ইয়া ফাত্তাহু) -হে মহা বিজয়ী।

يَا عَلِيْمُ (ইয়া আলীমু)-হে মহাজ্ঞানী।

يَا قَابِضُ (ইয়া কাবিদু)-হে নিয়ন্ত্রণকারী।

يَا بَاسِطُ (ইয়া বাসিতু)-হে প্রসারকারী।

يَا خَافِضُ (ইয়া খাফিদু)-হে অবনতকারী।

يَا رَافِعُ (ইয়া রাফিউ)-হে উন্নতকারী।

يَا مُعِزُّ (ইয়া মু'ইযযু)-হে সম্মানদাতা।

يَا مُذِلُّ (ইয়া মুযিল্লু)-হে অপদস্থকারী।

يَا سَمِيْعُ (ইয়া সামিউ)-হে মহাশ্রবণকারী।

يَا بَصِيْرُ (ইয়া বাছীরু)-হে মহা দ্রষ্টা।

يَا حَكَمُ (ইয়া হাকুমা)-হে মহা বিচারক।

يَا عَدْلُ (ইয়া আদলু)-হে মহা ন্যায়পরায়ণ।

يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু)- হে মহাসূক্ষ্ম।

www.pathagar.com

يَا خَبِيْرُ (ইয়া খাবিরু)-হে মহা সংবাদ রক্ষক।

يَا حَلِيْمُ (ইয়া হালীমু)- হে মহা ধৈর্যশীল।

يَا عَظِيْمُ (ইয়া আযীমু)- হে চির মহিয়ান।

يَا غَفُوْرُ (ইয়া গাফূরু)-হে মহা ক্ষমশীল।

يَا شَكُوْرُ (ইয়া শাকূরু)-হে মহা কৃতজ্ঞতা প্রিয়।

يَا عَلِىُّ (ইয়া আলিয়ু)-হে মহা উন্নত।

يَا كَبِيْرُ (ইয়া কাবীরু)-হে অতীব মহান।

يَا حَفِيْظُ (ইয়া হাফীযু)-হে মহা রক্ষক।

يَا مُقِيْتُ (ইয়া মুকীতু)-হে মহা শক্তিদাতা।

يَا حَسِيْبُ (ইয়া হাসীবু)-হে মহা হিসাব গ্রহণকারী।

يَا جَلِيْلُ (ইয়া জালীলু) হে অতি মহিমান্বিত।

يَا كَرِيْمُ (ইয়া কারীমু)-হে মহা অনুগ্রহকারী।

يَا رَقِيْبُ (ইয়া রাকীবু)-হে মহা অভিভাবক।

يَا مُجِيْبُ (ইয়া মুজিবু)-হে মহা কবুলকারী।

يَا وَاسِعُ (ইয়া ওয়াসিউ)-হে বিস্তারকারী।

يَا حَكِيْمُ (ইয়া হাকীমু)-হে মহাবিজ্ঞ।

يَا وَدُوْدُ (ইয়া ওয়াদুদু)-হে শ্রেষ্ঠতম বন্ধু।

يَا مَجِيْدُ (ইয়া মাজিদু)-হে মহা গৌরবময়।

يَا بَاعِثُ (ইয়া বাইসু)-হে পুনরুত্থানকারী।

يَا شَهِيْدُ (ইয়া শাহীদু)-হে মহান সাথী।

يَا حَقُّ (ইয়া হাক্কু)-হে মহাসত্য।

يَا وَكِيْلُ (ইয়া ওয়াকিলু)-হে মহা ব্যবস্থাপক।

يَا قَوِىُّ (ইয়া কাভিয়্যু)-হে মহা শক্তিধর।

يَا مَتِيْنُ (ইয়া মাতীনু)-হে মহা অটল।

www.pathagar.com

يَا وَلِىُّ (ইয়া ওয়ালিয়্যু)-হে মহাবন্ধু।

يَا حَمِيْدُ (ইয়া হামীদু)-হে মহা প্রশংসিত।

يَا مُحْصِىْ (ইয়া মুহ্‌ছি'উ)-হে মহা গণনাকারী।

يَا مُبْدِئُ (ইয়া মুবদি'উ)-হে সৃষ্টি সূচনাকারী।

يَا مُعِيْدُ (ইয়া মু'ঈদু)-হে ফেরতদাতা।

يَا مُحْيِىْ (ইয়া মুহ্‌য়ীউ)-হে জীবনদাতা।

يَا مُمِيْتُ (ইয়া মুমীতু)-হে মৃত্যুদাতা।

يَا حَىُّ (ইয়া হায়্যু)-হে চিরঞ্জীবন্ত।

يَا قَيُّوْمُ (ইয়া কাইয়্যুমু)-হে চির বিদ্যমান।

يَا وَاجِدُ (ইয়া ওয়াজিদু)-হে ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী।

يَا مَاجِدُ (ইয়া মাজিদু)-হে গৌরবান্বিত।

يَا وَاحِدُ (ইয়া ওয়াহিদু)-হে চির এক।

يَا صَمَدُ (ইয়া ছামাদু)-হে চির অভাবহীন।

يَا قَادِرُ (ইয়া কাদিরু)-হে সর্বশক্তিমান।

يَا مُقْتَدِرُ (ইয়া মুকতাদিরু)-হে মহান ক্ষমতাবান।

يَا مُقَدِّمُ (ইয়া মুকাদ্দিমু)-হে অগ্রসরকারী।

يَا مُؤَخِّرُ (ইয়া মু'আখ্‌খিরু)-হে বিলম্বকারী।

يَا اَوَّلُ (ইয়া আউয়ালু)-হে আদি।

يَا اٰخِرُ (ইয়া আখিরু)-হে অন্ত।

يَا ظَاهِرُ (ইয়া জাহিরু)-হে প্রকাশ্য।

يَا بَاطِنُ (ইয়া বাতিনু)-হে অপ্রকাশ্য।

يَا وَالِىُ (ইয়া ওয়ালিয়ু)-হে অধিপতি।

يَا مُتَعَالِىُ (ইয়া মুতা'আলী)-হে উন্নত।

يَا بَرُّ (ইয়া বার্‌রু)-হে কল্যাণদাতা।

www.pathagar.com

يَا تَوَّابُ (ইয়া তাওয়াবু)-হে মহা তাওবা কবুলকারী।

يَا مُنْتَقِمُ (ইয়া মুনতাকিমু)- হে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

يَا عَفُوٌّ (ইয়া আফুভ্যু)- হে ক্ষমাকারী।

يَا رَئُوفُ (ইয়া রা'উফু)- হে অতি দয়ালু।

يَا مَلِكَ الْمُلْكِ (ইয়া মালেকাল মুল্‌ক)- হে দুনিয়ার মালিক।

يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম)- হে গৌরব ও মহত্বের অধিকারী।

يَا مُقْسِطُ (ইয়া মুকসিতু)- হে ন্যায়বান।

يَا جَامِعُ (ইয়া জামি'উ)-হে একত্রকারী।

يَا غَنِيُّ (ইয়া গনীয়্যু)-হে ঐশ্বর্যশালী।

يَا مُغْنِيُ (ইয়া মুগনিয়ু)- হে ঐশ্বর্যদাতা।

يَا مَانِعُ (ইয়া মানি'উ)-হে বাধাদানকারী।

يَا ضَارُّ (ইয়া যাব্‌রু)-হে অনিষ্টদানকারী।

يَا نَافِعُ (ইয়া নাফি'উ)-হে উপকারী।

يَا نُوْرُ (ইয়া নূরু)-হে আলো।

يَا هَادِيُ (ইয়া হাদিয়ু)-হে পথপ্রদর্শক।

يَا بَدِيْعُ (ইয়া বাদি'উ)- হে অনুকরণকারী।

يَا بَاقِيُ (ইয়া বাকিয়ু)-হে চির বিরাজমান।

يَا وَارِثُ (ইয়া ওয়ারিছু)- হে স্বত্তাধিকারী।

يَا رَشِيْدُ (ইয়া রাশীদু)-হে মহা সৎপথে চালনাকারী।

يَا صَبُوْرُ (ইয়া ছাবরু)-হে মহা ধৈর্যশীল।

পবিত্র নামের সাহায্যে মকসুদ হাসিলের বিবরণ

উলামা ও মাশায়েখগণ আল্লাহর এই নামসমূহের সাহায্যে যে অসংখ্য মাকসুদ হাসিল করে থাকেন নিম্নে তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা গেল ঃ

يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহ)-হে আল্লাহ। জুম'আর পূর্বে ২০০ বার এই নাম জিকির করলে যে কোন কঠিন সমস্যার সমাধান হবে। (আঃ কো)

www.pathagar.com

يَا رَحْمٰنُ (ইয়া রাহমানু)-হে পরম দয়ালু। প্রতি নামাযের পর ১০০ বার পড়লে খামখেয়ালী ও ভুলে যাওয়া অভ্যাস দূর হয়। (আমালে কুরআনী)

يَا رَحِيْمُ (ইয়া রাহীমু)-হে করুণাময়। রোজ ১০০ বার জিকর করলে সকলেই তার প্রতি মেহেরবান হবে। (হিসনে হাসীন)

يَا مَلِكُ (ইয়া মালিকু)- হে সর্বাধিকারী। সূর্যাস্ত সময়ে ১২০ বার জিকির করলে আল্লাহ তাকে যাহেরী-বাতেনী সচ্ছলতা দেবেন। (আমালে কুরআনী)

يَا قُدُّوْسُ (ইয়া কুদ্দূসু)-হে মহাপবিত্র। ১৮৫ বার পড়ে রুটিতে লিখে খেলে যাবতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। (আমালে কুরআনী)

يَا سَلَامُ (ইয়া সালামু)- হে শান্তিদাতা। রুগ্ন ব্যক্তি রোজ ১০০ বার জিকর করলে ইনশা আল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। (আমালে কুরআনী)

يَا مُؤْمِنُ (ইয়া মু'মিনু)-হে নিরাপত্তা দানকারী। কোনরূপ ভয় হলে ৩৬ বার ইহা জিকির করলে জান মালের হেফাজত হবে। (আমালে কুরআনী)

يَا مُهَيْمِنُ (ইয়া মুহাইমিনু)-হে চিরসাথী। গোসল অন্তে ২ রাকাত নামায পড়ে ১০০ বার ইহা পাঠ করলে সাহস বাড়ে। (আমালে কুরআনী)

يَا عَزِيْزُ (ইয়া আযীযু)- হে পরাক্রমশালী। রোজ ৪১ বার করে ৪০ দিন ইহা জিকির করলে খুব সম্মানিত হবে ও কারো মুখাপেক্ষী হবে না।
(আমালে কুরআনী)

يَا جَبَّارُ (ইয়া জাব্বারু)-হে মহা শক্তিমান। ভোরে ও সন্ধ্যায় এই নাম ২১৬ বার জিকর করলে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(আমালে কুরআনী)

يَا مُتَكَبِّرُ (ইয়া মুতাকাব্বিরু)-হে মহাগর্বিত। বাসর রাত্রে স্ত্রী মিলনের পূর্বে ১০ বার ইহা জিকির করলে নেক সন্তান লাভ হবে। (আমালে কুরআনী)

يَا خَالِقُ (ইয়া খালেকু)-হে সৃষ্টিকর্তা। ৭ দিন প্রত্যহ ১০০ বার জিকির করলে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। (আমালে কুরআনী)

يَا بَارِئُ (ইয়া বারি'উ)-হে সৃজনকারী। রোজ ৭ বার করে জিকির করলে কবরের আযাব মাফ হয়।

يَا مُصَوِّرُ (ইয়া মুছাব্বিরু)-হে আকৃতিদাতা। ৭ দিন রোযা রেখে ইফতারের সময়ে ২১ বার এই নাম পড়ে পানিতে দম করে ইফতার করলে এবং ইফতারের পরেও ২১ বার জিকির করলে বন্ধ্যা রমনী সন্তান লাভ করবে।
(হিসনে হাসীন)

www.pathagar.com

يَا غَفَّارُ(ইয়া গাফ্ফারু)- হে মহা ক্ষমাশীল। জুম'আর পরে ১০০ বার জিকর করলে সর্ব অভাব দূর হয় এবং গোনাহ্ মাফ হয়। (আমালে কুরআনী)

يَا قَهَّارُ (ইয়া কাহ্হারু)-হে মহা শাস্তিদাতা। যাদুর ফলে ধ্বজভঙ্গ হলে চিনা মাটির পাত্রে তা লিখে ধুয়ে পানি খেলে আরোগ্য লাভ করবে।

(আমালে কুরআনী)

يَا وَهَّابُ (ইয়া ওয়াহ্হাবু)-হে মহান দাতা। এই নামের জিকিরে ধনদৌলত, জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। (হিসনে হাসান)

يَا رَزَّاقُ (ইয়া রয্যাকু)-হে মহা রিজিকদাতা। ফজরের নামাযের পূর্বে ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণা থেকে শুরু করে প্রতি কোণায় এটা ১০ বার করে পড়লে রুজি-রোজগারে বরকত হবে। (হিনসে হাসীন)

يَا فَتَّاحُ (ইয়া ফাত্তাহু)-হে মহা বিজয়ী। ফজরের নামাযান্তে বুকের উপর হাত রেখে ৭০ বার এই নাম পড়লে সব কাজ সহজ হয়। (হিসনে হাসীন)

يَا عَلِيْمُ (ইয়া 'আলীমু)-হে মহাজ্ঞানী। সর্বদা এই নাম জিকির করলে রুহানী জ্ঞান লাভ হয় এবং স্মরণ শক্তি বেড়ে যায়। (আমালে কুরআনী)

يَا قَابِضُ (ইয়া কাবিদ্বু)-হে নিয়ন্ত্রণকারী। ৪০ দিন পর্যন্ত রোজ রুটির ৪টি লোকমার উপর এই নাম লিখে খেলে ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাবে না।

(হিসনে হাসীন)

يَا بَاسِطُ (ইয়া বাসিতু)-হে প্রসারকারী। চাশতের নামায অন্তে ইহা ১০ বার জিকির করলে রুজি বৃদ্ধি হয়। (আমালে কুরআনী)

يَا خَافِضُ (ইয়া খাফিদ্বু)- হে অবনতকারী। ৩দিন রোযা রেখে ৪র্থ দিন এক বৈঠকে ইহা ৭০ বার জিকির করলে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হবে। (হিঃ হাঃ)

يَا رَافِعُ (ইয়া রাফি'উ)-হে উত্থানদাতা। মধ্য রাত্রে ১০০ বার ইহা জিকর করলে মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত বেড়ে যাবে। (হিসনে হাসীন)

يَا سَمِيْعُ (ইয়া সামি'উ)- হে মহা শ্রবণকারী। বৃহস্পতিবার চাশতের নামায অন্তে ৫০০ বার পড়ে যে কোন নেক দোয়া করলে কবুল হয়।

(আমালে কুরআনী)

يَا حَلِيْمُ (ইয়া হালীমু)-হে মহা ধৈর্যশীল। ইহা কাগজে লিখে উহার ধোয়া পানি ব্যবসায়ের জিনিসে বা যন্ত্রপাতিতে মালিশ করলে বরকত হবে।

(হিসনে হাসীন)

www.pathagar.com

يَا شَكُوْرُ (ইয়া শাকূরু)-হে মহা কৃতজ্ঞতা প্রিয়। হাঁপানি রোগে কোন পাত্রে এই নাম লিখে সমস্ত শরীরের উপর বুলায়ে উহার ধোয়া পানি পান করলে ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

يَا حَفِيْظُ (ইয়া হাফীযু)-হে মহা রক্ষক। এই নামের তাবীয ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য বহু পরীক্ষিত।

يَا رَقِيْبُ (ইয়া রাকীবু)- হে মহা অভিভাবক। গর্ভপাতের আশংকা হলে এই নাম ৭ বার পড়লে ইনশাআল্লাহ সুফল হবে। (আমালে কুরআনী)

يَا مَتِيْنُ (ইয়া মাতীনু)- হে মহা অটল। মায়ের দুধ কমে গেলে বা বাচ্চা দুধ না খেলে এই নাম লিখে উহার ধোয়া পানি কিছু মাতাকে খাওয়ালে এবং কিছু দ্বারা স্তন ধুয়ে দিলে সুফল হবে। (হিসনে হাসীন)

يَا مُعِيْدُ (ইয়া মুঈদু)- হে ফেরত দাতা। পলাতক বা হারানো লোক ফিরিয়ে আনার জন্য দুপুর রাতে এই নাম ৭০ বার জিকির করে ঘরের চার দিকে ফুঁ দিলে এনশাআল্লাহ সুফল হবে। (হিসনে হাসীন)

يَا قَيُّوْمُ (ইয়া কাইয়্যুমু)- হে চির বিদ্যমান। শয়নকালে এই নাম অনেকবার জিকির করলে সুখনিদ্রা হবে। (আমালে কুরআনী)

يَا وَالِىُ (ইয়া ওয়ালিউ)- হে অধিপতি। এই নাম বহুবার জিকির করলে বিদ্যুৎ, বজ্রপাত থেকে নিরাপদে থাকবে।

يَا بَرُّ (ইয়া বাররু)- হে কল্যাণ দাতা। অকালে মারা গেলে এই নাম ৭ বার পড়ে নবজাত সন্তানের উপর ফুঁ দিলে সুফল হবে। (হিসনে হাসীন)

يَا جَامِعُ (ইয়া জামে'উ)- হে একত্রকারী। কোন কিছু হারিয়ে গেলে এই নামের জিকিরে সুফল হয়। (আমালে কুরআনী)

يَا مُغْنِىُ (ইয়া মুগ্নিউ)- হে ঐশ্বর্য দাতা। প্রতি রাত্রে আগে-পরে ১১ বার দরূদ সহ ১১১১ বার এই নাম জিকির করলে অবস্থা সচ্ছল হবে এবং ঋণ শোধ হবে। (হিসনে হাসীন)

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসী ও তার ফযীলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর স্বাধীন, সর্বোচ্চ, নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করে কতিপয় আয়াত নাযিল করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এই দুনিয়ায় যত মানুষ, যত জাতি, যত দেশ ও যত রাষ্ট্রই সৃষ্টি হোক না কেন তার সবার এবং সবকিছুরই শুরু আছে এবং শেষও আছে। সব কিছুরই উত্থান-পতন আছে, উন্নতি-অবনতি আছে, ভালো-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ও আছে। কিন্তু এই ভালো-মন্দের হিসেব গ্রহণের শক্তি এবং উহার বিচারের ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। সেই শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কেননা মানুষের জন্য নিখুঁত ও সর্বোত্তম আইন দিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই, আইন পালিত হচ্ছে কিনা তাও দেখার একমাত্র মালিক তিনিই ; কেননা তিনি চিরজীবন্ত ও চিরবিদ্যমান ; তন্দ্রা বা নিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হন না এবং আসমান ও জমিনের একমাত্র প্রভু তিনিই। অনন্ত কাল পূর্বে কী ঘটেছে, বর্তমানে কোথায় কি ঘটছে এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল কোথায় কি ঘটবে, তা তিনি অবগত আছেন। আর তিনি সবকিছুরই এত নিকটে যে, সমস্ত আসমান-জমীনকেই ঘিরে রয়েছে তাঁর মহিমান্বিত আসন। তিনি মহাসম্মানিত ও মহীয়ান।

আল্লাহ্ পাকের এই নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই বিশ্বের সকল মানুষ, জাতি ও রাষ্ট্রকে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর ইবাদাত করুক বা না করুক, তাঁকে মানুক না মানুক—কৈফিয়ত তাদের দিতেই হবে। না দিয়ে কোন উপায় নেই। আল্লাহর এই মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার আয়াতটিতে তার আসন বা কুরসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'কুরসী' শব্দ থেকেই এই আয়াতটির নাম দেয়া হয়েছে 'আয়াতুল কুরসী' বা 'কুরসীর আয়াত'।

মুসলমানগণ যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে তখন এই আয়াতের কারণেই তাদের রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে লা-শারীক আল্লাহকেই গ্রহণ করে। আর রাষ্ট্র কায়েম করতে পারুক বা না পারুক তাদের জীবনের যাবতীয় কাজের জন্যই যে তাঁর নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে এই চিন্তা করে সদা সর্তক অবস্থায় তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে নেক আমল করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্ব, মানযাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইন্‌দাহু ইল্লা বি'ইয্‌নিহি, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খাল্‌ফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইইম্ মিন্ 'ইল্‌মিহি ইল্লা বিমা শা'-আ। ওয়াসিয়া কুর্‌সিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা ইয়া'উদুহু হিফ্‌যুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলীয়্যুল্ 'আযীম।

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তিনিই—যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীবন্ত, চিরবিদ্যমান। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। সমস্ত আসমান ও জমিনের সবকিছুরই তিনি মালিক। কেউই নেই যে তার বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে সক্ষম। তাদের অগ্র-পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তিনি তা সবই অবগত। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত তাঁর ইলমের কিছু অংশও ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। তাঁর আসন সমস্ত আসমান এবং জমিনকেই পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। আর সমস্ত আসমান ও জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ ও মহান।"–(আল বাকারা ঃ ২৫৫)

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

(১) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, শয়তান এই মর্মে অংগীকার করেছে যে, শোয়ার পূর্বে কেউ আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে ভোর পর্যন্ত শয়তান তার নিকট আসবে না। কেননা এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা তার হেফাজতের জন্যে নিযুক্ত হয়।–(বুখারী শরীফ)

(২) আয়াতুল কুরসী ভোরে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় পড়লে ভোর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হেফাজতে থাকবে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও উৎপীড়ন থেকে নিরাপদে থাকবে।–(মুজাররাবাতে দায়রবী)

www.pathagar.com

(৩) প্রতি নামাযের আগে ও পরে নিয়মিতভাবে পাঠ করলে পাঠকের সমুদয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। (মুজাররাবাতে দায়রবী)

(৪) প্রতি ফরয নামাযের পর একবার পড়লে তার রিজিক প্রচুর বৃদ্ধি হয়।

(৫) ইমাম কুফী (র) বলেন, কোন কাজে রওনা হওয়ার পূর্বে এটি পাঠ করে প্রথমে বাম পা ফেলে গমন করলে সে কাজে অবশ্যই সফলকাম হবে।

(৬) বিদেশ যাত্রার সময়ে পড়ে নিলে পথে ও বিদেশে জ্বিন ও মানুষের যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে।

(৭) এটা ৩ বার পড়ে বিদেশে অবস্থানরত কোন লোকের প্রতি নিয়ত করে ফুঁক দিলে সে তথায় সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।

(৮) নির্জন পথে বা স্থানে চলার সময়ে এটা পড়তে থাকলে জ্বিন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতি কখনো কাছে আসতে বা ক্ষতি করতে পারবে না।

(৯) এশার নামায অন্তে এটা ৩ বার পড়ে দুই হাতে দম করে তালি দিলে শরীর বন্ধ হয়ে যায় এবং ভোর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকা যায়।

(১০) এই আয়াত লিখে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট বা বাগানের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলে তথায় চোর-ডাকাত আসতে বা কোনরূপ দুর্ঘটনা হতে পারে না। উপরন্তু প্রচুর বরকত ও রিজিক বৃদ্ধি হয়।

(১১) এই আয়াত মাটির ভাংগা পাত্রে লিখে শস্যের মধ্যে রেখে দিলে সমুদয় শস্য চোর-ডাকাত ও পচা-গলার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাতে প্রচুর বরকত হবে। (আমালে কোরআনী)

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

আল্লাহর নাম স্মরণের সীমাহীন পুরস্কার

"হাদীসে কুদসীতে আছে ঃ আল্লাহ পাক বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী হয়ে থাকি। যখন বান্দা আমার নাম স্মরণ করে তখন আমি তার সংগে থাকি। যখন সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মজলিসে বসে স্মরণ করে, তাহলে আমি ফেরেশতাদের মজলিসে তার কথা আলোচনা করি। যদি সে আমার দিকে কিছুটা আগায় তবে আমি তার দিকে এক হাত প্রসারিত করি ; যদি সে আমার দিকে এক হাত আগায় তাহলে আমি তার দিকে দু'হাত আগাই। আর যদি কোন বান্দা আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় তাহলে আমি দৌড়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হই।"—(বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের পরিচয়

ভাইবোন, যদি চাও আখেরে নাজাত,
খোদার কালাম মেনে চল দিন-রাত।

কুরআনের পরিচয়

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। এটা তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এর ভাষা আরবী। এর ভাষা এত সুন্দর—এর বর্ণনাভংগি এত আকর্ষণীয় যে দুনিয়ার কোন মানুষই এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষায় কোন কিছু লিখতে সক্ষম নয়।

মানুষের সমগ্র জীবনে কী করা কর্তব্য এবং কী বর্জন করা কর্তব্য, কি কি করলে তাদের জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে তার বিস্তারিত হেদায়াত ও আদেশ-নিষেধ বা হুকুম-আহকাম আল্লাহ পাক এই কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সে হুকুম-আহকাম অনুযায়ী কেমন করে আমল করতে হয় তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁরই প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পবিত্র কুরআন তাই মানুষের একমাত্র হেদায়াত গ্রন্থ। এ কথাই আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ যালিকাল্ কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল্ লিল্মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ "এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই—মুত্তাকীগণের জন্য পূর্ণাংগ হেদায়াত।"-(আল বাকারা ঃ ২)

বস্তুত মুসলমানগণ যতদিন পর্যন্ত এই কুরআন অনুযায়ী চলেছে এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে ততদিন পর্যন্ত তারাই ছিল সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে সম্মানীয় জাতি। তখন পৃথিবীর বড় বড় দেশ ও সভ্যতা তাদের নিকট হার মেনেছে এবং তাদের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কি শিক্ষা, কি সংস্কৃতি, কি জ্ঞান, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি কলা, কি প্রকৌশল, কি কারিগরী, সর্বত্রই তারা মুসলমান জাতিকে অগ্রদূত বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যখনই এই মুসলিম জাতি পবিত্র কুরআনকে বর্জন করে বিজাতীয় আদর্শ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিকট নতি স্বীকার করেছে তখনই তারা অভাবনীয় লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়ে শত্রুদের গোলামে পরিণত হয়েছে। মহাকবি ইকবাল তাই সত্যিই বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وہ مسلمان بعزت تھے حامل قران ہوکر
اورتم ذلیل وخوار ہو ہے تارك قران ہوکر

(উও মুসলমান বা ইজ্জাত থে হামেলে কোরআঁ হো কর,
আওর তুম জলীল ও খার হুয়ে তারেকে কোরাআঁ হো কর।)

"সেই মুসলমানগণ সম্মানীত হয়েছিলেন পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে, আর তোমরা লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত হয়েছো পবিত্র কুরআনকে বর্জন করে।"

কিন্তু সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জাতির জাগরণ শুরু হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আইন জারী করার জন্যে সারা দুনিয়ায় শুরু হয়েছে ব্যাপক আন্দোলন। কবি তাই আহবান জানাচ্ছেন ঃ

"ওরে মুসলিম, নহিস ভিখারী,
জুজদানে তোর কোহিনূর।
সেই রত্ন তুই অবহেলে
ফেলে রেখে তাকের তলে
ভিক্ষা মাগিস পরের দ্বারে
তাইরে বেকুফ তাই ফতুর।"
"বদর বিজয়ী ওরে সৈনিক
বাজা দুন্দুভী কাঁপা দশ দিক
এবারে কায়েম করতেই হবে
কুরআনের ফরমান।
বেঈমান আর ইহুদী নাছারা
কোথায় পালাবে ভেবেছে কি তারা ?
সোনালী যুগের আগমনে হবে
জুলমাতের অবসান।"

কুরআনের সত্যতা

পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর বাণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা নাযিল হওয়ার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এটাকে মানুষের তথা নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর রচিত বলে প্রমাণ করার জন্য শত্রুরা যে কত চেষ্টা করেছে তার কোন সীমা নেই। এর এক একটি আয়াত বা বাক্য এমন সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে আল্লাহ রচনা করেছেন যে, আজ পর্যন্ত এর সামান্যতম একটি বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্যও কেউ রচনা করে দেখাতে পারেনি। কত ভণ্ড নবী, কত ধোঁকাবাজ কবি,

www.pathagar.com

কত জাঁদরেল পণ্ডিত যে কত ভাবে চেষ্টা করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আরবী ভাষার নামকরা পণ্ডিতেরা যখন এর আয়াতসমূহকে নবীর রচিত বলে প্রোপাগাণ্ডা করতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাদেরকে ১০টি সূরা রচনা করে দেয়ার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল্, ফা'তূ বি'আশ্‌রি সুওয়ারিম্ মিছ্‌লিহী মুফ্‌তারাইয়াতিওঁ ওয়াদ'উ মানিস্ তাত্বা'তুম মিন্ দূনিল্লাহি ইন্ কুন্‌তুম ছদিকীন।

অর্থ ঃ "(হে নবী) আপনি বলুন, এই সূরার ন্যায় ১০টি স্বরচিত সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ্ ছাড়া যদি তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকে তবে তাদেরও তোমাদের সংগে ডেকে নাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।"-(সূরা হূদ ঃ ১৩)

কিন্তু কুরআনের শত্রুরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সমর্থ হল না। ১০টি কেন, একটি সূরাও তারা রচনা করতে পারল না। তখন আল্লাহ্ পাক সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ করে বললেন ঃ ১০টি তো পারছ না ; ঠিক আছে মাত্র একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। কিন্তু তারা একটি সূরাও রচনা করতে সমর্থ হল না, বরং চিরতরেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। এই শেষ চ্যালেঞ্জের কথা কুরআনে নিম্নরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্ কুন্‌তুম্ ফী রাইবিম্ মিম্মা নায্‌যালনা 'আলা 'আব্‌দিনা ফা'তূ বিসূরাতিম্ মিম্ মিছ্‌লিহী ওয়াদ্'উ শুহাদা'আকুম্ মিন্ দূনিল্লাহি ইন্ কুন্‌তুম্ ছদিকীন।-(আল বাকারা ঃ ২৩)

অর্থ ঃ "আর আমার বান্দার (মুহাম্মাদের) প্রতি আমি যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ হলে অনুরূপ একটি মাত্র সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাথীদেরকে (সাহায্যের জন্য) ডেকে নাও—যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"

বস্তুত আল্লাহর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত শক্তি কোন মানুষের নেই। তাই এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য—প্রতিটি শব্দই

www.pathagar.com

আল্লাহর রচিত। এতে কেউ সন্দেহ্ করতে পারে না। একমাত্র হঠধর্মী কাফের ছাড়া অন্য কেউ একে মানুষের রচিত বলে উক্তি করতে পারে না।

মুসলমান ও বিবেকবান মানুষ মাত্রই একে আল্লাহর বাণী ও কালাম বলে স্বীকার করতে বাধ্য।

কুরআনের ফযীলত

পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। সমস্ত মানবজাতি এবং কূল মাখলুকাতের পরম শান্তি এর মধ্যে নিহিত। সুতরাং এর মূল্য যে কত বেশী তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এটা এতই মূল্যবান ও মর্যদাসম্পন্ন যে, সমস্ত আসমান-জমিন এবং পাহাড়-পর্বতও এর ভার বহন করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

উচ্চারণ ঃ লাও আন্‌যাল্‌না হাযাল্ কুর্‌আনা 'আলা জাবালিল্ লারা'আইতাহু খাশি'আম্ মুতাছাদ্দি'আম্ মিন্ খাশ্‌ইয়াতিল্লাহ।

অর্থ ঃ "যদি আমি কোন পাহাড়ের উপরে এই কুরআন নাযিল করতাম তাহলে আপনি তাকে ধ্বসে ও ফেটে যেতে দেখতেন।"-(আল হাশর ঃ ২১)

এই কুরআন যে মানুষের জন্য সীমাহীন রহমত ও মহামূল্যবান উপদেশে পরিপূর্ণ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ আওয়ালাম ইয়াক্‌ফিহিম্ আন্না আন্‌যালনা 'আলাইকাল্ কিতাবা ইউত্‌লা 'আলাইহিম্ ইন্না ফী যালিকা লারাহমাতাওঁ ওয়া যিকরা লিক্বাওমি ইঁউমিনূন।-(সূরা আনকাবূত ঃ ৫১)

অর্থ ঃ "তাদের (মু'মিনদের) জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি এই গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি যা তাদের শোনানো হয়। এটা নিশ্চিত যে, এই গ্রন্থে রয়েছে ঈমানদারদের জন্য রহমত এবং উপদেশ।"

পবিত্র কুরআন যেহেতু দুনিয়ার বুকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও অমূল্য সম্পদ তাই যারাই এটা অধ্যয়ন করবে এবং যারা এটা মানুষকে শিক্ষা দেবে তারাই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষ আর কেউই হতে পারে না। তাই হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ খায়রুকুম্ মান্ তা'আল্লামাল্ কুর্আনা ওয়া 'আল্লামাহূ।

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই যারা কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষাদান করে।"-(বুখারী)

পবিত্র কুরআন অনুসারে যারা জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা যে কত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এমনকি তাদের অভিভাবক বা পিতা-মাতাকে যে সম্মানে ভূষিত করা হবে তার কথা চিন্তা করলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ ٥

উচ্চারণ ঃ মান্ কারা'আল্ কুর্আনা ওয়া আমিলা বিমা ফীহি উল্বিসা ওয়ালিদাহূ তাজাঁন ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি যাওউহূ আহ্সানু মিন্ যাওইশ্ শাম্সি।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পাক অধ্যয়ন করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরিধান করানো হবে যার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির চেয়েও উজ্জ্বল হবে।"

হযরত বিশ্বনবী (সা) আরো বলেন ঃ

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ ٥

উচ্চারণ ঃ মাজতামা'আ কাওমুন ফী বাইতিম্ মিন্ বুয়ূতিল্লাহি ইয়াত্লূনা কিতাবাল্লাহি ওয়া ইয়াতাদারাসূনাহু বাইনাহুম ইল্লা নাজালাত 'আলাইহিমুস সাকীনাতু ওয়া গাশিয়াত্হুমুর রাহ্মাতু ওয়া হাফ্ফাতহুমূল্ মালা'ইকাতু ওয়া যাকারহুমুল্লাহু ফী-মান্ ইনদাহ।

অর্থ ঃ "লোকেরা যখন কোন আল্লাহর ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অন্যকে তা শিক্ষা প্রদান করে তখন তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়, ফেরেশতারা

www.pathagar.com

তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ পাক তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সংগে (তাদের এই মহান আমলের কথা) আলোচনা করেন।"

হাদীস শরীফে আরো আছে ঃ

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنَ الْقُرْانِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ٥ لاَ أَقُولُ الم حرفٌ بَلْ الِفٌ حَرْفٌ وَ لاَمٌ حَرْفٌ وَ مِيمٌ حَرْفٌ ٥

উচ্চারণ ঃ মান্ কারা'আ হার্ফাম্ মিনাল্ কুর্আনি ফালাহু বিহী হাসানাহ্। ওয়াল হাসানাতু বি'আশরি আম্ছালিহা। লা আকূলু আলিফ-লাম-মীম হারফুন। বাল আলিফুন্ হার্ফুন্ ওয়া লামুন্ হারফুন্ ওয়া মীমুন্ হারফুন্।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পাকের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে বিশেষ নেকী ; আর নেকী দেয়া হয় দশগুণ। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"

পবিত্র কুরআন যারা পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তারা এবং তাদের পিতামাতারাই যে শুধু জান্নাতে গমন করবে ও অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবে তা-ই নয়, বরং তাদের গোত্র ও পরিবার-পরিজনদের ভেতর থেকে তারা এমন দশজনকেও জান্নাতে নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে যাদের জন্য জাহান্নামে যাওয়া সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসংগেই হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرانَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِى عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ٥

উচ্চারণ ঃ মান্ কারা'আল কুর্আনা ফাস্তায্হারাহু ফা আহাল্লা হালালাহু ওয়া হার্রামা হারামাহু আদখালাহুল্লাহুল জান্নাতা ওয়া শাফ্ফা'আহু ফী আশারাতিম্ মিন্ আহ্লি বাইতিহী কুল্লুহুম্ ক্বাদ্ ওয়াজাবাত লাহুন্ নার।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পাক অধ্যয়ন করবে (অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ জ্ঞান লাভ করবে) অর্থাৎ তদনুযায়ী জীবন গঠন করবে—তার হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম জানবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন এবং

www.pathagar.com

তার পরিবার-পরিজনদের ভেতর থেকে এমন দশজনকে (জান্নাতের জন্য) সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্যই জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছিল।"

এ ছাড়া যারা পবিত্র কুরআন মুখস্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ পাক যে পুরস্কার নির্ধারিত করেছেন তার কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ كَمَا تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا○

উচ্চারণ ঃ ইউক্বালু লিছাহিবিল্ কুর্আনি ইয়াওমাল্ কিয়ামাতে ইকরা' ওয়ারতাকি ওরাত্তিলিল্ কুর্আনা কামা তুরাত্তিলু ফিদ্দুন্ইয়া ফাইন্না মানযিলাতাকা ইন্দা আখিরি আয়াতিন তাকরা'উহা)

অর্থ ঃ "পবিত্র কুরআন অধ্যয়নকারী হাফেয ব্যক্তিকে বলা হবে, পড়, আর (জান্নাতের সিঁড়িসমূহ) অতিক্রম করতে থাক এবং দুনিয়ায় যেভাবে ধীরে সুস্থে পড়তে সেভাবে পড় ; কেননা তুমি সর্বশেষ আয়াতটি যেভাবে পড়বে তা-ই তোমার মনযিল।"

কুরআন পাক তেলাওয়াতের আদব

আল্লাহর কালাম কুরআনের চেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত আর কিছুই নেই। সুতরাং এটা তেলাওয়াতের পূর্বে নিজেকে হতে হবে সর্বাধিক পবিত্র, আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে হতে হবে একাগ্রচিত্র। সম্ভব হলে অর্থাৎ অর্থ বুঝতে সমর্থ হলে তার সঠিক বুঝ ও জ্ঞান যাতে হাসিল হয় তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং শয়তান যাতে এ পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে সর্বান্তকরণে। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ○

উচ্চারণ ঃ ফাইযা কারা'তাল্ কুর্আনা ফাস্তা'ইয্ বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। ইন্নাহু লাইসা লাহু সুল্তানুন্ আলাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওক্কালুন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "তোমরা যখনই কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে তখনই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চেয়ে নিবে। যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রভুর উপর ভরসা করে তাদের উপর ওর (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৯৮-৯৯)

আর যদি কেউ অর্থ বুঝতে সমর্থ না হয় তাহলে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের সাথে যাতে আন্তরিক মহব্বতের সৃষ্টি হয় এবং এই মহব্বত নিয়েই যাতে আল্লাহর কাছে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় সে জন্যও শয়তানের যাবতীয় অসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা হতে যাতে বেঁচে থাকা যায় সে উদ্দেশ্যেও আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হয়।—বলতে হয় ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ্ চাই।"

অতপর আল্লাহ্ রহমানুর রহীমের নামে তেলাওয়াত শুরু করার সময়ে বলতে হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।"

এটা পবিত্র কুরআনের একটি পৃথক আয়াত। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَاْ بِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ ○

উচ্চারণ ঃ কুল্লু আমরিন্ যী বালিন্ লাম্ ইউব্দাউ বিস্মিল্লাহি ফাহুয়া আক্তাউ।

অর্থ ঃ "যে নেক কাজ আল্লাহর নামে আরম্ভ করা না হয় তা হয় বরকতহীন।"

আরো স্মরণীয় যে, যদি কোন মজলিসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তাহলে যারা পাঠকারী নন তাদের একান্ত কর্তব্য হবে উক্ত তেলাওয়াতকে গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা এবং সম্পূর্ণ নীরব থাকা। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা কুরিআল্ কুর্আনু ফাস্তামিউ লাহূ ওয়া আন্‌ছিতু লাআল্লাকুম তুরহামূন।

অর্থ ঃ "যখন কুরআন পাক তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা তা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপচাপ থাক ; সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হবে।"

কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময়ে নিম্ন বিষয়ের প্রতিও খুব লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

* কুরআন পাক কিছুটা উঁচুতে রেহেল, তেপায়া বা পাক-ছাফ বালিশের উপর রেখে নিরিবিলি স্থানে কেবলামুখী হয়ে একান্ত বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করবে।

* মনে করবে যে, আমি আমার মহান মাওলাকে তাঁরই পাক কালাম পড়ে শোনাচ্ছি এবং তিনি আমার পড়া শুনছেন।

* তাজবীদ সহকারে ধীরে সুস্থে প্রতিটি হরফ ও শব্দকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পড়বে।

* খোশ এলহানের সাথে অর্থাৎ সুমিষ্ট স্বরে পড়তে হবে। কিন্তু সাবধান, মুখ বাঁকিয়ে গানের সুরে কখনো পড়া যাবে না।

* অর্থ বুঝে পড়লে ধীরে ধীরে প্রতিটি আয়াতের অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। রহমতের আয়াত পড়ার সময়ে আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া চাইবে এবং আযাবের আয়াত পড়ার সময় আল্লাহর শাস্তি থেকে পানাহ্ চাইবে।

* কুরআন পাক তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর ধ্যান মনে জাগ্রত থাকলে কান্নার ভাব হবেই। তবুও কান্নার ভাব না আসলে তজ্জন্য চেষ্টা করবে।

* সাধারণত উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করবে। তবে মনে রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো ভাব জাগ্রত হলে কিংবা অন্য মুসলমান ভাইয়ের কোন অসুবিধার আশংকা হলে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করবে।

দিনরাত সর্বক্ষণই তেলাওয়াত করা যায়। তবে সকাল বেলাই সর্বোত্তম সময়।

* কুরআন পাকে ৭টি মনযিল আছে। রোজ এক একটি মনযিল তেলাওয়াত করে এক সপ্তাহে কুরআন পাক খতম করা উত্তম।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে কি আছে

পবিত্র কুরআনে যা লেখা আছে তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) পারা ঃ ৩০
(খ) রুকূ' ঃ ৫৪০
(গ) সূরা ঃ ১১৪
(ঘ) আয়াত ঃ ৬২৩৬ (আয়াত সংখ্যায় মতভেদ আছে)
(ঙ) সেজদা ঃ ১৪
(চ) শব্দ ঃ ৭০,৪৩৯
(ছ) হরফ ঃ ৩,৪০,৭৪০
(জ) মনযিল ঃ ৭টি।

তেলাওয়াতে সেজদার বিবরণ

পবিত্র কুরআনে মোট ১৪টি স্থান আছে যেখানে তেলাওয়াত করলেই সেজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যে আয়াত পড়লে সেজদা ওয়াজিব হয় তা যদি কেউ শোনে তাহলে তার জন্যেও সেজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এই সেজদাকে তেলাওয়াতে সেজদা বলা হয়। তেলাওয়াতে সেজদার মাসায়েল ঃ

১. সেজদার আয়াত পড়া বা শোনার সংগে সংগে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে (রুকূ' না করে ও হাত না বেঁধে) সোজা জমিনে সেজদার কায়দায় একটি সেজদা করে পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে উঠবে।

২. সেজদার মধ্যে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' ৩/৫/৭ বার পড়তে হয়।

৩. বসে তেলাওয়াত অবস্থায় যদি বসা থেকে সেজদায় যায় ও সেজদা সেরে উঠে বসে তাতেও সেজদা হয়ে যায়। এটাও জায়েয।

৪. সেজদাকারীকে পাক হতে হবে। (যেন অজু-গোছলের প্রয়োজন না থাকে) সেজদার স্থান, শরীর এবং পরিধেয় কাপড় সবই পাক হতে হবে।

৫. বে-অজু বা বে-গোসল অবস্থায় সেজদার আয়াত শুনলে অবিলম্বেই অজু-গোসল করে পাক হয়ে সেজদা সম্পন্ন করতে হবে।

৬. হায়েজ-নেফাস অবস্থায় উক্ত আয়াত শুনলে সেজদা করতে হবে না।

৭. নামাযের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়লে তৎক্ষণাৎ সেজদা করে নিয়ে কেরাতের কিছু অংশ বাকী থাকলে তা পড়ে নিয়ে যথারীতি রুকূ-সেজদা করে নামায শেষ করতে হবে।

৮. যদি একই সেজদার আয়াত বার বার পড়ে তাহলে একবার সেজদা করলেই চলবে।

৯. এই সেজদা ওয়াজিব। এটা না করলে তার গোনাহ থেকেই যাবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে এটা সম্পন্ন করা দরকার।

www.pathagar.com

এলমে দ্বীনের বিবরণ

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানকেই বলা হয় এলমে দ্বীন। এই জ্ঞান পুরোপুরি অর্জন করা মুসলমানদের জন্য ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মুসলমান যাতে দ্বীনের পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করে সমগ্র মুসলমান জাতিকে সঠিক হেদায়াত দান করতে পারে তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা মুসলমানদের উপর ফরয। কিন্তু অন্যরা করবে—এরূপ ধারণা নিয়ে যদি সকল মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে তাহলে সকলকেই গোনাহগার হতে হবে। আর ব্যক্তি হিসেবে এবং যার যার কাজ হিসেবে যতটুকু ইলমে দ্বীন হাসিল করা প্রয়োজন ততটুকু অর্জন করা ফরযে আইন। অর্থাৎ অতটুকু হাসিল না করলে ভীষণ গোনাহগার হতে হবে। হযরত নবীয়ে পাক (সা) একথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ○

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরয।"

আল্লাহ তা'আলা ইলমে দ্বীনের পরিপূর্ণ আলেম হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দান করে এরশাদ করেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ○

"তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে এমন হতে হবে যারা সকলকে কল্যাণের (অর্থাৎ দ্বীনের) প্রতি আহবান জানাবে—সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে।"

ইলমে দ্বীন হাসিলের মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ○

"(হে নবী !) বলুন, যারা ইলম অর্জন করে এবং যারা করে না তারা কি সমান হতে পারে ?"

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى الْبَدْرِ ○

"একজন ইলমহীন ইবাদাতকারীর উপর একজন আলেমের মর্যাদা সাধারণ চন্দ্রের উপর পূর্ণ চন্দ্রের মর্যাদার সমান।"

www.pathagar.com

শরীয়াতের হুকুমের প্রকার

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (সা)-এর মারফতে আমাদের যা কিছু করার হুকুম দিয়েছেন কিংবা যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তার সবকিছু মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য। তার হুকুমসমূহের মধ্যে এমন কিছু হুকুম রয়েছে যার গুরুত্ব সবচাইতে অধিক, পক্ষান্তরে এমন কিছু হুকুম রয়েছে যার গুরুত্ব এমন পর্যায়ের যে, আমরা তা পালন করতে পারলে তিনি খুশী হয়ে ছওয়াব দান করেন। কিন্তু করতে না পারলে তিনি শাস্তি দান করেন না। আবার এই দুইয়ের মাঝেও এমন হুকুম রয়েছে যার গুরুত্ব প্রথম পর্যায়ের কাছাকাছি কিংবা শেষ পর্যায়ের নিকটবর্তী।

আল্লাহর হুকুমের গুরুত্বে এই যে তারতম্য এ দিক থেকে এটাকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

১. ফরয

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস দ্বারা যে হুকুম এমন অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, তা পালন করা একান্তভাবেই কর্তব্য। তা পালন করলে কোটি কোটি নেকী লাভ হয়, জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। কিন্তু পালন না করলে কোটি কোটি বদী হয় এবং জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হয়। আর এটা অস্বীকার করলে সম্পূর্ণরূপেই কাফের হতে হয় এবং চিরজাহান্নামী হতে হয়। এই ফরয আবার দুই প্রকার ঃ

(ক) **ফরযে আইন ঃ** যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বয়স্ক ও সজ্ঞান মুসলমানের উপর ফরয। তা কেউ কারো পক্ষ থেকে পালন করতে পারে না। যেমন ৫ ওয়াক্তের নামায। রমযানের রোযা ইত্যাদি।

(খ) **ফরযে কেফায়া ঃ** যা ব্যক্তিগতভাবে নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে। কিছু লোকে তা পালন করলেই সকলের পক্ষ থেকে পালিত হয়ে যায়। তবে কিছু লোকে যাতে পালন করে বা করতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা কিংবা ব্যবস্থা করে দেয়ার দায়িত্ব সকল মুসলমানের। কেউ না কেউ করবে—এরূপ ধারণা নিয়ে সবাই যদি এমনভাবে গাফেল থাকে যে, তা কেউ পালনই করল না তাহলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলমানকেই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমন জানাযার নামায, প্রতি এলাকায় পরিপক্ক আলিম, ফকীহ ও মুবাল্লিগ সৃষ্টি করা, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য কর্মকর্তা ও মুজাহিদ তৈরী করা।

www.pathagar.com

২. ওয়াজিব

দলীলে যন্নী অর্থাৎ অকাট্য দলীলের নিকটবর্তী গুরুত্ব বহনকারী আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হুকুমগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়। এটা দলীলের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ব্যাপার মাত্র। নচেৎ আমলের দিক থেকে ফরয ও ওয়াজিবে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের হেফাজত ও প্রতিপালন সমানভাবেই জরুরী।

ওয়াজিব আমল ৪টি, যথা (১) বেতরের নামায, (২) ঈদুল ফিতরের নামায, (৩) ঈদুল আযহার নামায এবং (৪) নেছাব পরিমাণ ধনী ব্যক্তির জন্য কুরবানী।

৩. সুন্নাত

হযরত রাসূল (সা) যা নিজে করতেন ও করতে বলেছেন কিংবা অন্য কেউ করলে তা ভালো বলে বিবেচনা করেছেন তাকে বলা হয় সুন্নাত। এটা অস্বীকার করলে কাফের হতে হয় ও চিরজাহান্নামী হতে হয়।

সুন্নাত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ যথা—

(ক) **সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঃ** যা তিনি উম্মাতকে করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন তাকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা করলে যেমন অশেষ নেকী, তেমনি না করলে গোনাহগার হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি পেতে হবে। যেমন ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত নামায।

(খ) **সুন্নাতে গায়রে মোয়াক্কাদা ঃ** যা হযরত নবী (সা) নিজে করেছেন উম্মাতকেও করার উৎসাহ দিয়েছেন কিংবা করার বিষয়ে কিছুই বলেননি এবং করতেই হবে এমন তাকীদও দেননি তাকে বলা হয় সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। এটা করলে অশেষ নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু না করলে কোন গোনাহ হয় না। এটাকে সুন্নাতে যায়েদাও বলা হয়। নফলও বলা হয়। যেমন এশরাক ও চাশতের নফল নামায, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নফল নামায।

মনে রাখতে হবে যে, এক একটি নফল ইবাদাতে হাজার হাজার নেকী পাওয়া যায়। আবার এও মনে রাখতে হবে যে, এক একটি ফরযের মর্তবা লক্ষ লক্ষ নফলের চেয়েও বেশী এবং সে হিসেবে ১টি ফরযের নেকী যে কত তা আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কেউই অবগত নন। এ কারণে নফল ইবাদাত করতে গিয়ে বা অধিক পরিমাণে করতে গিয়ে ফরয ইবাদাত কাযা করা বা তরক করা মহাপাপ এবং এরূপ করা সীমাহীন বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমাদের সবচেয়ে বেশী যত্নবান হতে

www.pathagar.com

হবে ফরযের প্রতি। তারপর ওয়াজিবের প্রতি তারপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদার প্রতি এবং সর্বশেষে নফলের প্রতি। এর অর্থ নফলের প্রতি কম গুরুত্ব দেয়া নয়। বরং এর অর্থ হল আমরা এক একটি নফলের নিমিত্ত তথা আল্লাহ ও রসূলকে খুশী করার জন্য যখন সবিশেষ তৎপর ও মনোযোগী হই তখন আরো বেশী মনোযোগী হবো সুন্নাতে মোয়াক্কাদার জন্য এবং তার চেয়েও বেশী মনোযোগী হবো এক একটি ফরযের জন্য।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন:

(১)

সুন্নাতের অনুসরণের পুরস্কার

"উম্মাতের মধ্যে যখন ফেৎনা-ফাসাদ নেমে আসে তখন যে ব্যক্তি মজবুত হয়ে আমার সুন্নাতের তাবেদারী করে সে একশত শহীদের সওয়াব লাভ করবে।"—(বায়হাকী)

www.pathagar.com

পবিত্রতা

পাক থেকে যেই জন
করে এবাদাত,
সেজন খোদার প্রিয়
পায়রে নাজাত।
ওযু ও গোসল যারা
করে ঠিকমত,
খোদার রহম তারা
পায় অবিরত।
পবিত্র না হয়ে যেই
চলাফেরা করে,
বনের পশুও তাকে
সদা ঘৃণা করে।
রোগ শোকে অপমৃত্যু
হয় তার ভবে,
সন্তান সন্ততি তার
অমানুষ হবে।

পাক হই গড়ি সবে
সোনার জীবন,
নবীর তরীকা ধরি
হইরে সুজন।

এস্তেনজার বিবরণ

পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়াকে এস্তেনজা বলে। পুরুষদের পেশাবের নালি লম্বা ও পেঁচানো বলে পেশাব শেষ হওয়ার সংগে সংগেই উহার ধারা একেবারে বন্ধ হয় না। বরং ধীরে ধীরে আরো কিছু ফোটা নেমে আসে। এমনকি ব্যধির কারণেও অনেকের আরো কিছু ফোটা অতিরিক্ত মাত্রায় বের হয়। তাই পুরুষদের জন্য কুলুখ নেয়া প্রয়োজন। এ জন্য সাধারণত শুকনা মাটির ঢেলা, কাপড় বা টয়লেট পেপার পেশাবের রাস্তায় লাগিয়ে কিছুক্ষণ হাটতে হয়। এভাবে পেশাবের ফোটা আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কত পা হাটতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। পেশাবের ফোটা বন্ধ হলেই

www.pathagar.com

হাটাও বন্ধ করতে হবে। তবে সাধারণত ৪০ কদম হাটলে কোন সন্দেহ থাকে না। কুলুখ নেয়ার পরে পানি ব্যবহার করতে হবে। তবে কুলুখ নেয়ার সময় যাতে ফরয তরক বা ছতর সরে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং শালিনতা বজায় রাখতে হবে। মহিলাদের পেশাবের নালি দীর্ঘ নয় এবং পেচানোও নয়। তাই তাদের কুলুখ নেয়ার প্রয়োজন নেই। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

পায়খানার পর নারী-পুরুষ সবাইকেই পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা ধুয়ে নিলেই চলবে। তবে এ অবস্থাতেও প্রথমে ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করবে এবং তারপর পানি ব্যবহার করবে। এটাই মোস্তাহাব। ঢিলার সংখ্যা বা কতটা ছোট বড় হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী এক, তিন বা যেকোন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা যায়।

কুলুখ হিসেবে কি ব্যবহার করা যায়

মাটির ঢিলা, মাটি, পাথর, বালি, তুলা, কাপড়ের টুকরা, ইটের টুকরা, পোড়া মাটির টুকরা, কুলুখের জন্য তৈরীকৃত টয়লেট কাগজ ইত্যাদি।

কুলুখ হিসেবে কি ব্যবহার করা উচিত নয়

হাড়, নাপাক বস্তু, গোবর, কয়লা, কাঁচ, লেখার জন্য তৈরী করা কাগজ, লিখিত কাগজ ইত্যাদি।

পেশাব পায়খানা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য

১. কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে এস্তেনজায় বসা যাবে না।

২. দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা করা ঘোরতর অন্যায়।

৩. খালি মাথায় পায়খানায় যাওয়া নিষেধ।

৪. 'আল্লাহ', 'রসূল', কালেমা বা কোন আয়াত লেখা আংটি, টুপি বা কাপড়সহ পায়খানায় যাওয়া নিষেধ।

৫. এস্তেনজার জন্য প্রবেশের সময়ে প্রথমে বাম পা এবং বের হয়ে আসার সময় ডান পা বের করে দিতে হবে।

৬. এস্তেনজায় এমনভাবে বসবে যাতে বাম পা ডান পায়ের চেয়ে একটু উঁচুতে থাকে।

৭. এ সময়ে কোন যিকির, তেলাওয়াত, তাসবীহ, আযান বা সালামের জবাব কিংবা অন্যের সাথে কথা বলা যাবে না।

www.pathagar.com

৮. বিনা দরকারে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, গলা খকরানো, এদি-ওদিক দেখা, আকাশের দিকে তাকানো, নিজের শরীরের সাথে খেলা করা, বিনা প্রয়োজনে নিজের ছতরের প্রতি তাকানো ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হাঁচি এলে মনে মনে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হবে।

যে সকল স্থানে এস্তেনজা নিষিদ্ধ

(ক) প্রবাহিত পানি, (খ) করবস্থান, (গ) বদ্ধ জলাশয় বা পুকুর, (ঘ) ফলন্ত গাছের তলা, (ঙ) শস্য ক্ষেত, (চ) মানুষ চলাফেরার রাস্তা, (ছ) মানুষের বিশ্রাম গ্রহণের স্থান, (জ) মসজিদের সামনে বা ঈদগাহে, (ঝ) অজু-গোছলের স্থান, (ঞ) ইদুঁর, সাপ বা পিপড়ার গর্ত।

পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ○

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা'ইছ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ঘৃণিত বস্তু ও ঘৃণিত শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

পেশাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَنِىْ ○

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্ লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফান্নী।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর করে শান্তি দিয়েছেন।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন

(১)

পবিত্রতা ও ঈমান

"পবিত্রতা অর্জন ঈমানের একটি বিরাট অংশ।"

www.pathagar.com

নাপাকীর বিবরণ

নাপাক বস্তুকে বলা হয় নাজাসাত। এটা দুই প্রকার ঃ (১) নাজাসাতে গলীযা (ভারী নাপাকী) ও (২) নাজাসাতে খফীফা (হাল্কা নাপাকী)।

ভারী নাপাকী

১. মানবদেহ থেকে যা বের হলে অজু নষ্ট হয় বা গোসল ফরয হয়, যথা ঃ পেশাব, পায়খানা, মণি, মজি, পুঁজ, রক্ত, মুখ ভর্তি বমি, নবজাত শিশু, শিশু ও বালক-বালিকার পেশাব-পায়খানা।

২. হায়েজ-নেফাস ও ইস্তেহাযার রক্ত।

৩. মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জন্তু, যে সকল জন্তুর গোশত হালাল নয় তাদের পেশাব, পায়খানা, গোবর, কুকুরের মল-মূত্র, হাঁস-মোরগ-মুরগীর পায়খানা, হিংস্র জানোয়ার, বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি।

হাল্কা নাপাকী

১. ঘোড়ার পেশাব, গরু, ছাগল, উট, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি হালাল পশুর পেশাব।

২. কাক, চিল, বাজ, শকুন ইত্যাদি হারাম পাখির মল।

নাপাক বস্তুর মাসায়েল

১. ভারী নাপাকী এক দেরহামের চেয়ে বেশী লাগলে শরীর বা কাপড় নাপাক হয়ে যায়। (হাতের তালু সোজা করে পানি নিলে যতটুকু পানি তালুতে রয়ে যায়, পানির ততটুকুকে এক দেরহাম ধরা হয়। নাপাকী জমাট হলে দেরহামের ওজন এবং তরল হলে দেরহামের আয়তন ধর্তব্য।)

২. হাল্কা নাপাকী কাপড়ের ৪ ভাগের ১ ভাগ বা তার অধিক জায়গা জুড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। এইরূপে দেহের কোন অংগের ৪ ভাগের ১ ভাগ বা তার চেয়ে বেশী জায়গায় লাগলে দেহও নাপাক হয়ে যায়।

৩. পানির গুণ ৩টি, যথা রং, গন্ধ ও স্বাদ। কোন কারণে এই তিনটি গুণ নষ্ট হলে সে পানির ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ রকম পানি গৃহপালিত পশুকে খাওয়ানোও বৈধ নয়।

৪. বৃষ্টির সময়ে পথ চলতে যে পানি-কাদার ছিটা লাগে তাতে দেহ বা কাপড় নাপাক হয় না। তবে কোন নাপাকী পরিষ্কার দেখা গেলে নাপাক হবেই।

৫. যে সকল পাখির গোশত হালাল তাদের মল পাক, যেমন কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৬. মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়।

৭. নাপাকী থেকে যে বাষ্প বা ধোঁয়া ওঠে তা পাক। ফলের ভেতরে যে পোকা জন্মে তা নাপাক নয়, কিন্তু তা খাওয়া জায়েয নয়।

৮. ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ থেকে যে লালা ঝরে তা নাপাক নয়।

৯. খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হলেও তা নাপাক নয়।

১০. যে পানি দ্বারা নাপাক জিনিস ধোয়া হয় সে পানি নাপাক হয়ে যায়।

১১. নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা তৈরী সাবান পাক।

১২. যদি শরীরে, কাপড়ে বা দাড়ি-চুলে নাপাক রং লাগে তবে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। যখন রংহীন সাদা পানি বের হবে তখনই তা পাক বলে গণ্য হবে। যদিও রংয়ের চিহ্ন পুরোপুরি দূর না হয়।

১৩. মুরগী বা হালাল কোন জীব জবাই করে কেটে ছাফ করার আগেই যদি গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয় তবে তা নাপাক ও হারাম হয়ে যায় তা পাক করার আর কোন উপায় থাকে না।

১৪. পানিতে নাপাকী পড়লে সে পানি নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু স্রোতের পানি হলে ঐ নাপাকীর কারণে পানির গুণ ৩টি (রং, স্বাদ, গন্ধ) নষ্ট না হলে পানি নাপাক হবে না।

১৫. কমপক্ষে ১০০ বর্গহাত আয়তন বিশিষ্ট কোন হাউজ বা পুকুরের গভীরতা যদি এতটুকু হয় যে, তা থেকে আঁজলা ভরে পানি তুললে নীচের মাটি দেখা যায় না তা হলে সে হাউজ বা পুকুরের পানি প্রবহমান পানি বলে গণ্য হবে।

১৬. মশা, মাছি, ভীমরুল ইত্যাদি পানিতে পড়ে মরে থাকলে বা বাইরে মরে পানিতে এসে পড়লে পানি নাপাক হবে না।

১৭. পানিতে যে সকল প্রাণী জন্মে তা মরে পানিতে পড়ে থাকলে পানি নাপাক হয় না।

১৮. ব্যাং বা কচ্ছপ মরে পচেগলে পানির সাথে মিশে গেলেও পানি নাপাক হয় না। এ পানি দ্বারা অজু-গোছল করা গেলেও পান করা দুরস্ত হবে না।

১৯. শূকরের চামড়া কোন অবস্থাতেই পাক নয়। অন্যান্য মৃত জন্তুর শিং, দাঁত, হাড় এবং মানুষের হাড় ও চুল পাক।

www.pathagar.com

ঝুটার মাসায়েল

১. মুসলমান-অমুসলমান, পাক-নাপাক, বালক-বালিকা সকলের ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) পাক। তাদের ঘামও পাক।

২. জন্তুর ঝুটা পাক হলে ঘামও পাক এবং নাপাক হলে ঘামও নাপাক।

৩. কুকুরের ঝুটা নাপাক। কোন পাত্রে বা কোন স্থানে মুখ দিলে তা কমপক্ষে ৩ বার না ধুলে পাক হয় না।

৪. শূকর, বাঘ, শৃগাল, চিতাবাঘ, বানর ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ঝুটা নাপাক।

৫. বিড়ালের ঝুটা পাক। তবে মাকরূহ।

৬. বেঁধে রাখা মুরগীর ঝুটা পাক। কিন্তু যে মুরগী ছাড়া অবস্থায় এটা ওটা খেয়ে বেড়ায় তার ঝুটা মাকরূহ।

৭. যে সকল পশু-পাখীর গোশত হালাল তাদের ঝুটা পাক। ঘোড়ার ঝুটাও পাক।

৮. সাপ, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি ইত্যাদির ঝুটা মাকরূহ।

৯. ইঁদুর বা তেলাপোকা রুটির কিছু অংশ খেয়ে ফেললে সেই দিক থেকে কিছু অংশ ছিড়ে ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়।

১০. স্বামী ছাড়া অন্য কারো ঝুটা খাওয়া মহিলাদের জন্য মাকরূহ। একইভাবে স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো ঝুটা খাওয়া স্বামীদের জন্য বৈধ নয়।

১১. বিছানার এক অংশ নাপাক থাকলে অন্য অংশের উপর নামায পড়া বৈধ।

১২. শুধু সন্দেহের কারণে পাক জিনিস নাপাক বলে গণ্য হয় না।

নাপাকী দূর করার নিয়ম

১. যে তরল নাপাকী শুকিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না তা শরীরে লাগলে ৩ বার ধুয়ে নিতে হয়। কাপড়ে লাগলেও ৩ বার ধুয়ে নিতে হবে, তবে প্রতিবারেই ভালো করে নিংড়াতে হবে।

২. ঐ প্রকার নাপাকী যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না তাহলে তাও তিনবার ধুয়ে নিতে হবে, তবে প্রতিবার ধুয়ে এতসময় পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে পানির ফোটা আর না পড়ে।

৩. নাপাকী মিশানো তরল বস্তুর দাগ উঠানো কষ্টকর হলে ৩ বার ধুয়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে যদি তার দাগ না ওঠে।

www.pathagar.com

৪. জুতা, স্যান্ডেলে গোবর-বিষ্ঠা ইত্যাদির ন্যায় জমাট নাপাকী লাগলে জমিনে ঘসে নাপাকী তুলে ফেলতে হবে। আর তরল নাপাকী লাগলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

৫. কাপড়, শরীর বা অন্য কোন জিনিসে শুকনা বা তরল মণি লাগলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শুকনা মণি ঘসে ফেলে দিলেও পাক হয়ে যায়।

৬. মাটি ও ইটের বিছানায় তরল কোন নাপাকী পড়ে শুকিয়ে গেলে যদি নাপাকীর চিহ্ন দূর হয়ে যায় তবে তার উপর নামায পড়া বৈধ হবে। তবে ঐরূপ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে না। ঘরের মেঝে পেশাব লেগে নাপাক হয়ে গেলে যদি তা কাঁচা হয় তাহলে ৩ বার পানি বহিয়ে দিয়ে পাক করে নিতে হবে। আর যদি পাকা হয় তাহলে পানি ঢেলে দিয়ে হাত দিয়ে ঘষার পরে পাক কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। এরূপ ৩ বার করতে হবে।

৮. আয়না, লোহানির্মিত বস্তু বা এমন জিনিস যা নাপাকী চুষে নিতে পারে না তা পাক কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হয়ে যায়।

৯. যদি শরীরে মণি লাগে তাহলে তা ধুয়ে ফেলা ব্যতীত শরীর পাক হয় না।

পবিত্রতা রক্ষার জন্য ৫টি জরুরী কাজ

১. **পুরুষের খাৎনা করা ঃ** এটা ইসলামের বিশেষ বিধান। বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই এটা সম্পন্ন করা উত্তম। নইলে পবিত্রতা হাসিল করা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা ঃ** এই কেশ বড় হওয়ার পূর্বেই কামিয়ে ফেলা সুন্নাত। বড় জোর ৪০ দিনের পূর্বেই এটা করা উত্তম।

৩. **হাত-পায়ের নখ কাটা ঃ** গোশতের সাথে মিলিত অংশকে বাদ দিয়ে নখের বাড়তি অংশ কেটে রাখতে হবে। এটা সপ্তাহে একবার কাটা উত্তম। নিয়ম হলো এই যে, প্রথমে ডান হাতের, তারপর বাম হাতের। অতপর প্রথমে ডান পায়ের, তারপর বাম পায়ের নখ কাটতে হবে।

৪. গোঁফ ছোট করে ছেটে রাখা সুন্নত। ক্ষুর অথবা ব্রেড দিয়ে কামিয়েও ফেলা যায়। এটা সপ্তাহে একবার করা সমীচীন। নেককার লোকেরা সাধারণত প্রতি শুক্রবার এটা করে থাকেন।

৫. প্রতি মুসলমানের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। লম্বা বেশী হলে এক মুষ্ঠি পরিমাণ রেখে বাড়তি অংশ ছেঁটে ফেলা যায়।

www.pathagar.com

কূপ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

ছোট কূপে (১০০ বর্গহাতের চেয়ে ছোট) কোন নাপাক জিনিস পতিত হলে কূপটি নাপাক হয়ে যায়। ঐ নাপাক জিনিস কম হোক বেশী হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তার সব পানি তুলে ফেললেই পাক হবে। তার ভেতরের চতুর্দিকের দেয়াল ধোয়া লাগে না। যে বালতি বা দড়ি দ্বারা পানি তোলা হয় তাও ধোয়ার দরকার হয় না। সমস্ত পানি বের করার অর্থ এই যে, পানি এত পরিমাণ তুলবে যাতে বালতির অর্ধেকও যেন না ডুবে। আরো মনে রাখতে হবে ঃ

১. কবুতর বা চড়ুই পাখির মল কূপে পড়লে পানি নাপাক হবে না।

২. হাঁস-মুরগীর মল কূপে পতিত হলে নাপাক হবে। তখন সমস্ত পানিই বের করতে হবে।

৩. কূপে গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়ালে পেশাব করলে বা অন্য কোন নাপাকী পড়লে তার পানি তুলে ফেলতে হবে।

৪. মানুষ, কুকুর, গরু, ছাগল ইত্যাদি কূপে পড়ে মরে গেলে বা বাইরে মরে ভিতরে পড়লে সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

৫. ইদুঁর বা চড়ুই পাখির মত ছোট জন্তুও কূপে পড়ে মরে এবং গলে বা পচে যায় তা হলেও সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

৬. উক্ত প্রকার জন্তু যদি শুধু মরে যায় তাহলে (ফোলা-ফাটা বা পচার পূর্বে) ঐ মৃত প্রাণীকে প্রথমে তুলে ফেলতে হবে। তারপর ২০ বালতি পানি বের করা ওয়াজিব। বের করার আগে হাজার বালতি পানি বের করলেও তা হিসেবে ধরা হবে না।

৭. কবুতর, মুরগী, বিড়াল ইত্যাদি ধরনের প্রাণী পড়ে মরে গেলে (ফোলা-ফাটা বা পচার আগে) ৪০ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

৮. যে কূপে বালতি সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেই বালতি দিয়েই হিসেব করতে হবে। তবে অনেক বড় বালতি ব্যবহার করে থাকলে সচরাচর যে আকারের বালতি সবাই ব্যবহার করে সেই বালতির হিসেব করতে হবে।

৯. কূপে নীচ বা পার্শ্ব থেকে অবিরাম পানি আসতে থাকলে, অনুমান করে যে পানি প্রথমে ছিল সেই পরিমাণ পানি বের করতে হবে।

১০. কূপে নাপাকী দেখার সময় থেকেই তার পানিকে নাপাক বলে ধরতে হবে। এটার পূর্বে অজু গোছল করা বা কাপড় চোপড় ধোয়া হয়ে থাকলে তা দুরস্ত বলে ধরে নিতে হবে।

www.pathagar.com

১১. ইদুঁর, বিড়াল ইত্যাদি কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে জীবিত অবস্থায় বের হয়ে এলে পানি বের করতে হবে না। তবে তাদের গায়ে রক্ত বা অন্য কোন নাপাকী থাকলে পানি অবশ্যই বের করতে হবে।

১২. কূপ থেকে যে পরিমাণ পানি বের করতে হবে তা একবারেও বের করা যায়। আবার অল্প অল্প করে কয়েকবারেও বের করা যায়।

অজুর বিবরণ

আমাদের দেহ নানা কারণে নাপাক হতে পারে। এই নাপাকী দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হল ছোট নাপাকী এবং দ্বিতীয় প্রকার হল বড় নাপাকী। স্বপ্নদোষ হলে, স্ত্রীসহবাস করলে, যৌন উত্তেজনায় বীর্যপাত হলে কিংবা স্ত্রীলোকদের হায়েজ-নেফাসের রক্তস্রাব চলতে থাকলে বড় ধরনের নাপাকী হয়। একে বলা হয় 'হাদাছে আকবার'। এ ছাড়া নিদ্রা গেলে, পেশাব পায়খানা করলে, মুখ ভরে বমি করলে, পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে ক্রিমি, বায়ু বা অন্য কিছু বের হলে ইত্যাদি কারণে ছোট ধরনের নাপাকী হয়। একে বলা হয় 'হাদাছে আছগার'।

'হাদাছে আছগার' বা ছোট প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অজু করতে হয়। আর 'হাদাছে আকবার' থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোছল করতে হয়। অজু তিন প্রকার যথা ঃ

(১) **ফরয**—যেমন নামায পড়ার জন্য, কুরআন পাক স্পর্শ করে পড়ার জন্য।

(২) **ওয়াজেব**—যেমন কা'বা ঘর তাওয়াফ করার জন্য।

(৩) **নফল**—যেমন কুরআন পাক মুখস্ত পড়ার জন্য, গোছলের জন্য, অজু থাকতেও অজু করার জন্য।

অজুর নিয়ত

কোন কিছু করার জন্য ইচ্ছা করার নামই নিয়ত। একে বাংলায়, আরবী বা অন্য কোন ভাষায় উচ্চারণ করার কোন নিয়ম শরীয়াতে নেই। এটা শুধু অজুর ক্ষেত্রেই নয়, তায়াম্মুম, গোছল, নামায, রোযা—এক কথায় সকল কাজের জন্যই এটা স্মরণ রাখতে হবে। তাই অজুর ক্ষেত্রেও এইরূপ যখন ইচ্ছা করবে যে, আমি ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অজু করছি তখনই নিয়ত হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে যে, অজুর ক্ষেত্রে মনে মনে ঐরূপ নিয়ত করার আবশ্যকতা নেই। তবে নিয়ত করা যে উত্তম তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিনা ইচ্ছায় বা বিনা নিয়তে অজুর জন্য যা করণীয় তা করলেই অজু

www.pathagar.com

হয়ে যায়। অর্থাৎ যে অংগ যতটুকু ধুইতে হয় সে অংগ ততটুকু ধুইলেই অজুর কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়।

অজুর নিয়ম

প্রথমেই কেবলামুখী হয়ে একটু উঁচু জায়গায় বসে নিম্নলিখিত দোয়া পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ
اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ ۝

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্‌ 'আলিয়্যিল 'আযীম। ওয়াল্‌ হাম্‌দু লিল্লাহি 'আলা দীনিল্‌ ইসলাম। আল্‌ ইস্‌লামু হাক্কুন, ওয়াল্‌ কুফরু বাতিলুন। আল ইস্‌লামু নূরুন ওয়াল্‌ কুফরু যুল্‌মাহ।

অর্থ ঃ "সু-উচ্চ ও মহীয়ান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যাবতীয় প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহর। ইসলাম সত্য এবং কুফ্‌র মিথ্যা। ইসলাম নূর (আলো) এবং কুফ্‌র অন্ধকার।"

অতপর কনিষ্ঠ আংগুলের ন্যায় চিকন ও এক বিঘৎ লম্বা একখানি তাজা ডাল বা কাঠ দ্বারা মেছওয়াক করবে ; হাদীস শরীফে আছে ঃ মেছওয়াক না করে অজু করে ৭০ রাক'আত নামায পড়লে যে ছওয়াব হয়, মেছওয়াক করে অজু করে ১ রাক'আত নামায পড়লে তার চেয়েও অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া মেছওয়াক করলে দাঁত, মুখ তথা সমস্ত দেহের স্বাস্থ্যগত যে উপকার হয় তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।

অতপর কারো সাথে কথা না বলে অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেই অজু সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। ডান দিক থেকে ধৌত করা শুরু করবে। প্রথমে কব্জি পর্যন্ত দু' হাত তিনবার ধৌত করবে। তারপর তিন বার কুলি করবে ও শেষ কুলির সময়ে গলার ভেতরে পানি রেখে গড়গড়া করবে, নাকের ভেতরে তিনবার পানি পৌঁছাবে। এরপর কপালের উপর চুল উঠার স্থান থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত পরিষ্কাররূপে তিনবার ধৌত করবে। পরে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার পরিষ্কাররূপে ধৌত করবে। মনে রাখতে হবে যে, হাত ধোয়ার সময়ে আংগুলগুলি ভালোভাবে মর্দন করতে হবে। হাতে বা আংগুলে গহনা কিংবা আংটি থাকলে তা এমনভাবে নেড়েচেড়ে দিতে হবে যাতে সর্বত্র পানি পৌঁছে যায়। আরো মনে রাখতে হবে যে, দাড়ি খুব ঘন হলে মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় তাও তিনবার

www.pathagar.com

খেলাল করতে হবে। এরপর দু' হাতে নতুন করে পানি নিয়ে তা একটু ঝেড়ে একবার মাথা মাছেহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দু' হাতের মধ্যমা, তর্জনী ও কনিষ্ঠ আংগুল ও হাতের ঐ আংগুলগুলোর সন্নিহিত তালু দিয়ে প্রথমে মাথার সম্মুখ দিক থেকে মাছেহ করে পেছনে নিবে, তারপর তালুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে মাথার পেছনের অংশ মাছেহ করে সামনের দিকে আনতে হবে। এরপর দুই শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাছেহ করবে এবং বৃদ্ধ আংগুলের পেট দ্বারা কানের পেছনের ও উপরের অংশ মাছেহ করবে। তারপর দু' হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাছেহ করবে। মনে রাখতে হবে যে, মাথার চার ভাগের এক ভাগেরও কম মাছেহ হলে অজু হবে না। তারপর দুই পায়ের গোছা (গিরা)সহ সমস্ত পা তিনবার ধৌত করতে হবে। এই সময়ে পায়ের আংগুলগুলো এমনভাবে মর্দন করতে হবে যাতে কোন অংশে পানি পৌঁছতে বাকী থেকে না যায়। মনে রাখতে হবে যে, অজুর সময়ে কোন অংগে জোরে জোরে পানি নিক্ষেপ করা ঠিক নয়। কোন ওযর না থাকলে বাম হাতে মুখে পানি দেয়া উচিত নয় এবং যে কোন বেহুদা কথা বর্জন করা সমীচীন। আরো স্মরণীয় যে, পানি দরকারের চেয়ে বেশী খরচ করা খুব অন্যায়। প্রতি অংগ ধৌত কিংবা মাছেহ করার সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং শেষে দরূদ শরীফ পড়া উত্তম।

অজু শেষ করার পরে দরূদ শরীফ পড়া এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করা উত্তম। এ ছাড়া অজু শেষে দাঁড়িয়ে অজুর পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করা ভালো।

অজুর মাসায়েল

অজুর ফরজ ৪টি ঃ

(১) মুখমণ্ডল (কপালের চুল উঠার স্থান থেকে চিবুকের নীচ এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত) এক বার ধৌত করা।
(২) দুই হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা।
(৩) মাথার ৪ ভাগের এক ভাগ একবার মাছেহ করা ও
(৪) টাখনুসহ দুই পা একবার ধৌত করা।

অজুর সুন্নাত ১৪টি ঃ

(১) দুই হাত কব্জা পর্যন্ত তিনবার ধোয়া,
(২) বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করা,
(৩) অজুর নিয়ত করা,

www.pathagar.com

(৪) মেছওয়াক করা,
(৫) এক অঙ্গ ধোয়ার পর অপর অঙ্গ ধৌত করতে বিলম্ব না করা,
(৬) কুলি করা,
(৭) গড়গড়া করা,
(৮) নাকের ভেতরে পানি পৌছানো,
(৯) কান মাছেহ করা,
(১০) সমস্ত মাথা মাছেহ করা,
(১১) প্রতি অংগ তিনবার ধোয়া,
(১২) হাত-পায়ের আংগুলসমূহ মর্দন করা,
(১৩) দাড়ি ঘন হলে খেলাল করা এবং
(১৪) পর্যায়ক্রম অনুসারে অজুর অঙ্গগুলো ধৌত করা।

অজুর মুস্তাহাব ১৪টি ঃ

(১) ডান দিক থেকে অজু শুরু করা,
(২) ঘাড় মাছেহ করা,
(৩) ওয়াক্তের পূর্বেই অজু করা,
(৪) অজুর সময়ে বাজে কথা না বলা,
(৫) কেবলামুখী বসে অজু করা,
(৬) অন্যের সাহায্য ছাড়া অজু করা,
(৭) অজুর অংগসমূহ মর্দন করা,
(৮) আংটি বা গহনা থাকলে নেড়ে দেয়া,
(৯) প্রতি অংগ ধৌত বা মাছেহ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং শেষে দরূদ পড়া,
(১০) দুই কান মাছেহ করা,
(১১) পানি দরকারের চেয়ে অধিক খরচ না করা,
(১২) অজু শেষ করার পরে দরূদ ও কালেমা শাহাদাত আসমানের দিকে চেয়ে পাঠ করা।
(১৩) অজু শেষে দাঁড়িয়ে অজুর পরের অবশিষ্ট পানি পান করা এবং
(১৪) একটু উঁচু স্থানে বসে অজু করা।

অজুর মাকরূহ ৫টি ঃ

(১) মুখের উপর জোরে পানি নিক্ষেপ করা,
(২) নাপাক জায়গায় বসে অজু করা,
(৩) তিনবারের বেশী অজুর অংগ ধৌত করা,

www.pathagar.com

(৪) অজুর সময়ে কোন বাজে কথা বলা এবং
(৫) বাম হাতে মুখে পানি দেয়া।

অজু ভংগের কারণ ৯টি ঃ

(১) পেশাব পায়খার রাস্তা থেকে কোন কিছু বের হলে,
(২) দেহের কোন স্থান থেকে গড়িয়ে যায় এমন পরিমাণ রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হলে,
(৩) জ্ঞানহারা বা বেহুস হলে,
(৪) মাতাল হলে,
(৫) মুখ ভরে বমি হলে,
(৬) নামাজের মধ্যে দাঁত বের হয়ে পড়ে এমনভাবে হাসলে,
(৭) নারী-পুরুষের গুপ্তস্থান একত্র করলে,
(৮) নিদ্রা গেলে এবং
(৯) পাগল হয়ে গেলে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

রোজ কেয়ামতে উম্মাতের চিহ্ন

"কেয়ামতের দিন আমার উম্মাতের পরিচয় এই হবে যে, তাদের কপাল ও অজুর অংগগুলো নূরের আলোকে চমকাতে থাকবে। যে লোক তার নূর বাড়াতে চায় সে তা করুক।"–(বুখারী ও মুসলিম)

২

অজুর সাথে গোনাহ ঝড়ে যায়

"অজুকারীর সমস্ত গোনাহ অজুর পানির সংগে ঝরে যায় ; এমনকি উক্ত পানির সর্বশেষ ফোটার সংগে প্রতি অংগের শেষ গোনাহটিও ঝরে যায়।"–(মুসলিম)

৩

মেসওয়াকের ফযিলত

"মেসওয়াক করে দু' রাকা'আত নামায পড়া বিনা মেসওয়াকে ৭০ রাকা'আত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।"–(আবু নায়ীম)

www.pathagar.com

গোসলের বিবরণ

সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলা হয়। সচরাচর গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। ধূলো-বালি, ময়লা থেকে মুক্ত থাকার জন্যও এটা একান্ত প্রয়োজন।

বড় ধরনের নাপাকী অর্থাৎ 'হাদাছে আকবার' থেকে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য গোসল করা ফরয।

গোছলের প্রকার

(১) **ফরজ গোসল** ঃ স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হলে, স্বপ্নদোষ হলে, শাহওয়াত বা যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হলে, কিংবা স্ত্রীলোকের হায়েজ-নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে।

(২) **ওয়াজিব গোছল** ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেয়া, নাপাক দেহে কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে।

(৩) **সুন্নাত গোছল** ঃ শুক্রবার, দুই ঈদের দিন, হজ্জে আরফাতের দিন এবং কোন কাফের মুসলমান হতে ইচ্ছা করলে।

(৪) **মোস্তাহাব গোছল** ঃ শবে বরাত ও শবে কদরের ইবাদাত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে গোছল করা।

(৫) **মুবাহ গোছল** ঃ এ ছাড়া সুস্বাস্থ্যলাভের জন্য কিংবা ধূলা বালি থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে গোছল করা।

গোছলের নিয়ত

মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা করবে যে, নাপাকী দূর করার জন্যে আমি গোছল করছি। এইরূপ ইচ্ছাই হল নিয়ত।

আরবীতে এরূপ নিয়ত করা যায় ঃ

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গুসলা লিরাফ্য়িল জানাবাতি।

অর্থ ঃ "নাপাকী দূর করার জন্য আমি গোছল করছি।"

www.pathagar.com

গোছলের নিয়ম

প্রথমে যথারীতি লজ্জাস্থান এবং যে যে স্থানে নাপাকী লাগার আশংকা থাকে সে সকল স্থান উত্তমরূপে ধৌত করে নিবে। এমন জায়গা বেছে নিবে যেখানে দাঁড়িয়ে গোছল করলে পানি সংগে সংগে সরে যায়, পা যেন সে পানিতে ডুবে না যায়। জায়গাটি একটু উঁচু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তারপর যথানিয়মে অজু করবে। এরপর কব্জা পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করবে, তিনবার গড়গড়ার সাথে কুলি করবে, নাকের ভেতর তিনবার পানি পৌছিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে এবং সমস্ত শরীরের প্রতি পশমের ও চুলের গোড়ায় গোড়ায় যাতে পানি পৌছে সে দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে। গোছল শেষে পায়ের নীচে পানি জমলে অন্যস্থানে, আর পানি না জমলে ঐস্থানে দাঁড়িয়ে পা ধৌত করবে। মনে রাখতে হবে যে, শরীর ধৌত করার সময়ে ভালোরূপে ঘসেমেজে পরিষ্কার রূপে গোছল সমাপ্ত করতে হবে।

গোছলের ফরয ৩টি

(১) গড়গড়ার সাথে কুলি করে হলকুম পর্যন্ত মুখের সমস্ত ভিতরাংশ ধৌত করা।
(২) নাকের ভেতর পানি দ্বারা উত্তমরূপে ছাপ করা এবং
(৩) সমস্ত শরীরের প্রতি পশমের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছিয়ে পরিষ্কার করে ধৌত করা।

গোছলের সুন্নাত ৬টি

(১) গড়গড়া ৩বার করা,
(২) নাকের ভেতর ৩বার পানি পৌছানো,
(৩) প্রথমে লজ্জাস্থান ধৌত করে তারপরে শরীর ভালোরূপে মর্দন করা,
(৪) দুই হাতের কব্জা পর্যন্ত ধৌত করা,
(৫) সর্বাগ্রে নাপাকী ধৌত করে শরীর পরিষ্কার করা এবং
(৬) লজ্জাস্থান ধৌত করার পরে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

গোছলের অন্যান্য মাসায়েল

(১) হাতে, পায়ে, নাকে, কানে বা অন্য কোন স্থানে আংটি বা অলংকারাদি থাকলে গোছলের সময়ে তা নেড়েচেড়ে দিতে হবে যাতে গোছলের পানি তার নীচে পৌছে যায়। কেননা তার নীচ পর্যন্ত পানি না পৌছলে গোছল হবে না। ঐ গোছল ফরয হলে সর্বত্র পানি না পৌছার কারণে সে পবিত্র বলে গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

(২) স্ত্রীলোকগণ ফরয গোছল করার সময় নিজ নিজ লজ্জাস্থান পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করবে ; নতুবা পবিত্র হতে পারবে না।

(৩) যে পুরুষের খাৎনা করানো হয়নি সেও ফরয গোছলের সময়ে পুরুষাংগের অগ্রভাগের ভেতরের অংশ পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধুয়ে নিবে ; নতুবা পবিত্র হতে পারবে না।

(৪) যদি কেউ শয়তানের প্ররোচনায় যৌন উত্তেজনা বশত কোন কিছু তার লজ্জাস্থানে প্রবেশ করায় তাহলে বীর্যপাত হোক বা নাহোক তার উপর গোছল করা ফরয হবে।

(৫) কোন নারীর বেণী বাঁধা চুল না খুলে তার গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দিলে গোছল শুদ্ধ হবে। কিন্তু বেণী বাঁধা না হলে সমস্ত চুল ভিজিয়ে গোছল করা ফরয।

(৬) দাঁতের ভেতর সুপারীর বা অন্য কিছুর অংশ আটকা থাকা অবস্থায় ফরজ গোছল করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ উক্ত আটকা অংশের নীচে পানি পৌঁছাতে পারে নাই বলেই ধরে নিতে হবে।

(৭) জায়েয-নাজায়েয যে কোন স্থানে যৌন উত্তেজনা বা শাহাওয়াত বশত বীর্যপাত ঘটালে গোছল ফরয বলে গণ্য হবে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

অজু-গোছল দ্বারা যেরূপ পাক হওয়া যায় তায়াম্মুম করেও ঠিক সেইরূপ পাক হওয়া যায়। তায়াম্মুম করার শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১. এক মাইলের মধ্যে পানি না পাওয়া গেলে।
২. পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হলে।
৩. কূপ থেকে পানি উঠাতে না পারলে।
৪. সংগে যে পানি আছে তা ব্যবহার করলে নিজে বা পালিত পশুর পিপাসায় কাতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।
৫. পানি অনায়াসে ক্রয় করতে না পারলে।
৬. অজু করতে গেলে যদি ঈদের অথবা জানাযার নামায না পাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তায়াম্মুম করে উক্ত নামায আদায় করতে হবে।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি (১) নিয়ত করা, (২) মুখমণ্ডল মাছেহ করা, (৩) উভয় হাত কনুই সহ মাছেহ করা।

www.pathagar.com

(১) নিয়ত ঃ অজু করার প্রয়োজন হোক কিংবা গোছল ফরয হোক উপরোক্ত শর্তে তায়াম্মুম করা যেতে পারে। তায়াম্মুমের জন্য প্রথমেই এরূপ ধারণা করতে হবে যে, অপবিত্রতা দূর করার অথবা দেহ পাক করার জন্য তায়াম্মুম করছি। মনের এই ধারণাই নিয়ত। তবে কেউ ইচ্ছে করলে আরবীতে এরূপ নিয়ত করতে পারে–

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ○

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আতায়াম্মামা লিরাফ্ইল হাদাছি ওয়াস্তিবাহাতিছ্ ছালাতি তাকার্‌রুবান্ ইলাল্লাহি তায়ালা।

অর্থ ঃ আমি নাপাকি দূর করার জন্য শুদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য এবং আল্লাহর কাছাকাছি হবার জন্য তায়াম্মুম করছি।

(২) মুখমণ্ডল মাছেহ করা ঃ এরূপ নিয়ত করে পাক মাটি বা বালুতে দু'হাত মেরে পরিষ্কার রূপে মুখমণ্ডল মাছেহ করতে হবে।

(৩) দুই হাত মাছেহ করা ঃ তারপর পুনরায় হাত মেরে কনুই থেকে অংগুলি পর্যন্ত দু'হাত মাছেহ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, তায়াম্মুমে নিয়ত হচ্ছে ফরয। সে কারণে পাক-পবিত্র হওয়ার কোন ধারণা ছাড়া যদি কেউ পাক মাটি দ্বারা মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত দু'হাত ১০০ বারও মাছেহ করে তাতে তায়াম্মুম হবে না এবং পাক-পবিত্রও হওয়া যাবে না।

তায়াম্মুম ভংগ হওয়ার কারণ

যে যে কারণে অজু ভংগ হয় সেই সেই কারণে তায়াম্মুমও ভংগ হয়। এ ছাড়া যে শর্তে তায়াম্মুম করা হয়েছিল যেসব শর্ত পাওয়া না গেলেও তায়াম্মুম ভংগ হয়ে যায়। যেমন ঃ পানি পাওয়া গেল বা রোগ কমে যাওয়ায় পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা না থাকলে তায়াম্মুম ভংগ হবে।

গোছল বিহীন অবস্থার বিবরণ

যার উপর গোছল করা ফরয তার জন্য স্মরণীয় বিষয়গুলো এই ঃ

(১) কুরআন পাক স্পর্শ করা হারাম।

(২) মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। তবে মসজিদের ভেতর ছাড়া বের হওয়ার কোন পথ না থাকলে সে কথা আলাদা ; তবে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। অথবা যদি মসজিদে শুয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নদোষের কারণে গোছল ফরয

www.pathagar.com

হয় তাহলে তাকে বের হওয়ার জন্য নিশ্চয় মসজিদের ভেতর থেকে হেটে বের হতে হবে। এ অবস্থায় কোন গোনাহ হবে না।

(৩) হায়েজ-নেফাস অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করা হারাম। ঐ অবস্থায় স্ত্রীর নাভি হতে হাটু পর্যন্ত দেখা বা স্পর্শ করা হারাম।

(৪) ঐ অবস্থায় স্ত্রীর হাতের পানি পাক, একত্রে খাওয়া, একই গ্লাসে পানি পান করা, কাপড়ের উপর দিয়ে আলিংগন করা, নাভির উপরে বা হাটুর নীচের শরীর স্পর্শ করা, চুম্বন করা নাজায়েয নয় ; বরং নাজায়েয মনে করাই গোনাহ। এ অবস্থায় আল্লাহর কালাম পড়া জায়েয নয় ; কিন্তু কালেমা শরীফ, দরূদ, আল্লাহর যিকির এবং দোয়া হিসেবে কোন আয়াত পড়া নাজায়েয নয়।

(৫) জাগ্রত হয়ে যদি পুরুষাংগকে উত্তেজিত অবস্থায় পায় এবং বিনা স্বপ্নদোষে পুরুষাংগের অগ্রভাগে কিছু বীর্য পাওয়া যায় অথচ কাপড়ে বা দেহের কোথাও দাগ বা ভিজা না পাওয়া যায় তাহলে গোছল করা ফরয হবে না। আর দেহ বা কাপড়ে দাগ বা ভিজা পাওয়া গেলে গোছল ফরয হবে।

(৬) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরিষ্কার বিছানায় শুয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে বিছানায় দাগ দেখা গেল ; কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা কারো মনে পড়ছে না এবং কার বীর্য তাও বোঝা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় উভয়কেই গোছল করতে হবে।

(৭) বেপর্দা না হয়ে যদি গোছল করা সম্ভব না হয় তাহলে পুরুষ সমাজে পুরুষ এবং মেয়ে সমাজে মহিলা করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মহিলা সমাজে পুরুষ এবং পুরুষ সমাজে মহিলা গোসল করার জন্য উলঙ্গ হবে না। সে অবস্থায় গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

মা'যূরের বিবরণ

সম্পূর্ণ একটি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনক্রমেই অজু রাখতে পারে না, এমনকি অজুর ফরয অংগগুলো ধুয়ে যে সংক্ষেপে ফরয নামায পড়ে নিতে পারে এতটুকু সময়ও পায় না তাকে মা'যূর বলা হয়।

মা'যূরের মাসায়েল

(১) অজু অবস্থায় নামায পড়তে পারে না এমন পূর্ণ একটি নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হতে হবে। নইলে সে মা'যূর বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে একটি ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরেই অর্থাৎ পরের ওয়াক্ত হতেই সে মা'যূর বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

(২) একবার মা'যূর হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তী ওয়াক্তসমূহের পূর্ণ সময় ধরে অজু না থাকা শর্ত নয়। সেই ওয়াক্তসমূহের মধ্যে যে ওযরে মা'যূর হয়েছে সে ওযর একটু সময়ের জন্য দেখা গেলেও সে ব্যক্তি মা'যূর বলেই গণ্য হবে।

(৩) কিন্তু কোন একটি পূর্ণ ওয়াক্ত যদি এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, উক্ত ওযরটি তখনোও দেখা দেয়নি তাহলে সেই ওয়াক্ত থেকেই সে আর মা'যূর বলে গণ্য হবে না।

(৪) মা'যূর ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্তেই এতটুকু সুবিধা পাবে যে, যে কারণে মা'যূর হয়েছে সে কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে অজু না যাওয়া পর্যন্ত একবার অজু করেই পূর্ণ ওয়াক্তই সে অজুতে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করতে পারবে।

(৫) কিন্তু অন্য কারণে অজু ভংগ হয়ে গেলে তাকে পুনরায় অজু করে নিতে হবে।

(৬) পূর্ণ একটি ওয়াক্ত যে নির্দিষ্ট ওযর বর্তমান থাকলে পরবর্তী ওয়াক্ত হতে মা'যূর বলে গণ্য হয় সেই (পূর্ববর্তী) ওয়াক্তে সে মা'যূর বলে গণ্য হয় না। ঐ ওয়াক্তে সে এতক্ষণ দেরী করবে যাতে শেষ ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি অজু করে শুধু ফরয কয় রাকা'আত নামায আদায় করতে পারে। ঐ অজু ছুটে যেতে থাকলেও ঐ অবস্থায়ই তাকে নামায সমাপ্ত করতে হবে ; নামায বাদ দিতে পারবে না।

(৭) রস-রক্ত ইত্যাদির কারণে যদি মা'যূর হয় তা যদি কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ করার পূর্বেই আবার লেগে যাবে তবে তা ধোয়া ওয়াজিব নয়। আর যদি মনে হয় যে, এত অল্পক্ষণের মধ্যে লাগবে না তবে ধোয়া ওয়াজিব। রক্ত এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে তা না ধুলে নামায হবে না।

হায়েজের বিবরণ

মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবকে হায়েজ বলা হয়। এটা ৯ বছর থেকে শুরু করে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত হতে পারে। এর সময় সীমা নীচে ৩দিন এবং উর্ধে ১০ দিন। তাই ৩ দিনের কম হলে বা ১০ দিনের বেশী হলে ১০ দিনের অতিরিক্ত সময়কে এস্তেহাযা বলে গণ্য করতে হবে। এটা রোগের কারণে হয়।

হায়েজ অবস্থার মধ্যে নামায পড়া যাবে না এবং ঐ সময়ের নামাযও কাযা করতে হবে না কিন্তু ইস্তেহাযার সময়ে ওয়াক্ত মত অযু করে নামায পড়ে নিতে হবে। এ সময়ে স্বামী সহবাসও করতে পারবে। ইস্তেহাযা অবস্থায় রোযা

www.pathagar.com

রাখবে। কিন্তু হায়েজ অবস্থায় রোযা রাখা যাবে না বটে, কিন্তু পাক হওয়ার পরে রোযা কাযা করে নিতে হবে।

হায়েজের মাসায়েল

১. হায়েজ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২. স্বামী সহবাস একেবারেই হারাম।

৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে চুম্বন করা বা নাভির উপরিভাগ উপভোগ করা বৈধ। তবে সহবাসের আশংকা থাকলে তা না করা উত্তম।

৪. নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে ৩ দিনের বেশী সময় পর্যন্ত (তবে ১০ দিনের কম) রক্তস্রাব হলে তাকেও হায়েজ বলে গণ্য করতে হবে। তবে ঐ রক্তস্রাবই ১০ দিনের বেশী হলে পূর্বের নিয়মের দিনগুলোকেই হায়েজের সময় বলে গণ্য করতে হবে এবং তার অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাযা বলে গণ্য করতে হবে।

৫. নিয়মমত হায়েজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীর গোছলের পূর্বে সহবাস বৈধ হবে।

৬. নিয়মের চেয়ে কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সংগে সংগে গোছল করে নামায পড়তে হবে। কিন্তু নিয়মের দিনগুলো শেষ হওয়ার আগে স্বামী সহবাস বৈধ হবে না।

৭. হায়েজ থেকে পাক হওয়ার পরেই যদি হাতে এতটুকু সময় থাকে যে, গোছল করে ওয়াক্তের ফরয নামাযের শুধু তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারে তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে ঐ নামায কাযা পড়তে হবে। আর যদি অতটুকু সময়ও হাতে না থাকে তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায মাফ হয়ে যাবে।

৮. গুপ্ত অংগের বাইরে রক্ত না আসা পর্যন্ত তাকে রক্তস্রাব বলে গণ্য করা যাবে না।

৯. যদি রমযান মাসে দিনের বেলায় হায়েজ বন্ধ হয় তাহলে সাথে সাথে গোছল করবে এবং নামাযের ওয়াক্তে নামায আদায় করবে। ঐ দিনে তার রোযাও হবে না। তবে ইফতার পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখবে এবং পরে ঐ রোযা কাযা করবে।

১০. রাতের মধ্যে হায়েজের রক্ত যদি এমন সময় বন্ধ হয় যে, গোছল কোন মতে সেরে নেয়া যায় তাহলেই রোযা রাখতে হবে। এবং ঐ গোছল ঐ সময়ে না করে পরেও করতে পারে। আর যদি গোছল করার সময় ঐ

www.pathagar.com

পরিমাণ রাত বাকী না থাকে তাহলে ঐ দিন রোযাও রাখবে না। পানাহারও করবে না। তবে পরে কাযা ঠিকই করতে হবে।

নেফাসের বিবরণ

সন্তান প্রসবের পর পেশাবের দ্বার দিয়ে যে রক্তস্রাব হয় তাকে 'নেফাস' বলা হয়। এর কম সময়ের নির্দিষ্ট সীমা নেই। তবে সর্বোচ্চ সময় হলো ৪০ দিন। এর বেশী হলে ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে।

নেফাসের মাসায়েল

১. প্রসবের পরে রক্তস্রাব বিন্দুমাত্রও যদি না হয় তবুও গোছল ফরয হবে।

২. নেফাসের সময়কার নামায পড়তে হবে না, কাযাও করতে হবে না। কিন্তু রোযার কাযা অবশ্যই করতে হবে। এ সময় নামায, রোযা, স্বামী সহবাস হারাম।

৩. প্রসব সময়ে সন্তানের অর্ধেক বের হওয়ার পর থেকে যে রক্তস্রাব হয় তাকে নেফাসের মধ্যে গণ্য করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে নির্গত রক্তস্রাব ইস্তেহাজা বলে গণ্য হবে।

৪. প্রসবের পূর্বে হুঁস অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত এসে গেলে সে ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। কষ্ট হলে ইশারায় পড়তে হবে। তবে সন্তানের জীবন হানির আশংকা হলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৫. গর্ভপাতের পরে যদি সন্তানের এক আধটা অংগ দেখা যায় তাহলে গর্ভপাতের পরের রক্তস্রাবকে নেফাস বলে ধরতে হবে। আর যদি সেইরূপ দেখা না যায় তাহলে দেখতে হবে যে, তার পূর্বে কমপক্ষে ১৫ দিন পাক ছিল কিনা এবং রক্তস্রাব কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত জারী ছিল কিনা। যদি এ রকম থেকে থাকে তবে এ অবস্থায় নামায-রোযা করা যাবে না। আর সেরূপ না হলে সে রক্তস্রাব ইস্তেহাজা হবে। সে অবস্থায় নামায-রোযা কাযা করতে হবে।

৬. হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কুরআন পাক স্পর্শ করা যাবে না। অতিরিক্ত কোন কাপড় দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। তা কোন গেলাফ বা আচ্ছাদনের ভেতরে থাকলে স্পর্শ করতে বাধা নেই। তবে পরা কাপড়ের আঁচল বা অন্য কোন অংশের সাহায্যেও স্পর্শ করা যাবে না।

৭. যে মহিলা কুরআন পাকের তালিম দেয় সে কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কোন শব্দ বানান করে দিতে পারবে। তবে কোন আয়াত একটানে বলে দিতে পারবে না। থেমে থেমে একটু একটু করে পুরো আয়াত বলে দিতে পারে।

৮. এ অবস্থায় কলেমা শরীফ, দোয়া, দরূদ, আল্লাহর যিকির বা ইস্তেগফার করতে পারবে।

www.pathagar.com

নামাযের বিবরণ

নামাযের সময়

এক ॥ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় ঃ

ফজর ঃ সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। রাত্রি শেষে পূর্ব আকাশে অন্ধকার ভেদ করে আড়াআড়িভাবে যখন সাদা আলোর রেখা ফুটে উঠে তখনই 'সুবহে সাদেক' হয়। এর অর্থ প্রকৃত ভোর।

জোহর ঃ দুপুরের পর যখন বেলা হেলে যায় তখন থেকে লম্বা কোন কিছুর ছায়া (আছলী ছায়া বাদ দিয়ে) দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত। ঠিক মাথার উপরে সূর্য যখন অবস্থান করে তখন লম্বা বস্তুর যে ছায়া তার গোড়ায় পতিত হয় তাই হলো আছলী ছায়া।

আছর ঃ উপরোক্ত ছায়া দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেলেই আছর শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে। যে ব্যক্তি ঐদিনকার আছর পড়তে পারেনি সে সূর্যাস্তের সময়েও তা পড়ে নিতে পারে।

মাগরিব ঃ সূর্য অস্ত যাওয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে পশ্চিম আকাশের লালিমা ও সাদা আভা বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত।

এশা ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। ঐ রাতের এশা কেউ পড়তে না পারলে সে রাত দ্বিপ্রহর থেকে ছুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পড়তে পারে। অন্যের জন্য ঐ সময়ে এশা পড়া মাকরূহ বলে গণ্য হবে।

দুই ॥ শুক্রবার জুম'আর ফরয নামায ঃ

জোহর ও জুম'আর ওয়াক্ত একই। তবে প্রথম দিকে পড়াই উত্তম।

তিন ॥ বিতরের ওয়াজিব নামায ঃ

এশা ও বিতরের সময় একই। তবে এশা না পড়ে বিতর পড়া যায় না। কেউ এশার পূর্বে বিতর পড়লে এশার পরে তাকে পুনরায় পড়তে হবে।

চার ॥ দুই ঈদের ওয়াজিব নামায ঃ

(১) মাহে রমযান শেষ হওয়ার পরের দিন ১লা শাওয়াল ভোরে সূর্য উদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে ঈদুল ফিতরের ২ রাক'আত

www.pathagar.com

ওয়াজিব নামায পড়তে হয়। তবে যত শীঘ্র পড়া যায় ততই উত্তম। ওযর বশতঃ পরের দিনও ঐ সময়ে পড়া যায়।

(২) যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ উপরোক্ত সময়ে ঈদুল আযহার দুই রাকা'আত ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়। তবে যত শীঘ্র আদায় করা যায় ততই ভালো। কোন ওযর বশতঃ পড়তে না পারলে তার পরের ২দিন পর্যন্ত ঐ সময়ে পড়া যায়।

পাঁচ ॥ তাহাজ্জুদের নফল নামায ঃ

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত।

ছয় ॥ ইশরাকের নফল ঃ

সূর্য উদয়ের পর থেকে ২ ঘন্টা পর্যন্ত।

সাত ॥ চাশতের নফল ঃ

ইশরাকের সময়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত।

আট ॥ আওয়াবীনের নফল ঃ

মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর থেকে এশার ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত।

নয় ॥ শবে বরাতের নফল ঃ

শা'বান মাসের ১৫ই রাত্র অর্থাৎ ১৪ই দিবাগত রাত্রে মাগরিবের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

দশ ॥ শবে কদরের নফল ঃ

২৬শে রমযান দিবাগত রাত্রে, (কিংবা ২০শে রমজান দিবাগত রাত্র) থেকে ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাত্র পর্যন্ত যে কোন রাত্রে মাগরিব থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

এগার ॥ কুছুফ বা সূর্যগ্রহণের নফল ঃ

সূর্যগ্রহণ শুরু হওয়া থেকে আরম্ভ করে গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত।

বার ॥ খুছুফ বা চন্দ্রগ্রহণের নফল ঃ

চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হওয়া থেকে গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত।

তের ॥ তারাবীহর সুন্নাত ঃ

রমযান মাসে এশার সুন্নাতের পরে ও বেতরের পূর্বে।

www.pathagar.com

অনির্ধারিত সময়ের নামায

স্মরণীয় যে, বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে নামায নিষিদ্ধ। এই সময় ব্যতীত অনির্ধারিত সময়ের নামায সুবিধা অনুযায়ী যে কোন সময় পড়া যায় ঃ

এক ॥ জানাযার ফরয নামায।
দুই ॥ কাজা নামায (যেমন ৬ ওয়াক্ত বা তার বেশী হয়)।
তিন ॥ তাহিয়্যাতুল অজুর নফল। অজুর পরেই পড়া উত্তম।
চার ॥ দুখুলুল মাসজিদের নফল। মসজিদে প্রবেশের পরে পড়া উত্তম।
পাঁচ ॥ ছালাতুত তাসবীহ নফল নামায।
ছয় ॥ এস্তেখারার নফল।
সাত ॥ শোকরিয়া প্রকাশের নফল।
আট ॥ অভাব বা বিপদ উদ্ধারের নফল।
নয় ॥ এস্তেসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নফল।
দশ ॥ উমরী কাযার ফরয।
এগার ॥ অন্যান্য নফল।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়ের বিবরণ

এক ॥ যখন কোন নামাযই পড়া যায় না ঃ

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, জানাযা, ঈদ, কাযা—এক কথায় কোন নামাযই পড়া যায় না এমন সময় নিম্নরূপ ঃ

১. সূর্যের উদয় শুরু হওয়ার সময় থেকে উহার উদয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, অর্থাৎ সূর্যের ঢলে পড়ার একটু পূর্ব থেকে ঢলে পড়া পর্যন্ত।

৩. সূর্যের অস্ত যাওয়া শুরু হওয়ার সময় থেকে অস্ত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। তবে ঐ দিনের আসরের নামায অস্ত সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুরু বা শেষ করা যেতে পারে।

দুই ॥ যখন যে কোন নামাযই মাকরূহ

১. সূর্যোদয় সহ মোট ২৫ মিনিট সময় থেকে উদয়ের সময়টুকু বাদ দিয়ে যে সময়।

২. ঠিক দ্বিপ্রহর সহ মোট ২৩ মিনিট সময় থেকে দ্বিপ্রহরের সময়টুকু বাদ দিয়ে যে সময়।

www.pathagar.com

৩. সূর্যের হলুদ বর্ণের হয়ে যাওয়া থেকে অস্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তবে ঐ দিনের আসর নামায না পড়ে থাকলে এ সময়ে পড়া যায়।

৪. জুম'আর খুৎবা শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে ঐ সময়ে কাযা নামায পড়া যেতে পারে।

৫. বিনা ওযরে রাত্রি দ্বিপ্রহর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে ঐ রাত্রের এশা বা বিতর পড়া মাকরূহ।

তিন ॥ যখন কেবল নফল পড়া মাকরূহ

১. সুবহে সাদেক হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তবে এশা ও বিতর কাযা হয়ে থাকলে তা ঐ সময়ে পড়া যাবে।

২. আছরের ফরয নামায পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৩. সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে মাগরিবের ফরয শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪. দুই ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে, ঈদগাহে কিংবা অন্য কোথাও নফল পড়া মাকরূহ। তবে এই সকল সময়ে ফরয, ওয়াজেব, কাযা ও জানাযার নামায পড়া যাবে। তেলাওয়াতের সিজদাও করা যাবে।

স্মরণীয় ঃ ফজরের সুন্নাতের জন্য এত দূর তাকিদ রয়েছে যে, ফজরের জামা'আত এক রাক'আত পাওয়া না গেলেও সুন্নাত আগে পড়ে নিতে হয়। কিন্তু এক রাক'আতও পাওয়া যাবে না—এরূপ আশংকা হলে সুন্নাত বাদ দিয়ে জামা'আতে আগে ফরয পড়ে নেবে। এরপর একদম ভুলে যাওয়ার আশংকা না হলে অথবা অন্য কাজের ক্ষতি না হলে সূর্যোদয়ের পরেই সুন্নাত পড়তে হবে। কিন্তু ভুলে যাওয়ার আশংকা বা কাজের ক্ষতির কারণ হলে সূর্যোদয়ের আগে পড়ে নিবে।

www.pathagar.com

নামায-রোযার স্থায়ী সময়সূচী

(বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী)

[মূল প্রণেতা ঃ হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (র)]

সংক্ষিপ্ত করার জন্য প্রতি ৫দিন অন্তর সময়সূচী দেয়া হল। মধ্যবর্তী তারিখগুলোর জন্য এক-আধ মিনিট যোগ বিয়োগ করে নিতে হবে। বাংলাদেশের ঢাকা নগরীর জন্য এই সময়সূচী বাংলাদেশ সময় অনুসারে দেয়া হল। এ দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরের জন্য ঢাকা থেকে কতটা পূর্বে অথবা পশ্চিমে তা নির্ধারণ করে প্রতি বিশ মাইলের জন্য যথাক্রমে এক মিনিট বাড়াতে বা কমাতে হবে।

কয়েকটি শহরের জন্য বাড়ানো-কমানোর একটি তালিকা দেয়া গেল ঃ

শহর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	এশা	সাহরী
বরিশাল	৩ মিঃ বাড়বে	৩ মিঃ কমবে	৪ মিঃ কমবে	৪ মিঃ বাড়বে
খুলনা	৫ মিঃ বাড়বে	২ মিঃ কমবে	১ মিঃ বাড়বে	৬ মিঃ বাড়বে
চট্টগ্রাম	৩ মিঃ কমবে	৬ মিঃ কমবে	৬ মিঃ কমবে	৩ মিঃ কমবে
নোয়াখালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
রাজশাহী	৭ মিঃ বাড়বে	৯ মিঃ বাড়বে	১০ মিঃ বাড়বে	৪ মিঃ বাড়বে
যশোর	৪ মিঃ বাড়বে	৪ মিঃ বাড়বে	৪ মিঃ বাড়বে	৪ মিঃ বাড়বে
কুষ্টিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ফরিদপুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কুমিল্লা	৪ মিঃ কমবে	৪ মিঃ কমবে	৪ মিঃ কমবে	৪ মিঃ কমবে
ফেনী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
চাঁদপুর	২ মিঃ কমবে	২ মিঃ কমবে	২ মিঃ কমবে	২ মিঃ কমবে
মোমেনশাহী	৩ মিঃ কমবে	২ মিঃ বাড়বে	২ মিঃ বাড়বে	১ মিঃ কমবে
কিশোরগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
সিলেট	৯মিঃ কমবে	২ মিঃ কমবে	১ মিঃ বাড়বে	৩ মিঃ কমবে
রংপুর	১ মিঃ কমবে	৭ মিঃ বাড়বে	১ মিঃ বাড়বে	৩ মিঃ কমবে
দিনাজপুর	৩ মিঃ বাড়বে	১১ মিঃ বাড়বে	১৩ মিঃ বাড়বে	১০ মিঃ বাড়বে
বগুড়া	২ মিঃ বাড়বে	৫ মিঃ বাড়বে	৬ মিঃ বাড়বে	১ মিঃ বাড়বে
পাবনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

www.pathagar.com

নামায রোযার সময়সূচী

(সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সাহরী, ইফতার এবং নিষিদ্ধ সময়সহ)

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ ফজর শুরু	ফজর শেষ সূর্যোদয় নিষিদ্ধ সময় শুরু	ভোরের নিষিদ্ধ সময় শেষ	দুপুরের নিষিদ্ধ সময় শুরু	যোহর শুরু নিষিদ্ধ সময় শেষ	আছর শুরু	সূর্যাস্ত ইফতার মাগরিব শুরু	এশা আরম্ভ
জানুয়ারী								
১	৫-১৯	৬-৪১	৭-০৪	১১-৩৮	১২-০৩	৩-৪৯	৫-২৫	৬-৪৬
৫	৫-২০	৬-৪২	৭-০৫	১১-৪০	১২-০৫	৩-৫২	৫-২৮	৬-৪৯
১০	৫-২১	৬-৪৩	৭-০৬	১১-৪২	১২-০৭	৩-৫২	৫-৩১	৬-৫২
১৫	৫-২৩	৬-৪৫	৭-০৮	১১-৪৪	১২-০৯	৩-৫৭	৫-৩৩	৬-৫৪
২০	৫-২৩	৬-৪৪	৭-০৭	১১-৪৬	১২-১১	৪-০৩	৫-৩৮	৬-৫৮
২৫	৫-২২	৬-৪৩	৭-০৬	১১-৪৭	১২-১২	৪-০৬	৫-৪১	৭-০১
ফেব্রুয়ারী								
১	৫-২২	৬-৪১	৭-০৪	১১-৪৯	১২-১৪	৪-১১	৫-৪৭	৭-০৫
৫	৫-২০	৬-৩৯	৭-০২	১১-৪৯	১২-১৪	৪-১৩	৫-৪৯	৭-০৭
১০	৫-১৭	৬-৩৬	৬-৫৯	১১-৪৯	১২-১৪	৪-১৬	৫-৫২	৭-১০
১৫	৫-১৫	৬-৩৩	৬-৫৬	১১-৪৯	১২-১৪	৪-১৮	৫-৫৫	৭-১২
২০	৫-১৩	৬-৩০	৬-৫৩	১১-৪৯	১২-১৪	৪-২০	৫-৫৮	৭-১৪
২৫	৫-০৯	৬-২৬	৬-৪৯	১১-৪৮	১২-১৩	৪-২৩	৬-০০	৭-১৬
মার্চ								
১	৫-০৩	৬-২০	৬-৪৩	১১-৪৬	১২-১১	৪-২৫	৬-০২	৭-১৮
৫	৫-০২	৬-১৯	৬-৪২	১১-৪৭	১২-১২	৪-২৭	৬-০৫	৭-২১
১০	৪-৪৮	৬-১৫	৬-৩৮	১১-৪৬	১২-১১	৪-২৮	৬-০৭	৭-২৩
১৫	৪-৫৩	৬-০৯	৬-৩২	১১-৪৪	১২-০৯	৪-২৮	৬-০৯	৭-২৪
২০	৪-৪৮	৬-০৫	৬-২৮	১১-৪৩	১২-০৮	৪-৩০	৬-১১	৭-২৭
২৫	৪-৪৩	৫-৫৬	৬-১৯	১১-৪১	১২-০৬	৪-৩০	৬-১৫	৭-২৮
এপ্রিল								
১	৪-৩৫	৫-৫৩	৬-১৬	১১-৪০	১২-০৫	৪-৩১	৬-১৮	৭-৩২
৫	৪-৩১	৫-৪৯	৬-১২	১১-৩৮	১২-০৩	৪-৩১	৬-১৭	৭-৩৪
১০	৪-২৬	৫-৪৫	৬-০৮	১১-৩৭	১২-০২	৪-৩১	৬-১৯	৭-৩৭
১৫	৪-১৬	৫-৩৬	৫-৫৯	১১-৩৫	১২-০০	৪-৩১	৬-২০	৭-৩৯
২০	৪-১৬	৫-৩৬	৫-৫৯	১১-৩৪	১১-৫৯	৪-৩২	৬-২২	৭-৪১
২৫	৪-১১	৫-২৯	৫-৫২	১১-৩২	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৪	৭-৪৪

www.pathagar.com

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ ফজর শুরু	ফজরের শেষ সূর্যোদয় নিষিদ্ধ সময় শুরু	ভোরের নিষিদ্ধ সময় শেষ	দুপুরের নিষিদ্ধ সময় শুরু	যোহর শুরু নিষিদ্ধ সময় শেষ	আছর শুরু	সূর্যাস্ত ইফতার মাগরিব শুরু	এশা আরম্ভ
মে								
১	৪-০৬	৫-২৮	৫-৫১	১১-৩২	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৬	৭-৪৭
৫	৪-০২	৫-২৫	৫-৪৮	১১-৩২	১১-৫৭	৪-৩৩	৬-২৯	৭-৫১
১০	৩-৫৭	৫-২১	৫-৪৪	১১-৩১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩১	৭-৫৪
১৫	৩-৫৫	৫-১৯	৫-৪২	১১-৩১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৩	৭-৫৬
২০	৩-৫১	৫-১৭	৫-৪০	১১-৩১	১১-৫৬	৪-৩৪	৬-৩৫	৮-০০
২৫	৩-৪৯	৫-১৬	৫-৩৯	১১-৩২	১১-৫৭	৪-৩৫	৬-৩৮	৮-০৪
জুন								
১	৩-৪৭	৫-১৪	৫-৩৭	১১-৩২	১১-৫৭	৪-৩৭	৬-৩৯	৮-০৮
৫	৩-৪৫	৫-১৩	৫-৩৬	১১-৩৩	১১-৫৮	৪-৩৭	৬-৪৩	৮-১০
১০	৩-৪৫	৫-১৩	৫-৩৬	১১-৩৪	১১-৫৯	৪-৩৮	৬-৪৫	৮-১২
১৫	৩-৪৬	৫-১৩	৫-৩৬	১১-৩৫	১২-০০	৪-৩৯	৬-৪৭	৮-১৩
২০	৩-৪৬	৫-১৪	৫-৩৭	১১-৩৬	১২-০১	৪-৪০	৬-৪৮	৮-১৬
২৫	৩-৪৬	৫-১৫	৫-৩৮	১১-৩৭	১২-০২	৪-৪০	৬-৪৯	৮-১৭
জুলাই								
১	৩-৪৮	৫-১৭	৫-৪০	১১-৩৯	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫০	৮-১৭
৫	৩-৫০	৫-১৯	৫-৪২	১১-৪০	১২-০৫	৪-৪৩	৬-৫০	৮-১৭
১০	৩-৫২	৫-২১	৫-৪৪	১১-৪০	১২-০৫	৪-৪৫	৬-৪৯	৮-১৬
১৫	৩-৫৬	৫-২৩	৫-৪৬	১১-৪১	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৪৯	৮-১৫
২০	৩-৫৮	৫-২৫	৫-৪৮	১১-৪১	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৪৭	৮-১৩
২৫	৪-০১	৫-২৭	৫-৫০	১১-৪১	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৪৫	৮-১০
আগষ্ট								
১	৪-০৬	৫-৩০	৫-৫৩	১১-৪১	১২-০৬	৪-৪৩	৬-৪২	৮-০৫
৫	৪-০৮	৫-৩২	৫-৫৫	১১-৪১	১২-০৬	৪-৪২	৬-৪০	৮-০৩
১০	৪-১১	৫-৩৪	৫-৫৭	১১-৪০	১২-০৫	৪-৪১	৬-৩৬	৭-৫৮
১৫	৪-১৪	৫-৩৫	৫-৫৮	১১-৩৯	১২-০৪	৪-৩৯	৬-৩৩	৭-৫৩
২০	৪-১৬	৫-৩৭	৬-০০	১১-৩৮	১২-০৩	৪-৩৭	৬-২৯	৭-৪৯
২৫	৪-২০	৫-৪০	৬-০৩	১১-৩৭	১২-০২	৪-৩৪	৬-২৪	৭-৪৩

www.pathagar.com

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ ফজর শুরু	ফজরের শেষ সূর্যোদয় নিষিদ্ধ সময় শুরু	ভোরের নিষিদ্ধ সময় শেষ	দুপুরের নিষিদ্ধ সময় শুরু	যোহর শুরু নিষিদ্ধ সময় শেষ	আছর শুরু	সূর্যাস্ত ইফতার মাগরিব শুরু	এশা আরম্ভ
সেপ্টেম্বর								
১	৪-২৩	৫-৪২	৬-০৫	১১-৩৫	১২-০০	৪-৩১	৬-১৮	৭-৩৬
৫	৪-২৭	৫-৪৩	৬-০৬	১১-৩৪	১১-৫৯	৪-২৯	৬-১৫	৭-৩২
১০	৪-২৭	৫-৪৫	৬-০৮	১১-৩২	১১-৫৭	৪-২৫	৬-০৯	৭-২৬
১৫	৪-২৮	৫-৪৬	৬-০৯	১১-৩০	১১-৫৫	৪-২১	৬-০৪	৭-২১
২০	৪-৩১	৫-৪৮	৬-১১	১১-২৯	১১-৫৪	৪-১৮	৬-০০	৭-১৬
২৫	৪-৩২	৫-৪৯	৬-১২	১১-২৭	১১-৫২	৪-১৪	৫-৫৫	৭-১১
অক্টোবর								
১	৪-৩৫	৫-৫২	৬-১৫	১১-২৫	১১-৫০	৪-০৯	৫-৪৮	৭-০৪
৫	৪-৩৬	৫-৫৩	৬-১৬	১১-২৪	১১-৪৯	৪-০৪	৫-৪৫	৭-০১
১০	৪-৩৯	৫-৫৫	৬-১৮	১১-২৩	১১-৪৮	৪-০৪	৫-৪১	৬-৫৬
১৫	৪-৩৯	৫-৫৭	৬-২০	১১-২১	১১-৪৬	৩-৫৮	৫-৩৪	৬-৫১
২০	৪-৪১	৫-৫৯	৬-২২	১১-২০	১১-৪৫	৩-৫৪	৫-৩১	৬-৪৮
২৫	৪-৪৩	৬-০১	৬-২৪	১১-১৯	১১-৪৪	৩-৫০	৫-২৭	৬-৪৪
নভেম্বর								
১	৪-৪৭	৬-০৩	৬-২৬	১১-১৯	১১-৪৪	৩-৪৭	৫-২৫	৬-৪০
৫	৪-৪৯	৬-০৮	৬-৩১	১১-১৯	১১-৪৪	৩-৪৫	৫-২০	৬-৩৮
১০	৪-৫১	৬-১০	৬-৩৩	১১-১৯	১১-৪৪	৩-৪২	৫-১৮	৬-৩৬
১৫	৪-৫৪	৬-১৪	৬-৩৭	১১-২০	১১-৪৫	৩-৪১	৫-১৬	৬-৩৫
২০	৪-৫৭	৬-১৭	৬-৪০	১১-২১	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-১৫	৬-৩৪
২৫	৪-৫৯	৬-২০	৬-৪৩	১১-২২	১১-৪৭	৩-৩৮	৫-১৪	৬-৩৪
ডিসেম্বর								
১	৫-০৩	৬-২৪	৬-৪৭	১১-২৪	১১-৪৯	৩-৩৮	৫-১৪	৬-৩৪
৫	৫-০৮	৬-২৭	৬-৫০	১১-২৬	১১-৫১	৩-৩৮	৫-১৪	৬-৩৫
১০	৫-০৮	৬-৩০	৬-৫৩	১১-২৮	১১-৫৩	৩-৩৯	৫-১৬	৬-৩৭
১৫	৫-১১	৬-৩৩	৬-৫৬	১১-৩০	১১-৫৫	৩-৪১	৫-১৭	৬-৩৮
২০	৫-১৩	৬-৩৫	৬-৫৮	১১-৩২	১১-৫৭	৩-৪৩	৫-১৯	৬-৪০
২৫	৫-১৬	৬-৩৮	৭-০১	১১-৩৫	১২-০০	৩-৪৬	৫-২২	৬-৪৩

www.pathagar.com

স্মরণীয় ঃ

১. এই সময় সূচীতে প্রকৃত সময় দেয়া হয়েছে। সাবধানতার জন্য কোন সময় ৫ মিনিট আগেও দেয়া হয়নি এবং পরেও দেয়া হয়নি। কেননা এরূপ দেখা গেছে যে, মাহে রমযানে সাহ্‌রীর শেষ সময় অতিবাহিত হওয়ার ৫ মিনিট আগেই ফজরের আযান দেয়া হচ্ছে। অথচ তখনও ফজরের ওয়াক্ত হতে আরো ৫ মিনিট বাকী। এতে আযান হয় না। তা পুনরায় দোহরাতে হয়। অথচ এদিকে অনেকেই কর্ণপাত করে না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, এর মূলে রয়েছে সময় সূচীতে সাহরীর শেষ সময় সাবধানতার জন্য ৫ মিনিট আগে লেখা হয়েছে। সুতরাং হিতে বিপরীত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা সঠিক সময়ই দিয়েছি।

২. সূর্যাস্তের ক্ষেত্রেও আমরা প্রকৃত সময়ই দিয়েছি। কেননা উক্ত সময় সতর্কতার জন্য ৫ মিনিট পরে লেখা হলে দেখা যায় যে, কেউ ত ঐভাবেই আযান দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ প্রকৃত সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে ৩/৪ মিনিট আগেও আযান দিতে শুরু করেন। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো ইমাম-মুয়াজ্জিনদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে।

৩. সূর্যোদয়ের প্রকৃত সময় হতে ২৩ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া নিষেধ। এজন্যে সময় সূচীর ৩য় ঘরে এই নিষিদ্ধ সময়ের শেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সূর্যোদয়ের সময় হতে এই ৩য় ঘরে লিখিত সময় পর্যন্ত নামায বন্ধ রাখতে হবে।

৪. সূর্য ঢলে পড়ার সময়ের ২৫ মিনিট পূর্ব হতে ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ। তাই ৪র্থ হতে ৫ম ঘর পর্যন্ত লিখিত সময়ে কোন নামায পড়া যাবে না।

৫. যে সময়সীমার মধ্যে নামায পড়তে হবে

ক ॥ ফজর ঃ ১ম ও দ্বিতীয় ঘরে লিখিত সময়ের মধ্যে।

খ ॥ যোহ্‌র ঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঘরে লিখিত সময়ের মধ্যে।

গ ॥ আছর ঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম ঘরে লিখিত সময়ের মধ্যে।

ঘ ॥ মাগরিব ঃ ৭ম ও ৮ম ঘরে লিখিত সময়ের মধ্যে।

ঙ ॥ এশা ও বেতর ঃ ৮ম ঘরে লিখিত সময় হতে রাত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে (শক্ত ওযরে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)

স্মরণীয় যে, মাকরূহ ওয়াক্ত বাদ দিয়ে সুন্নাত সময়ের মধ্যে নামায সম্পন্ন করতে হবে। মোটকথা উলামায়েকেরামের নিকট থেকে সুন্নাত সময় জেনে নিন এবং জামায়াতে নামায পড়ার প্রতি সচেষ্ট হোন।

www.pathagar.com

আযান-ইকামাতের বিবরণ

আযান

ফরয নামাযের ওয়াক্ত হলেই একজন লোক উচ্চস্বরে আল্লাহর ইবাদাতের সময় হয়েছে বলে মুসলমানগণকে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে আহ্বান জানায়। এই আহ্বানের জন্য কতগুলো বাক্যও নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। নির্দিষ্ট বাক্যে নামাযের প্রতি এই আহ্বানকে বলা হয় আযান। যে আযান দেয় তাকে বলা হয় 'মুয়ায্যিন'।

আযানের ইতিহাস

পবিত্র মক্কায় আযান ছাড়াই নামায পড়া হতো। মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর হযরত নবী (সা) সাহাবীদের সাথে এই মর্মে পরামর্শ করলেন যে, নামাযের জন্য লোকজনদের সংবাদ দেয়ার একটা উপায় স্থির করা প্রয়োজন। তখন কেউ বললেন, ঘন্টা বাজানো হোক ; কেউ বললেন, শিংগা ফুঁকা হোক ; কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক। আবার কেউ এর প্রতিবাদ করে বললেন ঃ ঘন্টা খৃষ্টানদের এবং শিংগা ফুঁকলে বা আগুন জ্বালালে অগ্নি পূজকদের অনুসরণ করা হয়। তখনকার মত কিছুই চূড়ান্ত করা হল না। অতপর সেই রাত্রে কয়েকজন সাহাবী বর্তমান আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেন। হযরত রাসূল পাক (সা) অহী বা ইজতিহাদ অনুসারে সেই শব্দসমূহই আযানের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন।

আযান ও মুয়ায্যিনের গুরুত্ব

ফরয নামাযের জন্যে আযান সুন্নাত। জানাযার নামায, ঈদ, বেতর বা কোন সুন্নাত-নফল নামাযের জন্য আযান দেয়ার বিধান নেই। আযান ইসলামের অন্যতম শে'আর (পরিচায়ক প্রতীক)। হযতর বিশ্বনবী (সা) যখন কারো বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন তখন তাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ অভিযান বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন যে, তারা মুসলমান। সম্মিলিতভাবে আযান ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে ফকীহগণ যুদ্ধ করা বৈধ বলে মনে করেন। এক হাদীসে আছে ঃ যে ব্যক্তি আযান দিবে ও ইকামাত বলবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ্ তার গোনাহ মার্জনা করে জান্নাত দান করবেন। অন্য এক হাদীসে আছে যে, সাত বছর পর্যন্ত বিনা বেতনে কেউ আযান দিলে বিনা হিসেবে সে জান্নাতে যাবে। হাদীসে আরো আছে যে, মুয়ায্যিনের আওয়াজ যতদূর পৌছবে ততদূরের জিন, ইনসান, আসমান-জমিন, গাছ-পালা, পশু-পাখী সকলেই তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে। মুয়ায্যিনের জন্য তাই যথাসম্ভব উচ্চস্বরে আযান দেয়া কর্তব্য।

www.pathagar.com

আযানের শব্দ ও অর্থ

(ক) দুইবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *(আল্লাহু আকবার –আল্লাহু আকবার)*

—"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(খ) দুইবার اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ *(আশহাদু আল্‌লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ)*

—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।"

(গ) দুইবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ *(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)*

—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল।"

(ঘ) দুইবার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ *(হাইয়্যা 'আলাছ ছালাহ)*

—"নামাযের দিকে এস।"

(ঙ) দুইবার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ *(হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ)*

—"কল্যাণের দিকে আস।"

(চ) একবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *(আল্লাহু আকবার–আল্লাহু আকবার)*—"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(ছ) একবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ *(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)*

—"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।"

মনে রাখতে হবে যে, ফজরের আযানের সময়ে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ الْفَلَاحِ *(হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ)* বলার পরে দুইবার বলতে হবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *(আছ্ ছালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম)*—"ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম।"

আযানের জবাব

আযান শোনার সাথে সাথে কার্যত জবাব অর্থাৎ নামাযে হাজির হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। আর শব্দগুলো শুনে আস্তে আস্তে তার জবাব দেয়া নফল। জবাবের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' শোনার পরে ঐ বাক্যই অর্থাৎ বলবে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।"

(খ) প্রতিবার 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শোনার পরে ঐ বাক্যই বলবে।

www.pathagar.com

(গ) প্রতিবার 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শোনার পরে বলবে

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥

উচ্চারণ ঃ রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামী দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মাদির রাসূলান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থ ঃ "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি আল্লাহকে রব হিসেবে লাভ করে, ইসলামকে দ্বীন (বা জীবন বিধান হিসেবে) লাভ করে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল হিসেবে পেয়ে।"

(ঘ) প্রতিবারই 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' শোনার পরে বলবে ঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওঁয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ

অর্থ ঃ "আল্লাহর মদদ ছাড়া কারুর নেক কাজ করার শক্তি নেই এবং বদ কাজ থেকে বেঁচে থাকারও ক্ষমতা নেই।"

(ঙ) প্রতিবারই 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শোনার পরেও উপরোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

(চ) ফজরের ওয়াক্তে প্রতিবারই 'আছ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' শোনার পরে বলবে ঃ

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

উচ্চারণ ঃ ছাদ্দাকতা ও বারারতা

অর্থ ঃ "আপনি সত্য বলেছেন এবং নেক কাজ করেছেন।"

(ছ) শেষবার 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' শোনার পরে ঐ বাক্যই বলবে।

(জ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শোনার পরে ঐ বাক্যটিই বলবে।

আযানের পরের দোআ

রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযানের পর এ দোআটি পাঠ করবে তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার কর্তব্য হয়ে যায়।-(বুখারী)

www.pathagar.com

দোআ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহীদ্দা'ওয়াতি তাম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল ক্বা-য়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাদ্বীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'য়াতা ওয়াব'আছহু মাক্বামাম্মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদত্তাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এ পরিপূর্ণ আহবান ও আসন্ন প্রতিষ্ঠিত নামাজের মালিক। আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াসীলা, মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যদা দান করুন। আর আপনি তাঁকে যে প্রশংসিত স্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তথায় প্রেরণ করুন।

ইকামাতের শব্দ ও অর্থ

ইকামাতের বাক্যগুলো আযানের মতই। পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(১) "হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ" বলার পরে বলতে হবে ঃ

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

উচ্চারণ ঃ কাদ কামাতিছ ছালাহ, কাদ কামাতিছ ছালাহ।

—"নামায কায়েম হল, নামায কায়েম হল।"

(২) ফজরের ইকামাতে 'আছছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা হয় না।

(৩) ইকামাতের বাক্যগুলো নিম্নরূপ এক একবারে বলতে হয় ঃ

(ক) اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(খ) اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(গ) اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(ঘ) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(ঙ) حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

(চ) حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ

www.pathagar.com

(ছ) قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

(জ) اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(ঝ) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আযান ও ইকামাতের জরুরী মাছায়েল

১. আযান এমন সময়ে হওয়া প্রয়োজন যাতে মহল্লার মুছল্লীগণ অনায়াসে এস্তেনজা শেষ করে পাক-পবিত্র হয়ে জামা'আতে যোগদান করতে পারে। কিন্তু ইকামাত শোনামাত্রই দাঁড়িয়ে নামাযের কাতার সোজা করতে হবে।

২. আযান মসজিদের বাইরে দিতে হবে এবং ইকামাত মসজিদের ভেতরে হবে। তবে জুম'আর ছানি আযান মসজিদের ভেতরে দিতে হবে।

৩. আযানের সময় আংগুল দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করে নিতে হয় ; কিন্তু ইকামাতের সময়ে এর আবশ্যকতা নেই।

৪. আযানে 'হাইয়্যা আলাছ্ ছালাহ' বলার সময়ে ডানে এবং 'হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ' বলার সময়ে বামে মুখ ফেরাতে হয় (মাইকে আযান হলে মুখ ফেরানো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইকামাতে এরূপ করার আবশ্যকতা নেই।

৫. আযান যথাসম্ভব উচ্চস্বরে দিতে হবে। কিন্তু একামাত এতটুকু উচ্চস্বরে বলাই যথেষ্ট যাতে উপস্থিত ও নিকটবর্তী সকলে অনায়াসে শুনতে পায়।

৬. ফর্যে আইন ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান-ইকামাত নেই। মুকীম, মুসাফির, জামা'আতে হোক বা একাকী হোক, ওয়াক্তী নামাযই হোক বা কাজা নামায হোক ঐ প্রকার নামাযে পুরুষদের জন্য একবার আযান দেয়া সুন্নাত।

৭. মুয়ায্যিনের জন্য সুন্নাত হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) পাগল বা অবুঝ ছেলের আযান মাকরূহ। তাদের আযানও দোহরাতে (পুনরায় আযান দিতে) হবে। ইকামাত দোহরাতে হবে না।

৮. আযান দাঁড়িয়ে দিতে হয়, বসে দেয়া মাকরূহ। বসে আযান দেয়া হলে তা পুনরায় দিতে হবে।

৯. মুসাফির, মুকীম কিংবা আরোহী ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য বসে আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে না।

১০. আযানের শব্দগুলো টেনে ও থেমে থেমে বলা এবং ইকামাতের শব্দগুলো জলদী বলা সুন্নাত। এতে শ্রোতারা আযানের বাক্যগুলোর জবাব দিতে পারবে।

www.pathagar.com

১১. 'হাইয়্যা আলাছ্ ছালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্' বলার সময়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরানো সুন্নাত। কিন্তু বুক ও পা ঘুরানো যাবে না।

১২. ফরয গোছলের জরুরত থাকা অবস্থায় আযান দেয়া মাকরূহ্ তাহ্রীমী। এ অবস্থায় আযান দিলে সে আযান দোহ্রানো দরকার। কিন্তু বে-অজু অবস্থায় আযান দেয়া হলে তা দোহ্রাতে হবে না।

১৩. আযান-ইকামাতের যে তারতীব (ধারাবাহিকতা) লেখা হয়েছে তা ঠিক রাখা সুন্নাত। তারতীবের খেলাফ হলে আযান দোহ্রাতে হবে না। তবে আযানের মাঝে এ সম্পর্কে খেয়াল হলে সম্পূর্ণ আযান না দোহ্রায়ে শুধু যে শব্দটি বাদ পড়েছে সেখান থেকে তারতীব অনুসারে দিলেই চলবে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

আযান ও প্রথম কাতারের পুরস্কার

"আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার ছওয়াবের কথা মানুষ জানে না। যদি তারা জানত তাহলে তারা লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করত। মানুষ যদি নামাযের ছওয়াবের কথা জানত তাহলে তার জন্য তারা দৌড়ায়ে গমন করত। আর তারা যদি এশা ও ফজরের নামাযের ছওয়াবের কথা জানত তাহলে (হাঁটার শক্তি না থাকলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসত।"—(বুখারী ও মুসলিম)

(২)

আযানের স্থান ও তার পুরস্কার

"মুয়াযযিনের আযানের স্বর যতদূর পৌঁছে ততদূরের সকলেই কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্যদান করবে। কেউ যদি বকরী চরাতে গমন করে তবে সেখানেই সে উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা তার আযানের স্বর যতদূর পৌঁছবে তার মধ্যে অবস্থিত সকল সৃষ্টিজীবই তার পক্ষে কেয়ামতে সাক্ষ্যদান করবে।"—(বুখারী)

www.pathagar.com

নামায

নামাযের মত কোন এবাদাত নাই।
নামাযে বেহেশত পাবে মনে রেখ ভাই।
নামাযের নূর তুমি পাবে আখেরাতে,
সকল বিপদ ভাই কেটে যাবে তাতে।

জামাতে নামায ভাই ছেড়ো না কখন,
ভুল না-রে একদিন হবেরে মরণ।

সাত দিনে শ্রেষ্ঠ দিন হল শুক্রবার,
জুমা পড় পাবে তুমি বহু পুরস্কার।

ঈদের খুশির তব কোন সীমা নাই।
নিষ্পাপ হয়ে যাও রোযাদার ভাই।
ঈদুল আযহার দিন কর কুরবানী,
জান-মাল দিতে হবে বাধা নাহি মানি।

আল্লাহর অলী যদি হইবারে চাও,
তাহাজ্জুদ পড় তুমি বেশী না ঘুমাও।

ফরয, ওয়াজিব আর নফল নামায,
যতই পড়িবে খুশী হবে তব কাজ।

ইবরাহীম খলীল সম তুমি বন্ধুবর,
আল্লাহকে কর খুশী হওগো অমর।

জানাযার আগে তুমি হও হুঁশিয়ার,
খোদাকে দেখাতে হবে মুখ আপনার।
যেইজন চলে যায় ফিরে নাক আর,
আত্মীয়-স্বজন শুধু কাঁদে জারে জার।

নামাযের গুরুত্ব

ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। যারা আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে তাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান আমল হচ্ছে নামায। নামায তাই 'আফযালুল ইবাদাত'–সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। পবিত্র কুরআনে ৮৩-এর অধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা নামাযের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নামায সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ —

"আমার বান্দাদের বলুন যারা ঈমান এনেছে, তারা নামায প্রতিষ্ঠা করুক এবং তাদের আমি যা দান করেছি তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করুক।" –(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩১

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق –(البقرة : ٢٣٨)

"তোমরা নামাযসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখ। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখ মধ্যম নামাযের প্রতি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৮

মে'রাজ শরীফে আমাদের নবী (সা) আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে আসেন ; তার পূর্বে কোন কোন নামায ফরয হয়েছিল মাত্র।

নবীয়ে পাক (সা)-এর মে'রাজ হয়েছিল আসমানে—আল্লাহর দরবারে। আর মু'মিন বান্দার মে'রাজ হয় এই জমিনে। মু'মিন বান্দা যখন পাক-পবিত্র হয়ে নামাযের মোছাল্লায় দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তার সম্মুখে উপস্থিত থাকেন। হযরত নবী (সা) এই কথাই বলেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায মু'মিনদের মে'রাজ।"

তিনি আরো বলেন ঃ

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ اللّٰهَ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ –(بخارى ومسلم)

"তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে মোছাল্লায় থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে।"

নামায সম্পর্কে সতর্কবাণী

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে তার প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন মুসলিম

www.pathagar.com

জাতিকে। এই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন সে সকল গুণের বিকাশ ও অনুশীলন করা হয় এই নামাযের মাধ্যমে। যেমন একতা, শৃংখলা, নেতার আনুগত্য, ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির বাস্তব প্রশিক্ষণ এই নামাযের মধ্যে আমরা লাভ করি।

মানবিক গুণাবলীর এই বাস্তব প্রশিক্ষণ কাফেররা কোন দিন লাভ করতে পারে না। এ সমস্ত কারণে মুসলিম জীবনের সর্বপ্রকার গৌরবের বিষয় হল নামায। এই নামায ত্যাগ করলে জীবন হয় অর্থহীন ও সমগ্র দুনিয়ার জন্য অভিশাপ। হযরত বিশ্বনবী (সা) তাই এরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ○

"যারা স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে তারা হয় কাফের।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে নামায ছেড়ে দেয় তারা ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় এবং পুরোপুরি কাফের হয়ে যায়। আর যারা শুধু আলসেমী করে শয়তানের ধোঁকায় নামায ছেড়ে দেয় তারা কাফের হয় না বটে, কিন্তু তাদের কাজটি হয় কাফেরের মত এবং কাফের হতে তাদের যেন আর বিলম্বই থাকে না। এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ ও রসূল এতদূর অসন্তুষ্ট হন যে, তিনি তাদের প্রতি ফিরেও তাকান না।

হযরত নবী (সা) তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

لاَ تَتْرُكْ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ○

"কখনো ইচ্ছা করে ফরয নামায ত্যাগ করো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা তরক করে তার থেকে (আল্লাহ ও রসূলের) দায়িত্ব উঠে যায়।"

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ পাকের নিকট নামাযের চেয়ে প্রিয় ইবাদাত আর নেই। এ কারণেই যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত আদায় করবে তাদের জন্য তিনি জান্নাতের মধ্যে অতিবড় পুরস্কার রেখে দিয়েছেন।

হযরত নবীয়ে পাক (সা) ছেলেমেয়েদের বয়স সাত বছর হলেই তাদের নামায পড়াবার জন্য পিতামাতার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। আর ১০ বছর বয়সেও যদি তারা নামায না পড়ে তাহলে তাদেরকে মেরে পিটিয়ে নামায পড়াবার জন্যে হুকুম দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এই নামায কারোর জন্যেই কোন অবস্থাতেই মাফ নেই। অন্ধ, আতুর, খোঁড়া, বধির, রুগ্ন, বোবা, ভীত, শংকিত, বিপদগ্রস্ত, উপবাসী যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন নামায তাকে সময়মত পড়তেই হবে। অবশ্য যদি কেউ ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে তার গোনাহ্ হবে না বটে, কিন্তু স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরেই নামাযের ওয়াক্ত চলে গিয়ে থাকলে কাযা পড়ে নেয়া তার জন্য ফরয। তবে নিষিদ্ধ ওয়াক্তে স্মরণ হলে বা ঘুম ভাংলে উক্ত ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে কাযা পড়বে। এরূপ বেহুঁশ অবস্থায় নামায ছুটে গেলেও গোনাহ হবে না ঠিকই, কিন্তু হুঁশ হওয়ার পরেই নামায পড়ে নিতে হবে।

হযরত আবু যার গিফারী (রা) বলেন ঃ একবার নবীয়ে আকরাম (সা) শীতকালে বাইরে গমন করেন। ঐ সময়ে গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছিল। নবী (সা) একটি গাছের একটি শাখা ধরলেন। (নাড়া পেয়ে) তার পাতা আরো বেশী ঝরতে লাগল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু যর, একজন মুসলমান বান্দা যখন এখলাছের সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তখন তার গোনাহ্গুলো এমনি ঝরে পড়ে যেভাবে এই পাতাগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ছে।-(আহমদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) এরশাদ করেন ঃ যদি কোন লোকের দরওয়াজার সামনে একটি নহর প্রবাহিত হতে থাকে, আর এই নহরে সেই ব্যক্তি রোজ ৫ বার গোসল করে তবে তার দেহে কোন ময়লা থাকতে পারে কি ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন ঃ কিছুই বাকী থাকবে না। হযরত (সা) তখন বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এইরূপ। আল্লাহ পাক এর বদৌলতে গোনাহসমূহ মার্জনা করে দেন।-(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

নামায দ্বীনের স্তম্ভ ঃ

"নামায দ্বীনের স্তম্ভ ; যে উহা ধ্বংস করে সে দ্বীনকেই ধ্বংস করে দেয়।"

(২)

নামাজ মে'রাজ স্বরূপ ঃ

"নামায মু'মিনদের মে'রাজ।"

www.pathagar.com

নামায পড়ার নিয়ম

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল—যে কোন নামায পড়ার নিয়ম একই। শুধু জানাযা ও দুই ঈদের নামাযে যে সামান্য কম-বেশী আছে তা যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই রাক'আত নামায পড়ার নিয়ম

পবিত্র বিছানায় পাক কাপড়ে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে প্রথমে জায়নামাযের দোয়া (১০৪ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পড়তে হবে। নিয়ত (১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) করতে হবে, অর্থাৎ কোন্ নামায কত রাকা'আত এবং ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নাত-নফল তা ঠিক করে নিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাতের বৃদ্ধাংগুলি কানের লতি বরাবর উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত নামিয়ে বাম হাত প্রথমে নাভির উপরে রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি আবদ্ধ করে চেপে ধরবে (ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলি ও কনিষ্ঠ অংগুলি দিয়ে আকড়ে ধরতে হবে)। এই সময়ে মাথা নীচু করে রাখবে এবং দৃষ্টি সেজদার জায়গায় নিবদ্ধ রাখতে হবে। তারপর ছানা (১০৭ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য) পাঠ করবে এবং 'তা'আভ্যুয' (আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজিম) এবং 'তাসমিয়াহ' (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করবে। অতপর প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়বে। এবং তার সাথে আর একটি সূরা মিলিয়ে পড়বে। সূরা মিলানো শেষ হলে 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর সামনে শ্রদ্ধাভরে রুকূ'তে যাবে এবং রুকূ' অবস্থায় ৩, ৫ বা ৭বার রুকূ'র তাসবীহ (সুবহানা 'রাব্বিয়াল আজীম) পড়বে। এটা শেষ করে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং 'রাব্বানা লাকাল হামদ' একবার পাঠ করবে। তারপর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে আল্লাহর সামনে 'আল্লাহু আকবার' বলে লুটিয়ে পড়বে এবং পর্যায়ক্রমে দুই হাটু, দুই হাত, নাক, কপাল ও দুই পা বিছানায় তথা জমিনে লাগিয়ে সেজদা করবে এবং ৩, ৫ বা ৭ বার সেজাদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পাঠ করবে। অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সেজদা থেকে মাথা তুলে বসবে (উঠার সময় পর্যায়ক্রমে কপাল, নাক, দুই হাত উঠাবে এবং 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌লী ওয়ার্‌হাম্‌নী ওয়ার্‌জুক্‌নী' একবার পাঠ করে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে পূর্বের মতই ৩, ৫ কিংবা ৭ বার সেজদার তাসবীহ পাঠ করে মাথা তুলে সোজা হয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে দাঁড়াবে। এবারে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরেকটি সূরা মিলিয়ে পড়বে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ'তে যাবে এবং প্রথম রাক'আতের মতই সবকিছু করে

www.pathagar.com

করে দ্বিতীয় সেজদাও শেষ করবে। এ সময়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে বসবে এবং প্রথমে ধীরস্থিরভাবে 'তাশাহহুদ' (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি--) পাঠ করবে। তারপর দরূদ ও দোয়া মা'ছুরা পড়ে শেষ করবে এবং প্রথমে ডান দিকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাবে, তারপরে বাম দিকেও 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাবে। যেদিকে যখন সালাম ফিরাবে সেদিকে তখন এরূপ খেয়াল করবে যে, আমার এদিকে এই দুনিয়ায় যত ঈমানদার রয়েছে তাদের সকলের প্রতিই আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন।

এরূপে দু' রাকা'আত নামায সমাপ্ত হয়। এরপর দরকার মত নামাযের পরবর্তী তাসবীহ-তাহলীল এবং দেল গলায়ে আল্লাহর দরবারে যাবতীয় নেক মকসুদ হাসিলের জন্য সম্ভব হলে আরবীতে নতুবা নিজের মাতৃভাষায় কান্নাকাটি করে দোয়া করবে।

তিন বা চার রাক'আত নামায পড়ার নিয়ম

নামায তিন বা চার রাকা'আত হলে প্রথম দুই রাকাত শেষ করার পরে মাত্র 'তাশাহহুদ' পড়বে—দরূদ, দোয়ায়ে মা'ছুরা ইত্যাদি পড়বে না। তাশাহহুদ পড়া শেষ হলেই 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতের মতই সূরা ফাতেহা ও তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে রুকূ, সেজ্‌দা ইত্যাদি করে অবশিষ্ট তৃতীয় বা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত শেষ করে শেষ সেজ্‌দা দিয়ে বসবে। তারপর প্রথমে তাশাহুদ, তারপর দরূদ ও দোয়ায়ে মা'ছুরা পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

এখানে মনে রাখতে হবে ঃ

(১) নামায ফরয হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকূতে যাবে, কোন সূরা মিলাতে হবে না। কিন্তু নামায ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে।

(২) নামায জামা'আতে হলে ইমাম ফজর, মাগরিব ও এশার ফরয নামাযে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কেরাত উচ্চস্বরে পড়বে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা উচ্চস্বরে পড়বে না। এবং জোহর ও আছরের জামা'আতে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কেরাতও আস্তে পড়বে। সমস্ত তাকবীর, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

www.pathagar.com

উচ্চস্বরে বলবে। ঐ ফরয নামাযসমূহ একাকী পড়লে ইমামের মতও পড়তে পারে অথবা সমস্ত নামায আগাগোড়া সুন্নাত নামাযের মত নীরবেও পড়তে পারে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ নিয়ম

(১) সূরা কেরাত

একাকী যখন নামায পড়বে তখন সব নামাযই নীরবে পড়বে। সূরা, কেরাত, তাকবীর, সালাম কোন কিছুই জোরে উচ্চারণ করে পড়বে না। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সকল নামাযেই এ নিয়ম পালন করতে হবে। পুরুষেরা নামায বিশেষে সূরা ও কেরাত জোরে বা চুপে চুপে পড়বে।

(২) তাকবীরে তাহরীমা

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সময় দুইহাত কাঁধ বরাবর তুলবে। হাতের তালু ও আংগুলের মাথা কেবলামুখী করে রাখবে। তাকবীরে তাহরীমার পরে বাম হাত বুকে রেখে তার উপর আস্তে ডান হাত রেখে নামায শুরু করবে। নজর সেজদার জায়গায় রাখবে। পুরুষরা তাকবীর উচ্চারণের সময় দুই হাত উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে এবং উভয় হাত আস্তিন থেকে বের করবে। ডান হাতের বৃদ্ধাংগুল ও কনিষ্ঠ আংগুল দ্বারা বাম হাতের কব্জা শক্ত করে ধরবে এবং নাভির নীচে বাঁধবে।

(৩) পোশাক

মহিলাদের সমস্ত শরীরই ছতর। মাথার চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে সমস্ত শরীরই ঢাকতে হবে। গলা, হাত, চুলসহ গোটা শরীরই ঢাকতে হবে।

পুরুষদের ছতর হল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এই অংশ ও অন্যান্য অংশ শালীনতা বজায় রেখে ঢেকে রাখবে। পায়ের গোছা যাতে ঢেকে না যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) কেয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থা

মহিলারা দুইপা ফাঁক করে দাঁড়াতে পারবে না। দুই পায়ের পাতা মিলিয়ে দাঁড়াবে। সব ওয়াক্তের ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। অন্যান্য নামায বসে পড়তে পারে। তবে তাতে অর্ধেক ছওয়াব পাবে। নজর সেজদার জায়গায় রাখবে। পুরুষেরা দুই পা কমপক্ষে ৪ আংগুল এবং বেশী হলে ১২ আংগুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

(৫) রুকূ'

মহিলারা রুকূ'র সময়ে দুইহাত শরীরের সংগে লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে দু' হাতের আংগুলের অগ্রভাগ দিয়ে হাটু স্পর্শ করে রুকূ' করবে। মাথা সামান্য মাত্র নত হবে। মোটকথা জমাট হয়ে থাকবে। হাঁটুতে কোন ঠেক দেবে না। হাটুর উপর হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। নজর সেজদার জায়গায় রাখবে। পুরুষরা পা ফাঁক রেখে দুইহাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে রুকূ' করবে। মাথা, পিঠ ও পাছা এক লাইনে সমান্তরাল করে রাখবে এবং আংগুলগুলো ফাঁক করে হাটু শক্ত করে ধরবে।

(৬) সেজদা

মহিলারা সেজদায় বগলকে চেপে রাখবে এবং উভয় হাত জমিনের উপর বিছিয়ে রাখবে। অর্থাৎ শরীরের সব অংগ এক সাথে মিলিয়ে রেখে সেজদায় যাবে এবং দুইহাত কুনুই পর্যন্ত জমিনে বিছিয়ে দিবে, নজর সেজদার জায়গায় রাখবে। পুরুষরা বগল খুলে রাখবে। উভয় হাত জমিন থেকে পৃথক রাখবে। শুধু পা দু'টো এক সংগে মিলিত করে রাখবে। হাতের কব্জির উপরের অংশও জমিন থেকে উপরে রাখবে।

(৭) বৈঠক

মহিলারা বৈঠক অর্থাৎ 'আত্তাহিয়াতু', দুরূদ ইত্যাদি পড়ার সময়ে উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং পাছার উপর বসবে। আর হাতের আংগুলগুলো যুক্ত করে রাখবে। এছাড়া ছালাম ফিরানোর সময়ে ঘাড় সামান্য মাত্র ঘুরাবে।

পুরুষরা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। তারা হাতের আংগুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে। একদম যুক্তও করবে না এবং একেবারে ছড়িয়েও দেবে না। ছালাম ফিরানোর সময়ে ঘাড় পুরোপুরি ফেরাবে।

(৮) মোনাজাত

(৯) জামা'আত

জামা'আতে পুরুষদের পেছনে দাঁড়াবে।

(১০) ফজরের নামায

অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব। পুরুষের জন্য ফরসা করে পড়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

নামাযের সূরা ও দোয়া কালাম

নামাযের সূরা

কুরআন পাক বা তার কোন অংশ পাঠ করা নামাযের একটি রুকন। এটা পাঠ না করলে নামায শুদ্ধই হয় না। নামাযে প্রতি রাকা'আতেই এটা পাঠ করতে হয়। এটা বেশী পড়ার কোন মাত্রা নেই। প্রতি রাকা'আতে এক বা একাধিক সূরা পাঠেও কোন বাধা নেই। তবে কমপক্ষে ছোট হলে তিন আয়াত পরিমাণ এবং বড় হলে এক আয়াত পরিমাণ পড়তেই হবে। আর এই পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ছোট-বড় যে কোন সূরা বা তার কোন অংশ পাঠ করতে হবে। যেহেতু আমারা সকলে কুরআন পাকের হাফেজ নই সেহেতু মুখস্ত করার জন্য 'আমপারা' থেকে কয়েকটি সূরা নিম্নে দেয়া গেল। সূরাগুলোর তরতীব ঠিক রেখে নামাযে পড়তে হয়।

সূরা আল ফাতিহা

নামাযে প্রতি রাকা'আতেই এটা পাঠ করতে হয়। অর্থের প্রতি খেয়াল রাখতে পারলে খুবই উত্তম হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۗ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ আল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাতাল মুস্‌তাকীমা সিরাতাল্ লাযীনা আন্'আম্‌তা আলাইহিম্ গায়রিল্ মাগ্‌দুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্দল্লীন।

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যিনি সমস্ত আলমের রব, যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিনের মালিক, আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে

www.pathagar.com

সঠিক সরল পথ দেখাও, ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যারা অভিশাপগ্রস্ত নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"

সূরা আল ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝

উচ্চারণ : আলাম্ তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআছ্হাবিল্ ফীল্। আলাম্ ইয়াজ্'আল্ কাইদাহুম্ ফী তাদ্‌লীলিওঁ ওয়া আর্‌সালা 'আলাইহিম্ তাইরান্ আবাবীল। তার্‌মীহিম্ বিহিজারাতিম্ মিন্ সিজ্জীলিন। ফাজা'আলাহুম্ কা'আছ্‌ফিম্ মা'কুল।

অর্থ : আপনি কি দেখেননি আপনার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন যা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। ফলে তাদের অবস্থা এমন করে দিল, যেমন (প্রাণীদের) ভক্ষণ করা ভূষি।"

সূরা আল কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

উচ্চারণ : লি'ঈলাফি কুরাইশিন। ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা'ই ওয়াছ্‌ছাইফ। ফাল্‌ইয়াবুদূ রাব্বা হাযাল্ বাইতিল্ লাযী আত্'আমাহুম্ মিন্ জূ'ঈওঁ ওয়া 'আমানাহুম্ মিন্ খাওফ।

অর্থ : "যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে—শীত ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ গমনে। কাজেই তাদের কর্তব্য হল এই ঘরের রবের 'ইবাদাত করা।—যিনি

www.pathagar.com

তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করে নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

সূরা আল মা'উন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ আরা'আই তাল্ লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন। ফাযালিকাল্ লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু 'আলা তা'আমিল্ মিস্কিন। ফাওয়াইলুল্ লিল্মুছাল্লীনাল্ লাযীনা হুম 'আন ছালাতিহিম সাহূন। আল্লাযীনা হুম্ ইউরাউনা ওয়া ইয়ামনা'উনাল মা'উন।

অর্থ ঃ আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে পরকালের প্রতিফল ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে ? সে তো এতিমকে ধাক্কা দেয়, আর মিসকিনকে আহার দিতে উৎসাহিত করে না। আর ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, —যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস (মানুষকে) দেয়া থেকে বিরত থাকে।"

সূরা আল কাওছার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'তাইনা কাল্ কাওছার। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার। ইন্না শানি'আকা হুওয়াল্ আব্তার।

অর্থ ঃ "(হে নবী !) আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। অতএব আপনি আপনার রবের জন্যেই নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। আপনার শত্রু-ই প্রকৃতপক্ষে লেজকাটা নির্মূল।"

www.pathagar.com

সূরা আল কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া আইয়্যুহাল্ কাফেরূন। লা আ'বুদু মা তা'বুদূনা। ওয়ালা আন্তুম্ আবিদূনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা 'আবিদুম্ মা 'আবাদ্তুম। ওয়ালা 'আন্তুম্ 'আবিদূনা মা আ'বুদ্। লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দ্বীন।

অর্থ ঃ "বলে দিন ঃ হে কাফেররা। আমি সেই রবের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করছ। আর না তোমরা তাঁর ইবাদাত কর যার ইবাদাত আমি করি। আমি তাদের ইবাদাত করতে প্রস্তুত নই যাদের ইবাদাত তোমরা করছ। আর না তোমরা তাঁর ইবাদাত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্যে আমার দ্বীন।"

সূরা আন নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

উচ্চারণ ঃ ইযা জা'আ নাছরুল্লাহি ওয়ালফাতহু। ওয়া রা'আইতান্ নাসা ইয়াদ্খুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ্ফির্হু। ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।

অর্থ ঃ "যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে আর (হে রাসূল!) আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ

www.pathagar.com

করছে। তখন আপনি আপনার রবের হামদ সহকারে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি বড় তাওবা গ্রহণকারী।"

সূরা আল লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَاَتُهٗ ۞ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِىْ

جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। মা আগ্‌না আন্‌হু মালুহু ওয়ামা কাসাব। সাইয়াছলা নারান যাতা লাহাবিওঁ ওয়াম্‌রা'আতুহু হাম্মালাতাল্ হাতাব। ফী জীদিহা হাবলুম্ মিম্ মাসাদ।

অর্থ ঃ চূর্ণ হল আবু লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থকাম হয়ে গেল। তার ধন-সম্পদ, তার যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজেই এল না। অবশ্যই সে লেলিহান শিখাপূর্ণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তার স্ত্রীও, —কূটনী বুড়ি, তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।"

সূরা আল ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۞ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ

يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

উচ্চারণ ঃ কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ্। আল্লাহুছ ছমাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ বলুন তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। না তাঁর কোন সন্তান আছে। না তিনি কারো সন্তান। এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।"

www.pathagar.com

সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্। মিন্ শার্‌রি মা খালাক। ওয়ামিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাছাতি ফিল্ উকাদ। ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ্।

অর্থ ঃ "বলুন আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সকালের রবের নিকট। তার সৃষ্টি করা সবকিছুর অনিষ্ট হতে, আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর গিরায় ফুঁকদানকারিনীর অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকদের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ مَلِكِ النَّاسِۙ اِلٰهِ النَّاسِۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস। মালিকিন্ নাস। ইলাহিন নাস। মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্‌নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্‌বিসু ফী ছুদূরিন্ নাস। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ নাস্।

অর্থ ঃ "বলুন আমি মানুষের রব, মানুষের বাদশা, মানুষের মা'বূদের নিকট সেই বার বার ফিরে আসা কুপ্ররোচনাদাতার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, কুপ্ররোচনা দেয় মানুষের মনে—সে জিন বা মানবজাতির মধ্য থেকে হোক।"

www.pathagar.com

সূরা আল কদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۛ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

উচ্চারণ ঃ ইন্না আন্‌যাল্‌নাহু ফী লাইলাতিল্ কাদর্। ওয়ামা আদ্‌রাকা মা লাইলাতুল্ কাদ্‌র্। লাইলাতুল্ কাদ্‌রি খায়রুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌র্। তানাজ্জালুল্ মালা-ইকাতু ওয়ার্‌রূহু ফীহা বি'ইয্‌নি রাব্বিহিম্ মিন্ কুল্লি আম্‌র্। সালামুন্ হিয়া হাত্তা মাত্‌লাইল্ ফাজ্‌র্।"

অর্থ ঃ "আমি এটি (কুরআন) কদরের রাত্রে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান কদরের রাত্রি কি ? কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। ফেরেশতারা ও রূহ এই রাত্রিতে তাদের রবের অনুমতিতে সমস্ত হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সেই রাত্রি পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা—ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

নামাযের দোয়া

জায়নামাযের দোয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্‌সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দা হানীফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল্ মুশরিকীন্।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি তাঁর দিকে মুখ করলাম। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, বাস্তবিকই আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

নামাযের নিয়ত

কোন্ নামায পড়া হচ্ছে তার ইচ্ছা করার নামই নিয়ত। কেউ ইচ্ছে করলে আরবীতে নিয়ত করতে পারে। আমরা যে নামায পড়ব সে সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ঃ

www.pathagar.com

(ক) নামাযের প্রকার ঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল।

(খ) নামাযের রাকা'আত ঃ ২ রাকা'আত, ৩ রাকা'আত বা ৪ রাকা'আত।

(গ) সব নামাযই কেবলামুখী হয়ে পড়তে হবে।

(ঘ) নামায কোন্ ওয়াক্তের, কোন্ উপলক্ষের বা কোন্ নামের। এটা স্মরণ রেখে নিয়তের সময় চিন্তা করতে হবে যে,

এক ঃ আমি যে নামায পড়ব তা কোন্ ওয়াক্তের, ঈদের, শবে বরাতের, শবে কদরের, চাশ্তের, তাহাজ্জুদের, না অন্য কিছুর ?

দুই ঃ তা কি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, না নফল ?

তিন ঃ তা কি ৪ রাকা'আত, ৩ রাকা'আত, না ২ রাকা'আত ? যেমন ধরা যাক আমি ফজরের ২ রাকা'আত সুন্নাত পড়তে চাই তাহলে মনে মনে বলবো ঃ

"আমি ফজরের ২ রাকা'আত সুন্নাত নামায কেবলামুখী হয়ে পড়ছি।"

এইরূপে ধরা যাক যে, আমি তাহাজ্জুদের দুই রাকা'আত নফল নামায পড়তে চাই, তাহলে মনে মনে বলব ঃ

"আমি তাহাজ্জুদের দুই রাকা'আত নফল নামায কেবলামুখী হয়ে আদায় করছি।"

মনে মনে এইরূপ স্থির করার পরে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করতে হবে।

আরবীতে নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতিল্ ফাজ্রি সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি তা'আলা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি— আল্লাহু আক্বার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়ছি— *আল্লাহু আক্বার।*

www.pathagar.com

স্মরণীয় ঃ

এখানে বুঝানোর জন্য ফজরের সুন্নাত নামাযের নিয়ত দেয়া হলো। অন্যান্য নামাযের সময় খেয়াল রাখতে হবে ঃ তিন রাকা'আত নামায হলে রাক'আতাই এর স্থলে ছালাছা রাক'আতি (ثَلٰثَ رَكْعَتَىْ) এবং চার রাকা'আত হলে আরবা'আ রাক'আতি (اَرْبَعَ رَكْعَاتِ) বলতে হবে। ফজরে (اَلْفَجْرِ) এর স্থলে যে ওয়াক্ত বা যে নামায পড়বে সে নাম বলতে হবে। যেমন যোহর হলে যোহর, আছর হলে আছর, মাগরেব হলে মাগরেব, এশা হলে এশা বলতে হবে। আর নামায ফরয হলে সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি (سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ) এর স্থলে ফারদুল্লাহি (فَرْضُ اللّٰهِ) এবং ওয়াজেব হলে ওয়াজেবুল্লাহি وَاجِبُ اللّٰهِ বলতে হবে।

তাকবীর

'তাকবীর' শব্দের অর্থ 'আল্লাহু আকবার' বলা। নামাযের প্রথমেই (নিয়তের পরে) যে তাকবীর বলা হয় তাকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা'। কেননা এই তাকবীর বলে নামাযের ভেতর দুনিয়ার সমস্ত কাজই হারাম হয়ে যায়।

এরপর রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে, সেজদায় যাওয়ার পূর্বে, প্রতি সেজদা শেষ করে মাথা তোলার সময়ে, ৩ বা ৪ রাকা'আত নামায হলে 'তাশাহুদ' পড়ে দাঁড়ানোর সময়ে তাকবীর বলতে হয়। ফরয নামায জামা'আতের সাথে হলে এই তাকবীর ইমামকে উচ্চস্বরে বলতে হয়। জামা'আতের সাথে না হলে নামাযী ইহা ইচ্ছা করলে আস্তেও বলতে পারে।

তা'আভ্যুয

ইহার আরবী রূপ হলো تَعَوُّذْ। আরবীতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) বলাকে 'তা'আভ্যুয হয়। ইহার অর্থ হলো ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তাসমিয়াহ

ইহার আরবী রূপ হল تَسْمِيَةْ। আরবীতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) বলাকে 'তাসমিয়াহ' বলা হয়। ইহার অর্থ হলো ঃ "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।" ছানা পাঠ করার পরে ও সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে 'তা'আভ্যুয' ও 'তাসমিয়াহ' পাঠ করতে হয়।

www.pathagar.com

ছানা

নিয়তের পর তাকবীরে তাহ্‌রীমা বেঁধে নিম্নরূপ দোয়া পড়তে হয়। একেই ছানা বলা হয়। 'ছানা' অর্থ প্রশংসা।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্, তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তোমার নাম অতীব বরকত মণ্ডিত। তোমার মর্যদা অত্যন্ত উচ্চ। এবং তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।"

তাসবীহ ও দোয়া

(ক) রুকূ'র তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمْ

(সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্ আজীম)

অর্থ ঃ "আমার মহান প্রতিপালক প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

(খ) সেজদার তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى

(সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্ আ'লা)

অর্থ ঃ "আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

(গ) রুকূ' থেকে দাঁড়াবার সময়ে পড়ার দোয়া ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

(সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তার কথা শ্রবণ করেন।"

(ঘ) রুকূ' থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ার দোয়া ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ্)

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব, যাবতীয় প্রশংসাই তোমার।"

www.pathagar.com

(ঙ) দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় পড়ার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ার্ জুকনী ওয়াহ্দিনী।)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমার রুজির ব্যবস্থা করে দাও এবং আমাকে হেদায়াত দান কর।"

(চ) দুই রাক'আত নামায শেষ করে নিম্নরূপ 'তাশাহহুদ পড়তে হয় ঃ

তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাত। আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ "কি মৌখিক, কি শারীরিক, কি আর্থিক—সকল প্রকার অভিনন্দনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হে নবী! আপনার উপর বর্ষিত হোক শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তার খায়ের ও বরকত। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সমস্ত নেক্কার বান্দার উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ; আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

মনে রাখতে হবে যে, নামায দু' রাক'আত হলে এই তাশাহ্হুদের পরে দুরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করতে হয়। আর নামায দু' রাকা'আত না হয়ে তিন বা চার রাকা'আত হলে তাশাহ্হুদ পড়ার পর তাকবীর বলে দাঁড়াতে হয় ও অবশিষ্ট নামায পড়তে হয় এবং অবশিষ্ট ১ বা ২ রাকাত নামায শেষে তাশাহ্হুদ পড়ে দরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়তে হয়।

(ছ) শেষ রাক'আতের পরে তাশাহহুদের পরে প্রথমে নিম্নরূপ দরূদ পড়তে হয় ঃ

www.pathagar.com

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ ـ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর প্রেরণ কর তোমার দরূদ, যেমন করে দরূদ প্রেরণ করেছ তুমি হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এবং তার পরিবার-পরিজনদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রশংসতি এবং মহা গৌরবময়। হে আল্লাহ্, বরকতমণ্ডিত কর তুমি হযরত মুহাম্মাদ (সা)কেএবং তার পরিবার-পরিজনদেরকে, যেমন করে তুমি বরকতমণ্ডিত করেছ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তার পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার অধিপতি ও গৌরবের মালিক।"

(জ) দরূদের পরে পড়ার দোয়া।

দোয়ায়ে মাছুরা

(কুরআন-হাদীসের কোন দোয়া)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্‌তু নাফ্‌সী জুল্‌মান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম্‌ মিন্‌ ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফূরুর্‌ রাহীম্‌।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি আমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছি। আমার গোনাহসমূহ তুমি ছাড়া আর কেউ মাফ করতে পারে না। অতএব তুমি নিজ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(ঝ) বেতরের ওয়াজিব নামাযে তৃতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহা শেষ করে অন্য সূরা মিলাবার পরে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ'তে না গিয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বেঁধে নীরবে নিম্নরূপ দোয়া পড়বে। এই দোয়াকে দোয়ায়ে কুনূত (বা আত্মসমর্পণের দোয়া) বলা হয়।

দোয়ায়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তা'ঈনুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়ানাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনী আলাইকাল্‌ খাইর। ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লা'উ ওয়া নাত্‌রুকু মাইঁইয়াফ্‌জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুল্‌হিক্‌।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। তোমার প্রতিই আমাদের পূর্ণ আস্থা এবং তোমার উপরই আমরা ভরসা করি। তোমার মহত্ব ও কল্যাণের আমরা প্রশংসা করি। আমারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; তোমার অকৃতজ্ঞতা

www.pathagar.com

আমরা বর্জন করি। যারা তোমার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি ; তোমারই উদ্দেশ্যে আমরা নামায আদায় করি, তোমাকেই আমরা সেজ্‌দা করি। তোমারই প্রতি আমরা ধাবিত হই এবং তোমারই আমরা সেবা করি। তোমারই করুণা আমরা ভিক্ষা করি এবং তোমারই শাস্তিকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফেরদের জন্য নির্ধারিত।"

স্মরণীয় ঃ

কোন ব্যক্তি দোয়ায়ে কুনূত না জানলে তা না শেখা পর্যন্ত নিম্ন দোয়া পাঠ করবে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল্‌ আখিরাতি হাসানাহ্‌ ওয়াকিনা আযাবান্নার্‌।

অর্থ ঃ "হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! আমাদের কল্যাণ দিন দুনিয়ায়, কল্যাণ দিন আখেরাতে। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।"

দোয়ায়ে কুনূত বা তৎপরিবর্তে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে তাকবীর বলে রুকূ'তে যাবে এবং অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে নামায শেষ করবে।

(ঞ) নামায শেষ করার জন্য সালাম ফিরাবার দোয়া

ডান দিকে— اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

অর্থ ঃ আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমাত বর্ষিত হোক।

বাম দিকে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত ও আদায়ের নিয়ম

ফজরের নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ছুবহে ছাদেক (রাত্রি শেষে পূর্ব আকাশে আলোকের ন্যায় হয়ে উঠে। এরপর আলোকটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এটাই ছুবহে ছাদেক) হওয়ার পর হতে সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে।

রাক'আত ঃ ফজরের নামায ৪ (চার) রাক'আত। যথা ঃ দুই রাক'আত সুন্নাত ও দুই রাক'আত ফরয।

পড়ার নিয়ম ঃ প্রথমে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দোয়া পড়বে। এরপর নিয়ত করবে ঃ

ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছালাতিল ফাজ্‌রি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

নিয়তের 'আল্লাহু আকবার' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে হাতের তালু কেবলামুখী রেখে অতপর তা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি আকড়িয়ে ধরবে। কিন্তু মহিলাগণ ছিনার উপর হাত বাঁধবে। এরপর ছানা (১০৭ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য) পড়বে। তারপর 'আউজু বিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে যে কোন একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ'তে (উপুর হয়ে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখবে এবং মাথা ও কোমর সমান্তরাল রাখবে) যাবে এবং রুকূ'র তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ —সুবাহানা রাব্বিইয়াল আযীম। (অর্থঃ মহা-প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) ৩বার, ৫বার, ৭ বার, তারও অধিক বেজোড় সংখ্যক বার পড়বে। রুকূ' থেকে উঠে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ —সামিআল্লাহু লিমান হামিদা (অর্থ ঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবার বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ—রব্বানা লাকাল হামদ (অর্থ ঃ হে প্রতিপালক সকল

www.pathagar.com

প্রশংসা তোমার জন্য।) এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সেজদায় যাবে। সেজ্‌দায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাটুদ্বয় জায়নামাযে রাখবে তারপর দুই হাত, তারপর নাক, সবশেষে কপাল জায়নামাযে রাখবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি যেন কান বরাবর থাকে। এরপর ৩বার, ৫বার, ৭বার বা এর অধিক বেজোড় সংখ্যক বার সেজদার তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى—সুবাহানা রাব্বিইয়াল আ'লা (অর্থ ঃ আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) বলবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে বসে পড়বে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ — আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়ার যুকনী ওয়াহ্‌দিনী (অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ কর, দয়া কর, রিজিক দাও এবং সৎপথে চালাও)। সেজ্‌দা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর দুই হাত উঠাতে হবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সেজদায় যাবে এবং প্রথম সেজদার মত তাসবীহ পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তৎপর সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা মিলায়ে রুকূ' সেজদা করে 'আল্লাহু আকবার' বলে বসে কোলের দিকে দৃষ্টি রেখে 'তাশাহহুদ'বা 'আত্তাহিয়্যাতু' (১০৮ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পড়বে এরপর দরূদ (১০৯ নং পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য) পড়বে এবং সবশেষে দোয়ায় মাছুরা (১০৯ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পড়বে। ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه—আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (অর্থ ঃ তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বলবে। তৎপর বাম দিকে ফিরেও অনুরূপ করবে।

দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় হয়ে যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে একামত (৮৭ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) দিয়ে দুই রাক'আত ফরয নামাযের নিয়ত করবে।

ফজরের দু' রাক'আত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতিল ফাজ্‌রি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি—আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে ফজরের দুই রাক'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এভাবে নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার পর সুন্নাত নামাযের মত করে দুই রাকা'আত ফরয নামায আদায় করে ছালাম ফিরিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত (১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) করবে।

স্মরণীয় ঃ

নামায যদি ইমামের পেছনে পড়া হয় তখন فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى (ফারদুল্লাহি তা'আলা)-এর পরে اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ — একতাদাইতু বেহাজাল ইমাম (অর্থঃ আমি এই ইমামের পেছনে ইক্তেদা করলাম) বলতে হবে। আর নিজে ইমাম হয়ে নামায পড়ালে اَنَا اِمَامُ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ—আনা ইমামু ল্লিমান হাজারা ওয়া মাইয়াহজুরু (অর্থ ঃ যারা উপস্থিত আছে ও যারা উপস্থিত হবে আমি তাদের ইমাম হলাম) বলতে হবে।

জোহরের নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ জোহরের নামাযের ওয়াক্ত ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য যখন সামান্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে তখন হতে কোন কাঠির ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত থাকে।

রাক'আত ঃ জোহরের নামায ১০ (দশ) রাক'আত। যথা ঃ ৪ (চার) রাক'আত সুন্নাত, ৪ (চার) রাক'আত ফরয, ২ (দুই) রাক'আত সুন্নাত।

স্মরণীয় ঃ শেষে ২ (দুই) রাক'আত নফল পড়া অত্যন্ত ছোয়াবের আমল।

পড়ার নিয়ম ঃ প্রথমে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দোয়া পড়ার পর এই নিয়ত করবে ঃ

জোহরের ৪ (চার) রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আর্বা'য়া রাকা'আতি ছালাতিজ্জোহরে সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে জোহরের চার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এভাবে নিয়ত ও তাকবীরে তাহ্রীমার পর ফজরের সুন্নাত নামাযের মত দুই রাকা'আত পড়ে শুধু তাশাহ্হুদ পড়ে (দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা না পড়ে) 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং প্রথম দুই রাক'আতের মত করে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলিয়ে আরও দুই রাক'আত পড়বে এবং তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে ছালাম ফিরাবে।

এরপর দাঁড়িয়ে ৪ (চার) রাকা'আত ফরয নামাযের জন্য এরূপ নিয়ত করবে—

জোহরের ৪ (চার) রাক'আত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'য়া রাকা'আতি ছালাতিজ্জোহরে ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে জোহরের চার রাক'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এভাবে নিয়ত ও তাকবীরে তাহরিমার পর ফজরের ফরয নামাযের মত করে প্রথমে দুই রাক'আত পড়ে শুধু তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে কিন্তু এর সাথে কোন সূরা মিলাবে না এবং যথারীতি তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে ছালাম ফিরাবে।

এরপর ফজরের সুন্নাত নামাযের মত করে দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করবে।

জোহরের ২ (দুই) রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ

www.pathagar.com

لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতি-জ্জোহরে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে জোহরের দু'রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

সবশেষে দুই রাকা'আত নফল নামায দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের মত করে পড়বে।

২ (দুই) রাক'আত নফলের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতিন্নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে কেবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত নফল নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

আছরের নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে।

রাকা'আত ঃ আছরের নামায ৮ (আট) রাকা'আত। যথা ঃ ৪ (চার) রাকা'আত সুন্নাত (ইচ্ছে হলে পড়তে পারে আবার না পড়লে গুনাহ নেই) ও ৪ (চার) রাক'আত ফরয।

পড়ার নিয়ম ঃ জোহরের চার রাক'আত সুন্নাত নামাযের মত করে আছরের নিয়ত করে চার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করবে। এরপর জোহরের ফরয নামাযের মত করে আছরের নিয়ত করে চার রাক'আত ফরয নামায আদায় করবে।

www.pathagar.com

আছরের চার রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকা'আতি ছালাতিল্ আছ্রে সুন্নাত রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতা'ওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে আছরের চার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

আছরের চার রাক'আত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'য়া রাকা'আতি ছালাতিল্ আছ্রে ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে আছরের চার রাকা'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হতে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশের লালিমা ও সাদা রং মিটে যাওয়া পর্যন্ত থাকে।

রাকা'আত ঃ মাগরিবের নামায ৫ (পাঁচ) রাকা'আত। তিন রাকা'আত ফরয ও দুই রাকা'আত সুন্নাত।

পড়ার নিয়ম ঃ প্রথমে তিন রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়ত করে ফজরের দুই রাক'আত ফরযের মত করে প্রথমে দুই রাক'আত নামায পড়ে বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তৃতীয় রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে রুকূ' সেজদা করে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে ছালাম ফিরাবে। তারপর

www.pathagar.com

ফজরের সুন্নাত নামাযের মত করে দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করবে।

মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা ছালাছা রাকা'আতি ছালাতিল্ মাগরিবে ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছালাতিল্ মাগরিবে সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক'আত মাগরিবের সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

স্মরণীয় ঃ

মাগরিবের সুন্নাত নামায শেষে দু'রাকআত নফল পড়া ভাল। ১১৬ নং পৃষ্ঠায় জোহরের দুই রাকা'আত নফলের নিয়তের মত করে নিয়ত করবে।

এশার নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর (পশ্চিম আকাশের লালিমা ও সাদা রেখা মিটে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসলে) থেকে শুরু করে রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে। তারপর ছোবহে কাজেব পর্যন্ত পড়া যায়, কিন্তু মাকরূহ তাহরীমী হবে।

www.pathagar.com

রাকা'আত ঃ এশার নামায ১০ (দশ) রাকা'আত। যথা ঃ ৪ (চার) রাকা'আত সুন্নাত (ইচ্ছে করলে পড়তে পারে, না পড়লে গুনাহ্ নেই), ৪ (চার) রাকা'আত ফরয ও ২ (দুই) রাকা'আত সুন্নাত।

পড়ার নিয়ম ঃ প্রথমে ৪ (চার) রাকা'আত সুন্নাত নামাযের নিয়ত করে অন্যান্য ৪ (চার) রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের মত করে আদায় করবে। এরপর ৪ (চার) রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়ত করে জোহরের ৪ (চার) রাকা'আত ফরয নামাযের মত করে আদায় করবে। এরপর ২ (দুই) রাকা'আত সুন্নাত নামাযের নিয়ত করে অন্যান্য ২ (দুই) রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের মত করে আদায় করবে।

এশার চার রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকা'আতি ছালাতিল্ এশায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে এশার ৪ (চার) রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাক'আত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'য়া রাকা'আতি ছালাতিল্ এশায়ি ফারদুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে এশার চার রাক'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাক'আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছালাতিল্ এশায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে এশার দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

বেতের নামাযের বিবরণ

ওয়াক্ত ঃ এশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে সুবহে কাজেব (সুবহে সাদেকের পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এশা ও বেতের নামায একই ওয়াক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাদের তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে বা শেষ রাতে জাগার অভ্যাস আছে তারা তাহাজ্জুদের পরই বেতের পড়তে পারেন।

রাক'আত ঃ বেতের নামায তিন রাকা'আত।

পড়ার নিয়ম ঃ তিন রাক'আত ওয়াজিব নামাযের নিয়ত করে অন্যান্য সুন্নাত নামাযের মত করে বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং যথারীতি সূরা ফাতেহা ও এর সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাহরীমা বাধার মত করে হাত বাধবে। এরপর দোয়ায়ে কুনূত (১১০ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পড়ে যথারীতি রুকূ', সিজদা ও শেষ বৈঠক করে নামায শেষ করবে।

www.pathagar.com

বেতের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা ছালাছা রাকা'আতি ছালাতিল্ বেত্‌রি ওয়াজেবুল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে বেত্‌রের তিন রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে পড়ার তাসবীহ

(ক) প্রতি নামাযের শেষে সম্ভব হলে মুনাজাতের আগে নতুবা পরে নিম্নরূপ তাসবীহ পড়া উত্তম। ইহাকে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়।

(১) ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ *(সুব্‌হানাল্লাহ)*

—"আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।"

(২) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল হাম্‌দুলিল্লাহ)*

—"সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।"

(৩) ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ *(আল্লাহু আক্‌বার)*

—"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(খ) ১০০ বার পড়বে ঃ

ফজরে ঃ- هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ *(হুয়াল্ হাইয়ুল্ কাইয়ুম)*

—"তিনি চিরজীবন্ত, চির বিদ্যমান।"

জোহরে ঃ- هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ *(হুয়াল্ আলীয়্যুল্ আজীম)*

—"তিনি সুউচ্চ ও মহান মর্যদাশীল।"

আছরে ঃ- هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *(হুয়ার্ রাহ্‌মানুর রাহীম)*

—"তিনি পরম দয়ালু ও দয়াময়।"

www.pathagar.com

মাগরিবে ঃ- هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (হুয়াল গাফুরুর রাহীম)

—"তিনি মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

এশায় ঃ- هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (হুয়াল লাতীফুল খাবীর)

—"তিনি মহাসূক্ষ্ম ও সর্বজ্ঞ।"

তাসবীহে ফাতেমীর ফজিলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতেমা (রা) তাঁর গৃহকাজে খুব কষ্ট করতেন। সব কাজই তিনি নিজ হাতে করতেন। একবার তিনি হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর নিকট একটি বাঁদীর জন্য আরজ করলেন। হযরত নবী (সা) তখন বললেন ঃ মা ! তোমাকে এর চেয়েও কোন উপকারী জিনিসের কথা বলে দিব কি ? হযরত ফাতেমা (রা) তখন অত্যন্ত খুশী হয়ে তাতেই সম্মত হলেন। হযরত (সা) তখন তাকে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' তাসবীহ পড়ার উপদেশ দিলেন। ইহাতে আল্লাহ এত ছওয়াব রেখেছেন এর এক একটি তাসবীহ একবার মাত্র পাঠ করলে তার নেকীতে সমস্ত আসমান-জমিন ভরে যায়। অতএব ৩টি তাসবীহ মোট ১০০ বার পাঠ করলে যে কত নেকী হয় তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। এই তাসবীহকেই তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়। আল্লাহ আমাদের ইহা পড়ার তাওফিক দান করুন।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ঃ

"নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, এর জন্য কি কঠিন শাস্তি রয়েছে তাহলে সে ঐভাবে গমনের চেয়ে ৪০ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত।"—(বুখারী ও মুসলিম)

[নোটঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ গমন করলে তার নামায বাতিল হয় না।]

www.pathagar.com

নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল

নামাযের ফরযসমূহ

আমরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা নফল যে নামাযই পড়ি না কেন তার জন্যে বাইরে যে শর্তগুলো পালন না করলে নামায হয় না তাকে বলা হয় আহকাম, আর নামাযের ভেতরে যে কাজগুলো না করলে নামায শুদ্ধই হয় না তাকে বলা হয় আরকান। হুকুম শব্দের বহুবচন আহকাম এবং রুকন শব্দের বহুবচন আরকান।

আহকাম ৭টি যথা ঃ

১। শরীর পাক হওয়া, ২। পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া, ৩। নামাযের স্থান পাক হওয়া, ৪। ছতর ঢাকা, ৫। কেবলামুখী হওয়া, ৬। নিয়ত থাকা এবং ৭। ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া।

আরকান ৬টি যথা ঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা ('আল্লাহু আকবার) বলে নামায শুরু করা, ২। দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ৩। কুরআন পাকের কোন সূরা বা উহার অংশ পাঠ করা, ৪। রুকূ' করা, ৫। সেজদা করা এবং ৬। 'তাশাহ্হুদ' পড়া চলে এতটুকু সময় পরিমাণ শেষ বৈঠক করা।

আহকামের আলোচনা

এক ॥ শরীর পাক হওয়া

অজু বা গোছলের প্রয়োজন হলে তা সেরে নিতে হবে। শরীয়াতসম্মত কারণে উহা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) রাতে বা ফজরের পূর্বে গোছল করলে সর্দি-কাশি বা শারীরিক অন্য রকম ক্ষতির আশংকা হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে এবং ওয়াক্ত মতই নামায আদায় করতে হবে।

(খ) সুন্নাত তরীকায় গোছল করলে শরীর অসুস্থ হওয়ার আশংকা হলে গোছলের শুধু ফরযগুলো আদায় করে গোছল করতে হবে।

(গ) ফোড়া বা কোন ক্ষতে পট্টি বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলে ঐ স্থানের উপর ভিজা হাতে মাসেহ করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

(ঘ) যে রোগের কারণে অজু রাখা সম্ভব হয় না এবং কাপড়ও পাক থাকে না সে রোগ থাকলে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের আগে অজু করে ঐ অবস্থায় নামায পড়ে নিলেই নামায হবে। ঐ নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অজু থাকবে এবং এ রোগ থাকা পর্যন্ত তার কাপড়কেও নাপাক বলে গণ্য করা হবে না।

দুই ॥ কাপড় পাক হওয়া

পরিধেয় বস্ত্র পাক করার পদ্ধতি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) রাস্তা-ঘাটের পানি কাদার ছিটেফোটা কাপড়ে লাগলে তাতে কাপড় নাপাক হয় না।

(খ) সাধারণ বৃষ্টির পানি পাক। তা দিয়ে কাপড় পাক করা যায় এবং তা লাগলে কাপড় নাপাক হয় না।

(গ) এক দেরহাম পরিমাণ নাপাকী নিয়েও নামায পড়া যায়। তার চেয়ে বেশী হলে নামায হবে না।

তিন ॥ নামাযের স্থান পাক হওয়া

নামাযীর পা রাখার স্থান, সেজদার স্থান, দুইহাত দুই হাটু এবং বগল ও বুকের মাঝখানের স্থানও পাক হওয়া প্রয়োজন। মোটকথা বগল ও বুকের মাঝখানের স্থানসহ নামাযীর যে সকল অংগ-প্রত্যংগ জমিনে বিছিয়ে দিতে হয় তার সবটুকুই পাক হতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) নাপাক স্থানে যদি এমন পাক পাতলা কাপড় বিছানো হয় যে, কাপড়ের নিচের স্থান দেখা যায় তাহলে সে কাপড়ের উপর নামায হবে না।

চার ॥ ছতর ঢাকা

পুরুষদের ছতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রীলোকদের মুখমণ্ডল, দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত দেহই নামাযের মধ্যে নারীদের সামনে নারীদের ছতর এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যাতে করে উপর থেকে দেখা না যায়। এ সম্বন্ধে আরো মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) যে পাতলা কাপড়ের উপর দিয়ে নীচ দেখা যায় তা দিয়ে ছতর আবৃত করলে আবৃত করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

(খ) মহিলাদের মাথার চুলের এক-চতুর্থাংশ, হাতের কব্জির উপরের অংশ খোলা থাকলে নামায হবে না।

www.pathagar.com

(গ) মহিলাদের যে অংগ ঢেকে রাখা ফরয তার চার ভাগের এক ভাগ খোলা থাকলে নামায হবে না।

(ঘ) নামাযের মধ্যে নিজের লজ্জাস্থান দেখে ফেললে তা মাকরূহ। তাতে নামায নষ্ট হয় না। কিন্তু তা অন্যে দেখে ফেললে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

পাঁচ ॥ কেবলামুখী হওয়া

কা'বা শরীফই হচ্ছে আমাদের কেবলা। দুনিয়ার যেখানেই থাকা হোক না কেন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। নইলে নামায হবে না।

কেবলামুখী হওয়া সম্পর্কে স্মরণীয় ঃ

(১) কম্পাস না থাকলে কা'বা শরীফ কোন্ দিকে স্থির করতে না পারলে উপস্থিত কাউকে জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করবে।

(২) যদি কোনভাবেই স্থির করা না যায় তাহলে মন যেদিকে সায় দিবে সেদিকে ফিরেই নামায পড়বে। পরে যদি জানা যায় যে, কেবলা ঠিক হয়নি, তাতে কোন ক্ষতি নেই। নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

(৩) মনকে স্থির না করে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ফিরে নামায পড়লে নামায হবে না। এমনকি যদি পরে জানা যায় যে, দিক ঠিকই ছিল তাতেও নামায হবে না ; নামায পুনরায় পড়তে হবে।

(৪) নৌকায়, স্টীমারে, প্লেনে বা কোন যানবাহনে নামায পড়লেও কেবলামুখী হওয়ার উপরোক্ত মাস'আলা মেনে চলতে হবে। এমনকি নামাযের মধ্যে দরকার বোধে সামনে বা ডান-বামে তাকিয়ে কেবলা ঠিক রাখতে হবে, নইলে নামায হবে না। অনেকে মনে করে যে, নামাযের ভেতরে কেবলামুখী হওয়ার কোন দরকার নেই। ইহা মারাত্মক ভুল। ইহাও মনে রাখতে হবে যে, যানবাহন যদি ঘুরে যায় এবং নামাযী যদি ঘুরে কেবলা ঠিক রাখতে না পারে তবে নামায ছেড়ে দিতে হবে। পরে আবার কেবলা ঠিক রেখে নামায পড়বে।

ছয় ॥ নিয়ত করা

নিয়ত করা অর্থই হল কোন কিছু করার ইচ্ছা করা। কোন্ ওয়াক্তের কোন্ নামায কী ধরনের নামায পড়া হচ্ছে সে সম্পর্কে মনে মনে ধারণা করাই নিয়ত। যেমন কেউ যদি মনে মনে ইচ্ছা করে যে, ফজরের দুই রাকা'আত

www.pathagar.com

সুন্নাত নামায পড়ছি তাতেই তার নিয়ত হয়ে যাবে। মনে মনে নিয়ত করাই ফরয। মুখে উচ্চারণ করা ফরয নয়।

নিয়ত সম্পর্কে স্মরণীয় ঃ

(১) সুন্নাত বা নফল নামাযে আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ছি। এতটুকু ধারণা করলেই নামায হয়ে যাবে। 'সুন্নাত' 'নফল' ইত্যাদি বলার দরকার হবে না।

(২) কিন্তু ফরয নামাযের বেলায় কোন্ ওয়াক্তের নামায পড়ছে তার খেয়াল মনে মনে অবশ্যই থাকতে হবে। নইলে নামায হবে না।

(৩) ইমাম যে অন্যের ইমামতী করছে এইরূপ নিয়ত করা শর্ত নয়। সে ইমামতের নিয়ত না করলেও তার পেছনে অন্যের নামায হয়ে যাবে।

(৪) কিন্তু মুক্তাদীকে মনে মনে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে যে, 'আমি ইমামের পেছনে অমুক নামায পড়ছি, নইলে তার নামায হবে না।

(৫) নিয়তের সংগে সংগে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করতে হবে।

সাত ॥ ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায পড়া

যে সকল নামাযের জন্য সময় নির্ধারিত আছে তার আগে যেমন নামায হয় না, তেমনি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরেও নামায হয় না। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে নামায কাজা হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামযেই মোস্তাহাব ওয়াক্ত, মাকরূহ ওয়াক্ত এবং নামাযের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আরকান অর্থাৎ নামাযের ভেতরের ফরযের আলোচনা

এক ॥ তাকবীরে তাহরীমা

'আল্লাহু আকবার' বলাকে তাকবীর বলা হয়। প্রথম যে তাকবীর দ্বারা নামায শুরু করা হয় তাকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা'।

তাকবীর সম্পর্কে স্মরণীয় ঃ

(ক) তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়।

(খ) 'আল্লাহু আকবার' বলার সময়ে 'আ(–আলিফ)-এর উচ্চারণ এবং 'আকবার' এর 'বা'(–বা')-এর অক্ষর টেনে অর্থাৎ দীর্ঘ করে উচ্চারণ করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) মুকতাদী ইমামের আগে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করলে মুকতাদীর নামায হবে না।

www.pathagar.com

দুই ॥ দাঁড়িয়ে নামায পড়া

এ সম্পর্কে স্মরণীয় ঃ

(ক) ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয।

(খ) সুন্নাত ও নফল দাঁড়িয়ে পড়া ফরয নয়। তবে বসে পড়লে সওয়াব কম হয়।

(গ) দুই পা সোজা কেবলামুখী করে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের মাঝে ৪ আংগুল থেকে বার আংগুল ফাঁকা রাখা উচিত। মহিলারা দুই পা মিলিয়ে রাখবে।

(ঘ) অধিক দুর্বল বা অসুস্থ থাকলে নামায বসেও পড়া যায়। বসে পড়তে না পাড়লে শুয়ে শুয়ে ঘাড় দ্বারা ইশারায় রুকূ'-সেজদা করবে। তবে সেজদার সময় মাথা একটু বেশী নত করবে। যানবাহনে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব না হলে বসে নামায পড়তে হবে।

মনে রাখতে হবে ঃ

শুয়ে নামায পড়ার সময়ে পশ্চিম দিকে পা মেলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে। অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাত হয়ে কেবলামুখী হয়ে শোবে, কিংবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাত হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে শোবে। তবে উত্তর দিকে মাথা রাখাই ভালো।

তিন ॥ কেরা'আত বা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা

কুরআন পাকের যেকোন স্থান থেকে পড়া ফরয। তবে তা বড় আয়াত হলে ১ আয়াত এবং ছোট আয়াত হলে ৩ আয়াত পরিমাণ দীর্ঘ হতে হবে। এর কম হলে নামায হবে না।

কেরা'আত সংক্রান্ত মাছায়েল ঃ

(ক) সূরা ফাতিহায় মোট ৭টি আয়াত। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা কুরআন পাকের কিছু অংশ পাঠ করতে হবে।

(খ) জামা'আতের নামাযে মুক্তাদী কেরা'আত পড়বে না।

(গ) ইমাম বা একাকীর ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে কেরা'আত ফরয।

(ঘ) সুন্নাত, নফল ও ওয়াজিব নামাযের সকল রাকা'আতে কেরা'আত ফরয।

(ঙ) কাজা নামাযে চুপে চুপে কেরা'আত পড়া ফরয।

চার ॥ রুকূ' করা

রুকূ' করা ফরয। এর জন্য মনে রাখতে হবে ঃ

www.pathagar.com

(ক) দাঁড়িয়ে নামায পড়লে রুকূ'র সময়ে এমনভাবে পিঠ নত করতে হবে যাতে দু' হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে এবং মাথা ও পিঠ বরাবর হয়ে যায়।

(খ) বসে নামায পড়লে মাথা হাটু বরাবর নত করতে হবে।

(গ) মেয়েদের জন্য কোন রকমে দুইহাত শরীরের সংগে লাগিয়ে রেখে হাটু পর্যন্ত হাত পৌছলেই রুকূ' হয়ে যাবে।

(ঘ) কুঁজো ব্যক্তি মাথা কিছুটা ঝুঁকাতে পারলেই রুকূ' হয়ে যাবে।

পাঁচ ॥ সেজদা করা ঃ

মাটি হোক, ঘাস হোক, পাকা মেজে হোক, বিছানা হোক পাক হলেই তার উপর কপাল রাখাকে সেজদা বলা হয়। এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) কপাল ও নাক জমিনে রাখতে হবে। তবে কপাল রাখা বাদ পড়লে সেজদাই হবে না। অবশ্য কপালে জখম বা ব্যথা থাকলে শুধু নাক রাখলেও নামায হয়ে যাবে।

(খ) সেজদার সময়ে দুই পা ও কপাল জমিনে রাখা ফরয। (এর সাথে দুই হাত ও দুই হাটু জমিনে রাখা সুন্নাত।)

(গ) পাগড়ী বা গায়ে দেয়া কাপড়-চোপড়ের কোন অংশ সেজদার স্থানে পড়ে গেলে তার উপর সেজদা করা জায়েয।

(ঘ) তোষক গদি বা নরম অন্য কিছুর উপর সেজদা করলে জোরে চেপে সেজদা করতে হবে। আলতোভাবে করলে সেজদা হবে না।

(ঙ) লোক সংখ্যা বেশী হলে জামা'আতের নামাযে সামনের কাতারের নামাজীদের পিঠের উপর সেজদা করা যায়।

ছয় ॥ শেষ বৈঠক

নামায যত রাকা'আতের হোক না কেন শেষ বৈঠক ফরয। এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) তাশাহ্হুদ পড়া যায় এতটুকু সময় বসে থাকা ফরয। (তাশাহ্হুদ পড়া ফরয নয়, ওয়াজিব।)

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব ১৩টি। যথা ঃ

১। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া।

www.pathagar.com

২। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা সূরার অংশ (অন্তত ১টি বড় আয়াত কিংবা ৩টি ছোট আয়াত) পড়া।

৩। নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে কেরা'আত পড়া।

৪। তারতিব অর্থাৎ ধারাবাহিকতা (যেমন সূরা কেরা'আতের পর রুকূ', তারপর সেজদা ইত্যাদি) রক্ষা করা।

৫। তা'দীলে আরকান অর্থাৎ ধীর-স্থিরভাবে মসনুন তরিকা অনুযায়ী প্রতিটি আমল সম্পন্ন করা।

৬। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।

৭। শেষ বৈঠকের পর 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে নামাযের সমাপ্তি করা।

৮। তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাক'আত পরে তাশাহ্‌হুদ পড়া যায় এত পরিমাণ সময় বসা।

৯। বিতর নামাযে দোয়া কুনূত পড়া।

১০। প্রতি ঈদের নামাযে ছয়টি তাকবীর অতিরিক্ত বলা (কান পর্যন্ত হাত তুলে এবং মহিলা হলে কাঁধ বরাবর হাত তুলে হাত ছেড়ে দিবে)।

১১। মাগরিব, এশা ও ফজরের জামা'আতে ইমামের উচ্চস্বরে কেরা'আত পড়া। জুমাআ, ঈদ ও তারাবীহ্‌র জামা'আতেও এ নিয়ম প্রযোজ্য।

১২। জোহর ও আছরের জামা'আতে কেরা'আত চুপে চুপে পড়া।

১৩। সেজদার সময়ে দুই হাত ও দুই হাটু জমিনে রাখা।

সাহু সেজদা

স্মরণীয় যে, নামাযের ভেতরের ফরয অর্থাৎ আরকানের কোনটি যদি বাদ পড়ে যায় (ভুল বশত হলেও) তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হয়। আর ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলেও নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভুল বশত বাদ পড়লে উক্ত নামায শুদ্ধ করার জন্য বিশেষ নিয়মে অতিরিক্ত সেজদা করতে হয়। এই অতিরিক্ত বিশেষ সেজদাকে সাহু সেজদা (ভুলের জন্য সেজদা) বলা হয়।

এর নিয়ম হল ঃ

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে ডানে সালাম ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে পর পর দুইটি সেজদা করতে হয়। তারপর তাশাহ্‌হুদ দরূদ ও দোয়া মাছুরা পাঠ করে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

www.pathagar.com

সাহু সেজদা কখন দিবে ?

(১) ভুল বশত কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে।

(২) ঐরূপ ভুল কোন মোক্তাদীর হলে সাহু সেজদা দিতে হবে না। ইমামের হলে অবশ্যই দিতে হবে। চাই মোক্তাদীর সে ভুল হোক বা না হোক।

(৩) ৩ বা ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাক'আতের পরবর্তী তাশাহ্হুদ ভুলক্রমে না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে যদি দেখা যায় যে, সে বসার নিকটবর্তী তাহলে বসে যাবে এবং যথারীতি নামায শেষ করবে ; সাহু সেজদা দিতে হবে না। আর দাঁড়াবার নিকটবর্তী হলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং পরবর্তী রাকআতসমূহ যথারীতি শেষ করে সাহু সেজদা দিয়ে নামায শেষ করবে।

(৪) শেষ বৈঠকে না বসে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে পরবর্তী রাকা'আতের সেজদা না করে থাকলে তৎক্ষণাৎ বসে পড়বে এবং সাহু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

(৫) শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পরে যদি ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী রাকা'আতের সেজদা না করে থাকে তাহলে সাথে সাথে বসে পড়বে এবং সাহু সেজদা করে নামায শেষ করবে।

(৬) উপরোক্ত দুই অবস্থায় ৫ম রাকা'আতের জন্য সেজদা করার পর ভুল স্মরণ হলে আরো এক রাকা'আত পড়ে নামায শেষ করবে এবং সাহু সেজদা করতে হবে না। এ অবস্থায় ঐ রাকা'আতদ্বয় নফল বলে গণ্য হবে। এবং ফরয নামায হলে পুনরায় পড়তে হবে।

(৭) ইমাম শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে না। ইমাম নিজে ভুল বুঝতে পেরে যদি সেজদার আগে বসে যায় এবং সালাম ফিরায় মোক্তাদীগণও তাই করবে।

(৮) ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা পড়তে ভুলে গেলে শেষ দুই রাকা'আতে সূরা পড়ে নিবে এবং সাহু সেজদা করবে। যদি প্রথম রাকা'আতে সূরা পড়তে ভুলে যায় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকা'আতে সূরা পড়ে নিবে এবং সাহু সেজদা করবে।

(৯) রমজানে তারাবীহর জামা'আতে এবং বেতর নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কেরা'আত পড়তে ভুলে গেলে সাহু সেজদা করতে হবে।

www.pathagar.com

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযের ভেতরকার সুন্নাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। তাকবীরে তাহরীমার সময়ে দুইহাত উঠানো।
২। ঐরূপ তাকবীরে হাত উঠাবার পরে হাত বাঁধা।
৩। ছানা পড়া।
৪। আ'উযুবিল্লাহ পড়া।
৫। বিসমিল্লাহ্ পড়া।
৬। ৩ বা ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযে ২ রাকা'আতের পরবর্তী এক বা দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।
৭। উঠা-বসার সময়ে তাকবীর বলা।
৮। রুকূ'র তাসবীহ্ পড়া।
৯। সেজদার তাসবীহ্ পড়া।
১০। রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময়ে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বলা।
১১। তারপর 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।
১২। তাশাহ্হুদের পর দরূদ পড়া।
১৩। সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলা।
১৪। দোয়ায়ে মাছুরা পড়া।
১৫। নামায শেষে সালাম ফিরানো।
১৬। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে এবং দুই সেজদার মাঝখানে বসে কিছু সময় অপেক্ষা করা ইত্যাদি।

নামাযের মোস্তাহাবসমূহ

নামাযের মোস্তাহাবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানে, রুকূ'র সময়ে দুই পায়ের উপর, সেজদার সময়ে নাকের অগ্রভাগে, বসা অবস্থায় কোলের উপর এবং সালাম ফিরানোর সময়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা।
২। হাই এলে মুখ যথাসম্ভব বন্ধ রাখা।
৩। হাঁচি, কাশি যথাসম্ভব চেপে রাখা।
৪। একামাতে মোয়াজ্জিনের 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময়ে মুক্তাদীগণের নামাযের জন্য দাঁড়ানো।
৫। এবং 'কাদকামাতিচ্ছালাহ' বলার সময়ে ইমামের নামায শুরু করা।
৬। তারতীল অর্থাৎ ধীর ও স্পষ্টভাবে শুদ্ধ করে কেরা'আত পাঠ করা।

www.pathagar.com

৭। পুরুষের রুকূ'র সময়ে মাথা, পিঠ ও কোমর বরাবর রাখা।

৮। সেজদার সময়ে প্রথমে দুই হাটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষে কপাল জমিনে রাখা।

৯। সেজদা থেকে উঠার সময়ে উপরোক্ত রূপের বিপরীত করা।

১০। সেজদার সময়ে দুই হাতের বৃদ্ধাংগুলি পুরুষের দুই কান বরাবর রাখবে।

১১। পায়ের অবস্থান থেকে দুই থেকে আড়াই হাত দূরে জমিনে মাথা রেখে সেজদা করা।

১২। সেজদার সময়ে হাত ও পায়ের আংগুলগুলো কেবলামুখী রাখা।

১৩। দাঁড়াবার সময়ে দুই পায়ের মাঝখানে ৪ থেকে ১২ আংগুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১৪। তাকবীরে তাহরীমা এবং বসা অবস্থায় হাতের আংগুলগুলো স্বাভাবিকভাবে যেমন ফাঁক থাকে তেমনি ফাঁক রাখা।

১৫। রুকূ'র সময়ে হাতের আংগুলগুলো ফাঁক রেখে হাটু চেপে ধরা।

১৬। সেজদার সময়ে হাতের আংগুলগুলো মিলিত অবস্থায় জমিনে রাখতে হবে।

১৭। বসা অবস্থায় দুই হাত উরুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন আংগুলগুলোর অগ্রভাগ হাটুর সমান সমান থাকে।

১৮। প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

১৯। রুকূ' সেজদার তাসবীহ ৩ বারের বেশী বেজোড় ৫, ৭ অথবা ৯ বার পড়া।

২০। ইমামের জন্য উক্ত তাসবীহ ৫ বার পড়া।

২১। পুরুষের জন্য রুকূ' সেজদায় কপাল ও বুকের পার্শ্বদেশ পৃথক রাখা।

২২। পুরুষের জন্য পেটকে রান ও উরু থেকে পৃথক রাখা।

২৩। মেয়েদের জন্য দুই পা একত্র করে কেবলামুখী রেখে দাঁড়ানো, রুকূর সময়ে দুই হাত শরীরের সংগে মিলিয়ে রাখা এবং সেজদার সময়ে বগল পেটের সংগে, পেট উরুর সংগে, উরু পায়ের নিম্নাংশের সংগে মিলিয়ে রাখা। আর হাতের আংগুলগুলো মিলিত অবস্থায় কেবলামুখী করে রাখা।

নামাযের মাকরূহসমূহ

যে সমস্ত কারণে নামাযের সৌন্দর্য হানি ঘটে ও ছওয়াব কমে সেগুলোকে বলা হয় মাকরূহ। এতে নামায নষ্ট না হলেও এ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। মাকরূহগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। নামায অবস্থায় কাপড় সামলানো।

www.pathagar.com

২। কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা।

৩। নামাযে আংগুল ফুটানো।

৪। ঘাড় ফিরিয়ে কোন দিকে তাকানো।

৫। নামাযে মোড়ামুড়ি বা হেলাদোলা করা।

৬। প্রকাশ্যে আংগুল দিয়ে তাসবীহ্ বা আয়াত গণনা করা।

৭। নাক ঝাড়া।

৮। সেজদার জায়গার কংকরাদি বার বার সরাবার চেষ্টা করা।

৯। কোমরে হাত রাখা।

১০। মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে উহার দুই প্রান্ত নীচের দিকে ঝুলানো।

১১। বিনা কারণে হাটু খাড়া করে কুকুরের মত বসা।

১২। পুরুষের দুই হাত জমিনে বিছিয়ে সেজদা করা।

১৩। বিনা কারণে জানু পেতে বসা।

১৪। হাই উঠলে মুখ বন্ধ না করা। (চেষ্টা করে বন্ধ করতে না পারলে মুখের উপরে বাম হাতের পিঠ রাখতে হবে।)

১৫। ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করা।

১৬। মুছল্লীর সংখ্যা বেশী না হলেও মেহরাবের ভেতরে ইমামের দাঁড়ানো।

১৭। এক হাত পরিমাণ উঁচু বা নীচু স্থানে ইমামের দাঁড়ানো।

১৮। কপালের ধূলাবালি বা ঘাম মোছা।

১৯। আকাশের দিকে তাকানো।

২০। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের উপরে সমান ভর না করা।

২১। ধূলোবালি বা মাটি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পাগড়ীর প্যাচের উপর সেজদা করা।

২২। প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা।

২৩। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে ঠিক মাথার উপরে প্রাণীর ছবি রাখা।

২৪। অবহেলা করে খালি মাথায় নামায পড়া। (তবে নম্রতা প্রকাশের জন্য, মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধির আশংকায় ইত্যাদি কারণে মাকরূহ নয়।)

২৫। পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া।

২৬। ভালো বা পরিষ্কার কাপড় থাকতে ছেড়া বা ময়লা কাপড় পরে নামায পড়া।

২৭। কেরাআত রুকূ'তে গিয়ে বা যেতে যেতে শেষ করা।

২৮। রুকূ'র তাসবীহ পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ানো কিংবা সেজদার তাসবীহ পড়তে পড়তে মাথা উঠানো।

www.pathagar.com

২৯। দাঁতের ফাঁক থেকে বুট পরিমাণ খাদ্য বের করে গিলে ফেলা।

৩০। প্রত্যহ বা সর্বদা নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া।

৩১। কুরআন পাকের ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে পরের সূরা আগে বা আগের সূরা পরে পড়া।

৩২। ইমামের কেরা'আত এত পরিমাণ দীর্ঘ হওয়া যাতে করে মুক্তাদীগণের কষ্ট হয়ে যায়।

৩৩। মুক্তাদীর চাহিদা অনুযায়ী সুন্নাত তরীকার পরোয়া না করে অতি শীঘ্র নামায শেষ করা।

৩৪। আস্তিন কনুইর উপরে উঠিয়ে রাখা।

৩৫। ফরয নামাযে একই রাক'আতে একই সূরা একবারের বেশী পড়া।

৩৬। সেজদায় যাওয়ার সময়ে বিনা কারণে জমিনে হাটু রাখার আগে হাত রাখা।

৩৭। সেজদা থেকে উঠার সময়ে হাত তোলার আগেই হাঁটু উঠানো।

৩৮। ফরয নামাযে বিনা কারণে লাঠি, অন্য কিছু বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো।

৩৯। নামাযের নিয়ম পালনে আলসেমী বা আবহেলা দেখানো।

নামায নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

কতগুলো কাজ এমন রয়েছে যার একটি করলে নামায সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এবং নামায পুনরায় পড়তে হয়। এ কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। নামাযের মধ্যে কথা বলা। এমনকি অর্থবোধক একটি হরফ উচ্চারণ করলেও নামায বাতিল হয়ে যায়।

২। কাউকে সালাম দিলে বা সালামের জবাব দিলে।

৩। বিনা কারণে কাশি দিলে।—আপনা আপনি কাশি এলে বা কফ পরিষ্কার করার জন্য কাশি দিলে নামায নষ্ট হয় না।

৪। নামাযে উহ্ আহ্ বা এই ধরনের শব্দ করলে।

৫। কষ্ট বা বেদনার কারণে চিৎকার করলে। কিন্তু আল্লাহর স্মরণে, তার শাস্তির ভয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেঁদে ফেললে নামায নষ্ট হয় না।

৬। হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে কিংবা অন্যের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে।

৭। কোন শুভ সংবাদ শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।

৮। বিপদের কথা শুনে 'ইন্নালিল্লাহ---' পড়লে।

৯। আশ্চর্যজনক কথা শুনে 'সুবহানাল্লাহ' এবং খারাপ কথা শুনে 'নাউযুবিল্লাহ' বললে।

www.pathagar.com

১০। কুরআন পাক দেখে কেরা'আত পড়লে।

১১। উচ্চস্বরে হাসলে।

১২। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু খেলে বা পান করলে। দাঁতের ফাঁকে আটকানো কোন খাদ্যের কণা বুটের দানার চেয়ে ছোট হলে তা খেয়ে ফেললে নামায নষ্ট হবে না।

১৩। 'আমলে কাছীর' অর্থাৎ এমন কোন কাজ করা যা দেখলে তাকে নামাযের মধ্যে আছে বলে মনে হবে না তা করলে।

১৪। কেরা'আত ইচ্ছা করে ভুল পড়লে। অনিচ্ছাকৃত হলে নামায নষ্ট হবে না বটে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী কোন অর্থ হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৫। কেরা'আত ভুল হলে মুক্তাদী ইমামকে লোকমা দিলে মুক্তাদীর নামায নষ্ট হয় না।

১৬। নামাযী ব্যক্তি বাইরের কারুর লোকমা গ্রহণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। লোকমাদানকারী ব্যক্তি নামাযে থাকলে তার নামায-ও নষ্ট হয়ে যাবে।

১৭। নাপাক স্থানে সেজদা করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

নামায সমস্ত গোনাহ মুছে দেয় ঃ

"পাঁচ ওয়াক্তের নামায তার মধ্যকার সময়ের গোনাহ মুছে দেয়। আর জুম'আর নামায, এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সময়ের গোনাহ মুছে ফেলে। অবশ্য কবীরা গোনাহ না থাকা চাই।"(–মুসলিম)

[কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।]

www.pathagar.com

জামা'আতে নামাযের বিবরণ

জামা'আতের গুরুত্ব

জামা'আতবদ্ধ হয়ে ফরয নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। বিনা ওজরে এই জামা'আত তরক করলে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

[ওয়ারকা'উ মা'আর রাকি'ঈন]–(আল বাকারা ঃ ৪৩)

–"রুকূ' আদায়কারীদের সাথে তোমরা নামায আদায় কর।"

যারা জামা'আতে উপস্থিত থাকে না তাদেরকে লক্ষ্য করে একদিন হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرُ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرُ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ لاَّ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ -

—"আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কাউকে কাঠ সংগ্রহের আদেশ দেই, অতপর তা একত্র করা হলে নামাযের হুকুম দেই। তারপর আযান দেয়া হলে উপস্থিত লোকদের ইমামতির জন্যে এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে যারা নামাযে উপস্থিত হয়নি তাদের উদ্দেশ্যে আমি পশ্চাতে থেকে যাই এবং ঐ সকল লোকদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেই।"—(বুখরী ও মুসলিম)

হযরত (সা) আরো বলেছেন ঃ

"একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়।"—(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত (সা) আরো বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি আযান শুনে জামা'আতে নামায পড়ার জন্য না এসে বিনা ওজরে একা একা নামায পড়বে তার নামায কবুল হবে না। (অবশ্য ঐরূপ একা একা পড়লে ফরয আদায় হবে বটে, কিন্তু জামা'আত তরকের শাস্তি

www.pathagar.com

পেতে হবে।) সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল। ওজর কি? তিনি উত্তরে বললেন ভয় বা রোগ।"

স্থান বিশেষে নামাযের ছওয়াব

১। গৃহে বা দোকানে------১ গুণ,

২। ওয়াক্তিয়া নামাযের মসজিদে ----২৫ গুণ

৩। জামে মসজিদে -----৫০০ গুণ

৪। বায়তুল মাকদেসের মসজিদে ----১০০০ গুণ

৫। মদীনার মসজিদে নববীতে ৫০,০০০ গুণ

৬। কা'বা শরীফে ----১,০০,০০০ গুণ

জামা'আতের ছওয়াব ঃ

হযরত বিশ্বনবী (সা) জামা'আতের নামাযে সাতাশ গুণ ছওয়াব বেশী হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছওয়াব হচ্ছে ন্যূনতম। জামা'আত যতই বড় হবে ততই এই ছওয়াব বেশী হবে। কেননা অধিক হতে অধিকতর বড় জামা'আতকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ হযরত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

"একাকী নামায পড়া অপেক্ষা দু'জনের জামা'আতের নামায অনেক ভালো। দু'জনের চেয়ে তিনজনের মিলিত নামায আরো উত্তম। এরূপ যতই অধিক লোক একত্র হয়ে জামা'আত করে নামায পড়বে আল্লাহ পাকের নিকট তা তত অধিক পছন্দীয় হবে।"—(আবু দাউদ)

জামা'আতের নামাযে ২৭টি উত্তম আমলের বাস্তব ট্রেনিং হয় বলেই ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী দেয়া হয়; যেমন ইমাম বা নেতার পায়রবী করা, নিয়ম ও শৃংখলার প্রতি মোনযোগী হওয়া, অন্যান্য মুসলিম ভাইদের খবরাদি জানা ইত্যাদি। জামা'আত যতবড় হয় ততই এই প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং জোরদার ও কার্যকর হয় বলেই অধিক হতে অধিকতর ছওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ মহান। তিনি আমাদের এই ছওয়াব লাভের তাওফিক দান করুন।

জামা'আত কখন তরক করা যায়

(১) মসজিদে যাওয়ার পথে যদি এত পরিমাণ কাদা হয় যে, চলতে কষ্ট হয়।

(২) মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড়-তুফান হতে থাকলে।

(৩) প্রচণ্ড শীতের কারণে বাইরে গেলে যদি প্রাণের ভয় বা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে।

(৪) মসজিদে গেলে মাল-সামান চুরির আশংকা হলে।

www.pathagar.com

(৫) মসজিদের পথে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকলে।

(৬) মসজিদের পথে ঋণদাতা কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার আশংকা হলে।

(৭) অন্ধকারে পথ দেখা না গেলে এবং আলোর ব্যবস্থা না হলে।

(৮) আঁধার রাতে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় প্রবাহিত হলে।

(৯) ছতর পরিমাণ ঢাকার কাপড় না থাকলে।

(১০) রোগীর কষ্ট হলে বা ভয় পেলে।

(১১) খানা প্রস্তুত হয়েছে বা হচ্ছে এই অবস্থায় যদি ক্ষুধা এত বেশী হয় যে, না খেয়ে জামা'আতে গেলে কিছুতেই নামাযে মন বসবে না।

(১২) পেশাব-পায়খানার খুব বেশী বেগ হলে।

(১৩) সফরে রওনা হওয়ার সময়ে জামা'আতে নামায পড়তে গেলে সাথীদের চলে যাওয়ার আশংকা হলে।

(১৪) রোগের কারণে চলাফেরা করতে অক্ষম ব্যক্তি, অন্ধ, খোঁড়া বা পা-কাটা ব্যক্তির জামা'আত মাফ। তবে অন্ধ ব্যক্তি অনায়াসে মসজিদে যেতে পারলে তার জামা'আতে যাওয়া উচিত।

ইমাম কে হবেন ?

(১) যিনি নামাযের নিয়ম-কানুন বেশী জানেন ও কুরআন পাক শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি।

(২) দুইজনের উক্ত জ্ঞান সমান হলে যিনি ইলমে কেরাত বেশী জানেন তিনিই ইমাম হবেন।

(৩) দুইজন ইলমে কেরাতে সমান হলে যিনি অধিক পরহেযগার তিনি ইমাম হবেন।

(৪) পরহেযগারীতে সমান হলে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমাম হবেন।

(৫) বয়স সমান হলে যার স্বভাব-চরিত্র অধিক সুন্দর তিনি ইমাম হবেন।

(৬) স্বভাব চরিত্র সমান হলে যিনি অধিকতর ভদ্র তিনি ইমাম হবেন।

(৭) ভদ্রতায় সমান হলে যে অধিকতর মানানসই তিনি ইমাম হবেন।

(৮) কোন বাড়িতে জামা'আত হলে বাড়ির মালিক ইমামতীর জন্য অগ্রগণ্য হবেন। তিনি অনুপযুক্ত হলে উপযুক্ত ব্যক্তি ইমাম হবেন।

(৯) মসজিদের ইমাম নিযুক্ত থাকলে সেখানে অন্য কারুর ইমামতীর হক নেই। অবশ্য ইমাম অন্য কাউকে ইমামতী করতে বললে ক্ষতি নেই।

(১০) মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে অন্য কারুর ইমামতীর হক নেই।

(১১) মুসল্লীগণকে নারাজ করে ইমামতী করা মাকরূহ তাহরীমী। কিন্তু ইমাম যদি আলিম, মুত্তাকী এবং ইমাম হওয়ার যোগ্য হন এবং ঐরূপ যোগ্যতা

www.pathagar.com

অন্য কারুর না থাকে সে ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। বরং নারাজ ব্যক্তিরাই অন্যায়কারী হবে।

(১২) ফাসেক ও বেদ'আতী ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য ইমামতীর যোগ্য অন্য লোক না পাওয়া গেলে মাকরূহ হবে না।

(১৩) সূরা-কেরাত, রুকূ'-সিজদা ইত্যাদি সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে অধিক লম্বা করা ইমামের জন্য পছন্দনীয় নয়। কেননা মোক্তাদীদের ভেতর রোগী, বৃদ্ধ, জরুরী কাজে ব্যস্ত—সবরকমের লোকই থাকে বলে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের কর্তব্য।

কে কোথায় দাঁড়াবে ?

(১) মুক্তাদী ১জন হলে ইমামের ডান পার্শ্বে সমানভাবে বা কিছুটা পেছনে দাঁড়াবে। বামে বা সোজা পেছনে দাঁড়ানো মাকরূহ।

(২) একজন স্ত্রীলোক বা একজন বালিকাও যদি ইক্তেদা করে তবে তাকে ইমামের পেছনে দাঁড়াতে হবে। (সে ইমামের স্ত্রী বা অন্য আত্মীয়ই হোক না কেন তাকে পেছনেই দাঁড়াতে হবে।)

(৩) মোক্তাদীদের ভেতর নানা প্রকার লোক থাকলে ইমামের পেছনে প্রথমে থাকবে পুরুষ, তারপর নাবালেগ বালক, তারপর স্ত্রীলোক, তারপর নাবালেগা মেয়েদের কাতার হবে।

(৪) মোক্তাদী দু'জন হলে ইমামের ঠিক পেছনে দাঁড়াবে। দু'পাশে দাঁড়ালে মাকরূহ (তানযীহী) হবে।

(৫) মোক্তাদী ৩জন হলে তারা ইমামের দু'পাশে দাঁড়ালে মাকরূহ তাহরীমী হবে। তাদের অবশ্যই পেছনে দাঁড়াতে হবে।

(৬) নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় একজন জামা'আতে শামিল হলে প্রথম মোক্তাদী আস্তে পেছনে সরে এসে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। সে নিজে সরে না এলে আগন্তুক মুসল্লীরা তাকে আস্তে পেছনের কাতারে টেনে আনবে। মোক্তাদীরা নিজেরা এ ব্যবস্থা না করলে ইমাম নিজে এক কাতার পরিমাণ আগে বেড়ে যাবেন। অবশ্য অজ্ঞতার কারণে গোলমালের আশংকা হলে এটা না করাই উত্তম।

(৭) সামনের কাতারে জায়গা থাকতে পেছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ।

(৮) আগের কাতার পূর্ণ হওয়ার পরে মাত্র একজন মোক্তাদী এলে তার একা একা এক কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ। সে ইমামের পেছন বরাবর সামনের কাতার থেকে একজন লোককে পেছনের কাতারে টেনে এনে তার সংগে কাতার করে দাঁড়াতে হবে। তবে অজ্ঞতার কারণে গোলমাল হওয়ার আশংকা থাকলে একাই এক কাতারে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

মোক্তাদীর কর্তব্য

(১) নামাযের নিয়তের সময়ে মোক্তাদীর এতটুকু ধারণা থাকাই যথেষ্ট যে, সে ইমামের পেছনে নামায আদায় করছে। 'ইকতাদাইতু বিহাযাল ইমাম' বলার কোন আবশ্যকতা নেই।

(২) বয়স ও প্রকৃতি অনুযায়ী ইমামের অনেক কাজই আস্তে বা দ্রুত হতে পারে। সে দিকে লক্ষ্য করেই মোক্তাদীকে ইমামের সাথে সাথে অথবা এক সেকেণ্ডও আগে না হয়ে যায় সেভাবে নামায আদায় করতে হবে।

(৩) মোক্তাদী যা মোটেই পড়বে না—

(ক) সূরা-কেরাত, (খ) সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা।

(৪) মোক্তাদী যা আস্তে আস্তে পড়বে—

(ক) প্রথম তাকবীর, (খ) অন্যান্য সকল তাকবীর, (গ) ছানা, (ঘ) রুকূ'র তাসবীহ, (ঙ) সেজদার তাসবীহ, (চ) দুই সেজদার মাঝখানের তাসবীহ, (ছ) তাশাহ্হুদ, (জ) দরূদ, (ঝ) দোয়ায়ে মাছুরা এবং (ঞ) আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। (ট) ইমাম যখন সামিয়াল্লাহু----" বলে দাঁড়াবেন তখন 'রাব্বানা লাকাল হামদ'।

(৫) ইমাম কোন রুকনে ভুল করলে কিংবা কোন ওয়াজিব তরক করলে জোরে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামকে সতর্ক করে দেবে। [ইমাম কোন রুকন সংশোধন না করলে নামাযই বাতিল হবে। আর কোন ওয়াজিব তরক করলে উহা সংশোধনের জন্য তিনি 'সাহু সেজদা' দেবেন। সাহু সেজদা দিতে না পারলে গোনাহ হবে। তবে নামায নষ্ট হবে না এবং সে কারণে উহা পুনরায়ও পড়া যাবে না।]

(৬) ইমাম ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে মুক্তাদীও নিম্ন কাজগুলো ছেড়ে দেবে ঃ-

(ক) ঈদের নামাযে তাকবীর, (খ) নামাযের প্রথম বৈঠক, (গ) তেলাওয়াতের সেজদা, (ঘ) 'সাহু' সেজদা এবং (ঙ) বেতর নামাযের দোয়ায়ে কুনূত।

(৭) যে কাজ ইমাম ইচ্ছা করে বা ভুল করে আদায় করলেও মোক্তাদী আদায় করবে না ঃ-

(ক) অতিরিক্ত সেজদা করে ফেললে, (খ) ঈদের নামাযে ৬টির বেশী তাকবীর বললে, (গ) জানাযার নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বললে এবং (ঘ) নামাযের শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গেলে।

(৮) ইমাম ছেড়ে দিলেও মোক্তাদী যে কাজ করবে ঃ-

www.pathagar.com

(ক) তাহরীমার সময়ে হাত উঠানো, (খ) ছানা পড়া, (গ) রুকূ'-সেজদার তাকবীর, (ঘ) রুকূ'-সেজদার তাসবীহ, (ঙ) তাশাহুদ এবং (চ) শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানো।

লাহেক ও মাসবূক ব্যক্তির নামায

লাহেক ঃ

ইমামের সংগে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যে অজু নষ্ট হলে সংগে সংগে নামায ছেড়ে দিতে হয় এবং যথাশীঘ্র অজু করে পুনরায় জামা'আতে শামিল হতে হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে লাহেক বলা হয়।

লাহেকের কর্তব্য ঃ

(১) বাদ পড়া রাকা'আতগুলো ইমামের সালাম ফিরানোর পরে পড়বে। তবে তাকে কেরা'আত পড়তে হবে না, এমন কি ইমাম আগে সালাম ফিরালেও তাকে বাকী নামাযে কেরা'আত পড়তে হবে না, যদিও তাকে ঐ নামায একা একাই পড়তে হয়, তবে পড়তেও দোষ নেই।

(২) অজু নষ্ট হওয়ার পর যে কয় রাকা'আত ছুটে যায় শুধু সেই কয় রাকা'আতই তাকে পড়তে হবে।

মাসবূক ঃ

ইমাম নামায এক বা একাধিক রাকা'আত পড়ার পরে যে ব্যক্তি জামা'আতে শামিল হয় তাকে মাসবূক বলা হয়।

মাসবূকের নামায

(১) নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে কাতারে শামিল হয়েই আ'উযুবিল্লাহ-বিস্‌মিল্লাহ, সূরা না পড়েই ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থাতেই নামাযে শরীক হবে। তাশাহুদ অবস্থায় ইমামের পরবর্তী রাক'আত পর্যন্ত দাঁড়ানোর অপেক্ষা করা যাবে না।

(২) কোন রাকা'আতের রুকূ'তে শামিল হতে না পারলে সে রাকা'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। তবে এটা পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি-হুড়োহুড়ি করা উচিত নয়।

(৩) ইমাম সালাম ফিরাবার পর তাকে দাঁড়িয়ে প্রথমে ছানা, আ'উযুবিল্লাহ -- বিস্‌মিল্লাহ ও সূরা-কেরাত দিয়ে বাকী নামায শেষ করতে হবে।

(৪) মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানোর আগেও জামা'আতে শামিল হতে পারে।

(৫) এক রাকা'আতও না পেয়ে থাকলে ইমামের সালাম ফিরানোর পরে একা একা যেমন পড়তে হত তেমনিভাবে পড়ে নামায শেষ করবে।

www.pathagar.com

(৬) যে নামায ছুটে গেছে তা ২ রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের এক রাকা'আত হলে ছানা থেকে শুরু করে সবকিছু অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা, রুকূ, সেজদা, তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা শেষ করে সালাম ফেরাবে।

(৭) ঐ নামায দুই রাকা'আত হলে এবং মূল নামায ৩ রাকা'আত বিশিষ্ট হলে একা একা এক রাকা'আত উপরের নিয়মে সমাধা করে তাশাহ্হুদ পড়েই দাঁড়াবে এবং বাকী এক রাকা'আতেও সূরা কেরাত পড়বে ও রুকূ-সেজদা ইত্যাদি করে নামায শেষ করবে।

(৮) ঐ ছুটে যাওয়া নামায ২ রাকা'আত হলে এবং মূল নামায ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট হলে একা একা দুই রাকা'আতই সূরা-কেরাত সহ পড়বে এবং শেষে তাশাহ্হুদ, দরূদ, দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি পড়ে নামায শেষ করবে।

(৯) ঐ নামায এক রাকা'আত হলে এবং মূল নামায ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট হলে প্রথমেই এক রাকা'আত শেষ করে বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং তাশাহুদ পড়েই দাঁড়াবে এবং বাকী দুই রাকা'আত আদায় করবে। এই ব্যক্তি মোট তিন রাকা'আতই একা একা পড়বে। এ ব্যক্তি তিন রাকা'আতের যেকোন এক রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে এবং বাকী দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে।

(১০) ঐ নামায এক রাকা'আত হলে এবং মূল নামায ৩ রাকা'আত বিশিষ্ট হলে ছুটে যাওয়া রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে। তবে ইমামের সাথে যখন তাশাহ্হুদের সময় বসবে তখন সে তাশাহ্হুদ পড়বে না।

সুতরা

নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে লোক চলাচলের আশংকা হলে নামাযী ব্যক্তি বা ইমামের সামনে এক হাত উঁচু কোন কিছুর আড়াল করতে হয়। একেই বলা হয় সুতরা।

সুতরা বা আড়ালের মাসায়েল

(১) নামাযী বা ইমামের ডান চোখ বরাবর কমপক্ষে এক হাত লম্বা লাঠি পুঁতে রাখতে হয়। পুঁতে রাখা সম্ভব না হলে ফেলে রাখলেও চলবে।

(২) লাঠির অভাবে অন্য কোন উঁচু জিনিস রাখলেও চলবে।

(৩) সেজদার দিকে দৃষ্টি দিলেও সামনে কিছু দূর এমনিই নজরে আসে। এভাবে যতদূর নজরে আসে তার বাইরে লোক চলাচল করলে সুতরার প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

(৪) নামাযে থাকা অবস্থায় ঠিক সামনে কেউ বসে থাকলে সে ব্যক্তি ডানে বা বামে উঠে যেতে পারবে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন :

①

ইমাম ও মুয়াযযিনের মর্যাদা

"কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মেশকের স্তুপের উপর বসে থাকবে, হাশরের ময়দানের অন্যান্য লোক তাদের জন্য ঈর্ষা করতে থাকবে : (১) যে দাস তার মনিবের খেদমত করার সংগে সংগে আল্লাহর হুকুম-আহকামও পালন করে, (২) যে ব্যক্তি ইমামতী করে—আর মুক্তাদীরা তার প্রতি খুশী থাকে এবং (৩) যে মুয়াযযিন আল্লাহর ওয়াস্তে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়।" —(তিরমিযী)

②

জামা'আতে কাতারের ফযিলত

"প্রথম কাতারের উপর আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ সালাম পাঠিয়ে থাকেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন : দ্বিতীয় কাতারের সম্বন্ধে কী ? হযরত নবী (সা) বললেন : প্রথম কাতারের উপরই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ রহমত ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন। তৃতীয় বারেও তিনি একইরূপ উত্তর দিলেন। চতুর্থবার তিনি বললেন : দ্বিতীয় কাতারের উপরও।"—(আহমাদ)

③

কাতারে ফাঁক না রাখার ফযিলত

"যারা কাতারের মধ্যে শূন্যস্থান রাখে না তাদের জন্য মাগফেরাত ও গুনাহ মাফির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।"—(বায্যার)

www.pathagar.com

আরবী মোনাজাত

এক

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান্‌নার। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহী আজমাঈনা বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ : "হে আমাদের রব ! তুমি দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও ; এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্ পাক রহমত বর্ষণ করুন তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি। হে সমস্ত দয়ালুর দয়ালু আমারা তোমারই রহমতের ভিখারী।"

দুই

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِاٰبَاءِنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِشَيْخِنَا وَلِاَزْوَاجِنَا وَلِاَوْلَادِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ ـ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ লানা ওয়ালি আবা'ইনা ওয়া লি'উসতাযিনা ওয়া লিশাইখিনা ওয়া লিআজ্‌ওয়াজিনা ওয়া লিআওলাদিনা ওয়া লিজামি'ঈল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল্ মুস্‌লিমীনা ওয়াল্ মুস্‌লিমাতি আল আহ্'ইয়াই মিন্‌হুম ওয়াল্ আম্‌ওয়াত। ইন্নাকা মুজীবুদ্ দাওয়াত, বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।

অর্থ : "হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও আমাদের পিতা-মাতাকে, আমাদের উস্তাদকে, আমাদের শায়খকে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে, আমাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং জীবিত বা মৃত নরনারী নির্বিশেষে সকল ঈমানদার ও মুসলমানকে। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া কবুলকারী। হে দয়ালুর দয়ালু, আমরা তোমারই রহমতের ভিখারী।"

www.pathagar.com

তিন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু, ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম। ওয়া আদ্‌খিল্‌না দারাকা দারাস্ সালাম। তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আলাইতা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি শান্তি এবং তোমা থেকেই যাবতীয় শান্তি। তুমি আমাদেরকে তোমার ভবনে অর্থাৎ শান্তির ভবনে প্রবেশ করাও। হে আমাদের রব, তুমি বরকতময় মহিমান্বিত। হে মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তুমি সুউচ্চ অতীব মহিয়ান।"

বাংলা মোনাজাত

মোনাজাতে মকবুল

(সংক্ষিপ্ত আকারে)

শনিবারের জন্য ঃ

বহিবার শক্তি যাহা আমাদের নাই
তাহা তুমি চাপাইওনা ওগো পাক সাই।
মাফ কর, ক্ষমা কর, দয়া কর প্রভু !
মাওলা মোদের তুমি ভুলি না ত কভু।
কাফেরের সনে যত মোকাবিলা হয়
ওগো প্রভু দাও তুমি মোদেরে বিজয়।

পিতা-মাতা আর প্রভু যত মোমেনীন,
সবারে করিও ক্ষমা হিসাবের দিন।
দয়া কর প্রভু তুমি পিতা ও মাতায়,
যেমন শৈশবে তারা পালিল আমায়।
স্ত্রী ও সন্তান দ্বারা ওগো পাক সাই
নয়ন শীতল কর মিনতি জানাই।

ওগো প্রভু কাছে হেদায়াত চাই,
চরিত্রের সততা যেন কভু না হারাই।
ওগো খোদা ক্ষমা কর দয়া কর দান,
রিজিক দাও গো তুমি দাও গো আসান।

www.pathagar.com

রবিবারের জন্য ঃ

আমাকে সাহায্য কর প্রভু পরোয়ার,
কর না মদদ তুমি বিপক্ষে আমার।

বানাও এমন মোরে ওগো পরোয়ার,
বেশী করে করি যেন যিকির তোমার।
বেশী বেশী করি যেন তোমার শোকর,
তোমাকে অধিক যেন করি ভয়-ডর।
বেশী বেশী করি যেন তব ইবাদাত,
তাবেদারী করি যেন কর রহমাত।

আমাদের গোনাহরাশি মাফ কর প্রভু,
দয়া কর, খুশি থাক, ভুলিও না কভু।
বেহেশতে দাও তুমি আমাদের ঠাঁই,
দোজখ হতে মুক্তি তব কাছে চাই।
তব কাছে এই দোয়া ওগো পরোয়ার,
মজবুত থাকি যেন দ্বীনের উপর।

আগে পরে যত গোনাহ করিয়াছি সাঁই,
মাফ কর, মাফ কর, মিনতি জানাই।
গোপনে প্রকাশ্যে যত করিয়াছি পাপ
আরো যাহা তুমি জান সব কর মাফ।
পবিত্র জীবন আমি তব কাছে চাই,
সহজ-সরল মৃত্যু আমি যেন পাই।
লাঞ্ছনা ও লজ্জা দিয়ে তব খেদমতে
নিও না আমাকে খোদা রাখ হেফাযতে।

সোমবারের জন্য ঃ

তাওফিক দাও খোদা ধৈর্য ধরিবার,
বানাও আমারে তুমি শোকর গোজার।
ছোট যেন হই আমি দৃষ্টিতে আমার,
অন্যের নজরে মোরে বড় কর আর।
সুন্দর করেছ তুমি আমার আকার,
স্বভাবও সুন্দর কর ওগো পরোয়ার।

আমার মৃত্যুর যবে হবে সময়,
কলেমার সাথে মৃত্যু দিও দয়াময়।

www.pathagar.com

আজও তার পরে আছে যতেক কল্যাণ
তব কাছে মাগি তাহা ওগো রহমান।

উঠাইবে পুনরায় যেদিন সবায়,
আযাব হতে রক্ষা করিও আমায়।

নূর দাও মোরে খোদা আমার অন্তরে
দুই চোখে দাও আরো কানের ভিতরে,
ডানে বামে আগে পিছু নূর কর দান।
নীচে ও উপরে তুমি নূর কর দান।
নূর দাও সব দিকে হে চির মহান।
যথেষ্ট হালাল রুজি দিয়োগো আমারে
হারাম হইতে তুমি দূরে রাখ মোরে।
এতটুকু অনুগ্রহ করগো আমায়
কোথাও না যাই যেন ছাড়িয়া তোমায়।
যে জীবিকা কিসমতে রেখেছো আমার
তাই নিয়ে খুশী যেন হই পরোয়ার।

মঙ্গলবারের জন্য ঃ

তোমারই জন্য মোর হজ্জ সম্পাদন,
আমার নামায আর জীবন-মরণ।
ফিরিয়া যাইতে হবে নিকটে তোমার
তোমারই জন্য হবে মিরাজ আমার।
চালাও মোদেরে তুমি তব সৎপথে
পথের দিশারী হও নিজ রহমতে।
ভালোবাসা তব যেন নিকটে আমার,
সবচেয়ে প্রিয় হয় পাক পরোয়ার।
তোমার ভয়গো যেন নিকটে আমার,
সবচেয়ে ভীতিকর হয় অনির্বার।

পবিত্রতা স্বাস্থ্য আর চাই আমানত
তকদীরে তৃপ্তি চাই চাই রহমত।
নৈতিক চরিত্র আমি তব কাছে চাই,
(তুমিই পরম দাতা ওগো পাক সাই।)

তোমার যিকির খোদা শুনিবার তরে
অন্তরের কান তুমি খুলে দাও মোরে।

www.pathagar.com

তোমার হুকুম যেন মানিতে গো পারি,
রাসূলের পায়রুবি যেন সদা করি।
তোমার কুরআন মতে ওগো রহমান
আমল করিতে কর তওফিক দান।

এমন দুইটি চোখ দাওগো আমারে
কেঁদে যা ভিজাবে মন মোর বারে বারে।
তব ভয়ে বিগলিত অশ্রুধারা মোর
ভিজায়ে দেয় যেন আমার অন্তর।

সৌভাগ্যশালীর সুখ দাওগো আমারে
নবীদের সংগ দাও অধম বান্দারে।

বুধবারের জন্য ঃ

ওগো খোদা পাক রাখ নিজ রহমতে,
লজ্জার স্থান মোর কাম রিপু হতে।
করণীয় কাজ মোর ওহে পাক সাঁই,
সহজ করিয়া দাও মিনতি জানাই।

পরিপূর্ণ অজু আর কামেল নামায
সন্তোষ-মার্জনা চাই শোন প্রভু আজ।
আমার আমলনামা ওগো রহমান,
ডান হাতে দয়া করে কর তুমি দান।
জীবিত রাখিও মোরে মুসলিম করে
মুসলিম করে মৃত্যু দিও তুমি মোরে।
ক্ষমা কর দয়া কর ওহে পরোয়ার।
কবুল করিয়া লও তওবা আমার।

সাথী হও তুমি খোদা নির্জন কবরে
কুরআনের গুণে তুমি দয়া কর মোরে।
কুরআন বানাও তুমি চালক আমার
কুরআন বানাও নূর ওহে পরোয়ার।

দিনরাত সবখানে পড়িতে কুরআন
ওহে প্রভু কর মোরে তওফিক দান।
তোমার সন্তুষ্টি দিয়ে ওহে পাক সাঁই,
তোমার গজব হতে পানা আমি চাই।

www.pathagar.com

তোমার ক্ষমার দ্বারা ওহে পরোয়ার,
পানা চাই দিও নাক আযাব তোমার।

বৃহস্পতিবারের জন্য ঃ

তাড়াতাড়ি কর খোদা কর শান্তি দান,
মসিবত দূর কর ওগো রহমান।
দুনিয়া হইতে মোর শেষের বিদায়,
তোমার দয়ার দিকে হোক দয়াময়।

এহসান কর তুমি শেষ নাই যার
অগণিত নিয়ামত তব পরোয়ার।
প্রার্থনা তোমার কাছে জানাই আমার,
রহমত দাও খোদা নবীর উপর।
আর যারা আছে তার পাক বংশধর,
রহম করিও খোদা তাদের উপর।

উত্তম বানাও তুমি বাহির আমার
তার চেয়ে ভালো কর ভিতর আমার।
তব নেক বান্দাগণে যাহা কর দান,
তাহা মোরে দয়া করে দাও রহমান।

প্রভাত উদয়কারী ওগো দয়াময়,
রাত্রিকে করেছ তুমি বিশ্রাম সময়।
চন্দ্রসূর্য বানায়েছ হিসাবের তরে
তব পথে জেহাদের শক্তি দাও মোরে।

তাওফিক দাও মোরে পরোয়ারদেগার,
তব প্রিয় কথা যেন পারি বলিবার।
তব প্রিয় কাজ যেন করি রহমান,
নিয়াত পবিত্র যেন হয় মহীয়ান।
আমার চরিত্র হোক পবিত্র মহান,
গরীয়ান তুমি খোদা তুমি শক্তিমান।

শুক্রবারের জন্য ঃ

নবীদের সংগ চাই সিদ্দীকের একিন,
নম্রতা তাদের চাই যারা মুত্তাকীন।

www.pathagar.com

একীন ওয়ালার মত চাই গো বিনয়
—এ হালতে মৃত্যু মোর দিও দয়াময়।

দায়েমী ঈমান আমি তব কাছে চাই,
সুষ্ঠু হেদায়াত যেন তব কাছে পাই।
যে এলেমে ওগো প্রভু হয় উপকার
দাও তুমি তাহা মোরে আরয আমার।

দোজখ হইতে খোদা প্রাণ ভিক্ষা চাই,
মৃত্যুর যন্ত্রণা হতে দিওগো রেহাই।
সাহায্য করিও মোর ওগো পরোয়ার,
(তোমার নিকটে এই মিনতি আমার।)

অতিরিক্ত আশ্রয় প্রার্থনা ঃ

ওহে খোদা তব কাছে প্রার্থনা করি
তব সাথে কাহাকেও শরীক না করি।
এমন পত্নী হতে পানা আমি চাই,
অকালে বানাবে বুড়া নাহিক সংশয়।
এমন সন্তান হতে পানা চাই ভবে,
যে সন্তান মোর তরে মুসিবত হবে।
এমন দৌলত হতে আমি চাই পানা,
শাস্তি শুধু দিবে মোরে ওহে রাব্বানা।

শয়তানের হাত থেকে পানা আমি চাই,
পানা দিতে পার তুমি ওহে পাক সাঁই।
আকস্মিক মৃত্যু হতে পানা দাও প্রভু,
সেই রূপ মৃত্যু যেন নাহি হয় কভু।

সর্পের দংশন হতে আরো পানা চাই।
হিংস্র প্রাণীর যেন দেখা নাহি পাই।

পানিতে ডুবিয়া কিংবা আগুনে পুড়িয়া
রক্ষা কর মোরা যেন না যাই মরিয়া।

কোন কিছুর উপরেতে খাইয়া আছাড়
মৃত্যু যেন নাহি হয় প্রভু হে আমার।

জেহাদের মাঠ হতে ওগো পরোয়ার
পালাইয়া মৃত্যু যেন না ঘটে আমার।

www.pathagar.com

কছরের নামাযের বিবরণ

'কছর' শব্দের অর্থ হল কম করা। বিশেষ শর্তে ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে ২ রাকা'আত পড়াকে বলা হয় কছর।

কছরের শর্ত

নিজ বাসস্থান থেকে ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে অধিক দূরে কোথাও যাওয়ার নিয়ত করে নিজ গ্রাম বা মহল্লার বাইরে গেলেই সে হয় ভ্রমণকারী বা মুসাফির। 'মুসাফির' শব্দের মানেই হল সফরকারী অর্থাৎ ভ্রমণকারী। (এর অর্থ ফকির বা ভিখারী নয়)। পবিত্র কুরআনের হুকুম অনুযায়ী একজন মুসাফিরকে ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের স্থলে দু' রাকা'আত পড়তে হবে। ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামাযই কম করে পড়া যাবে না। তাহলে দেখা যায় যে, একজন মুসাফির শুধু জোহর, আছর ও এশার ফরয নামাযই ৪ রাকা'আতের স্থলে দু'রাকা'আত পড়বে। ফজর ও মাগরিবের ফরয কম করতে পারবে না। ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে দূরে যাওয়ার নিয়ত করে নিজ বসতি অতিক্রম করলেই যে ব্যক্তি মুসাফির হচ্ছে সে পায়ে হেটে গেলেও মুসাফির, ট্রেনে-বাসে গেলেও মুসাফির, এমনকি শিপে বা উড়োজাহাজে গেলেও মুসাফির। যে মুসাফির নয় তাকে বলা হয় 'মুকীম' অর্থাৎ নিজ বস্তিতে বসবাসকারী। যখন কোন মুসাফির কোথাও গিয়ে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশী সময় থাকার নিয়ত করে তাহলে সে সেখানকার অস্থায়ী মুকীম বলে গণ্য হয়। এরূপ মুকীম আর কছর করতে পারবে না ; তাকে ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায ৪ রাকা'আতই পড়তে হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয়–

(১) মুক্তাদী—শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে তাকে বলা হয় মুক্তাদী।

(২) লাহেক—প্রথম ও শেষের দিকের রাকা'আতে যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে, কিন্তু অজু নষ্ট হওয়ার কারণে মাঝখানের কিছু রাকা'আত ইমামের পেছনে পড়তে পারে না তাকে বলা হয় লাহেক।

(৩) মাসবূক—ইমামের এক বা একাধিক রাকা'আত পড়া শেষ হওয়ার পরে যে ইমামের পেছনে তার সালাম ফেরাবার আগে এসে জামা'আতে শরীক হয় তাকে বলা হয় মাসবূক।

www.pathagar.com

মুসাফিরের নামাজের মাসায়েল ঃ

(১) মুসাফির নিজের বস্তি ছেড়ে গেলেই তাকে মুসাফির হিসেবে কছরের নামাজ পড়তে থাকতে হবে।

(২) মুসাফির আজ বাড়ি ফিরব, কাল বাড়ি ফিরব এমনি করে করে যত দীর্ঘকালই সে দূরে অবস্থান করুক না কেন মুসাফির হিসেবেই তাকে কছরের নামায পড়তে হবে।

(৩) মুসাফির যত অল্প সময়ের জন্যই নিজ বস্তিতে আসুক না কেন ততক্ষণ তাকে মুকীম হিসেবে ৪ রাকা'আতের স্থলে ৪ রাকা'আতই পড়তে হবে।

(৪) মুসাফির ব্যক্তির পিছনে মুকীম, মুসাফির লাহেক মাসবূক সবাই ইক্তেদা করে নামায পড়তে পারবে। এই অবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর পরে একমাত্র মুসাফির ছাড়া সবাকেই ৪ রাকা'আতের নামায হলে অবশিষ্ট নামায একাকী পড়ে নিতে হবে।

(৫) মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারে। এ অবস্থায় ইমামের সাথে সাথে ৪ রাকা'আতের নামায ৪ রাকা'আতই পূর্ণ করতে হবে।

(৬) মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হলে ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে নামায শুরু করার পূর্বে একথা জানিয়ে দেবে যে, আমি মুসাফির হিসেবে ৪ রাকা'আতের স্থলে ২ রাকা'আত পড়ছি ; অতএব আমার সালাম ফিরানোর পর মুকীম ব্যক্তিরা অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে নেবেন।

(৭) বিদেশে যাওয়ার সময়ে উত্তম হল এই যে, মুসাফির ব্যক্তি রওয়ানা করার পূর্বে দু'রাকা'আত নফল নামায পড়ে নেবে এবং বিদেশ থেকে বাড়ি পৌছে সর্বপ্রথম দু'রাকা'আত নফল নামায পড়ে নেবে।

(৮) মুসাফির ব্যক্তির ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায ইচ্ছা করলে পড়তেও পারে, নাও পড়তে পারে। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল হলে অন্যান্য নামায পড়াই উত্তম। রসূলুল্লাহ (সা) সফর অবস্থায় ফযরের সুন্নাত ও বেতেরের নামায নিয়মিত পড়তেন।

www.pathagar.com

জুমু'আর নামাযের বিবরণ

প্রতি শুক্রবার জুম'আর নামায আমাদের উপর ফরয। জুম'আ ও জোহরের ওয়াক্ত একই। তবে এটা মুসলিম উম্মাতের এলাকা ভিত্তিক সাপ্তাহিক সম্মেলন হওয়ার কারণে স্থানীয় সময় ১টা বা দেড়টার দিকে আদায় করাই বাঞ্ছনীয় বলে হযরত উলামায়েকেরাম মত পোষণ করেন।

ইহা মোট ১২ রাকা'আত। যথা ঃ

(১) কাবলাল জুম'আ অর্থাৎ জুম'আর পূর্ববর্তী ৪ রাকা'আত সুন্নাত,

(২) জুম'আর দুই রাক'আত ফরয,

(৩) বা'দাল জুম'আ অর্থাৎ জুম'আর পরবর্তী ৪ রাক'আত সুন্নাত এবং

(৪) দু'রাকা'আত সুন্নাত।

মনে রাখতে হবে যে, তাহিয়্যাতুল উজুর ২ রাকা'আত, দুখুলুল মসজিদের ২ রাক'আত ও সর্বশেষের ২ রাক'আত নফল জুম'আর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই নফল নামাযসমূহ ছওয়াবের আসায় অন্য সময় যেমন পড়া যায়, জুম'আর সময়েও তেমনি পড়া যায়।

কাবলাল জুম'আ ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি ছালাতি কাবলাল জুমু'আতি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে কাবলাল জুমুআ চার রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

জুম'আর ২ রাক্'আত ফরযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضُ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উস্‌কিতা আন্ যিম্মাতি ফারদাজ্জোহরি বিআদায়ি রাক্আতাই ছালাতিল জুমু'আতি ফারদিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে আমার উপর থেকে জোহরের ফরয উত্তীর্ণ করার জন্য দুই রাক'আত জুম্'আর ফর্য নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

বা'দাল জুম্'আ ৪ রাকা্আত সুন্নাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকা্আতি ছালাতি বা'দাল জুমুআতি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে চার রাক্আত বা'দাল জুম'আ সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

সুন্নাতুল ওয়াক্ত ২ রাক্আতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালিতি সুন্নাতিল!ওয়াক্তি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুত"ওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্‌আত সুন্নাত ওয়াজিয়া সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

যখন যে নামায যত রাকা'আত পড়বে তা স্থির করে কেবলামুখী হয়ে আদায় করার ইচ্ছা করে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। ঐরূপ ইচ্ছা করাতেই নিয়ত হয়ে যায়। নিয়তের পৃথক কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। যেমন কাবলাল জুম'আর জন্য প্রথমে মনে মনে বলবে যে, আমি কেবলামুখী হয়ে কাবলাল জুম'আর ৪ রাকা'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

জুমু'আর খুৎবা বা ভাষণ

জুমু'আ মানে সম্মেলন। এলাকার মুসলমানগণ এই সাপ্তাহিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনার পূর্বেই তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা ও তাদের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী শরীআতের আলোকে ইমামের সারগর্ভ ভাষণ শুনেন। ইমামকে এই ভাষণ আরবীতেই দিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আরবী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এই পর্যায়ে আমাদের দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। তাই ইমামের কর্তব্য হবে আলোচ্য বিষয়টি প্রথমে মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দেবেন তারপর 'আরবী খুৎবায় তার সারমর্ম পেশ করবেন। কিন্তু ইমাম যেখানে আরবীতে ভাষণ দিতে পারেন না সেখানে অন্ততঃপক্ষে আরবীতে লেখা সম্ভব হলে সময় উপযোগী নতুবা যে কোন দ্বীনী বিষয় সংক্রান্ত খুৎবা পড়ে শোনাবেন। নইলে জুমু'আর নামাযই পূর্ণ হবে না।

এরূপ ইমামের জন্য নমুনা স্বরূপ, আরবী খুৎবা এখানে দেয়া গেল। জুম'আর জন্য খুৎবা দিতে হয় দু'টি।

জুমু'আর প্রথম খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَكْرَمِ ـ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَكَرَّمَ وَعَلَّمَهُ مِنَ الْبَيَانِ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ

www.pathagar.com

فَاِنَّ عِلْمَ الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ هُوَ اَعْظَمُ فَرَائِضِ الْاِسْلَامِ ـ
وَمِنْ ثَمَّ اُمِرَبِهٖ وَحُضَّ عَلَيْهِ تَعْلِيْمًا وَّتَعَلُّمًا ـ فَقَدْ قَالَ
النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْا اٰيَةً وَقَالَ
عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ
وَّ مُسْلِمَةٍ ـ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ
الْاَنْبِيَاءِ ـ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا
وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا
الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসাই মহাসম্মানিত আল্লাহর যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্মান দিয়েছেন। আর মানুষকে তিনি কথা বলা শিখিয়েছেন যা তারা আদৌ জানত না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহাম্মাদ (সা) তারই বান্দা এবং রসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তার পরিবার-পরিজন এবং তার সাহাবীবৃন্দের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। অতপর ইলমে শরীয়াত ও তার হুকুম-আহকামের জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের মহা গুরুত্ব বিধান। এ কারণেই মুসলিম উম্মাতকে তা অর্জন ও বিতরণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই হযরত নবী (সা) এরশাদ করেছেন ঃ "আমার একটি কথা হলেও তা সকলের নিকট পৌঁছাও।" তিনি বলেছেন ঃ "নরনারী নির্বিশেষে সকলের জন্যেই ইলম হাসিল করা ফরয।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের প্রতিনিধি ; আর তারা কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি ; তারা রেখে গেছেন একমাত্র ইলম। তাই যারা এই ইলম অর্জন করে তারা তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক বিরাট অংশ লাভ করে।"

www.pathagar.com

আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। (আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ)

"বলুন (হে নবী), যারা ইলম অর্জন করে এবং যারা উহা অর্জন করে না তারা কি সমান ? নিশ্চয়ই যারা ইলমের অধিকারী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।"

জুমু'আর দ্বিতীয় খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ ـ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ـ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِى اَبُوْا بَكْرٍ وَّ اَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَاَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً

www.pathagar.com

وَبَاطِنَةً لاَتُغَادِرُ ذَنْبًا ـ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ اَبْغَضَهُمْ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। তাই আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমাদের প্রবৃত্তির যাবতীয় চক্রান্ত থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন কেউই তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই ; তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ (তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট) রহমত প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। হে আল্লাহ ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদের (সা) উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সমস্ত ঈমানদার মুসলিম নরনারীর প্রতিও রহমত নাজিল করুন। আর আপনি হযরত নবী (সা) তাঁর সকল সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি বরকত দান করুন। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু হচ্ছে আবু বকর, আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ় হচ্ছে 'উমর, লজ্জার দিক থেকে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে 'উসমান এবং বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আলী। ফাতেমা হচ্ছে জান্নাতী রমণীকুলের সরদার। হাসান ও হুসাইন হচ্ছে জান্নাতী যুবকদের নেতা আর হামজা হচ্ছে আল্লাহর বাঘ এবং তাঁর রাসূলের বাঘ। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকুন। হে আল্লাহ ! আপনি হযরত আব্বাস (রা) ও তাঁর সন্তান-সন্ততিকে জাহেরী-বাতেনী যাবতীয় গোনাহ থেকে এমনভাবে মাফ করুন যাতে করে একটি গোনাহও বাদ না পড়ে। সাবধান ! সাবধান !! আমার সাহাবীদের সম্পর্কে (যাতে করে অন্যায় ও লাগামহীন উক্তি না হয়ে যায়) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে

www.pathagar.com

তোমরা তাদেরকে শত্রুতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসবে সে আমার প্রতি তার ভালোবাসার দরুনই ভালোবাসবে ; আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে তা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই করবে। আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার শোকর কর, আমার না-শোকরী করো না।"

জুমু'আর নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব

নামায 'আফজালুল ইবাদাত'—সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত এবং আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয়। মানুষের প্রতি আল্লাহর যে শত সহস্র নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে তারই কিঞ্চিৎ শোকরিয়া প্রকাশের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায। সপ্তাহে ৭টি দিনের মধ্যে শুক্রবার হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কেননা এই দিনই আল্লাহ পাক সবচেয়ে অধিক নিয়ামত দান করেছেন। এমনকি আমাদের আদিপিতা সম্মানীয় মহামানব হযরত আদম (আ)-কেও তিনি এই দিনই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই দিনটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাতের দিন বলে ধার্য করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ (الجمعة ـ ٩)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! যখন জুম'আর নামাযের আযান দেয়া হয় তখন তোমরা বেচা-কেনা বন্ধ করে আল্লাহর যিকরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তোমরা বোঝ।"

(সূরা জুমু'আ ঃ ৯)

হাদীস শরীফে আছে ঃ

যে ব্যক্তি শুক্রবার গোছল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে চুলগুলোতে তেল মেখে, সুগন্ধী লাগিয়ে জুম'আর নামাযের জন্য যাবে এবং মসজিদে গিয়ে কাউকেই তার জায়গা থেকে না উঠিয়ে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই বসবে, যে পরিমাণ তার ভাগ্যে জোটে সে পরিমাণ নামায পড়বে, ইমামের খুৎবা চুপ করে শুনবে, তার বিগত জুম'আ হতে এই জুম'আ পর্যন্ত যত (ছগীরা) গোনাহ হয়েছে তার সবই মাফ হয়ে যাবে।—বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

জুম'আর দিনে করণীয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা জুম'আর দিনকে ঈদের দিনের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং এই দিনে ঈদের দিনের মতই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। জুম'আর দিন গোছল করা সুন্নাত। জুম'আর আযান শোনার সাথে সাথে মসজিদের দিকে রওয়ানা করা কর্তব্য। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম আযানের পূর্বেই সম্পন্ন করা উচিত। এই দিনে সামর্থ অনুযায়ী ভালো জামা কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধী ব্যবহার করা মোস্তাহাব। আরো স্মরণীয় যে, সাদা পোশাক ব্যবহার করাও মোস্তাহাব।

জুম'আর জরুরী মাসায়েল

১। যে ব্যক্তি মুসাফির (৪৮ মাইল বা তার চেয়ে অধিক দূরের সফরকারী) তার উপর জুম'আ ফরয নয়। তবে সে জুম'আ পড়লে তাকে যোহর পড়তে হবে না।

২। অসুস্থ, বৃদ্ধ ও অন্ধের উপর জুম'আ ফরয নয়।

৩। জুম'আর খুৎবা জুম'আর দু' রাক'আত ফরযের আগেই সম্পন্ন করতে হবে।

৪। খুৎবার শুরু থেকে নামাযের শেষ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩জন নামাযী হতে হবে।

৫। অন্ধ ও খোড়া ব্যক্তির উপর জুম'আ ফরয নয়। তবে তারা জুম'আ পড়লে তাদের যোহর পড়তে হবে না।

৬। কোন উপযুক্ত ওযরের কারণে জুম'আ পড়তে না পারলে একাকী যোহর পড়ে নিতে হবে। যথা ঃ মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া, রোগীর সেবায় লিপ্ত থাকা, প্রাণনাশের আশংকা থাকা।

৭। যে মসজিদে সর্বসাধারণের অবাধে প্রবেশ করার অধিকার নেই সেখানে জুম'আ পড়া দুরস্ত নয়।

৮। অনাবাদী মাঠ, সাগর বা নদী পথের জাহাজ বা নৌকায় জুম'আর নামায না পড়ে যোহর পড়তে হবে।

৯। ইমামের খুৎবার সময়ে কোন নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মাকরূহ তাহরীমী। তবে পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নয় এমন কাযা নামায দায়িত্বে থাকলে তা পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

১০। খুৎবার প্রতিটি কথাই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ওয়াজিব। তাই ঐ সময়ে মোক্তাদীর কিছু পানাহার করা, কথাবার্তা বলা, হাটাহাটি করা, তাসবীহ তাহলীল এমনকি দ্বীনী কোন আলোচনাও নিষিদ্ধ।

১১। খুৎবার মধ্যে ১২টি কাজ সুন্নাত, যথা ঃ

www.pathagar.com

(১) দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া, (২) দুই খুৎবা পড়া, (৩) দুই খুৎবার মাঝে ৩বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায় অন্তত এই পরিমাণ বসা, (৪) অযু-গোছলের প্রয়োজন নেই এমনভাবে পবিত্র হওয়া, (৫) খুৎবার সময়ে মুসল্লীদের প্রতি মুখ করা, (৬) খুৎবা শুরুর পূর্বে নীরবে 'আউযুবিল্লাহ'---পড়া, (৭) শ্রোতাগণ সহজেই শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজের সাথে খুৎবা পড়া, (৮) খুৎবা নামাযের চেয়ে দীর্ঘ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, (৯) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া, মিম্বর না থাকলে লাঠি, ধনুক, বন্দুক বা তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়তে পারে, (১০) উভয় খুৎবাই আরবী ভাষায় দিতে হবে, (১১) মুসল্লিগণকে খুৎবা শোনার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ইমামের প্রতি মুখ করে বসতে হবে এবং (১২) খুৎবায় নিম্ন বিষয়াদি বর্ণিত হতে হবে ঃ

ক ॥ আল্লাহর শোকরিয়া,
খ ॥ আল্লাহর প্রশংসা,
গ ॥ তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য,
ঘ ॥ দরূদ পাঠ,
ঙ ॥ সময়োপযোগী কিংবা মৌলিক দ্বীনী নসিহত,
চ ॥ পবিত্র কুরআনের কোন অংশ পাঠ,
ছ ॥ দ্বিতীয় খুৎবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরায় উল্লেখ এবং
জ ॥ দ্বীনী নসিহতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য দোয়া এবং
ঝ ॥ হযরত নবী (সা)-এর আওলাদ, ছাহাবী এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হামজা ও হযরত আব্বাস (রা)-এর জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

জুম'আ মুসলমানদের জন্য ঈদ ঃ

"হে মুসলিম সম্প্রদায়। এই (জুম'আর) দিন হল সেইদিন যেদিনকে আল্লাহ পাক (মুসলমানদের জন্য) ঈদ হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। তাই এই দিন তোমরা গোছল কর। আর যাদের কাছে সুগন্ধী থাকে তারা তা ব্যবহার করতে পারে। এ ছাড়া তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক করবে।"

—(মিশকাতুল মাসাবীহ)

www.pathagar.com

ঈদের নামাযের বিবরণ

ঈদুল ফিতরের নামায

পবিত্র মাহে রমযানের এক মাস রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখ মুসলিম মিল্লাতের নিকট হাজির হয় তাদের প্রথম জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। এই দিনে এক মাস ধরে পানাহার, আর যৌন পিপাসা নিয়ন্ত্রণের কঠিন সাধনায় সফল হওয়ার পর তারা শপথ নেয় অবশিষ্ট জীবনে আল্লাহর কঠিন হতে কঠিনতর নির্দেশ মেনে চলার, আর আল্লাহর নিকট থেকে তারা লাভ করে নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার শুভ সংবাদ। ঈদ তাই পরম সাফল্যের, চরম আনন্দের। এই উপলক্ষ্যেই আল্লাহ দু' রাক'আত নামায ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

ঈদের মাসায়েল

১. ঈদের (পূর্ব) রাত্রে ইবাদাতে অতিবাহিত করা মোস্তাহাব। হযরত (সা) এরশাদ করেছেন ঃ যারা দুই ঈদের রাতে ছওয়াবের আশায় ইবাদাতে অতিবাহিত করবে তাদের আত্মা সেই দিন মরবে না যেদিন অন্য সবের আত্মা মরে যাবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন)।

২. নিম্নরূপ কাজগুলো করা সুন্নাত ঃ

(ক) খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠা, (খ) মেছওয়াক করা, (গ) গোসল করা, (ঘ) সামর্থ অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা, (ঙ) শরীয়াতের সীমার ভেতর থেকে যথাসম্ভব সুসজ্জিত হওয়া, (চ) খোশবু ব্যবহার করা, (ছ) ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফিতরা আদায় করা (ঈদের দিন মালিকে নেছাব হলেই যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সকলের জন্য মাথা প্রতি এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের মূল্য হিসেবে দরিদ্রকে দান করা)। (জ) ঈদগাহে যাওয়ার আগে খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য আহার করা। (ঝ) বেশী দেরী না করে ঈদগাহে যাওয়া, (ঞ) ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া, (ট) এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় বাড়ি ফেরা, (ঠ) পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া এবং (ঢ) আস্তে আস্তে নিম্নলিখিত তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।"

৩. এই নামাযে কোন আযান-একামাত নেই।

৪. আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায় করছি,—এতটুকু খেয়াল করলেই নিয়ত হয়ে যাবে। মোক্তাদীগণের মনে এতটুকু কথা থাকলেই যথেষ্ট যে, তারা ইমামের পেছনে নামায পড়ছে। এতেই তাদের নিয়ত পূর্ণ হয়ে যাবে।

৫. দুই রাক'আত নামাযে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হয়।

৬. সালাম ফিরানোর পরে ইমাম নামাযীদের প্রতি মুখ করে খুৎবা দেবেন। এই খুৎবা দেয়া সুন্নাত এবং শোনা ওয়াজিব। খুৎবার সময়ে কথাবার্তা, চলাফেরা করা, নামায পড়া, তাসবীহ-তাহলীল বা দোয়া করা সবই হারাম। ময়দান ছেড়ে অন্যত্র বসাও অন্যায়।

৭. ইমাম দুই খুৎবা দেবেন। মাঝে কিছুক্ষণ বসবেন।

৮. ঈদের (যে তাকবীর আস্তে আস্তে বলতে বলতে বাড়ি থেকে ঈদগাহের দিকে আসা হয়েছে সেই) তাকবীর ইমাম প্রতি খুৎবার প্রথমে একবার অবশ্যই জোরে পড়বেন এবং ঐ একবার সহ প্রথম খুৎবায় ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুৎবায় ৭বার জোরে পড়বেন।

৯. খুৎবার পরে ইমাম খুৎবার বিষয়বস্তু বাংলায় বুঝাতে পারেন এবং পরিশেষে সবাইকে নিয়ে দোয়াও করতে পারেন। তবে এরূপ না করলে কোন ক্ষতি নেই। এই খুৎবার নিয়ম জুমুআর খুৎবার নিয়মের অনুরূপ।

ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার নিয়ম

ঈদুল ফিতরের দুই রাক্আত ওয়াজিব নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক'আতাই ছালাতি ঈদিল ফিতরি মা'আ ছিত্তাতি তাক্‌বীরাতিন যায়িদাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি— আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের দুই রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।

প্রথমে ইমামের সাথে নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে। তারপর ছানা পড়বে। ছানা শেষ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় দুইহাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় বার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নাভির নীচে বাঁধবে। এই তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর। অতপর 'আউযুবিল্লাহ'--'বিসমিল্লাহ'---পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। তারপর কুরআন পাকের কিছু আয়াত বা সূরা মিলাবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ' করবে। এরপর সেজদা ইত্যাদি করে প্রথম রাক'আত শেষ করে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ার জন্য দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাবার পরে, তিন বার 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করে প্রতিবারই দুই হাত কান বরাবর তুলে হাত ছেড়ে দিবে। এই তিনটি তাকবীরও অতিরিক্ত। ৪র্থবার 'আল্লাহু আকবার' বলে যথারীতি রুকূ', সেজদা, তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া মাছূরা পড়ে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে। এরপর ইমাম খুৎবা দেবেন।

ঈদুল ফিতরের খুৎবা

নুমনা স্বরূপ প্রথম খুৎবা নিম্নরূপ হতে পারে। দ্বিতীয় খুৎবা জুম'আর ছানি খুৎবার অনুরূপ।

প্রথম খুৎবা

[একটি হাদীস ছাড়া এর সবটুকুর মূল সংকলক মোজাদ্দেদে জমান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنَ الدَّيَّانِ ذِى الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ

www.pathagar.com

اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلَوْنُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ
لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ عَوَائِدُ الْاِحْسَانِ وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ
وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ
فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلاَئِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلاَئِكَتِىْ مَا جَزَاءُ
اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهُ ؟ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاءُهُ اَنْ يُوَفّٰى اَجْرَهُ ـ قَالَ
مَلاَئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ ـ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ
وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ اِرْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ
وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرً لَّهُمْ ـ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

www.pathagar.com

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِيْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, দাতা, পরম উপকারী ও প্রতিফলদানকারী—ইহসানের অধিকারী,—যিনি সম্মান, মার্জনা ও সম্প্রদানের মালিক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নেতা ও অধিনায়ক নবী মুহাম্মাদ (সা) তাঁরই বান্দা ও রসূল—যাঁকে আল্লাহ পাক এমন সময়ে প্রেরণ করেন যখন সমগ্র জনপদেই কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকুন যতদিন চন্দ্রসূর্য ও দিবারাত্র অব্যাহত গতিতে চালু থাকে। অতপর আপনারা জেনে রাখুন আজকের এই দিনটি ঈদের দিন—এই দিনে আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে এবং এই দিনে আশা রয়েছে সম্মান, ক্ষমা ও মার্জনা লাভের। হযরত নবী (সা) ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে; আর এই হচ্ছে আমাদের ঈদ।

www.pathagar.com

আল্লাহর রসূল (সা) বলেন ঃ যখন ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন আসে তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন ঃ হে আমার ফেরেশতাগণ ! বলত যে শ্রমিক তার কাজ পুরোপুরি সমাধা করে তার প্রতিদান কী ? ফেরেশতাগণ বলেন ঃ হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! তার প্রতিদান হল তার পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দেয়া। আল্লাহ পাক তখন বলেন ঃ হে আমার ফেরেশতারা ! আমার বান্দা ও বান্দীরা তাদের প্রতি আমার নির্দেশিত ফরয আদায় করেছে এবং পরিশেষে তারা তাকবীর উচ্চারণ করতে করতে দোয়ার জন্যে বের হয়ে এসেছে। তাই আমার ইজ্জত, আমার মহত্ব, আমার সম্মান, আমার উচ্চ মর্যাদা এবং আমার উচ্চ আসনের শপথ, নিশ্চয়ই আমি তাদের দোয়া কবুল করব। অতপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ (ময়দানে আগত হে আমার, বান্দা-বান্দীরা,) তোমরা ফিরে যাও ; আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম এবং তোমাদের গোনাহগুলোকেও নেকীতে পরিবর্তিত করে দিলাম। হযরত নবী (সা) বললেন ঃ অতপর তারা নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফিরে যায়। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখে সে যেন সারা বছর ধরে রোযা রাখে। হযরত নবী (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার খুৎবাদানের সময়ে বহুবারই তাকবীর বলতেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ এই দু'টি যতদিন তোমরা শক্ত করে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা কিছুতেই পথচ্যূত হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব, আর অন্যটি হল তাঁর রসূলের সুন্নাত।

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আল্লাহ বলেন ঃ) যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করেছে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নামায পড়েছে সে-ই সফলকাম হয়েছে।

দ্বিতীয় খুৎবা

এটা জুম'আর ছানি খুৎবার অনুরূপ। অত্র পুস্তকের জুম'আর অধ্যায় থেকে এটা পাঠ করা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় খুৎবায়ও প্রথম একবার সহ মোট ৭বার তাকবীর জোড়ে পাঠ করবেন।

ঈদুল আযহার নামায

'আযহা' শব্দের অর্থ কুরবানী। 'ঈদুল আযহা' মানে কুরবানীর আনন্দ-উৎসব অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেয়ার পরম আনন্দ প্রকাশের জন্যেই এই উৎসব। আল্লাহর বান্দারা যত ধন-দৌলত বা সম্পদের অধিকারী তার

www.pathagar.com

সবকিছুর মালিকই আল্লাহ পাক। বান্দারা শুধু এর তত্ত্বাবধায়ক বা প্রহরী মাত্র। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্যে হোক, ইসলামের অন্য কোন মহান কাজে হোক কিংবা মুসলিম জাতির কোন সেবার জন্যে হোক আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে এই সম্পদ বিলিয়ে দেয়াই হল প্রকৃত কুরবানী।

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে যুগে যুগে এই কুরবানী মুসলমানগণ দিয়ে এসেছেন। এই কুরবানীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভাস্বর ও সবচাইতে উজ্জ্বল হয়ে আছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানী। তিনি শুধু একটুখানি স্বপ্নের ইংগিতেই আল্লাহকে রাজী খুশী করার মহান উদ্দেশ্যে চোখ বাঁধা অবস্থায় কুরবানী দিয়েছিলেন তার কলিজার টুকরা আপন পুত্র ইসমাঈলকে। কিন্তু আল্লাহর প্রয়োজন ছিল না ইসমাঈলের, প্রয়োজন ছিল হযরত ইবরাহীমের মন পরীক্ষা করার—যে আমার খলীল আমাকে খুশী করার জন্য তার প্রিয়তম বস্তুও দান করতে পারে কিনা। হযরত ইবরাহীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ ইসামঈলকে সরিয়ে সেখানে রেখে দিলেন একটি দুম্বা। আর তাই কুরবানী হয়ে গেল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম তার ধারণা মত পুত্রকেই কুরবানী দিলেন; ভেসে উঠলো সেখানে এক জান্নাতী ছবি। হযরত ইবরাহীমের মুখ থেকে ছুরি চালনার সাথে সাথেই নিঃসৃত হচ্ছিল "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" দুম্বার গলায় ছুরি চালিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও হযরত ইসমাঈলের মুখেও ছিল ঐ একই ধ্বনি "আল্লাহু আকবার-----" আর ঐ সময়ে আগত লাখো ফেরেশতাদের মুখেও ধ্বনিত হচ্ছিল ঐ একই দোয়া—"আল্লাহু আকবার---।"

হযরত ইবরাহীমের এই কুরবানীর কোন তুলনা দুনিয়ার ইতিহাসে নেই। ইসলাম তথা মুসলিম মিল্লাতের উভয় জাহানের মুক্তি ও শান্তির জন্যে এরূপ কুরবানীর প্রেরণা একান্ত অপরিহার্য। এই কুরবানীর কথা স্মরণ করে যাতে করে মুসলিম দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারে তারই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বিত্তবান সকল মুসলমানের জন্য পুত্রসন্তান নয় বরং সামান্য একটি জন্তু বা উহার অংশবিশেষ কুরবানী করার হুকুম দিয়েছেন।—তাঁর উদ্দেশ্য যেন এমনি করেই তাঁর বান্দারা ইবরাহীমের আদর্শকে সামনে রেখে তাদের সহায়-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হতে পারে। হযরত বিশ্বনবী (সা)-কে যখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এই কুরবানী কী? তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ।

www.pathagar.com

বস্তুত আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার অপার আনন্দকে সামনে রেখে এবং বিত্তবান হলে ঐ দিনে জন্তু কুরবানীর খুশী নিয়ে ঈদের ময়দানে এসে দুই রাক'আত নামায আদায় করতে হয়। যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে এই নামায জামা'আতের সাথে পড়তে হয়। ইহা ওয়াজিব।

ঈদুল আযহার নামায পড়ার নিয়ম

ঈদুল ফিতরের নামায যে নিয়মে পড়তে হয় সেই নিয়মেই ঈদুল আযহার নামায পড়তে হয়। এবং এই নামাযেও ৬টি তাকবীর অতিরিক্ত দিতে হয়। নিয়তের সময়ে শুধু ঈদুল ফিতরের স্থলে ঈদুল আযহার কথা মনে মনে খেয়াল করতে হয়।

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতি ঈদিল আদ্বহা মা'আ ছিত্তাতি তাকবিরাতিন যায়েদাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল আযহার দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায আদায় করছি–আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহার মাসায়েল

১. ঈদুল ফিতরে যে তাকবীর পড়া হয় সেই তাকবীরই ঈদুল আযহার সময়ে 'তাকবীরে তাশরীক' হিসেবে পড়তে হয়। উহা হল ঃ

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

২. হজ্জের দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামায শেষ করার পর জামা'আতে নামায পাঠকারিদের জন্য কমপক্ষে ১বার উচ্চস্বরে 'তাকবীরে তাশরীক' পড়া ওয়াজিব।

www.pathagar.com

৩. ঈদের ময়দানে যাওয়ার পথে, আসার পথে, নামাযের পরে উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক পড়া সুন্নাত।

৪. যদি কেউ ঈদের নামায (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) না পায় তবে একা একা ঈদের নামায পড়তে পারবে না। উহার কাযা পড়াও ওয়াজিব নয়। তবে কমপক্ষে তিনজন লোকে জামা'আত না পেলে তারা জামা'আত করে নামায পড়তে পারবে। তবে কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী জামা'আতের ইমাম ও মোক্তাদীরা জামা'আতে শরীক হতে পারবে না।

৫. যদি কেউ অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে ইমামের সাথে শরীক হতে না পারে তাহলে সে তাকবীরগুলো একা একা করে নিবে। যদি সে রুকূ' অবস্থায় শামিল হয় তাহলে নিয়ত বেঁধে রুকূ'তে যাবে এবং রুকূ' অবস্থাতেই বাদ পড়া তাকবীরগুলো শুধু মুখে বলবে, কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। তাকবীর বলার পরে রুকূ'র তাসবীহ সময় পেলে পড়বে, নতুবা পড়বে না। আর যদি রকূ'তে তাকবীর পড়ার পূর্বেই ইমাম রুকূ' শেষ করে ফেলেন তাহলে ঐ বাদ পড়া তাকবীর তাকে আর পড়তে হবে না। যদি দ্বিতীয় রাক'আতে কেউ জামা'আতে শামিল হয় তাহলে ছুটে যাওয়া রাক'আতে সূরা মিলাবার পরে ও রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলে নিয়ে রুকূ'তে যাবে।

৬. ঈদুল আযহার দিনে নিম্নরূপ কাজগুলো করা সুন্নাত ঃ

(ক) আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সজ্জিত হওয়া ও পোশাক পরা, (খ) মেছওয়াক করা, (গ) গোসল করা, (ঘ) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (ঙ) খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠা, (চ) সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া, (ছ) নামাযের আগে কোন কিছু না খাওয়া, (জ) মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে নামায পড়া, (ঝ) এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় বাড়ি ফিরে আসা, (ঞ) ঈদুল ফিতরের চেয়ে সকালে নামায পড়া, (ট) নামাযের পরে কুরবানী করা, আগে করলে কুরবানী হবে না; পুনরায় করতে হবে, (ঠ) তাকবীরে তাশরীক ঈদগাহে যাওয়া ও আসার পথে উচ্চস্বরে পড়তে হবে।

ঈদুল আযহার প্রথম খুৎবা

[মূল ঃ মোজাদ্দেদে যামান হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ لِكُلِّ اُمَّةٍ مَّنْسَكًا لِّيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ

www.pathagar.com

مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ وَعَلَّمَ التَّوْحِيْدَ وَاَمَرَ بِالْاِسْلَامِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِاِقَامَةِ الْاَحْكَامِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلَاصِ وَ صِدْقِ النِّيَّةِ وَ بَيَّنَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوْبُهَا وَفَضَائِلَهَا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ ـ وَاِنَّهٗ لَيَاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىُّ ؟ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ بِكُلِّ

www.pathagar.com

شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ وَجَدَ سِعَةً لاَنْ يُّضَحِّىَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرُ مُصَلاَّنَا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ اَيْضًا مَامِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ـ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَّقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ اَلاَضَاحِىُّ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَعَن عَلِىٍّ مِّثْلُهَا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاءُ هَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। যাবতীয় তা'রীফ সেই আল্লাহর যিনি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানী বিধিবদ্ধ করেছেন—যাতে করে তারা তারই দেয়া চতুষ্পদ প্রাণী তাঁরই নামে কুরবানী করতে পারে। তিনি তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলাম তথা আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা আরো

www.pathagar.com

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও অধিনায়ক হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। তিনি আমাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এবং তাঁর সেই সকল সাহাবীর উপর যারা শরীয়াতের আইনসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।—অজস্র ধারায় রহমত বর্ষিত হোক তাঁদের উপর। অতপর জেনে রাখুন ঃ আজকার এই দিনটি ঈদের দিন। আল্লাহ্ পাক এই দিনে আপনাদের জন্য এখলাছ ও মহান উদ্দেশ্যে কুরবানী করার বিধান দিয়েছেন। আর তাঁর রসূল (সা) উহার ওয়াজিব হওয়া এবং উহার বিবিধ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর নবী (সা) এরশাদ করেন ঃ ঈদুল আযহার দিন একমাত্র রক্ত প্রবাহিত করণ অর্থাৎ কুরবানী ব্যতীত বনি আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর দরবারে অধিক পছন্দনীয় নয়। কেয়ামতের দিন ঐ প্রাণী তার শিং, পশম ও খুরসহ্ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর দরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। অতএব তোমরা কুরবানী করে খুশী হও। হযরত সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! এই কুরবানী কী? আল্লাহর রসূল উত্তর দিলেন ঃ ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! উহাতে আমাদের কী লাভ হবে ? হযরত (সা) উত্তর দিলেন ঃ প্রতিটি পশমের জন্য নেকী পাবে। পুনরায় তারা প্রশ্ন করলেন ঃ (ভেড়া ও দুম্বার) পশমের জন্য কী পাওয়া যাবে ? হযরত (সা) বললেন ঃ উহার প্রতি পশমের জন্যও নেকী পাওয়া যাবে। হযরত নবী (সা) আরো বলেছেন ঃ কুরবানীর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কুরবানী না করে তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। তিনি আরো এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ইবাদাত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন ইবাদাত নেই। উহার প্রতি দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান। আর প্রতি রাত্রের ইবাদাত শবে কদরের ইবাদাতের সমান। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ ঈদুল আযহার দিনের পরে দুই দিন কুরবানী করা যায়। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে।

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ) আল্লাহর দরবারে উহার (কুরবানীর পশুর) গোশত কিংবা রক্ত পৌঁছে না। পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া। এইরূপে তিনি উহাদেরকে (পশুগুলোকে) তোমাদের বাধ্যগত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মহিমা ঘোষণা কর। আর (হে রাসূল !) নেক্কার বান্দাগণকে সুসংবাদ দান করুন।

www.pathagar.com

ঈদুল আযহার দ্বিতীয় খুৎবা

এটাও জুম'আর ছানি খুৎবার অনুরূপ। তবে এই খুৎবায়ও প্রথমে একবার সহ মোট ৭বার তাকবীরে তাশরীক খুৎবার ন্যায় উচ্চস্বরে পড়তে হবে।

কুরবানীর ইতিহাস ও মর্মকথা

কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন মানবেতিহাস। মানবেতিহাসের সর্বপ্রথম কুরবানী হল হযরত আদম (আ)-এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবীলের কুরবানী। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط (المائدة : ٢٧)

—"আর আপনি তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা দু'জনে কুরবানী করল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল, এবং অপরজনের কবুল হল না।"–(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ২৭)

এ কুরবানীর ইতিহাস হলো এই যে, সৃষ্টির সূচনায় হযরত আদম (আ)-এর বংশধারা বিস্তারের আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি ছিল এই যে, হযরত আদম (আ)-এর ঔরষে বিবি হাওয়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। এক গর্ভের পুত্রের সাথে অন্য গর্ভের কন্যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হত। কাবীল এ প্রথা মানতে রাজী হল না। তার ইচ্ছা হল, গর্ভ সাথী সুন্দরী বোনকে হাবীলের সাথে বিয়ে দেবে না। বরং নিজেই তাকে বিয়ে করবে। তাই হযরত আদম (আ) উভয়কে কুরবানী দিতে নির্দেশ দিলেন। বলা হল যার কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দেবে। আর যারটা জ্বলবে না তা কবুল হয়নি ধরে নিতে হবে। এখানে দেখা গেল হাবীলের কুরবানী কবুল হল, বস্তুত সে ছিল সত্য পথের অনুসারী। আর কাবীলের কুরবানী কবুল হল না। বস্তুত সে ছিল অন্যায় পথের অনুসারী।

আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরবানীর যে ইতিহাস দেখতে পাই তা বর্তমান যুগে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যে ব্যাপকহারে কুরবানীর প্রথা প্রচলিত আছে তার ইতিহাস ভিন্ন।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লালামের পুত্র সন্তান ইবরাহীম অথবা কাসেমের মৃত্যুর পর কাফেররা আল্লাহর রসূলকে 'আবতার' বা নির্বংশ বলতে লাগল। আল্লাহর হাবীব এতে মনে কষ্ট পেলেন। আল্লাহ তাঁর

www.pathagar.com

হাবীবের মনোবেদনা দূরীকরণার্থে একটি মহান পুরস্কার দান করলেন এবং দু'টি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিলেন। তা আল্লাহর ভাষায়ই শুনুন ঃ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

—"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (হাউযে) কাউসার দান করেছি। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার জন্য (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিসন্দেহে আপনার শত্রুরাই নির্বংশ।"

—(আল কাউসার)

মক্কায় আল্লাহর রসূল এ আদেশ প্রাপ্তির পর নিজেই কুরবানী আদায় করলেন। অতপর মদীনায় হিজরতের পর এ নির্দেশ প্রযোজ্য হল। এ হাদীসে দেখুন ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْأَضَاحِيْ قَالَ سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ـ

"হযরত যাইদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ কুরবানী কি ! আল্লাহর রসূল বললেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। সাহাবীগণ আরয করলেন এতে কি আমাদের জন্য কোন সওয়াব আছে ? আল্লাহর রসূল বললেন, প্রত্যেকটি লোমের বিনিময়ে একটি নেকী পাওয়া যাবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ভেড়া ও দুম্বার পশমের কি হুকুম ? আল্লাহর রসূল বললেন, প্রত্যেকটি পশমের জন্যও এক একটি নেকী পাওয়া যাবে।

—(আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, এ পশু কুরবানী বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত এক স্মরণীয় চিহ্ন বা নিদর্শন। সে নিদর্শন কি ? আল্লাহ তাঁর প্রেমিককে ৮৬ বছর বয়সে এক পুত্র সন্তান দান করলেন, সন্তান পেয়ে আল্লাহকে কি তাঁর খলীল ভুলে গেলেন ? তা দুনিয়াবাসীকে নিদর্শন হিসেবে দেখাবার জন্যে খলীলকে নির্দেশ দিলেন, জন-মানবশূন্য এক

www.pathagar.com

মরুময় প্রান্তরে সন্তান ও তার মাকে নির্বাসিন দিতে। না, খলীল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রেমিককে আর এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। তা কি ? তাহল এই যে, সন্তান সবেমাত্র বাপের সাথে দৌড়ে দৌড়ে হাটতে পারে। তা কতইনা আনন্দের ব্যাপার ! পিতা সুদূর সিরিয়া থেকে মাঝে মাঝে মক্কা নগরীতে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্তিলাভ করেন ও দেখে নয়ন জুড়ান। এমনি সময় নির্দেশ এল ছেলেকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে ! না, খলীল এ অগ্নি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ। শিশু পুত্রকে কুরবানী দিবেন আল্লাহর নির্দেশে, পিতা অনুমতি চাইলেন শিশুপুত্রের কাছে। বাহ্, যেমন পিতা তেমনি পুত্র ! পুত্র বললেন, পিতা, আপনি নির্দেশ পালন করুন। আমাকে আপনি ধৈর্যশীলই পাবেন। পিতা পুত্র একমত হয়ে মিনা প্রান্তরে উপস্থিত হলেন উৎসর্গ করতে ও উৎসর্গিত হতে। পিতা নিজের চোখ বেঁধে পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন, চোখ খুলে দেখেন কি ? পুত্র দাঁড়িয়ে। যবেহ হয়েছে এক জান্নাতী দুম্বা। আর মহান আল্লাহ্ এরই নাম দিলেন মহান ফিদিয়া। আর নিজের খলীলের এ মহান কুরবানীর এ স্মৃতিকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখলেন এ খলীলেরই যোগ্য উত্তরসুরী উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে। নিম্নে আল্লাহরই ভাষায় এ কাহিনীটি হৃদয়ঙ্গম করুন।

কুরবানী এক বিরাট স্মরণীয় বিষয়

আজকাল দুনিয়ার সর্বত্র মুসলমানরা যে কুরবানী করে এবং তার ফলে বিরাট উৎসর্গের যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাইল (আ)-এর ফিদিয়া। কুরআনে এ মহান কুরবানীর ঘটনা পেশ করে তাকে ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরবানী প্রকৃতপক্ষে এমন এক সংকল্প, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও জীবন দেয়ার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর এবং তাঁর পথেই তা উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত। এটা এ সত্যেরও নিদর্শন যে, আল্লাহর ইংগিত হলেই বান্দাহ তাঁর রক্ত দিতেও দ্বিধা করে না। এ শপথ, আত্মসমর্পণ ও জীবন বিলিয়ে দেয়ার নাম ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ
اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىْٓ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○

www.pathagar.com

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ
عَظِيْمٍ ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

—"যখন সে (ইসমাঈল) তার সাথে চলাফেরার বয়সে পৌঁছলো তখন ইবরাহীম তাকে বললো, প্রিয় পুত্র ! আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি তোমাকে যেন যবেহ করছি। বল দেখি কি করা যায় ? পুত্র (বিনা দ্বিধায়) বললো, আব্বা ! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা শীগ্‌গীর করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে অবিচল দেখতে পাবেন। অবশেষে যখন পিতা পুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করলো এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল (যবেহ করার জন্যে)। তখন আমরা তাকে সম্বোধন করে বললাম, ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমরা সৎকর্মশীলদের এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। বস্তুত এ এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা বিরাট কুরবানী ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে তাকে (ইসমাঈলকে) উদ্ধার করেছি। আর আমরা ভবিষ্যতের উম্মাতের মধ্যে (ইবরাহীমের) এ সুন্নাত স্মরণীয় করে রাখলাম। শান্তি ইবরাহীমের উপর, এভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমরা এ ধরনের প্রতিদানই দিয়ে থাকি। নিশ্চিতরূপে সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের শামিল।"–(সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১০১-১১১)

অর্থাৎ যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে, ততদিন উম্মাতে মুসলেমার মধ্যে কুরবানীর এ বিরাট স্মৃতি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ফিদিয়া রূপে অক্ষুণ্ন থাকবে। আল্লাহ এ ফিদিয়ার বিনিময়ে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জীবন রক্ষা করেন এ উদ্দেশ্যে যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেন তাঁর উৎসর্গীকৃত বান্দাগণ ঠিক এই দিনে দুনিয়া জুড়ে কুরবানী করতে পারে। এভাবে যেন তারা আনুগত্য ও জীবন দেয়ার এ মহান ঘটনার স্মৃতি জাগ্রত রাখতে পারে। কুরবানীর এ অপরিবর্তনীয় সুন্নাতের প্রবর্তক হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)। আর এ সুন্নাতকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখবে হযরত নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতের জীবনদানকারী মু'মিনগণ।

www.pathagar.com

নবী (সা)-এর প্রতি নির্দেশ

কুরবানী ও জীবনদানের প্রেরণা ও চেতনা সমগ্র জীবনে জাগ্রত রাখার জন্যে নবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

—"বলুন, (হে মুহাম্মাদ !) আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে তারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যকারী।"-(সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

আল্লাহর উপর পাকা-পোক্ত ঈমান এবং তাঁর তাওহীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থই এই যে, মানুষের সকল চেষ্টা-চরিত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট হবে। আর সে ঐসব কিছুই তার পথে কুরবান করে তার ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও জীবন দেয়ার প্রমাণ পেশ করবে।

কুরবানীর প্রকৃত স্থান তো সেটা যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী তাদের নিজ নিজ কুরবানী পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে হজ্জের অন্যতম আমল। কিন্তু মেহেরবান আল্লাহ এ বিরাট মর্যাদা থেকে তাদেরকেও বঞ্চিত করেননি যারা মক্কা থেকে দূরে রয়েছে এবং হজ্জে শরীক হয়নি, কুরবানীর আদেশ শুধু তাদের জন্যে নয় যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, বরঞ্চ এ এক সাধারণ নির্দেশ। এ প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের জন্যে। আর একথা হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন—নবী (সা) দশ বছর মদীনায় বাস করেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করতে থাকেন।-(তিরমিযি, মিশকাত)

নবী (সা) বলেন, যে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।-(জুমউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) ঈদুল আযহার দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছে তাকে পুনরায় কোরবানী করতে হবে। যে নামাযের পরে করেছে তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে ঠিক মুসলমানের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

কুরবানীর ফযীলত ও তাকীদ

নবী (সা) কুরবানীর ফযিলত ও অসংখ্য সওয়াবের উল্লেখ করে বলেন—

১. 'নাহারের দিন' অর্থাৎ যুলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত

www.pathagar.com

করা থেকে ভালো কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়। অতএব মনের আগ্রহসহ এবং সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী কর।-(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা) নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ কুরবানী কি ? নবী (সা) বলেন, এ তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এতে আমাদের জন্যে কি সওয়াব রয়েছে ? নবী (সা) বলেন, তার প্রত্যেক পশমের জন্যে এক একটি সওয়াব পাওয়া যাবে।-(তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, নবী (সা) হযরত ফাতেমা যোহরা (রা)-কে বলেন, ফাতেমা, এসো, তোমার কুরবানীর পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাক। এজন্যে যে, তার যে রক্ত কণা মাটিতে পড়বে তার বদলায় আল্লাহ তোমার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। হযরত ফাতেমা (রা) বলেন, এ সুসংবাদ কি আহলে বায়েতের জন্যে নির্দিষ্ট, না সকল উম্মাতের জন্যে ? নবী (সা) বলেন, আমাদের আহলে বায়েতের জন্যেও এবং সকল উম্মাতের জন্যেও।-(জুমউল ফাওয়ায়েদ)

৪. হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, নবী (সা) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে নামাযে যেতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদুল আযহার নামাযের আগে কিছু খেতেন না। (তিরমিযি, আহমাদ)। তারপর নামায থেকে ফিরে এসে কুরবানীর কলিজী খেতেন।

কুরবানীর মাসায়েল

১. নিয়ত খাঁটি হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কুরবানীর পশু খরিদ করার সময়েই এইরূপ ধারণা করা উচিত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই কুরবানী দেয়া হবে। আর জবাই করার মুহূর্তেও এই ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। এই ধারণাই হল নিয়ত। নিয়তের জন্যে কোন ভাষাতেই পৃথক কোন বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করার আবশ্যকতা নেই।

পক্ষান্তরে যে বা যারা কুরবানী দিচ্ছে তাদের একজনের যদি এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, গোশত খেতে হবে এবং গোশত খাওয়ার জন্যেই কুরবানী দিতে হচ্ছে ; এমনকি এরূপও ধারণা করে যে, কুরবানী তো দেয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু চারদিকে গোশত খাওয়ার হিড়িক, কাজেই কমপক্ষে ছেলে-পেলেদের খাওয়ার জন্যেও কুরবানী না দিলে হয় না, তাই দিচ্ছি। তাহলেও তার এবং তার সাথে যারা শরীক থাকবে তাদের সবার কুরবানীই বাতিল

www.pathagar.com

বলে গণ্য হবে। সুতরাং খুব ধীর স্থিরভাবে এইরূপ চিন্তা করতে হবে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তো নিজের পুত্রকে কুরবানী দেয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বেচ্ছায় এটারই প্রমাণ দিয়েছেন যে, তিনি শুধু পুত্রই নয়, বরং আল্লাহকে খুশী করার জন্যে তার যথাসর্বস্বই কুরবানী দিতে প্রস্তুত; তাহলে আমি সামান্য একটি প্রাণী (অথবা উহার কোন অংশে শরীক থেকে) যবাই করে একথা কেন প্রকাশ করতে পারবো না যে, আমিও আল্লাহকে খুশী করার জন্যে তার দ্বীনের কাজে আমার ধন-দৌলত বিলিয়ে দিতে পিছ পা হব না।—নিশ্চয় পারব। বস্তুত এরূপ চিন্তা করে কুরবানীর নিয়ত করলে ইনশাআল্লাহ নিয়ত শুদ্ধ হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২. কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় নিম্নরূপ দোয়া পড়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذِهِ الْاُضْحِيَّةَ مِنْ ....بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মিন্‌কা ওয়া ইলাইকা। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়া ও মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুস্‌লিমীন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল হাযিহিল্‌ উদ্বহিয়্যাতা মিন্‌-------বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ "হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট থেকে এসেছি এবং তোমার দিকেই আবার ফিরে যাব। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার যাবতীয় সৎকাজ, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই সেই আল্লাহর জন্যে নিবেদিত যিনি সমস্ত আলমের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি কুরবানীর জন্য আদিষ্ট হয়েছি ; আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম। হে আল্লাহ, তুমি এই কুরবানী অমুক----এর পক্ষ থেকে কবুল কর। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

এই দোয়া পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলেই পশুটি জবেহ করতে হবে।
দ্রষ্টব্য ঃ (------) চিহ্ন স্থানে কুরবানীদাতার নাম বলতে হবে।

৩. নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা মুস্তাহাব। কিন্তু না পারলে অন্যের দ্বারা জবেহ করাবে এবং নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভালো। পর্দার ব্যাঘাত হওয়ার আশংকা হলে মহিলাদের জন্যে সামনে উপস্থিত না থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

৪. ছাগল, গরু, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ, উট এই কয় প্রকার গৃহপালিত প্রাণীর কুরবানীর দুরস্ত আছে। এ ছাড়া অন্য কোন হালাল বন্য প্রাণীর দ্বারা কুরবানী দুরস্ত হয় না। গরু, মহিষ ও উটে এক থেকে সাতজন পর্যন্ত শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, কারুর অংশে যেন সাত ভাগের একভাগের চেয়ে কম না হয়। এবং কারুর যেন গোশত খাওয়ার নিয়ত না হয়। এক বা একাধিক ভাগ আকীকারও থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিছক গোশত খাওয়ার নিয়ত যেন না থাকে। সর্বদা স্মরণীয় যে, কারুর গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকলে বা কারুর ভাগে কম হয়ে গেলে সকলের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমত, নিয়ত সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, ঠিক মত ভাগ করার জন্যে দাড়িপাল্লা ব্যবহার করা অপরিহার্য।

৬. প্রাণীর বয়স নিম্নরূপ হতে হবে ঃ

(ক) গরু-মহিষ ঃ কমপক্ষে পূর্ণ দু'বছরের হতে হবে ; কম হলে কুরবানী হবে না।

(খ) উট ঃ কমপক্ষে ৫ পাঁচ বছর পূর্ণ হতে হবে। নতুবা কোরবানী হবে না।

(গ) ভেড়া ও দুম্বা ঃ কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। তবে ৬ মাসের বেশী কিন্তু এক বছরের কম হলেও যদি এমন মোটাতাজা হয় যে, এক বছর বয়স্ক ভেড়া বা দুম্বার মধ্যে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্যই থাকে না, তাহলে তা কুরবানী করলে কুরবানী শুদ্ধ হবে।

(ঘ) ছাগল ঃ বকরী,পাঠা, খাসী নির্বিশেষে পূর্ণ এক বছর বয়স হতেই হবে। হাজার মোটা তাজা হলেও কম বয়সের ছাগল দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

৭. কুরবানীর পশু মোটা-তাজা ও নিখুঁত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ধ, কানা, খোড়া, কান কাটা, লেজকাটা, অত্যন্ত দুর্বল, হিজড়া, দন্তহীন, পাগল ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী করা দুরস্ত নেই। যে পশুর একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের তিন ভাগের এক ভাগ বা আরো বেশী দৃষ্টি শক্তিহীনতা কুরবানী করা দুরস্ত নাই। যে পশুর একটি কানের বা লেজের এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশী কেটে গিয়েছে তার কুরবানীও দুরস্ত নেই।

৮. কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবারস্থ সবাইকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে তোহফা হিসেবে দেবে এবং গরীব মিসকিনকে দান করবে। গরীবদের তিন ভাগের এক ভাগ দান করা মুস্তাহাব। যদি কেউ অল্প কিছু দান করে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না।

মৃত ব্যক্তির নামে যে কুরবানী করা হয় তার গোশতের জন্যও এই একই নিয়ম। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির অছিয়ত অনুসারে যদি কুরবানী করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে তাহলে তার গোশত গরীব-মিসকিন ব্যতীত অন্যের খাওয়া দুরস্ত হবে না।

৯. বিবিধ মাসায়েল

(ক) কুরবানীর চামড়া আজকাল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে দান করা উত্তম। তবে অবস্থা ভেদে যেকোন গরীব মিসকিনকেও দান করা যাবে।

(খ) উক্ত চামড়ার মূল্য মসজিদ নির্মাণ, মেরামত বা অন্য কোন নেক কাজে ব্যয় করা দুরস্ত হবে না।

(গ) চামড়ার মূল্য থেকে গোশত বানাবার কিংবা চামড়া ছিলানোর পারিশ্রমিক দেয়া যাবে না। (অনুরূপভাবে কিছু গোশত দিয়েও গোশত বানাবার পারিশ্রমিক দেয়া যাবে না।) এই পারিশ্রমিক কুরবানীদাতাকে পৃথকভাবে দিতে হবে।

(ঘ) কুরবানী ১০ই যিলহজ্জ তারিখ ঈদুল আযহার নামাযের পরে দিতে হবে। আগে দিলে কুরবানী হবে না। এই সময় থেকে ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কুরবানী দেয়া যাবে। এমনকি এই সময়ের মধ্যে যে দু'টি রাত্রি পড়ে সে সময়ে কুরবানী দেয়া যায়। তবে সতর্কতার জন্য না দেয়াই উত্তম।

(ঙ) কুরবানীর উদ্দেশ্যে খরিদ করা পশু মরে গেলে আরেকটি খরিদ করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হওয়ার পরেও আরেকটি খরিদ করে কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু তা পাওয়া গেলে তাও কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ধনী হলে এরূপ অবস্থায় ফিরে পাওয়া পশুটি কুরবানী করতে হবে না।

(চ) কুরবানীর পশু খরিদ করার পরে তাতে যদি এমন কোন ত্রুটি পাওয়া যায় যাতে কুরবানী দেয়া দুরস্ত হয় না তখন ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হলে তাকে ঐ ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী দিলেই হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ধনী হলে আর একটি ত্রুটিমুক্ত পশু কুরবানী করতে হবে।

(ছ) পশু খরিদ করার পর একাধিক শরীক সংগ্রহ করে কুরবানী করা ধনী ব্যক্তির জন্য বৈধ কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।

(জ) যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় সে কুরবানীর নিয়তে পশু খরিদ করলেই কুরবানী তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(ঝ) ধনী ব্যক্তি কোন কারণে কুরবানী না করলে পশু খরিদ করতে যে পরিমাণ টাকা লাগত তত পরিমাণ টাকা গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান করে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব হবে।

(ঞ) কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু কেনার পরে কুরবানী করা না হলে ঐ পশুটিকেই দান করা ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

(ট) কেউ কুরবানী করার মানত করে থাকলে সেই কুরবানীর গোশত গরীব মিসকিন ছাড়া আর কেউ খেতে পারবে না।

[ধনী বলতে এখানে মালেকে নেছাব বুঝানো হয়েছে। কোরবানীর দিন ভোরে জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ (হাওয়ায়েজে আছলিয়া) বাদে সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা এই মূল্যের অন্য কোন মালের মালিককে মালেকে নেছাব বলা হয় এবং ঐ মূল্যের মালকে বলা হয় নেছাব। আজকাল সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দাম কিন্তু সাড়ে ৫২ টাকা নয়, বরং বাজারের রূপার তোলা কত টাকা থাকে সেই হারে দাম নির্ধারণ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এই পরিমাণ মালের মালিক নয় তাকে বলা হয় গরীব বা দরিদ্র।]

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

ঈদুল ফিতরে ফেরেশতাদের আহবান ঃ

"ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহর ফেরেশতাগণ দুনিয়ার অলিতে গলিতে ঘুরেন এবং ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন ঃ ওহে মুসলমানগণ, পরম করুণাময় প্রভুর দরবারে তাড়াতাড়ি চলো। তোমাদের প্রভু অল্প ইবাদাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং অসংখ্য নেকী দান করে থাকেন। তোমাদেরকে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তোমরা তা পালন করেছ, তোমরা রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্দেগীও করেছ, চলো আজ তার পুরস্কার গ্রহণ কর। অতপর যখন ঈমানদারগণ ঈদের নামায সমাপ্ত করে তখন একজন আহবানকারী তাদেরকে বলতে থাকে ঃ তোমাদের প্রভু তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অসংখ্য গোনাহর বদলে নেকী দান করেছেন। যাও, এখন তোমরা নিষ্পাপ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের রোযাকে কবুল করে নেয়া হয়েছে এবং তোমাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করে দেয়ার ওয়াদাও করা হয়েছে। এই দিনটি প্রতিদানলাভের দিন। আসমানে এই দিনকে বলা হয় 'ইয়াওমুল জাযা' অর্থাৎ প্রতিদানের দিন।"—(তাবারানী)

২

কুরবানীর পুরস্কার ঃ

"মা ফাতেমা, নিজের কুরবানীর নিকটে এসে দাঁড়াও। এর রক্তের যে ফোটা মাটিতে গড়িয়ে পড়বে তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তোমার পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ করে দেবেন। হযরত ফাতেমা (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ এ সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যই, না সকল উম্মাতের জন্যেও ? হযরত (সা) জবাবে বললেন ঃ সকল মুসলমানের জন্যেই একই সুসংবাদ।"—(বাযযার)

www.pathagar.com

জবেহ্ করার বিবরণ

জবেহ কি ?

যে সকল পশু-পাখি বিনা জবেহে খাওয়া দুরস্ত নেই তা শরীয়াত মতে জবেহ করতে হয়। আল্লাহর উদ্দেশ্যে জবেহ করার নিয়তে কোন পশু-পাখির গলার রক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস ও আহারাদি চলাচলের শিরাসমূহ ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কেটে দেয়াকে জবেহ করা বলা হয়। জবেহর শর্ত হল ঃ

(১) প্রাণীটির গোশত ইত্যাদি খাওয়া হালাল হতে হবে।

(২) আল্লাহর নামে জবেহ্ করতে হবে।

(৩) জবেহকারীকে মুসলিম হতে হবে।

(৪) প্রাণীর হলকুমের উপরিভাগে যে একটি বড় কণ্ঠ থাকে তার নিম্নভাগ থেকে কণ্ঠনালী শুরু হওয়ার স্থান পর্যন্ত যে জায়গা তার মধ্যে জবেহকার্য হতে হবে।

জবেহর অন্যান্য মাসায়েল ঃ

১. আল্লাহর নামে জবেহ করার জন্য এই দোয়া পাঠ করতে হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার)

–"আল্লাহর নামে (জবেহ করা) শুরু করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

২. জবেহকৃত জানোয়ারের ৮টি বস্তু হারাম, যথা ঃ

(ক) জবেহ্ করার সময়ে ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্ত,

(খ) পেশাবের থলে,

(গ) অণ্ডকোষ,

(ঘ) লিংগ,

(ঙ) পিত্ত,

(চ) পায়খানার স্থান এবং

৩. অজু অবস্থায় ধারাল ছুরি দিয়ে জবেহ করা মুস্তাহাব।

৪. জবেহ্দাতা ও জবেহে সাহায্যকারী সকলকেই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা দরকার। অবশ্য ভুলক্রমে কারো স্মরণ না থাকলেও জবেহ দুরস্ত হবে।

www.pathagar.com

৫. প্রাণীকে জবেহ করার স্থানে টানা হেচড়া করে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ তাহরীমী।

৬. অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণীর মাথা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেলে জবেহ দুরস্ত হয়ে যাবে এবং মাথা ও ধড় উভয়ই খাওয়া দুরস্ত হবে।

৭. হালাল-হারাম বস্তু খায় এমন পশু-পাখী জবেহ করার পূর্বে কমপক্ষে একদিন একরাত্রি আটকিয়ে রেখে হালাল খাদ্য দেয়া উত্তম।

৮. মাছ জবেহ করার শর্ত নেই।

৯. ইচ্ছা করে আল্লাহর নাম ত্যাগ করে জবেহ করলে সে প্রাণী খাওয়া হারাম।

১০. পানিতে বাস করে এমন প্রাণীদের মধ্যে মৎস বলা হয় বা মাছের আকৃতি বিশিষ্ট জীবসমূহ খাওয়া হালাল। চিংড়ি মাছও হালাল। নাপাক পানিতে বাস করা মাছ হালাল। বাইন মাছ হালাল। খরগোশ, টিড্ডি, হুদহুদ, আবাবিল হালাল। কেঁচো, ইঁদুর, মশা, মাছি, তেলাপোকা, পিপড়া, সাপ ইত্যাদি হারাম।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

'তাহাজ্জুদ' শব্দের অর্থ 'শেষ রাত্রে ওঠা'। শেষ রাত্রে ওঠে যে নামায পড়া হয় তাকে বলা হয় তাহাজ্জুদ নামায। হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর উপর এ নামায ছিল ফরয। কিন্তু প্রতি রাত্রের শেষভাগে উঠে নামায পড়া উম্মাতের জন্যে কঠিন হতে পারে বলে শরীয়াতে এই নামায তাদের জন্য নফল করে দেয়া হয়েছে। তবে এই নামায এত গুরুত্বপূর্ণ যে দুনিয়ায় যারা আল্লাহর অলী হয়েছেন তারা সকলেই এই নামাযের বরকতে আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

হযরত নবী (সা) কখনো এই নামায তরক করেননি। কোন ওযর বশত যথা সময়ে পড়তে না পারলে তিনি এটা কাযা করে নিতেন। এই নামায তাঁর এতদূর প্রিয় ছিল যে, এই নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর কদম মোবারক ফুলে যেত। কিন্তু তবুও তিনি এই নামাযের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও অলসতা দেখাননি। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, হযরত মুগীরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تُوْمِرَتْ قَدَمَاهُ - قِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا -

www.pathagar.com

–"হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রসূল (সা) রাত্রে এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তাঁর পবিত্র চরণ দু'খানি ফুলে উঠত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি এরূপ কেন করছেন ? আপনার অগ্র-পশ্চাত সব গোনাহই তো মার্জনা করা হয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ আমি কি আল্লাহর শোকরগোজার বান্দা হব না ?

এছাড়া আবু দাউদ ও নাসা'ঈ শরীফের হাদীসে আছে ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ فَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنَّ اَبٰى فَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

–"হযরত রসূল (সা) বলেন ঃ ঐ পুরুষ ব্যক্তিকে আল্লাহ রহমত করুন যে রাত্রে উঠে নিজে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে এবং নিজ স্ত্রীকে জাগিয়ে উক্ত নামায পড়ায়। আর যদি সে উঠতে না চায় তাহলে সে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে উঠায়। আল্লাহ ঐ প্রকার স্ত্রীলোকের উপরও রহমত বর্ষণ করেন যারা রাত্রে উঠে নিজেরা তাহাজ্জুদ নামায সম্পন্ন করে এবং স্ব স্ব স্বামীকেও জাগ্রত করিয়ে নামায পড়ায়।—যদি তারা উঠতে না চায় তাহলে তারা তাদের মুখের উপর পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে দেয়।"

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নিয়ম

ওয়াক্ত ঃ ইহার ওয়াক্ত রাত্র দুপুরের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত।

নিয়ম ঃ এই নামায ৪ থেকে ১২ রাকা'আত পর্যন্ত পড়া যায়। এটা পড়া নফল। দুই রাক'আত করে পড়া উত্তম। হযরত নবীয়ে করীম (সা) ইহা কখনো ৪, কখনো ৮ এবং কখনো ১২ রাকা'আত পড়েছেন।

নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই ছালাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি— আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের সুন্নাত নামায আদায় করছি— আল্লাহু আকবার।

প্রথমে মনে মনে ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে তাহাজ্জুদের দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

সূরা কেরাআত ঃ

প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে কোন্ সূরা পড়তে হবে তার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। তবে কোন কোন বুজর্গ প্রথম রাক'আতে সূরা এখলাস ১২ বার দ্বিতীয় রাক'আতে ১১বার, তৃতীয় রাক'আতে ১০ বার এমনি করে শেষ রাক'আতে ১বার পড়তেন। কেউ কেউ সূরা ইয়াসীন, কেউ কেউ সূরা মুয্যাম্মিল পড়তেন। তাহাজ্জুদ পড়ার পরে ফজরের পূর্বে কিছু সময় শয়ন করা মুস্তাহাব।

দোয়া ও তাসবীহ ঃ

হাদীসে আছে যে, হযরত নবীয়ে করীম (সা) যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠতেন তখন অজু করার পর নিম্নলিখিত দোয়া ও তাসবীহ পড়তেন ঃ

দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ـ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ اِهْدِنِىْ بِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ
الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরা'ঈলা ওয়া মীকা'ঈলা ওয়া ইসরাফীলা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি 'আলিমাল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখতালিফূন।

www.pathagar.com

ইহ্‌দিনী বিমা আখ্‌লাফতু ফীহি মিনাল হাককি বি'ইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশা'উ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম।

অর্থ ঃ "জিবরা'ঈল, মীকা'ঈল ও ইসরাফীলের রব, সমস্ত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী হে আল্লাহ ! তোমার বান্দারা যে সকল বিষয়ে মতানৈক্য করছে তুমি তার ফায়সালা করে দিচ্ছ। যে সত্য হতে আমি সরে যাচ্ছি সেই সত্য তুমি আমাকে ইচ্ছা করে দেখাও। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা কর তাকে তুমি সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করছ।"

তাসবীহ ঃ

এরপর হযরত নবী (সা) নিম্নরূপ তাসবীহ পড়তেন ঃ

০ দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ *(আল্লাহু আক্‌বার)*–"আল্লাহ মহান।"

০ দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌)*–"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।"

০ দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ *(সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহী)*

–"পবিত্রতা ঘোষণা করি আল্লাহর এবং তার প্রশংসা করি।"

০ দশবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ *(সুব্‌হানাল মালিকিল কুদ্দুস)*

–"মহাপবিত্র শাহানশাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

০ দশবার اَسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ *(আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ)*

–"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

০ একবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

–"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল।"

০ একবার

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَمِنْ ضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন দ্বীকিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়া মিন্‌ দ্বীকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ)

www.pathagar.com

—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া এবং কিয়ামত দিবসের চাপ ও সংকীর্ণতা থেকে পানা চাই।"

এই দোয়া ও তাসবীহসমূহ পড়ার পর হযরত নবী (সা) তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল হতেন এবং নামাযান্তে পুনরায় আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া ও মোনাজাত করতেন।

আল্লাহ্ আমাদের হযরত নবী (সা)-এর পায়রুবী করার তাওফিক দিন। আমীন।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন :

(১)

সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নামাযের পুরস্কার :

"যে ব্যক্তি (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে) দিন ও রাত্রে ফরয ব্যতীত ১২ রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়ে তার জন্যে জান্নাতে একখানি গৃহ নির্মাণ করা হয়।"--(মুসলিম)

(২)

নফল নামাযের পুরস্কার :

"যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায অন্তে ছয় রাকা'আত নফল নামায পড়ে সে ব্যক্তি ১২ বছর ইবাদাত করার ছওয়াব পায়।—অবশ্য যদি সে উক্ত নামাযের মাঝে কোন বাজে কথা না বলে থাকে।"—(ইবনে মাজা)

(৩)

সুন্নাত বা নফল নামায বাসগৃহে পড়ার উপকার :

"মসজিদে (ফরয) নামায অন্তে বাসগৃহেও কিছু (সুন্নাত বা নফল) নামায পড়ো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সে নামাযের প্রতিদানে বাসগৃহের মংগল সাধন করবেন।"—(মুসলিম)

(৪)

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত :

"(তাহাজ্জুদ নামাযে) রাত্র জাগরণ তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ; কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক্কার বান্দাদের অনুসৃত তরীকা, তোমাদের পরোয়ারদেগারের নৈকট্যলাভের মাধ্যম। গোনাহ মাফের উপায় এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার পথ।"--(তিরমিযি)

www.pathagar.com

সালাতুল ইশরাক বা ইশরাকের নামাযের বিবরণ

ইশরাকের নামায নফল। সূর্য উদয়ের পর থেকে দু'ঘন্টা পর্যন্ত এই নামাযের সময়।

ইশরাকের ফযীলত

ফজরের নামায আদায় করে আল্লাহর ধ্যানে বসে থেকে সূর্য উদয়ের পর ৪ রাকা'আত ইশরাকের নামায পড়লে একটি হজ্জ ও একটি উমরার ছওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক তার ঐ দিনের যাবতীয় নেক মকসূদ পূর্ণ করে দেন এবং তার জন্যে জান্নাতে ৭০টি বালাখানা নির্মাণ করার আদেশ দিয়ে থাকেন। এই নামায নিম্নে দু' রাক'আত এবং উর্ধে ৬ রাকা'আতও পড়া যায়। আবার ইচ্ছা করলে অধিকও পড়া যায়।

ইশরাকের নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতিল ইশ্‌রাকি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি-আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্'আত ইশরাকের নামায আদায় করছি-আল্লাহু আকবার।

এই নামায দু'রাক'আত করে পড়তে হয়। তাই মনে মনে এইরূপ ধারণা করবে যে, আমি কেবলামুখী হয়ে ইশরাকের দু' রাক'আত নফল নামায পড়ছি। এই ধারণা করেই 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

সূরা ফাতিহার সাথে যেকোন সূরা মিলিয়েই এই নামায পড়া যায়। বিশেষ কোন সূরা মিলাতে হবে এমন কোন কথা নেই।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

ইশরাকের পুরস্কার সোনার মহল ঃ

"যে ব্যক্তি ইশরাকের ১২ রাকা'আত নামায পড়বে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে সোনার মহল তৈরী করে দেবেন।"-(তিরমিযি ও ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

চাশতের নামাযের বিবরণ

চাশতের নামায ৪ রাকা'আত। এটা নফল। ইশরাকের নামাযের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাযের সময়। এটা কমপক্ষে দু' রাক'আত পড়া যায়।

চাশতের নামাযের ফযীলত

হাদীস শরীফে আছে, "যারা চাশতের নামায পড়বে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হতে থাকবে।" কোন কোন অলীয়ে কামেল বলেছেন ঃ "দু'টি জিনিস কখনো একত্র হতে পারে না ; একটি চাশতের নামায এবং অন্যটি দরিদ্রতা।" অর্থাৎ যথারীতি চাশতের নামায আদায় করলে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহ্ তার অবস্থা দিন দিনই সচ্ছল করতে থাকবেন।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ হে আদম সন্তান ! তোমরা দিনের প্রথম ভাগে চার রাকা'আত নামায কেবল আমার উদ্দেশ্যেই পড়। আমি তোমার জন্য ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থা করব।"–(তিরমিযী)

চাশতের নামাযের নিয়ত

প্রথমে মনে মনে এইরূপ ধারণা করবে যে, "আমি কেবলামুখী হয়ে চাশতের ৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় করছি।" তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। এই নামাযেও সূরা ফাতিহার পরে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়ার নিয়ম নেই। যে কোন সূরা মিলিয়েই পড়া যাবে।

সালাতুল আউয়াবীন বা আউয়াবীন নামাযের বিবরণ

আউয়াবীন নামায নফল। তা মোট ৬ রাকা'আত। দু' দু' রাক'আত করে আদায় করতে হয়। মাগরিবের সুন্নাতের পর থেকে এশার ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাযের সময়। তা ঊর্ধে ২০ রাকা'আত পর্যন্ত পড়া যায়।

আউয়াবীন নামাযের ফযীলত

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ৬ রাকা'আত আউয়াবীন নামায পড়বে সে রাত্রে নফল নামায ও দিনে রোযা রাখা সহ ১২ বছর ইবাদাত করার সমান সওয়াব লাভ করবে।

www.pathagar.com

আউয়াবীন নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اَوَّبِيْنِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতিল আউয়াবীনি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্'আত আউয়াবীনের নামায আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।

প্রথমে এইরূপ ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু'রাক'আত নফল আউয়াবীন নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

এই নামাযেও সূরা ফাতিহার পরে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়তে হবে এমন কোন শর্ত নেই।

আউয়াবীন নামাযান্তে পড়ার দোয়া

আউয়াবীন নামায শেষ করে নিম্নলিখিত দোয়াটি একবার পড়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি, ছাব্বিত কালবী আলা দ্বীনিকা)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর কায়েম রাখ।"

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

আউয়াবীন নামাযের পুরস্কার ঃ

"যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায সম্পন্ন করে ছয় রাকা'আত (নফল এইরূপে) আদায় করবে যে, উহাদের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা উচ্চারণ করবে না, তার জন্য তাকে বার বছর ইবাদাতের সওয়াব দেয়া হবে।"—(তিরমিযী)

www.pathagar.com

তাহিয়্যাতুল উযূ নামাযের বিবরণ

যখন অজু করা হয় তখন অজুর প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে দু' রাক'আত নামায পড়া নফল। ইহার সওয়াব অত্যন্ত বেশী।

তাহিয়্যাতুল অযূ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةُ الْوَضُوْءِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকআতাই ছালাতি তাহিয়্যাতুল্ ওয়াযুই সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল অযুর সুন্নাত নামায আদায় করছি–আল্লাহু আকবার।

প্রথমে এইরূপ ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত নফল নামায পড়ছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। এই নামাযের জন্যও কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই।

দুখূলুল মসজিদ নামাযের বিবরণ

'দুখূলুল মসজিদ'-এর অর্থ হলো মসজিদে প্রবেশ করা। নামায 'আফযালুল ইবাদাত' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত এবং মসজিদই হলো তার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান। এ কারণে মসজিদে প্রবেশ মাত্র অন্য কোন নামায পড়ার উদ্দেশ্য না থাকলে দু' রাক'আত নামায পড়া উত্তম। ইহা নফল। কিন্তু সওয়াব অফুরন্ত।

যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই নামায পড়তে হয়। তবে মাকরূহ তাহরীমী বা নিষিদ্ধ সময়ের কথা স্বতন্ত্র। যখন সূর্য উদয় হতে থাকে, যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সময়ে নফল, সুন্নাত, ফরয, ওয়াজিব—কোন নামাযই পড়া যায় না।

দুখূলুল মসজিদ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতি দুখুলিল্ মাসজিদি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি –আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্'আত দুখূলুল মসজিদ নামায আদায় করছি–আল্লাহু আকবার।

মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে এরূপ ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত দুখূলুল মসজিদ নফল নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করতে হবে।

এই নামাযেও সূরা ফাতিহার সাথে নির্দিষ্ট কোন সূরা মিলাবার শর্ত নেই। যে কোন সূরা মিলিয়ে পড়লেই চলবে।

সালাতুল হাজাত বা বিপদ হতে মুক্তিলাভের নামাযের বিবরণ

কোন বিপদ বা অভাব-অনটনে পতিত হলে দু' রাক'আত নফল নামায আদায় করে বিপদ বা অভাব হতে মুক্তিলাভের জন্য দেল গলিয়ে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে হয়। এতে আল্লাহর অনুগ্রহে বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং অভাব মোচন হয়।

এটাকে সাধারণত 'সালাতুল হাজাত' বলা হয়। 'হাজাত' মানে প্রয়োজন, অভাব। এই নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। ইহা নফল এবং মাত্র দু'রাক'আত। নিষিদ্ধ সময় বাদ দিয়ে যে কোন সময়ে যে কোন পাক জায়গায় এই নামায পড়া যায়।

সালাতুল হাজাতের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْحَاجَاتِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতিল্ হাজাতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি–আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্'আত ছালাতুল হাজাত আদায় করছি–আল্লাহু আকবার।

প্রথমে মনে মনে এইরূপ ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত নফল সালাতুল হাজাত আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

এই নামাযের জন্যও নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই।

www.pathagar.com

সালাতুশ শোক্‌র বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামাযের বিবরণ

আমরা নিজেরা কোন শক্তির মালিক নই। আমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে যখন শক্তি পাই তখনই কাজ করতে পারি। সুতরাং যখনই আমরা কোন নেক কাজ সম্পন্ন করি, তখন আল্লাহ্ পাক আমাদের তাওফীক অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ্য ও সুযোগ দান করেন বলেই আমরা সে কাজটি করতে পারি। এ কারণে কোন নেক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করার জন্য দু' রাকা'আত নফল নামায আদায় করা হয় এবং নামায অন্তে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোয়া করা হয়।

নামাযের জন্য প্রথমেই ধারণা করতে হবে যে, আমি অমুক নেক কাজটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে দু' রাকা'আত নফল নামায কেবলামুখী হয়ে আদায় করছি। অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করতে হবে। এ নামাযের জন্যেও কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই। সূরা ফাতিহার সংগে যেকোন সূরা মিলিয়ে পড়লেই হবে।

এস্তেখারার নামাযের বিবরণ

'এস্তেখারা'র মানে হল কোন্ কাজ মংগলজনক হবে তা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে জানার জন্য দোয়া করা। এইরূপ দোয়ার পূর্বে দু' রাক'আত নফল নামায আদায় করা হয়।

এস্তেখারার নামাযের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা হয় তখন উহা প্রকৃতপক্ষে ভালো হবে, না মন্দ হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ বা ইতস্তত ভাব দেখা দিলে সাধারণত এশার নামায অন্তে তওবা ও এস্তেগফার পড়ে এই নামায আদায় করবে। প্রথমে ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। এ নামাযের জন্যও কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই। নামায শেষে নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করে ডান কাতে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকবে এবং কাজটি করা ভালো হবে, না মন্দ হবে তৎসম্পর্কে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে স্বপ্নযোগে কোন ইংগিত পাবে অথবা যেটি ভালো হবে তার প্রতি মন অধিক মাত্রায় ধাবিত হবে। যদি একেবারে কিংবা এক রাত্রিতে না হয়। তাহলে তিনবার এস্তেখারা করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বুঝতে পারবে।

www.pathagar.com

ইস্তেখারা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ اسْتِخَارَتِ سُنَّةِ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতিল ইস্তিখারাতি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্আত এস্তেখারার সুন্নাত নামায আদায় করছি–আল্লাহু আকবার।

এস্তেখারার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ اَوْ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَقَدِّرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ اَوْ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَقَدِّرْهُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইল্মিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদ্রাতিকা ওয়া আস্আলুকা মিন্ ফায্লিকাল আযীমে। ফাইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আলামু ওয়া আন্তা আল্লামুল্ গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তালামু আন্না হাযাল্ আম্রা খাইরুল্লী ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়াইয়া ওয়া মা'আশী আও আকিবাতি আম্রী ফাকাদ্দিরহু লী ওয়া ইয়াস্সিরহু লী ছুম্মা বারিক্ লী ফীহি। ওয়া ইন্ কুন্তা তালামু আন্না হাযাল আম্রা শার্রুল্লী ফী দ্বীনী ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া মা'আশী আও 'আকিবাতি আমরী ফাছরিফ্হু আন্নী ওয়াছরিফ্নী আন্হু ওয়া কাদ্দিরহু লীল খায়রা হাইছু কানা ছুম্মা রাদ্দিনী বিহ।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার জ্ঞানের উপর ভরসা করে আমি তোমার নিকট মংগল কামনা করি এবং তোমার ক্ষমতার উপর ভরসা করে আমি ক্ষমতা প্রার্থনা করি। এবং আমি তোমার অপার মেহেরবানীর একটুখানি ভিক্ষা চাই। নিশ্চয়ই তুমি শক্তির মালিক। আমার কোন শক্তি নেই। তুমি সবকিছু অবগত আছ। আমি কিছুই অবগত নই। তুমি ত মহান আলিমুল গাইব। হে আল্লাহ ! যদি তুমি জান যে, এই বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার দুনইয়া, আমার জীবিকা এবং শেষ পরিণতির দিক দিয়ে আমার জন্য কল্যাণকর, তাহলে উহা করার শক্তি আমাকে দাও, উহা আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার জন্যে উহাতেই বরকত দান কর। আর যদি জান যে, এই বিষয়টি আমার দ্বীন, আমার দুনইয়া, আমার জীবিকা এবং শেষ ফলের দিক দিয়ে আমার জন্যে ক্ষতিকর তাহলে উহা আমার নিকট থেকে সরিয়ে নাও এবং আমাকেও উহার নিকট থেকে দূরে রাখ। আর যে কাজে কল্যাণ আমাকে সেই কাজেরই শক্তি দান কর এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।"

মনে রাখতে হবে, যদি কেউ উক্ত দোয়া না জানে তাহলে উহার বাংলা অনুবাদে যা বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

ছালাতুল কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের নামাযের বিবরণ

সূর্য গ্রহণকে আরবীতে বলা হয় 'কুসূফ'। তাই এই নামাযকে 'ছালাতুল কুসূফ' বলা হয়। যখন সূর্য গ্রহণ শুরু হবে তখন দু'রাকা'আত নফল নামায পড়তে হয়। ইহা জামা'আতে বা একা একা পড়া যায়। তবে মসজিদে বা ময়দানে আযান-একামাত ছাড়া জামা'আতে পড়া উত্তম। নামায অন্তে গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাছবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকারে মশগুল থাকা উত্তম।

সূর্য আল্লাহর একটি সৃষ্টি। এটা এই দুনিয়ার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এর তাপ যে কত প্রচণ্ড ও সীমাহীন তা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে তার সামান্য একটু তাপে আমরা কতই না অস্থির হয়ে যাই। অথচ এই প্রকাণ্ড সৃষ্টিকেও আল্লাহ পাক মাঝে মধ্যে অন্য একটি সৃষ্টির দ্বারা ঢেকে দিয়ে তার ক্ষমতার সামান্য একটু নিদর্শন আমাদের দেখান। আর তা দেখাবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন সেই মহাশক্তিমান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তার হুকুম-আহকাম মেনে চলি। স্মরণীয় যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক চন্দ্র গ্রহণের মাধ্যমেও আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সুতরাং গ্রহণের সময়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথমে নামায আদায় করতে হবে। তারপর নিজেদের গোনাহখাতা মার্জনার জন্যে দোয়া করতে হবে এবং তাসবীহ তাহলীল ও যিকর আযকারে লিপ্ত থাকতে হবে।

ছালাতুল কুসূফের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْقُسُوْفِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতিল খুসূফি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্আত খুসূফের সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এই নামাযের জন্যেও প্রথমে এরূপ ধারণা করবে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু' রাকা'আত কুসূফের নামায নফল হিসেবে আদায় করছি। অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করবে।

আরও মনে রাখতে হবে যে, যখন কোন আসমানী বালা আসবে, ভীষণ মহামারী অথবা ঝড়-বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি শুরু হবে তখন যথাশীঘ্র দু'রাকা'আত নফল নামায পড়ে আল্লাহর নিকট তওবা করে গোনাহখাতা মার্জনার জন্যে দোয়া করতে থাকবে এবং বিপদ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল, এস্তেগফার ও যিকিরে মশগুল থাকতে হবে।

ছালাতুল খুসূফ্ বা চন্দ্র গ্রহণের নামাযের বিবরণ

আরবীতে একে বলা হয় 'ছালাতুল খুসূফ'। ছালাতুল কুসূফের ন্যায় এই নামাযও নফল এবং দু'রাকা'আত মাত্র। এটা চন্দ্র গ্রহণের সময় পড়তে হয়। তা নিজ নিজ গৃহে বসে পড়তে হয় এবং নামায অন্তে গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কুরআন পাক তেলাওয়াত তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির আযকারে লিপ্ত থাকা উত্তম। এই নামাযের পরেও আল্লাহর সর্বময় মহান ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করে নিজেদের গোনাহ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

www.pathagar.com

ছালাতুল খুসূফের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুন আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতাই ছালাতিল খুসূফি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্আত খুসূফের সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এই নামাযের নিয়তেও মনে মনে এরূপ বলবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু' রাকা'আত চন্দ্র গ্রহণের নফল নামায আদায় করছি। অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

ছালাতুল ইস্তিস্কা বা বৃষ্টির নামাযের বিবরণ

বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করাকে বলা হয় 'ইস্তিস্কা'। এ কারণে আরবীতে এই নামাযকে 'ছালাতুল ইস্তিস্কা' বলা হয়।

এর কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই। তা দুই রাকা'আত এবং নফল।

যখন বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ফসলাদি নষ্ট হতে শুরু করে এবং গাছপালা ও জীব জানোয়ারের কষ্ট হতে থাকে এবং মানুষের নানারূপ কষ্ট হতে থাকে তখন এই নামায পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়। এলাকার সবাই মাঠে গিয়ে আযান-একামাত ছাড়া, ইমামের পেছনে প্রকাশ্য কেরা'আত সহকারে এই নামায পড়বে। নামায শেষ করে ঈদের খুৎবার ন্যায় দু'টি খুৎবাও দিবে। এবং খুৎবার পরে নিম্নলিখিত ইস্তেসকার দোয়া, দরূদ ও এস্তেগফার পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করবে। এতে ইনশাআল্লাহ্ রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে।

ছালাতুল ইস্তিস্কার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুন আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্‌আতাই ছালাতিল ইস্‌তিস্‌কাসি সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্‌আত ইস্‌তিস্‌কার সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এই নামাযের নিয়তের সময়ে মনে মনে একথা বলবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু'রাকা'আত ইস্তেসকার নফল নামায আদায় করছি। তারপরে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। এই নামাযের আগে সকল মুসলমানকে নিজ নিজ ছগীরা কবীরা সকল প্রকার গোনাহর জন্যে তওবা করতে হবে। কোন অমুসলমান যাতে করে নামাযের ময়দানে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এছাড়া মোনাজাতের পূর্বে ইমাম সাহেব তার গায়ের চাঁদর উপর-নীচ করে দু'হাত দিয়ে উল্টিয়ে দেবেন। তারপর মোনাজাতের সময়ে পশ্চিম মুখী হয়ে নিজ নিজ হাত মাথা বরাবর উঁচু করে দেল গলায়ে দোয়া করবে। (অবশ্য অন্য কোন মোনাজাতের সময়ে হাত ছিনার চেয়ে উপরে তোলার নিয়ম নেই।)

ইসতিসকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ رَائِثٍ مُّمَرِّعًا النَّبَاتِ۔ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَاَنْزِلْ رَحْمَتَكَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসকিনা গাইছাম মুগীছাম মারীআন নাফিআন গায়রা দররিন আজিলান গায়রা আযিলিন রা'ইছিম মুমাররিয়ান নাবাত। আল্লাহুম্মা আসকি ইবাদাকা ও বাহাইমাকা ওয়া আনজিল রাহমাকাকা আহয়ি বালাদাকাল মায়্যিতা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! অবিলম্বেই তুমি আমাদের এমন বৃষ্টি দান কর যা হবে অত্যন্ত সয়লাবকারী। উর্বরতাদানকারী, ফলদায়ক এবং অধিকমাত্রায় ফসল ও ফল-ফলাদি জন্মিবার কারণ—অতি বিলম্বে, ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর বৃষ্টি তুমি দান করো না। হে আল্লাহ ! তুমি নিজ বান্দাদের ও

www.pathagar.com

জীবজন্তুসমূহের উপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ কর। তুমি তোমার রহমত নাযিল কর এবং মৃত জমিনকে তুমি জীবিত করে দাও।"

ছালাতুত্তাস্‌বীহ্ বা তাসবীহ্‌র নামাযের বিবরণ

আরবীতে ইহাকে 'ছালাতুত তাসবীহ্' বলা হয়। হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ছালাতুত তাসবীহ পড়বে আল্লাহ পাক তার ছগীরা-কবীরা, জাহেরী-বাতেনী, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জানা-অজানা সকল গোনাহ্ মার্জনা করে দেবেন। হযরত (সা) তাঁর চাচা হযরত আববাস (রা) কে বললেন ঃ চাচাজান আপনার উভয় জাহানের কল্যাণের জন্যে কোন বিষয় শিক্ষা দিব কি ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হাঁ, অবশ্যই। তখন হযরত নবী (সা) বললেন ঃ আপনি এই দোয়া দ্বারা ৪ রাকা'আত নফল নামায পড়ুন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুবাহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

সুতরাং সম্ভব হলে প্রত্যহই এই নামায একবার পড়া উচিত। আর সম্ভব না হলে সপ্তাহে একবার, তাও না পারলে মাসে একবার, তাও না পারলে বছরে একবার এবং তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে একবার পড়া একান্তই কর্তব্য। বস্তুতঃ এমন নেকীর কাজ কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই জীবিত থাকতে তরক করতে পারে না।

এ নামাযের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। সুযোগমত যে কোন সময়েই পড়া যায়। এটা মোট ৪ রাকা'আত এর নিয়তে মনে মনে শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে ৪ রাকা'আত নফল নামায পড়ছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বল তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে।

ছালাতুত্তাস্‌বীহ্‌র নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায় রাক্আতি ছালাতিত্তাস্বীহ সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে চার রাক্আত ছালাতুত্তাস্বী সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

নিয়ম ঃ

১ম রাকা'আতে ছানা এবং 'আউযবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' ও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ার পরে ও সূরা ফাতিহার পূর্বে উপরোক্ত 'তাসবীহ' ১৫ পনর বার পড়বে। তারপর সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা মিলাবার পরে ঐ তাসবীহ ১০ দশ বার পড়বে। এরপরে রুকূতে গিয়ে রুকূর তাসবীহ শেষ করে ঐ অবস্থাতে ঐ তাসবীহ ১০ দশবার পড়বে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাড়াবে। তারপর সেজদায় না গিয়ে ঐ দাড়ানো অবস্থায়ই উহা ১০ বার পড়বে। অতপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় যাবে। ১ম সেজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) শেষ করে মাথা না তুলে ঐ তাসবীহ ১০ বার এবং দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সেজদার তাসবীহ শেষ করেও ঐ অবস্থায় ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বে। এভাবে ১ম রাকা'আতের মধ্যেই উক্ত তাসবীহ মোট ৭৫ বার পড়া হবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাড়িয়ে সূরা ফাতিহার পূর্বে ১৫ বার, কেরাত শেষে ১০ বার, রুকূ শেষে ১০ বার রুকূ থেকে উঠে ১০ বার, ১ম সেজদা শেষে ১০ বার দুই সেজদার মাঝে ১০ বার এবং দ্বিতীয় সেজদা শেষ ১০ বার—এভাবে মোট ৭৫ বার পড়া হবে। 'আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে তৃতীয় রাকা'আতেও এইভাবে ৭৫ বার এবং ৪র্থ রাকা'আতেও ৭৫ বার উক্ত তাসবীহ পড়া হবে। এতে করে ৪ রাকা'আতে মোট ৭৫. ৪ = ৩০০ (তিন শ') বার তাসবীহ পাঠ করা হবে। বস্তুত এত অধিক সংখ্যক 'তাসবীহ'র জন্যই এই নামাযকে তাসবীহ'র নামায বলা হয়।

কোন কোন কিতাবে এরূপ আছে যে, এই নামাযের ১ম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা 'ইযা যুলযিলাতিল আরদ' দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা 'আলহাকু মুত্তাকাছুর', তৃতীয় রাকা'আতে সূরা 'ইয়া আইউহাল কাফিরুন' এবং ৪র্থ রাকা'আতে সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

(ক্ষমার রজনী) শবে বরাত

শাবান মাসের ১৫ তারিখের (১৪ তারিখ দিবাগত) রাতকে শবে বরাত বলা হয়। 'শব' অর্থ 'রাত' এবং 'বরাত' অর্থ 'ক্ষমা'। রসূলুল্লাহ (সা) এ রাতের নামকরণ করেছেন "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান" (মধ্য শাবানের রাত)। এটি একটি পুন্যময় রাত। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, এক রাতে আমি নবী (সা)-কে বিছানায় না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি (জান্নাতুল) বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে আকাশের দিকে মাথা উঠানো অবস্থায় দেখলাম। তিনি বলেন, হে আয়েশা ! তুমি ধারণা করেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার প্রতি যুলুম করেছেন ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি তদ্রূপ ধারণা করিনি। তবে আমি মনে করেছি আপনি হয়ত আপনার অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। নবী (সা) বলেন, আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে পৃথিবীর নিকটতর আকাশে অবতীর্ণ হন, অতপর কাল্ব গোত্রের মেষপালের পশমগুলোর চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন।-(তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২ ; ইবনে মাযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯ ; মিশকাত, পৃ. ১১৪ ; আরবী সংস্করণ)। অপর বর্ণনায় আছে, আমি তাকে বাকী আল-গারকাদে গিয়ে তাঁকে মু'মিন নারী-পুরুষ ও শহীদদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় পেলাম (মাসাবাতা বিস-সুন্নাহ, পৃ. ৮৫)।

আলী (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, মধ্য শাবানের রাত এলে তোমরা ইবাদতে (নামাযে) দাণ্ডায়মান হও। অতপর দিনের বেলা রোযা রাখ। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঐ রাতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিটকতর আকাশে অবতরণ করেন, অতপর বলেন ঃ কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করব, কে রিযিকপ্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দান করব ; কে আছ বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদমুক্ত করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোর হওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ আহ্বান করতে থাকেন।-(ইবনে মাযা, পৃ. ৯৯ ; মিশকাত, পৃ. ১১৫)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ এ রাতে দোয়া করলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। আরো জানা গেল যে, ১৫ তারিখে রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

আবু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মধ্য শাবানের রাতে (১৪ শাবান দিবাগত রাতে) আল্লাহ তাআলা উদ্ভাসিত হন এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করেন, অংশীবাদী পৌত্তলিক, হিংসুক ও

www.pathagar.com

আত্মহত্যাকারী ছাড়া (ইবনে মাযা, পৃ, ৯৯ ; মিশকাত ১১৫ ; মুসনাদে আহ্মাদে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

আমাদের এতদঞ্চলে এ রাতটি ভাগ্য রজনী বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এর ভিত্তি হল একটি মুরসাল হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ আগামী বছর যত মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং যত মানব সন্তান মারা যাবে তা এ রাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তুলে নেয়া হয় এবং তাদের রিযিক অবতীর্ণ হয়।-(ইমাম বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীর ; মিশকাত, পৃ. ১৫৫)।

কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল ও সহীহ হাদীসের বিপরীতে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি মুরসাল হাদীস অর্থাৎ একজন তাবিঈর বক্তব্য এবং এর সনদসূত্র নবী (সা) পর্যন্ত পৌছেনি।-(ইবনে কাসীর) তবে শাবান মাসের বিশেষ মর্যাদা আছে। মহানবী (সা) এ মাসে সর্বাধিক সংখ্যক নফল রোযা রাখতেন।

www.pathagar.com

শবে কদর
(ভাগ্য রজনী, মহিমান্বিত রজনী)

শবে কদরের ফযীলাত বা মরতবা অপরিসীম। কুরআন মজীদের দুই স্থানে এই রাতের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এ রাতেই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। এ রাতেই আল্লাহ তাআলা মানবজাতিসহ তাঁর সৃষ্টিকূলের আগামী এক বছরের কার্যক্রম তাঁর ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করেন। আগামী বছর কত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে, কত মানুষ মরবে, কে ভাগ্যবান হবে, কে দুর্ভাগ্যের শিকার হবে, কে পর্যাপ্ত রিযিক পাবে, কার রিযিক অপর্যাপ্ত হবে, কে ভালো কাজ করবে, কে খারাপ কাজ করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত এ রাতে ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করা হয়। তাই এই রাত ভাগ্য রজনী হিসেবে গণ্য। এই রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে তাই এই রাত মহিমান্বিত রাত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "রমযান মাস, এতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫ এ আয়াত থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে, কুরআন মজীদ রমযান মাসে নাযিল হয়েছে।

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। নিশ্চয় আমি এটা নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে স্থিরিকৃত হয়, আমার আদেশক্রমে।"-(সূরা দোখান ঃ ১-৫)। সূরা আল বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে কুরআন মজীদ রমযান মাসে নাযিল হয়েছে, কিন্তু কোন্ সময়টিতে নাযিল হয়েছে বলা হয়নি। সূরা দোখানের উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মজীদ এক বরকতময় রাতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু বরকতময় রাত কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এতটুকু বুঝা যায় যে, সে রাতটি রমযান মাসেই হবে। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে আরো একটি বিষয় জানা যায় যে, এ রাতে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরিকৃত হয়। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের তাফসীরকারগণ বলেন যে, এ রাতে সৃষ্টিকূলের আগামী এক বছরের ভাগ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়। সৃষ্টিকূলের রিযিক, কত মানুষ জন্মাবে, কত মানুষ মারা যাবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নির্ধারিত করে তা কার্যকর করার জন্য ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করা হয়। অতএব ভাগ্যরজনী বলতে যা বুঝায় তা এই বরকতময় রাতটিই শবে বরাত নয়।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ "নিশ্চয় আমি কুরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। আর লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে তুমি কি জান ? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। উক্ত রাতে ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয় প্রতিটি কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।"-(সূরা আল কদর ঃ

www.pathagar.com

১-৪) এ আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় ঃ (১) কুরআন মজীদ লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে, (২) এ রাতটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, (৩) জিবরাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাগণ এ রাতে মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রতিটি কাজের বিষয় নিয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং ফযরের পূর্ব পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন।

অতএব আমরা বলতে পারি, সূরা দোখানে যে বরকতময় রাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে রাতটি হল লাইলাতুল কদর (ভাগ্য রজনী)। কারণ এত অধিক বরকতময় ও প্রাচুর্যময় আর কোন রাতের কথা কুরআন মজীদের কোথাও বলা হয়নি। এমনকি রসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসেও নয়। অনন্তর আরো বলা হয়েছে যে, এ রাতে ফেরেশতাগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ বিষয়গুলোই হল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ, আগামী এক বছরের জন্য। তাই লাইলাতুল কদরই হল ভাগ্য রজনী। কারণ কাদর শব্দের অর্থ ভাগ্য যার থেকে তাকদীর আবার কদর শব্দের অর্থ মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ। কারণ এ রাতটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ قَامَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

–"যারা পরিপূর্ণ ঈমান এবং ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রিতে ইবাদাত-বন্দেগী করে তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহখাতা মার্জনা করে দেয়া হয়।"

হযরত বিশ্বনবী (সা) পবিত্র রমযান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ বা ২৯ তারিখের কোন এক রাত্রিতে এই কদরের রাত্রি হয় বলে উল্লেখ করেছেন। একটি হাদীসে আছে ঃ কদরের রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরাইল (আ)-এর সাথে অসংখ্য ফেরেশতা দুনিয়াতে পাঠান। তারা সমস্ত ইবাদাতকারী মুসলমানের সাথে সালাম ও মোছাফাহা করেন এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সমস্ত দোয়ায় শরীক হয়ে 'আমিন, আমিন' বলতে থাকেন।

ইমাম নববী (র) বলেন ঃ ফেরেশতাদের সালাম মোছাফাহা করার আলামত এই যে, তখন ইবাদাতকারীর মন খুশীতে ভরে যায়। চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং আল্লাহর মহব্বতে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুত দোয়া কবুল হওয়ার এই হল উত্তম সময়। বান্দার যেকোন দোয়াই এই সময়ে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে ২৭শে রমযানের রাত্রিই (অর্থাৎ ২৬শে রমযান দিবাগত রাত্রি) শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে অধিক।

www.pathagar.com

শবে কদর নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্আতি ছালাতি লাইলাতুল্ কাদরি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্'আত শবে কদরের নফল আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।

শবে কদরের নামায

কদরের রাত্রির এশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ে ইবাদাত-বন্দেগী করতে হয়। শুধু নফল নামাযই নয়। বরং উমরী কাযার নামায পড়া, কুরআন পাক তেলাওয়াত করা, হাদীস-তাফসীর বা অন্য যে কোন দ্বীনী কিতাব পড়া বা পড়িয়ে শোনা। যিকির-আযকার করা, তাসবীহ-তাহলীল করা, মোরাকাবা করা কিংবা তাওবা ইস্তেগফারে মশগুল থাকা উচিত।

শবে কদরের নফল নামায

দুই রাক'আত ঃ প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতেহার পরে একবার সূরা কদর ও ৩ বার এখলাছ।

দুই রাক'আত করে ৪ রাকা'আত ঃ প্রতি রাক'আতে ফাতেহার পরে কদর ১ বার ও এখলাছ ২৭ বার।

দুই রাক'আত করে ৪ রাক'আত ঃ প্রতি রাক'আতে ফাতেহার পর কদর ৩ বার ও এখলাছ ৫০ বার।

উক্ত নিয়মে পড়া ভাল। এ ছাড়া সুবিধামত যে কোন সূরা মিলিয়েও পড়া যায়।

এই রাত্রিতে নিম্ন দোয়াটি অধিক পরিমাণে পড়ার জন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

www.pathagar.com

–"হে আল্লাহ ! তুমি মার্জনাকারী। তুমি মার্জনাকে ভালোবাস ; অতএব তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও।"

'উমরী কাযা নামাযের বিবরণ

'উমর শব্দের অর্থ বয়স বা জীবন। আমাদের অনেকের জীবনেই বহু ফরয নামায কাযা হয়ে যায়। অবস্থা এমনও হয় যে, আমরা অনেকে তার হিসাবও রাখি না। ফলে আমরা যখন তার কাযা আদায় করতে ইচ্ছা করি তখন বেশ অসুবিধায় পড়ে যাই। কেননা তখন অনুমান করে হয়ত দেখা যাবে যে, কারুর ৩ বছর, কারুর ৫ বছর, এমনি করে এত দীর্ঘ সময়ের কাযা নামায পড়ার সময় কোথায় ? প্রতি ১ বছরেই ফজর হতে শুরু করে বেতর পর্যন্ত ছয় ওয়াক্তে মোট নামায দাঁড়াবে ২১৯০ ওয়াক্ত। সুতরাং ৩ বছরে নামাযের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫৭০ ওয়াক্ত। নামাযের এই বিরাট সংখ্যা দেখে যেমন ভীতির সৃষ্টি হয়, তেমনি তা কোন্ পদ্ধতিতে পড়লে সহজে আদায় হতে পারে তাও জানার ইচ্ছা হয়।

হযরত 'উলামায়ে কেরাম জীবনের এই কাযা নামায আদায় করার একটি সহজ নিয়ম বলে দিয়েছেন। প্রথমেই অনুমান করে নিতে হবে যে, মোট কত বছরের নামায হতে পরে। তারপর প্রতি দিনের নামায মোট ২০ রাকা'আত (ফজর-২, জোহর-৪, আছর–৪, মাগরিব–৩, এশা–৪ এবং বেতর-৩) হয় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে অথবা আগে পড়তে হবে, অথবা ফজরের পূর্বে কিংবা এশার পরে পড়ে নিতে হবে। এছাড়া প্রতি বিশেষ রাতে (যখন সাধারণত নফল নামায পড়া হয়, তখন উক্ত নফল না পড়ে) এই নামায পড়াই উত্তম। কেননা এতে ফরয কাযা নামায যেমন আদায় হয়, তেমনি নামাযের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করারও অশেষ নেকী হাসিল করা যায়। বস্তুত জীবনের এই কাযা নামায বাকী রেখে কোন নফল নামায আদায় করা বোকামী ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মোটকথা উক্ত রূপ হিসাব করে উমরী কাযা আদায় না করলে আমাদের নাজাতের কোন উপায় নেই।

নিয়ত ঃ

প্রথমেই মনে মনে একথা বলতে হবে যে, হে আল্লাহ ! জীবনে আমার যত নামায কাযা রয়েছে তার প্রথম ফজরের ২ রাক'আত ফরয নামায আদায় করছি। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করবে।

এভাবে জোহরের জন্য জোহরের ৪ রাক'আত, আছরের জন্য আছরের ৪ রাক'আত, মাগরিবের জন্য ৩ রাক'আত, এশার জন্য এশার ৪ রাক'আত

www.pathagar.com

ফরয এবং বেতরের জন্য ৩ রাক'আত ওয়াজেব নামায আদায় করার নিয়ত করবে।

মাসায়েল ঃ

(১) এই নামাযের জন্য আযান দিবে না। ফরয নামাযের পূর্বে একামাত দিতে হবে। বেতরের পূর্বে একামত দিতে হবে না।

(২) শবে বরাত, শবে কদর প্রভৃতি রাত্রে খাছ নফল নামায না পড়ে এই উমরী কাযা আদায় করলে নফল পড়লে যে ছওয়াব হত তাও পুরাপুরিই হবে। অধিকন্তু ফরয আদায়ের জন্য লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক নেকী পাবে। কেননা নফল ও ফরযের মধ্যে এত পার্থক্য যে, একটি ফরযের মর্তবা একটি নফলের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশী। তবে যাদের জিম্মায় কোন ফরয নামায নেই তাদের তো নফল নামায আদায় করেই অধিক ছওয়াব হাসিল করতে হবে।

সালাতুত্‌তারাবীহ্ বা তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

তারাবীহ'র অর্থ আরাম। ধীরস্থিরভাবে আরামের সাথে এই নামায আদায় করা হয় বলে একে তারাবীহর নামায বলা হয়। রমযান মাসের প্রথম রাত থেকেই এশার পরে ও বেতর নামাযের পূর্বে এই নামায আদায় করতে হয়। ইহা সুন্নাত।

তারাবীহ নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَى صَلٰوةِ التَّارَبِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্'আতাই ছালাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রসূলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে দুই রাক্আত তারাবীহর সুন্নাত নামায আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

তারাবীহর নামায দু' রাক'আত করে পড়া উত্তম এবং প্রতি ৪ রাকা'আত পর আরামের জন্য কিছুক্ষণ বসতে হয়। এই সময়ে পরম ভক্তি সহকারে নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করতে হয়।

তারাবীহ'র দোয়া

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানা যিল্ মুল্‌কি ওয়াল্ মালাকূতি, সুব্‌হানা যিল্ ইজ্জাতে ওয়াল্ আয্‌মাতি ওয়াল্ হায়বাতি ওয়াল্ কুদ্‌রাতি ওয়াল্ কিবরিয়াই ওয়াল্ জাবারুতি। সুব্‌হানাল্ মালিকিল্ হাইয়্যিল্ লাযী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদান্ সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

অর্থ ঃ "আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সমস্ত সাম্রাজ্য ও ফেরেশতাকুলের অধিপতি। তাঁরই পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি যিনি মান, সম্ভ্রম, ভীতি, ক্ষমতা, অহংকার ও প্রতাপের মালিক। আমি আরো পবিত্রতা প্রচার করছি তাঁরই যিনি চিরজীবন্ত শাহানশাহ, অনাদি অনন্ত কাল ধরে যার কোন নিদ্রাও নেই, মৃত্যুও নেই, যিনি মহাপবিত্র ও চির নিষ্কলংক, যিনি আমাদের প্রতিপালক প্রভু এবং যিনি ফেরেশতামণ্ডলী ও বিশেষ করে হযরত জিবরাঈল-এরও প্রভু।"

উপরোক্ত রূপে চার চার রাক'আত অন্তে তারাবীহর দোয়া এবং নামায শেষ করার পরে নিম্নরূপ মোনাজাত করা উত্তম।

তারাবীহ'র মোনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا

www.pathagar.com

رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَابَارُّ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নারি। ইয়া খালিকাল্ জান্নাতি ওয়ান্নার। বিরাহ্মাতিকা, ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তার। ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বার। ইয়া খালিকু ইয়া বারর। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নার। ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীর বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার্ রাহিমীন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।—ওগো জান্নাত ও জাহান্নাম সৃজনকারী। তোমারই রহমতের আমরা ভিখারী—ওগো মহাশক্তিধর ও মহা ক্ষমাশীল, ওগো দয়াময় ও দোষ গোপনকারী, ওগো করুণাময় ও প্রতাপশালী, ওগো সৃষ্টিকর্তা, হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর—ওগো রক্ষাকারী, ওগো রক্ষাকারী, ওগো রক্ষাকারী। আমরা তোমার রহমত প্রার্থনা করি—ওগো সকল দয়ালুর দয়ালু।"

তারাবীহ সংক্রান্ত মাসায়েল

তারাবীহ নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করা উত্তম এবং অতি বড় ছওয়াবের কাজ। ইমাম হাফেজ না হলে প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা ছোট হলে কমপক্ষে তিন এবং বড় হলে একটি আয়াত মিলিয়ে পড়বে।

তারাবীহ নামায শেষ করে বেতরের নামাযও প্রকাশ্যে কেরাত সহকারে পড়া সুন্নাত।

মসজিদের বিবরণ

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর সমীপে হাজিরা দেয়ার—তাঁর ইবাদাতের ইহাই শ্রেষ্ঠতম স্থান। সকল দ্বীনী কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান প্রেরণাস্থল।

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত—নামাযের জামায়াতের জন্য মসজিদই হল একমাত্র জায়গা। এর নির্মাণ ও উন্নতির জন্য আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ

–"আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, শেষ দিবসের প্রতি আস্থা রাখে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ১৮)

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"আল্লাহর নিকট দুনিয়ার ঐ অংশই সবচেয়ে প্রিয় যেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।"

মসজিদ নির্মাণের নীতি

১. মসজিদ অতি মাত্রায় কারুকার্য এবং অত্যধিক সুন্দর করার চেষ্টা করা অনুচিত।

২. অতীব সুন্দর করে খুব জাঁকজমকের সাথে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়নি। রৌপ্য দ্বারা কারুকার্য করা আরো দূষণীয়। হীরা, মণি, কাঞ্চন ও মূল্যবান প্রস্তরাদি ব্যবহার করে সুসজ্জিত করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মসজিদের আদব

১. তামাক সেবন, ধূমপান, কাঁচা পেয়াজ-রসুন বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। এতে অন্যান্যদের এবং মসজিদে অবস্থানকারী জিন ও ফেরেশতাদের ভীষণ কষ্ট হয়।

তা আল্লাহর ঘরের শানের বিপরীত অবশ্যই।

২. কেরোসিন বা এ ধরনের দুর্গন্ধ তেলের সাহায্যে কোন আলো মসজিদে জ্বালানো ঠিক নয়। বৈদ্যুতিক আলো বা মোমবাতি জ্বালালে কোন দোষ নেই।

৩. যাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তাদের উচিত আগে থেকেই মুখ এমনভাবে পরিষ্কার করে নিবে যাতে কোন গন্ধ না থাকে। রোগের কারণে এর পরেও যদি গন্ধ থাকে তাহলে আতর বব্যহার করতে হবে যাতে অন্যরা কষ্ট না পায়।

www.pathagar.com

৪. মসজিদে দ্বীনী কাজ, দ্বীনী তা'লীম, দ্বীনী আলোচনা এবং এলাকার সামাজিক ও তামাদ্দুনিক কাজ করা যেতে পারে। হযরত বিশ্বনবী (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মুসলিম উম্মাতের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল মৌলিক কার্যাবলী মসজিদেই সম্পন্ন করতেন।

৫. বেহুদা কথাবার্তা বলা, গোলমাল করা, উচ্চ স্বরে চিৎকার করা এবং যে কোন প্রকার বেচাকেনা করা বা সে সম্পর্কে আলোচনা করা জায়েয নয়।

৬. মসজিদে কেউ নামাযে রত থাকলে তার অসুবিধা সৃষ্টি করে অন্য কোন ভালো আলোচনা তো দূরের কথা, কুরআন পাক তেলাওয়াত করাও বৈধ নয়।

৭. জামা'আত শেষ হওয়ার পরে, অন্যের নামাযের ক্ষতি করে উচ্চস্বরে কেরা'আত সহ নামায পড়াও বৈধ নয়।

৮. নিছক আরামের জন্য মসজিদে শুয়ে থাকা বা অনর্থক সময় কাটানো দূষণীয়।

৯. ভ্রমণকারী (মুসাফির) ও ই'তিকাফকারী মসজিদে শয়ন করতে বা বসতে পারবে। তবে নামায ও মসজিদের আদবের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০. মসজিদের দরজা বন্ধ করতে নেই। তবে মসজিদের জরুরী মাল-আসবাব হেফাজতের জন্য মসজিদের অংশবিশেষ বন্ধ রাখা যাবে।

১১. যার উপর গোছল ফরয এমন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

১২. মসজিদের ভেতর দিয়ে রাস্তা রাখা বৈধ নয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে কচিৎ কখনো চলে গেলে ক্ষতি নেই।

১৩. মসজিদে যেখানেই জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে বসে যাওয়াকে সৌভাগ্য মনে করতে হবে। লাফিয়ে লাফিয়ে লোককে সরিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করা গোনাহের কাজ।

১৪. পায়ে মাটি থাকলে তা না ধুয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়।

১৫. মসজিদে প্রবেশের সময়ে প্রথমে ডান পা দিবে এবং এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।"

মসজিদ হতে বের হওয়ার সময়ে প্রথমে বাঁ পা দিয়ে এই দোয়া পড়তে হবে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ‎•

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ ফাদ্‌লিক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি আপনারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

ছানি (দ্বিতীয়) জামা'আতের মাসায়েল

১. যে মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম মুয়াজ্জিন রয়েছেন এবং নিয়মিত জামা'আতের সাথে নামায পড়া হয় সেখানে জামা'আত শেষ হওয়ার পরে একাধিক ব্যক্তি এসে ছানি জামা'আত করতে চাইলে যেখানে জামা'আত হয়েছে সেখান থেকে কিছুদূরে তারা জামা'আত করে নামায আদায় করবে।

২. যে মসজিদে নিয়মিত জামা'আত হয় না অথবা যে মসজিদ এমন স্থানে অবস্থিত যে, লোকজন সর্বদাই যাতায়াত করে, সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামা'আত করে নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। এমন মসজিদে প্রত্যেক জামা'আতের ছওয়াব সমান হবে।

মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

মসজিদ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ইবাদাতের স্থান। এর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বও তাই এখানে ইবাদাতকারী সকল মুসলমানের। কিন্তু শয়তানের কুহকে কিংবা অলসতার দরুন যে সকল মুসলমান এই ইবাদাতে উদাসীন হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায়ও তারা অনুপযুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে এলাকার দ্বীনদার নামাযী ব্যক্তিরাই মসজিদ পরিচালনার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

নিয়ত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতের নামাযে অংশ গ্রহণ

১. কেউ ফরয নামায পড়ছে, তারপর সেই নামায জামায়াতে হওয়া শুরু হলো, তখন তার উচিত তার নামায ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে শরীক হওয়া। তাতে ফজরের নামাযে যদি দ্বিতীয় রাক'আতের সিজদা করে থাকে এবং অন্য কোন ওয়াক্তের নামাযে তৃতীয় রাক'আতের সিজদা করে থাকে, তাহলে নামায পুরা করবে। নামায পুরা করার পর যদি দেখে যে, জামায়াত শেষ হয়নি, তাহলে যোহর এবং এশার নামায যদি হয় তাহলে জামায়াতে শরীক হবে।

২. যদি কেউ নফল নামায শুরু করে থাকে এবং ফরযের জামায়াত দাঁড়ায় তাহলে নফল ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে শরীক হবে।

৩. যদি কেউ যোহরের অথবা জুমার প্রথম চার রাক'আত সুন্নাত মুয়াক্কাদা শুরু করে থাকে এবং এমন সময় ইমাম ফরয নামাযের জন্যে দাঁড়ালো,

www.pathagar.com

তখন তার উচিত দু' রাক'আত সুন্নাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর ফরযের পর ঐ সুন্নাত পুরা করবে।

৪. যখন ইমাম ফরয নামায পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে তখন সুন্নাত পড়া উচিত নয়। তবে যদি বিশ্বাস হয় যে, ফরযের কোন রাক'আত বাদ পড়বে না, তাহলে সুন্নাত পড়া যাবে। অবশ্যি ফজরের সুন্নাতের যেহেতু খুব বেশী তাকীদ আছে, সে জন্যে জামায়াতে এক রাক'আত পাওয়ারও যদি আশা থাকে তাহলে সুন্নাত পড়বে। এক রাক'আত পাওয়ার যদি আশা না থাকে তাহলে পড়বে না।

স্মরণীয়

একাকী ফরয নামায আদায় করার পর শুধু নফলের নিয়তে জামা'আতে শরীক হতে পারে। কেননা ফরয নামায একাধিকবার পড়ার বিধান নেই। অতএব ফরয আদায় করার পর নফলের নিয়তে কেউ ফজর, আছর ও মাগরিবের জামা'আতে শরীক হতে পারবে না। কারণ ফজর ও আছরের পরে কোন নফল পড়া যায় না। এবং তিন রাক'আত কোন নফল হয় না বলে মাগরিবের জামা'আতেও শরীক হতে পারবে না।

www.pathagar.com

শহীদের বিবরণ

শহীদ কে ?

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী আশরাফুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত সকল নবীই সকল মানুষকে দ্বীন কায়েম করার আহবান জানিয়েছেন। তারা ডেকেছেন সবাইকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ঘর-সংসার, মহল্লা-এলাকা, দেশ ও সমাজকে পরিচালনা করে জান্নাতী শান্তি লাভ করার। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় একদল মানুষ যখন দেখেছে যে, এটা হলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যায়, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নিপীড়ন, সুদ-ঘুষ, জেনা-ব্যভিচার এগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের আধিপত্য ও মোড়লী করার আনন্দ স্তব্ধ হয়ে যায় চিরতরে, তাই তারা সর্বদাই প্রাণপণ বাধা দিয়ে এসেছে নবীদেরকে আর তাদের অনুসারী ঈমানদার বাহিনীকে।

নবী-রসূলগণ এবং ঈমানদারগণ তাই প্রথম থেকেই চালিয়ে এসেছেন এই বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। সর্বদাই জারী রেখেছেন বিরামহীন জিহাদ। অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের যথাসর্বস্ব, পরিশেষে স্ব স্ব জীবনকেও কুরবানী দিয়েছেন হাসিমুখে।

আল্লাহর দ্বীন কায়েম ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এইরূপে জিহাদে যারা প্রাণ দান করেন শুধু তাদেরই বলা হয় শহীদ।

এই শহীদী মৃত্যুর মত গৌরবময় মৃত্যু আর নেই। হযরত নবী (সা) বহুবার এরূপ তামান্না ব্যক্ত করেছেন যে ঃ আহা ! আমি এটি কত ভালোবাসি যে, যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতাম, পুনরায় জীবিত হয়ে যুদ্ধ করতাম এবং শহীদ হতাম, পুনরায় জীবিত হতাম এবং যুদ্ধ করে শহীদ হতাম !

সুতরাং যেকোন ভালো কাজে জীবন দিলেই শহীদ হওয়া যায় না এবং ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেউ জীবন দিলেও শহীদ হতে পারে না। এ কারণে কাজ বা দ্বীন-ধর্মের কথা চিন্তা না করে গায়ের জোরে কাউকে শহীদ বলা যে কতবড় হাস্যকর ব্যাপার তা বলাই বাহুল্য।

শহীদী দরজা কি ?

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম। তার দয়া ও অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। তাই তার যে সকল ঈমানদার বান্দা দ্বীন-কায়েমের জিহাদে নয় বরং এমন সংকটে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় যার ফলে তার দয়ার সাগরে জোয়ার প্রবাহিত হয়। তার কথা শুনে যেকোন মু'মিনের অন্তরও কেঁদে ওঠে। এমন কিছু সংকটে

www.pathagar.com

পড়ে মৃত্যুবরণকারী বান্দাকে আল্লাহ পাক শহীদী দরজা দিয়ে থাকেন। এদের উদাহরণ হল ঃ

(১) পানিতে ডুবে মৃত্যু হলে,

(২) আগুনে পুড়ে মৃত্যু হলে,

(৩) ঘর বা ছাদ চাপা পড়ে মারা গেলে,

(৪) কোন হিংস্র জন্তু বা কুমীরে খেয়ে ফেললে,

(৫) প্লেগ, কলেরা বা কোন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে,

(৬) এলমে দ্বীন হাসিল করা অবস্থায় মারা গেলে,

(৭) সন্তান প্রসব সময়ে মৃত্যু হলে,

(৮) হায়েজ-নেফাস অবস্থায় মারা গেলে,

দোয়া ও যিকিরের বিবরণ

দোয়া ও যিকির-আযকার এক প্রকার ইবাদাত। ইবাদাতের মূল কথা হল আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলা। এটি সর্বতোভাবেই ফরয। আল্লাহর ক্ষুদ্রতম একটি হুকুমও এতদূর গুরুত্বপূর্ণ যে, তা অমান্য করাও দূরের কথা, তাকে অস্বীকার করলে বা অবজ্ঞা করলেও সম্পূর্ণরূপেই কাফের হয়ে যেতে হয়। মানুষ যখনই বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হয় তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কাজে ও প্রতি সমস্যায় আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলাই হচ্ছে তার ইবাদাত। এখানেই শেষ নয়, আল্লাহ পাক এতদূর মেহেরবান যে, বান্দার জীবন ভর এই সামগ্রিক ইবাদাত যাতে সহজসাধ্য, সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট আকারে ও নির্দিষ্ট শর্তে এমন কিছু কাজেরও হুকুম করেছেন যা মেনে চলার অভ্যাস করলে জীবন ভর সমস্ত ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি হুকুম মেনে চলতে তার যে কোন কষ্টই হয় না, তা-ই নয়, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, শয়নে-স্বপনে, চলায়-ফেরায় ও ওঠা-বসায় সমস্ত কাজই তার স্বভাবগত ইবাদাত বলে গণ্য হতে থাকে। এ ছাড়া আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট সময়, আকার বা শর্তের বাইরেও আল্লাহর রহমত আকর্ষণ ও নিজ নিজ ত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে কিছু কথাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

মোটকথা, জীবন ভর আল্লাহর সামগ্রিক গোলামী বা দাসত্বই হল আসল ইবাদাত। আর এই আসল ইবাদাতে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বান্দার জন্যে দু' ধরনের কাজের হুকুম দিয়েছেন যা তার দাস জীবনের মণিময়

www.pathagar.com

মুকুট,—যা তার বিনয়াবনত নির্মল জিন্দেগীর পবিত্র শিরস্ত্রান—যা তার ক্ষমা প্রার্থী হায়াতের এবং আত্মসমর্পণকারী অকিঞ্চনের মহান পরিচয়। এই দু'ধরনের কাজের প্রথম ধরন হল ভিত্তিমূল। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট শর্তে এ কাজগুলো করলেই দ্বীন ইসলাম তথা আসল ইবাদাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর একটিও যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে দ্বীন বা আসল ইবাদাতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। এগুলো হল কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব। এগুলো আসল ইবাদাতের ভিত্তি (অর্থাৎ বেনা বা স্তম্ভ) বলে আসল ইবাদাতের আসল হিসেবে এগুলোকে আফযালুল ইবাদাত (শ্রেষ্টতম ইবাদাত)-এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। তাই তো ইহা মু'মিন জীবনের মুকুট ও শিরস্ত্রান—তথা চির ভাস্বর গৌরব। আর দ্বিতীয় ধরনের কাজ হল দ্বীনের সকল আবশ্যকীয় কাজে সহায়ক। অর্থাৎ কোন শর্ত ব্যতিরেকেই সদা সর্বদা স্থান-কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বান্দার দাস হওয়ার কথাটিকে স্মরণে রেখে আল্লাহর রহমত ভিক্ষা করা। নেক কাজে তার তাওফিক কামনা করা এবং স্বীয় গোনাহখাতা ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এগুলো হল আল্লাহ এবং তার রসূলের শেখানো কথা দিয়েই আল্লাহর দরবারে দোয়া করা, শত কাজকর্মের মধ্যেও তাকে স্মরণ বা যিকির করা ও সহস্র অপরাধেও নিরাশ না হয়ে ক্ষমার আশায় বুক বেধে তাওবা ও ইস্তেগফার করা। এতে করে বান্দা হয় আল্লাহর পাগল; নির্মল ও পবিত্রতায় ভরে ওঠে তার দেহ ও মন। তাইত ইহা ক্ষমাপ্রার্থী দাস জীবনের সুমহান পরিচয়।

সংক্ষেপে মু'মিন জীবনের ইবাদাত ঃ

ইবাদাত

(জীবনভর আল্লাহর সার্বিক দাসত্ব)

- ফারাইয বা আবশ্যকীয় ইবাদাত
  - ফরয ওয়াজিব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ
    - ভিত্তিমূলক
      (কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। ইহা শর্তযুক্ত। মু'মিন বান্দার আল্লাহ প্রেমিক জীবনের মুকুট ও শিরস্ত্রান। ইহাই আফযালুল ইবাদাত।)
    - ভিত্তিমূলের সহযোগী
      (দ্বীনী আইন কায়েমের জন্য সংগ্রাম, পর্দা পালন, প্রতিশ্রুতি পালন, ইলমে দ্বীন অর্জন, হালাল রুজি উপার্জন ইত্যাদি।)
- নফল বা সহায়ক ইবাদাত
  (দোয়া, যিকির, তাসবীহ-তাহলিল, হামদ, শোকর, তাওবা, ইস্তেগফার ইত্যাদি। ইহা শর্তহীন, সর্বদা করা যায়। ইহা আবশ্যকীয় ইবাদাতের সহায়ক।)

www.pathagar.com

দোয়ার ফযীলত

দোয়া সহায়ক বা নফল ইবাদাত হলেও একজন আল্লাহ প্রেমিক মু'মিন যখন যিকির, ইস্তেগফার, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি দোয়ায় মশগুল হয় তখন সে নিজেকে আল্লাহর এতদূর নিকটবর্তী মনে করে যে, সে যেন আল্লাহর একান্ত আপন হয়ে যায়; দোয়ার অর্থ সহজেই বোধগম্য হয় বলে আল্লাহর প্রেমে সে তন্ময় হয়ে যায়। এই দোয়া আল্লাহর নিকট এতদূর প্রিয় যে, যারা দোয়া করতে অলসতা দেখায় আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হন। হযরত বিশ্বনবী (সা) এ সম্পর্কেই বলেন ঃ

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

—"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।"

হযরত নবী (সা) আরো বলেন ঃ

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

—"দোয়া ইবাদাতের সার।"

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ

—"আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছুই নেই।"

দোয়ার শ্রেণী বিভাগ

স্থান, কাল ও প্রয়োজন ভেদে দোয়া দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

এক ॥ স্থান-কাল নির্বিশেষে যে দোয়াসমূহ আল্লাহ পাক এবং রসূল (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। একজন মোত্তাকী ও পরহেজগার মু'মিনের জীবনে এই দোয়াসমূহ পরম সম্পদ। এই দোয়াকে আম বা সাধারণ অর্থাৎ সময় নিরপেক্ষ দোয়া বলা যেতে পারে।

দুই ॥ মহান আল্লাহ এবং হযরত নবী (সা) যে দোয়াসমূহকে স্থান-কালের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। এইরূপ দোয়াকে 'খাছ' বা বিশেষ দোয়া বলা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কতিপয় সাধারণ দোয়া

১. رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান্ নার।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর, আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

২. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা যলাম্‌না আন্ ফুসানা ওয়া ইল্ লাম্ তাগ্‌ফির্ লানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লানাকুনান্না মিনাল্ খাসিরীন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমরা আমাদের নফসের ওপর জুলুম করেছি। তাই তুমি যদি ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"-(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৩)

৩. رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ع اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুজিগ্ কুলুবানা বাদা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্‌লানা মিল্‌লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতান্, ইন্নাকা আনতাল্ ওয়াহ্‌হাব।

অর্থ ঃ "হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! তুমি আমাদের হেদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না। আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি অতি বড় দানশীল।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮)

৪. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقف وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওলা তুহাম্মিলনা মালা ত্বাকাতালানা বিহী ওয়া'ফু আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার্ হাম্‌না আন্‌তা মাওলানা ফান্‌ছুর্‌না আলাল্ কাওমিল্ কাফিরীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের উপর তুমি আমাদের জয়যুক্ত কর।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

৫. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى والتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল্ আফাফা ওয়াল্ গিনা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি হেদায়াত, তাকওয়া, সততা এবং অভাবহীনতা।"

৬. يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ شَانِى كُلَّهٗ

وَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ۝

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুমু, বিরাহমাতিকা আসতাগিছু, আছ্লিহ্ শানী কুল্লাহ্, ওয়ালা তাকিল্নী ইলা নাফ্সী তার্ফাতা আইন।

অর্থ ঃ "হে চিরজীবিত চিরবিদ্যমান আল্লাহ ! তোমার রহমাতের অছিলা ধরে আমি সাহায্য প্রার্থনা করি ; তুমি আমার যাবতীয় কাজকর্ম সঠিক করে দাও, আর একটি পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে অর্পণ করো না।"–(হাকেম, নাসা'ঈ)

৭. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা তাকাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউল্ আলীম। ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর্ রাহীম।

অর্থ ঃ "হে আমাদের রব ! আমাদের নিবেদন তুমি কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। আর তুমি আমাদের তাওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সদা তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।"

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন হাদীসের কতিপয় বিশেষ দোয়া

১. সকাল-সন্ধ্যার দোয়া

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

উচ্চারণ ঃ রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ, ওয়া বিল্ ইস্লামি দীনাওঁ, ওয়া বি মুহাম্মাদিন্ নাবীয়্যান (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অর্থ ঃ "আমি সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক প্রভু, ইসলাম আমার জীবনব্যবস্থা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) আমার নবী।" (—আবু দাউদ, আহমাদ)

২. শয়নকালের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি আপনার নাম নিয়ে ঘুমাই এবং আপনার নাম নিয়েই জাগ্রত হই।"

৩. ঘুম থেকে উঠার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আল্হাম্দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাই-হিন্ নুশূর।

অর্থ ঃ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি নিদ্রার পর আমাদেরকে জাগ্রত করেছেন এবং তার নিকটই পুনরুত্থান।"

৪. আহার আরম্ভ করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَتِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, এতে আল্লাহর বরকত চাই।"

৫. আহার শেষে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্‌লাযী আত্‌'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল্‌ মুস্‌লিমীন।

অর্থ ঃ "সমস্ত তা'রীফ সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করালেন, পানীয় দিলেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।"

৬. দাওয়াতে পানাহার শেষে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্‌'ইম্‌ মান্‌ আত্‌'আমানী ওয়াস্‌কি মান্‌ সাকানী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে যিনি আহার্য দিয়েছেন তাকে তুমি আহার্য দাও এবং আমাকে যিনি পান করিয়েছেন তাকে তুমি পান করাও।"

৭. প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের সময়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু বিকা মিনাল্‌ খুব্‌ছি ওয়াল্‌ খাবাইছ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সকল নিকৃষ্ট বস্তু ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

৮. প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ٠

উচ্চারণ ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আয্‌হাবা আন্নিল্‌ আযা ওয়া আফানী।

অর্থ ঃ "সব প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার অসুবিধা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।"

৯. বাজারে যাওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ

مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরা হাযিহিস্‌ সূকি ওয়া খাইরা মা ফীহা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্‌ শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট এই বাজারের কল্যাণকর কথা ও কল্যাণকর বস্তু-সামগ্রী কামনা করি এবং অমংগলজনক কথা ও অমংগলজনক বস্তু ও কার্যাবলী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

www.pathagar.com

১০. বিপদগ্রস্তকে দেখার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

উচ্চারণ ঃ আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাব তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্‌দালানী আলা কাছীরিম্ মিম্মান খালাকা তাফ্‌দীলা।

অর্থ ঃ "যাবতীয় তারীফ সেই আল্লাহর যিনি তোমার ঐ বিপদ থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং তার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর আমাকে প্রাধান্য দান করেছেন।"

হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন বিপদগ্রস্তকে দেখতে গেলে এই দোয়া পাঠ করবে। এতে করে শোকরিয়ার প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহ চাহেন তো ঐ বিপদ থেকেও রক্ষা পাবে। (তবে দোয়াটি বিপদগ্রস্তকে না শুনিয়ে পড়তে হবে)।

১১. শিশুদের নিরাপত্তা ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার দোয়া

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّمَّةٍ

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিকালিমাতিত্তাম্মাতি মিন্ কুল্লি শাইতানিওঁ ওয়া হাম্মাতি ওয়া মিন্ কুল্লি আইনিল্ লাম্মাহ।

অর্থ ঃ "আমি পূর্ণাংগ কালেমাসমূহের সাহায্যে আল্লাহর নিকট শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং যাবতীয় কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

হযরত মহানবী (সা) হযরত হাসান ও হুসাইনের নিরাপত্তার জন্য উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতেন। তিনি উক্ত দোয়ার সাহায্যে জ্বিন ও মানুষের যেকোন কুদৃষ্টি থেকেও আশ্রয় চাইতেন। অতপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি উপরোক্ত দোয়ার বদলে ঐ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

১২. ঋণ পরিশোধের দোয়া

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ـ

www.pathagar.com

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

উচ্চারণ ঃ কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুল্‌কি তু'তীল্ মুল্‌কা মান্‌তাশাউ ওয়া তান্‌যি'উল্ মুল্‌কা মিম্‌মান তাশাউ, ওয়া তুইযযু মান্ তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান্ তাশাউ বিইয়াদিকাল খাইর। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন্ কাদির। তুলিজুল্ লাইলা ফিন্ নাহারি ওয়া তূলিজুন্ নাহারা ফিল্‌লাইলি ওয়া তুখ্‌রিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি ওয়া তুখ্‌রিজুল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হায়্যি, ওয়া তারযুকু মান্ তাশাউ বিগাইরি হিসাব।

অর্থ ঃ "বল সকল সাম্রাজ্যের সম্রাট হে আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও ; তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হস্তে সমগ্র কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল জিনিসের উপর শক্তিমান। তুমি রাতকে প্রবেশ করাও দিনের মাঝে এবং দিনকে প্রবেশ করাও রাতের মধ্যে। তুমি জীবিতকে বের কর মৃত থেকে এবং মৃতকে বের কর জীবিত থেকে, আর যাকে ইচ্ছা কর বিনা হিসেবে রিযক দান কর।"

এই দোয়া কমপক্ষে ফজর ও এশার পরে ৭বার করে পাঠ করবে এবং ঋণমুক্তির দোয়ার সংগে সংগে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করতে থাকবে।

হযরত নবীয়ে পাক (সা) হযরত আলী (রা)-কে নিম্নের দোয়াও পাঠ করার তাগিদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ مِنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আক্‌ফিনী বিহালালিকা মিন্ হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্‌লিকা আম্মান্ সিওয়াক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার হালাল জীবিকা দিও হারাম থেকে রক্ষা কর এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না করে তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে সম্পদশালী করে দাও।"

এই দোয়াও ঐ সময়ে ৭ বার করে পাঠ করা উত্তম।

www.pathagar.com

১৩. ভ্রমণের দোয়া

হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোন যানবাহনে বসে ৩বার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মক্‌রিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্‌কালিবূন।

অর্থ ঃ "পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই আল্লাহ্‌র যিনি একে (যানবাহনকে) আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অথচ তার উপর আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। আর আমরা তার প্রতিই প্রত্যাবর্তনকারী।"

১৪. ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া

হযরত নবী (সা) ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার সময়েও এই দোয়া পড়তেন এবং তার সাথে নিম্নের বাক্যও বাড়িয়ে বলতেন ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আইবূনা, তায়েবূনা আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

অর্থ ঃ "আমরা ফিরে আসছি, তওবা করছি, ইবাদাত করছি এবং আমাদের প্রভু পরোয়ারদেগারের প্রশংসা করছি।"

দোয়ার আদব

১. যে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয় তিনি নিরংকুশ ক্ষমতাবান ও মহাশক্তিমান। তার কাছে দোয়া ব্যর্থ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বান্দার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে হয় যা দোয়া করা হয় তাই মঞ্জুর করেন। নতুবা সাথে সাথে অথবা বিলম্বে যথাসময়ে অন্য কিছু কিংবা অজস্র ছওয়াব দান করেন।—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আস্থা সহকারেই দোয়া করতে হবে। হযরত বিশ্বনবী (সা) এ সম্পর্কে বলেন ঃ "আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই কবুল করবেন এইরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। উদাসীন ও আস্থাহীন হৃদয়ের কোন দোয়া তিনি কবুল করেন না।"

২. যথাসম্ভব সঠিক ও শান্ত পরিবেশে দোয়া করতে হবে। এ জন্যে কতগুলো সময় উত্তম, যথা ঃ

www.pathagar.com

(ক) ফরয নামাযের পর,

(খ) শেষ রাতে অথবা তাহাজ্জুদের পরে,

(গ) ভ্রমণের সময়ে,

(ঘ) আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে,

(ঙ) জুম'আর দিন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে,

(চ) হজ্জের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে।

৩. দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করা উত্তম। এবং দোয়ার পরে উভয় হাত মুখমণ্ডল মাসেহ করতে হবে। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

"দোয়া থেকে ফারেগ হয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ কর।"

৪. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মঙ্গলের জন্যে দোয়া করতে হবে। সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বাক্য দিয়ে (কোনরূপ নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্য ব্যবহার না করে) দোয়া করতে হবে।

৫. ইমাম হলে শুধু নিজের জন্যে নয়, বরং সবার মাগফেরাত ও কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে।

৬. বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কালের কল্যাণ এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতে হবে। এতে বর্তমান বিপদ থেকে মুক্তির আশা করা যায়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার তাওফিক নসীব হয় এবং ভবিষ্যত বিপদ-আপদ দূরীভূত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"যে দুঃখ-কষ্ট নাযিল হয়েছে কিংবা এখনো নাযিল হয়নি ; উভয় ক্ষেত্রেই দোয়া কার্যকরী। অতএব দোয়া করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।"
–(তিরমিযি)

৭. দোয়ার পূর্বে আল্লাহর তা'রীফ এবং হযরত নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা কর্তব্য।

৮. শত্রুদের জন্য চরম মুহূর্ত ছাড়া কখনো কারুর জন্য বদদোয়া করা যাবে না। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

"তোমরা নিজেদের জন্যে, সন্তান-সন্ততিদের জন্যে এবং নিজেদের ধন-সম্পদের জন্যে কখনো বদদোয়া করবে না।"–(মুসলিম)

৯. দোয়া কবুল হচ্ছে না—এরূপ মনে হলেও দোয়া করতে থাকা কর্তব্য। কেননা দোয়ার উপকার আছেই। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

www.pathagar.com

"আত্মীয়তার ছেদন কিংবা কোন অন্যায় কাজের জন্য দোয়া করা না হলে আল্লাহ পাক দোয়ার জন্য তিনটির মধ্যে একটি সুফল দান করবেন।"

(ক) অবিলম্বে তার আকাংখা পূর্ণ হবে,
(খ) তার দোয়া তার পরকালের সম্বল হবে,
(গ) তার আকাংখা পরিমাণ অমংগল দূর হবে।

যাদের দোয়া কবুল হয়

১. যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর নিকট দোয়া করে।
২. সন্তানদের জন্যে পিতামাতার দোয়া।
৩. ভ্রমণকারীদের দোয়া।
৪. ন্যায় বিচারক শাসনকর্তার দোয়া।
৫. প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মজলুম মানুষের দোয়া।
৬. রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া।
৭. বাড়ি ফিরে আসার পূর্বে হাজীদের দোয়া।
৮. আল্লাহর পথে সৈনিকের দোয়া।
৯. কোন ভাইয়ের জন্য দোয়া।

অন্যের নিকট দোয়ার আবেদন করা

আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে নিজের ছোট বড় সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা সুন্নাত। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত (সা)-এর নিকট উমরা করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দান করে বললেনঃ

اَشْرِكْنَا يَا اَخِىْ فِىْ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَانَا

-"হে ভাই ! তোমার দোয়ায় আমাদের শরীক রেখো ; আমাদের কথা ভুলে যেও না।"

অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখা

সকল মুসলমানই ভাই। এক ভাই অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত হলে তার খবরাখবর নেয়া ও দেখতে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। এটা তার একটি হক। মানুষ যতক্ষণ সচ্ছল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তার নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না। হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ

"দুনিয়ার ব্যাপারে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং আখেরাতের ব্যাপারে উন্নতস্তরের লোকদের প্রতি তাকাবে।"

www.pathagar.com

বস্তুত মানুষ যখন শত শত ভুখা-নাংগা, পাগল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অন্ধ, খোড়া ও অসহায় মানুষের প্রতি তাকায় তখন সে আর উদাসীন থাকতে পারে না। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়, কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যায় ; আর তখনই সে দুঃখী ও রুগ্ন মানুষের উপকারের জন্যে এগিয়ে যায়।

অতপর বিভিন্নভাবে তাকে সান্ত্বনা দেয়া কর্তব্য। আর রোগ বা বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন তা থেকে আল্লাহ তাকে শীঘ্রই মুক্তি দেবেন—এমনি করে তাকে উৎসাহিত করে তার জন্যে দোয়া করে যথা শীঘ্র ফিরে আসতে হবে।

বিপদগ্রস্ত বা রুগ্ন ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা এবং কায়িক শ্রম দ্বারা তাকে উপকৃত করার চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। বড়ই পরিতাপের বিষয় মানুষ এই সময়ে নিজ কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে বিপন্ন ব্যক্তির বাড়িতে আপ্যায়ণ ও যত্ন পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। এমন কি নতুন আত্মীয়রা যথাবিহিত যত্নের জন্য চাপও সৃষ্টি করে বসে। কিন্তু এটা যে শরীয়াতের দৃষ্টিতে মারাত্মক গোনাহ, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য করে না। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো বিপদগ্রস্ত করা কিংবা সে ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব করে তোলা যে কতবড় অমানবিক ও জঘন্য অপরাধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ আমাদের এরূপ অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন।

শুধু মুসলমান নয়, প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন রোগ শয্যায় পতিত হলে তাকে দেখতে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। হযরত (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে ঃ তার মধ্যে দু'টো হল নিম্নরূপ ঃ

১. রোগ শয্যায় শায়িত হলে তাকে দেখতে যাওয়া,
২. তার মৃত্যু হলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমাদের কেউ অসুস্থ হলে নবী (সা) তার ডান হাত দ্বারা শরীর মালিশ করতেন, আর তার জন্যে এই দোয়া করতেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ
شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

www.pathagar.com

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন

১

আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকার পুরস্কার

"হযরত নবী (সা) বলেন ঃ মে'রাজের রাত্রে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে আরশের নূরের আলোকে ডুবে রয়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সে কি কোন ফেরেশতা ? উত্তর পেলাম ঃ 'না'। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তবে সে কি কোন নবী ? জবাব হল ঃ 'না'। আবার প্রশ্ন করলাম। তখন আমাকে বলা হল ঃ সে অবশ্যই এক বান্দা। সে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকত, তার অন্তর সর্বদা মসজিদে পড়ে থাকত এবং সে কখনো পিতামাতাকে কটু কথা বলত না।"–(ইবনে আবিদ দুনিয়া)

২

কালেমার যিকির করার ফযীলত

"যখন কোন বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তখন তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং এই কালেমা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অবশ্য যদি সে কালেমা পাঠকারী কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।"–(তিরমিযি)

www.pathagar.com

দরূদ শরীফ

দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীনের পরে যার এহসান সমগ্র মাবনজাতির উপর সবচেয়ে অধিক, যার আন্তরিক মমতা, পুণ্যময় হেদায়াত এবং স্নেহময় সুপারিশ ছাড়া আমাদের শান্তিলাভ ও নাজাতের কোন উপায় নেই তিনি হচ্ছেন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তাই আল্লাহকে স্মরণ করার পর হযরত নবী (সা)-কে স্মরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। –আল্লাহর জরুরী নির্দেশসমূহ মেনে চলা যেমন ফরয, হযরত রাসূল (সা)-এর বিধানসমূহ মেনে চলাও তেমনি আবশ্যক। আর অনস্বীকার্য যে, তাওবা, ইস্তেগফার ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করলে যেমন তার ফরমাবরদারী একান্ত সহজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি অধিক হতে অধিক মাত্রায় দরূদের মাধ্যমে হযরত নবীজী (সা)-এর কথা স্মরণ করলে তার পায়রুবী করা অত্যধিক আসান ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। হযরত নবীজী (সা) বলেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

–"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন।"–(মুসলিম)

দরূদ পাঠ যে মু'মিনদের অপরিহার্য কর্তব্য সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

–"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার নবীর প্রতি রহমত করেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করেন। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৫৬)

এই দরূদ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিনা দরূদে বান্দার কোন দোয়াও আল্লাহর নিকট কুবল হয় না। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ

www.pathagar.com

–"আসমান ও যমিনের মাঝে দোয়া ঝুলতে থাকে ; নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ না পাঠানো পর্যন্ত তোমার কোন দোয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছে না।"(–তিরমিযি)

হাদীস শরীফে দরূদের জন্য বহু বাক্য রয়েছে। তবে নামাযে তাশাহ্হুদের পরে যে দরূদ পাঠ করা হয় তা-ই সবচেয়ে উত্তম। হযরত (সা)-এর নাম শ্রবণ, উচ্চারণ বা লেখা মাত্রই দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর কোন সভায় হযরত (সা)-এর নাম বার বার উচ্চারিত হলে কমপক্ষে একবার দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।

হাদীস শরীফের শ্রেষ্ঠ দরূদ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ্। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

মানুষের রচিত দরূদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ হচ্ছে হযরত শেখ সাদী (র)-এর দরূদ। দরূদটি হল ঃ

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

كَشَفَ الدُّجَا بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

উচ্চারণ ঃ বালাগাল্ উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্ দুজা বিজামালিহী
হাসুনাত্ জামীউ খিছালিহী,
ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "করিলেন অত্যুন্নতি নিজ মহিমায়,
সৌন্দর্য হেরি তাঁর আঁধার পালায়,
গুণাবলী তাঁর সব অতীব সুন্দর
পাঠাও দরূদ সবে নবীর উপর।"

দরূদে শেফা ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ য়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বিআদাদি কুল্লি দা-ইওঁ য়া দাওয়াইওঁ ওয়া বিআদাদি কুল্লি ইল্লাতিওঁ য়া শিফা।

ফযিলত ঃ কলেরা ও বসন্ত মহামারীর সময়ে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে এই দরূদ পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করা যাবে। আর সর্বদা নিয়মিত পাঠ করলে মৃত্যু রোগ ব্যতীত যাবতীয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

দরূদে রু'য়াতে নবী (সা) ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মীয়্যি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন—তিনি তা এমন নবী যিনি সাধারণ লোকদের ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নন।"

বিভিন্ন খতম ঃ

অনেক সময় কোন বিশেষ দোয়া কঠিন কোন বালা-মুসিবত বা দুরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তিলাভের জন্য শত সহস্র বা লক্ষ বার পড়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয়। এইরূপ পড়াকে খতম বলা হয়। এখানে কয়েক প্রকার খতমের কথা উল্লেখ করা গেল।

খতমে ইউনুস (আ) ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমীন।

অর্থ ঃ "আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ; আপনি পবিত্র ; আমি নিশ্চয়ই যুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

নিয়ম ঃ পবিত্র অবস্থায় পাক বিছানায় কেবলামুখী হয়ে (সম্ভব হলে) ৩, ৭, বা ৪০ দিনে কিংবা একই বৈঠকে এই দোয়া সোয়া লক্ষ বার পড়তে হবে। প্রতি এক শত বার পড়ার পরে সামান্য পানিতে দম করে উহা রোগীর শরীরে ও মুখে ছিটিয়ে দিতে হবে। খতম শেষ হওয়ার পরে অথবা মাঝে মাঝে নিম্ন আয়াতও পাঠ করতে হবে।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ফাসতাজাবনা লাহূ ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মু'মিনীন।

অর্থ ঃ তখন আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম। আর চিন্তা-ভাবনা হতে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা মু'মিনদেরকে এমনি করেই রক্ষা করে থাকি।"—(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৮)

সোয়া লক্ষ বার উক্ত দোয়া পাঠ করে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করলে যে কোন কঠিন বিপদ-আপদ, গুরুতর মামলা-মোকাদ্দমা, দুরারোগ্য ব্যধি কিংবা যে কোন কঠিনতম সমস্যার হাত থেকে ইনশাআল্লাহ মুক্তি পাওয়া যাবে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

ইহা মাছওয়ালা অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় পাঠ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশ্যে এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। —(আহমাদ ও তিরমিজী)

খতমে তাহলীল বা খতমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

যাবতীয় রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, গুরুতর মামলা, চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ইহার আমল বহু পরীক্ষিত ও আশু ফলপ্রদ।

নিয়ম ঃ পাক হয়ে কেবলামুখী হয়ে বসে উক্ত বাক্যটি সোয়া লক্ষ বার পাঠ করবে। রোগীর শেফার উদ্দেশ্যে হলে তাকে শুনিয়ে পড়া উত্তম।

www.pathagar.com

খতমে খাজেগান ঃ

রোগ থেকে মুক্তি, বিপদ থেকে রেহাই, মনোবাসনা পূরণ, পরীক্ষায় সাফল্য, চাকুরী লাভ, মোকদ্দমা, সত্যের জয়লাভ–এক কথায় যে কোন উদ্দেশ্যে এই খতম বহু পরীক্ষিত, আশু ফলপ্রদ।

নিয়ম ঃ অযুসহ পূর্ণ ধ্যান ও মনোযোগের সাথে পড়তে হবে।

প্রথমে সূরা ফাতেহা ৭ বার। তারপর
যে কোন দরূদ ১০০ বার,
সূরা আলাম নাশরাহ ৭৯ বার,
সূরা কুল হুয়াল্লাহু ১০০০ বার,
পুনরায় সূরা ফাতেহা ৭ বার ও
যে কোন দরূদ ১০০ বার।

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ سَهِّلْ

بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ – –এই দোয়া ১০০ বার,

তারপর يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ -১০০ বার

يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ –১০০ বার,

يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ –১০০ বার,

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ –১০০ বার,

يَا شَافِىَ الْاَمْرَاضِ –১০০ বার,

يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ –১০০ বার,

يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ –১০০ বার,

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ وَاَمْدِدْنِىْ –১০০ বার,

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ –১০০ বার,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ –১০০ বার,

সর্বশেষ যে কোন দরূদ ১০০ বার।

তারপর মুনাজাতের মাধ্যমে সমস্ত নবী-রসূল, অলী-দরবেশ ও বুজর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে খতমের ছওয়াব বখশিয়ে তাদের অছিলায় যাবতীয় নেক

www.pathagar.com

মাকছুদ এবং বিশেষ করে যে জন্য এই খতম পড়া হল তার জন্য আল্লাহর দরবারে দেল গলায়ে দোয়া করবে। ইনশাআল্লাহ কবুল হবে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

দরূদের পুরস্কার গোনাহ্ মাফি ও মর্যাদার আসন

"একবার দরূদ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ পাক দশবার রহমত প্রেরণ করেন. তার নামে ১০টি নেকী লেখা হয়, তার ১০টি গোনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং তাকে মর্যাদার ১০টি ধাপে উন্নীত করা হয়।" (—নাসা'ঈ)

www.pathagar.com

কসম ও মানতের বিবরণ

কসম

কসম মানে শপথ। কোন কাজ অবশ্য অবশ্যই করা হবে—একথা বুঝাবার জন্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করাকে কসম বলা হয়। ইসলামী শরীয়াত মতে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা সম্পূর্ণরূপেই হারাম। অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর নামে শপথ করা গোনাহে কবীরা।

কোন কাজের জন্য আল্লাহর নামে কসম করলে অবশ্যই তা করতে হবে ; না করা হলে কসম ভংগ করা হয়। আর আল্লাহর তাঁর ইজ্জত বা সম্মানের কিংবা তার কিতাব অর্থাৎ কুরআন পাকের কসম করে তা ভংগ করলে যে গোনাহ্ হয় তা থেকে রেহাই পেতে হলে শরীয়াত মতে কাফ্ফারা দিতে হবে।

কোন কাজ করার জন্য শপথ বা কসম করাকে 'ইয়ামিন' বলা হয়।

ইয়ামিন তিন প্রকার, যথা ঃ

(১) ইয়ামিনে গামূস ঃ অতীত কালে যা ঘটেনি তা অবশ্যই ঘটেছে একথা বুঝাবার জন্যে কসম করাকে ইয়ামিনে গামূস বলা হয়। এরূপ করলে যে গুনাহ্ হয় তার জন্যে আল্লাহর নিকট তাওবা-ইস্তেগফার করতে হবে।

(২) ইয়ামিনে লাগ্ব ঃ এরূপ শপথ অর্থহীন। নিছক আন্দাজ করে যে কসম করা হয় তাকে ইয়ামিনে লাগ্ব বলা হয়। এরূপ কসমকারীকে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মার্জনা করতে পারেন এবং নাও করতে পারেন।

(৩) ইয়ামিনে মুন'আকেদাহ্ ঃ ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার জন্য যে কসম করা হয় তাকে ইয়ামিনে মুন'আকেদাহ বলা হয়। ইহা ইচ্ছা করে বা ভুলক্রমে ভংগ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

কসমের কাফ্ফারা ঃ

১০জন মিসকিনকে দুই ওয়াক্ত তৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে। কিংবা ৩টি রোযা রাখতে হবে। স্মরণীয় যে, নামায-রোযা বা শরীয়াত মতে যা করা বা না করা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তার বরখেলাফ করার কসম করলে সে কসম অবশ্যই ভাংগতে হবে এবং সে জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে।

www.pathagar.com

মানত

কোন ইচ্ছা বা প্রার্থনা আল্লাহ পাক পূরণ করলে কোন দান-খয়রাত বা নেক কাজ করার অংগীকার করলে তাকে মানত বলা হয়। যেমন আমার ছেলে কলেরা রোগ থেকে মুক্তি পেলে অমুক মাদ্রাসায় ১টি বকরী দান করব, কিংবা আমার পুত্র পরীক্ষায় পাশ করলে আমি ৫টি নফল রোযা রাখব। ইচ্ছা বা মনোবাসনা পূর্ণ হলে যা মানত মানা হয় তা অবশ্যই করতে হয়। মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কিন্তু মকছুদ পূর্ণ না হলে মানত পূর্ণ করা লাগে না।

মানতের জন্য স্মরণীয় ঃ

১. মানতের জন্য কোন স্থান, সময় বা ব্যক্তি নির্দিষ্ট করলে তা নির্দিষ্ট হয় না। মানতের দান-ছদকা বা নেকের কাজ অন্যস্থানে, অন্য সময়ে বা অন্য ব্যক্তিকে দিলেও মানত পূর্ণ হবে। যেমন কেউ যদি এরূপ মানত করে যে, অমুক অমুক ২০ জন মিসকিনকে বা অমুক মাদ্রাসায় অথবা অমুক মাসে ১০০ টাকা দিব—যদি আমার অমুক আশাটি পূর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে আশা পূর্ণ হলে উক্ত টাকা অন্য যে কোন ২০ জনকে বা অন্য যে কোন মাদ্রাসায় অথবা অন্য যে কোন মাসে বা সময়ে দেয়া যেতে পারে।

২. শরীয়াত বিরোধী কোন মানত মানলে, চাই মকছুদ পূর্ণ হোক বা না হোক, তা পূর্ণ করা ওয়াজিব তো নয়ই, বরং পূর্ণ করলে গোনাহগার হতে হবে। যেমন কেউ মানত মানে যে, আমার অমুক মকছুদ পূর্ণ হলে পীরের দরগায় শিরণী দিব। এক পালা জারী দিব। বল খেলার ব্যবস্থা করব। কবুতর উড়াব ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তাবিজ তদবির ও আমল

১. হজ্জ করার সৌভাগ্যলাভের আমল

مَا شَاءَ اللّٰهُ

[মা শা'আ আল্লাহু]

–"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন (তা-ই হয়)।

হযরত ইমাম জাফর (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ধ্যানমগ্ন হয়ে এই পবিত্র বাক্যটি একই সময়ে এক হাজার বার পাঠ করবে সে ইনশাআল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

২. স্বপ্নে হযরত নবীজী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎলাভের আমল

'দরূদ ও খতম' অধ্যায়ে 'দরূদে রু'ইয়াতুন্নবী' দেখুন। সেখানে ইহার আমল সম্বন্ধে লেখা হয়েছে।

৩. রুজি বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি ও ঋণমুক্তির আমল

(এক)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ
النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

উচ্চারণ : কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুল্‌কি তু'তিল মুল্‌কা মান্ তাশা-উ ওয়া তান্‌যিউল্ মুল্‌কা মিম্মান্ তাশা-উ ওয়া তুঈয্‌যু মান্ তাশা-উ, ওয়া তুযিল্লু মান্‌তাশা-উ, বিইয়াদিকাল্ খাইর, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। তূলিজুল্ লাইলা ফীন্নানাহারি ওয়া তূলিজুন্ নাহারা ফীল্লাইলি ওয়া তুখ্‌রিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি ওয়া তুখ্‌রিজুল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি ওয়া তারযুকু মান্ তাশা-উ বিগাইরি হিছাব্। (ইমরান : ২৬-২৭)

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামাযের পরে ও শয়নকালে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় এই আয়াত পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ তার রুজি বেড়ে যাবে, ভাগ্য প্রসন্ন হবে, ধন-সম্পদে উন্নতি হবে, অভাব-অনটন দূর হবে এবং ঋণ থেকেও মুক্তি লাভ করবে।

(দুই)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল্ হুয্নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল্ আজ্যি ওয়াল্ কাছ্লি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল্ বুখ্লি ওয়াল্ জুব্নি ওয়া আউযুবিকা মিন্ গ্বালাবাতিদ দাইনি ওয়া ক্বাহ্রির রিজালি।

এক ব্যক্তি বহু চিন্তা-ভাবনা ও ঋণগ্রস্ত হয়ে খুব পেরেশান হয়ে হযরত নবীজী (সা)-এর খেদমতে এর থেকে মুক্তি কিভাবে পাবেন সে সম্পর্কে আরজ করলে তিনি এরশাদ করেন ঃ "সকালে ও সন্ধ্যায় তুমি এই দোয়া পাঠ করো।" ঐ ব্যক্তি হুজুরের কথা অনুসারে আমল করায় চিন্তা ও ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

(তিন)

হযরত শাহ আবদুল আজীজ (র) বলেন, যে ব্যক্তি রোজ ৫০০ বার لَاحَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ দোয়াটি পড়বে সে কখনো দরিদ্র হবে না। হযরত বড় পীর (র)ও এই আমল করতেন।

৫. চাকুরী লাভের আমল

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান্ কামিলাতান্ ওয়া সাল্লিম্ সালামান তাম্মান্ আলা সাইয়্যিদিনা মুহম্মাসীনিল্লাযী তান্হাল্লু বিহীল্ উক্বাদু ওয়া শানুফারিজু বিহিল্ কুরাবু ওয়া তুক্বা, বিহিল্ হাওয়া ইজু ওয়া তুনালু বিহীর রাগ্বা-ইবু ওয়া হুস্নুল খাওয়াতিমি ওয়া ইউস্তাহ্খাল্ গামামু বিওয়াজহিহিল্ কারীমি ওয়া'অ"লাআলিহী ওয়াছহ্বিহী ফী কুল্লি লাম্হাতিউ ওয়া নাফ্সিম্ বি'আদাদি কুল্লি মা'লুমিল্ লাকা।

চাকুরী প্রার্থী ব্যক্তি একমনে ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে এই দোয়া ৪৪৪৪ বার পাঠ করে চাকুরীর জন্য দোয়া করবে। আল্লাহর রহমতে শীঘ্রই চাকুরী লাভ হবে। তবে কোন অন্যায় বা দুর্নীতি করবে না।—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত।-(আ'মালে কুরআনী)

৬. স্মরণ শক্তি ও ইলম বৃদ্ধির আমল

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বিশ্রাহলী ছদ্রী ওয়া ইয়াস্সিরলী আম্রী ওয়াহ্লুল্ উক্দাতাম মিল্ লিসানী ইয়াফ্ক্বাহু ক্বাওলী।

এই চারটি আয়াত রোজ ফজরের নামায বাদ ২১ বার করে পড়লে স্মরণ শক্তি ও ইলম বৃদ্ধি হয়। উহা একটি পরীক্ষিত আমল। -(আ'মালে কুরআনী)

৭. হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আমল

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া জামে'আন্ নাসি লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা ফীহি ইজ্মা' আলাইয়া দ্বল্লাতি।

এই দোয়া পড়তে থাকলে ইনশাআল্লাহ হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যাবে।

তার পরিবর্তে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পড়তে থাকলেও ইনশাআল্লাহ সুফল হবে।

৮. জিন-ভূতের আছর দূর করার আমল

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ -

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইয়্যাদউ মা'আল্লাহি ইলাহান্ আখারা, লা বুর্হানা লাহ্বহী ফাইন্নামা হিসাবুহূ ঈনদা রাব্বিহী।

কারো উপর জিন-ভূতের আছর হলে এই আয়াতটি তিনবার পড়ে তার চোখেমুখে পানির ছিটা দিবে অথবা তার কানে দম দিবে। ইনশাআল্লাহ তৎক্ষণাৎ আছর দূর হবে। (–আ'মালে কুরআনী)

৯. শরীর বন্ধ করার আমল

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ـ هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল লাইয়্যুছীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা, হুওয়া মাওলানা ওয়াআলাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্।

যে কোন স্থানে মানুষ জিন-ভূত বা যে কোন জীব-জন্তুর আক্রমণের ভয় হলে 'আয়াতুল কুরসী', সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং এই আয়াতটি পাঠ করে লাঠি বা হাতের আংগুল দ্বারা এক বৃত্ত টেনে তার ভেতরে অবস্থান করলে কেউ অনিষ্ট করতে পারবে না।

১০. বাড়ি বন্ধ করার আমল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার।

বাড়িতে জিন-ভূতের উপদ্রব হলে কিংবা হওয়ার আশংকা হলে ৪টি লোহার পেরেক নিয়ে প্রতি পেরেকের উপর সূরা মুযয্াম্মিল ও 'চেহেল কাফ' ৩বার করে পড়ে দম করবে। তারপর একজন বাড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে আযান দিবে এবং আর একজন উপরোক্ত 'তাসবীহ' খুব জোরে পড়তে পড়তে গিয়ে আযান দেয়ার কোণ হতে শুরু করে একে একে প্রতি কোণে ৪টি পেরেক পুতে ফেলবে। এতে করেই বাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জিন-ভূত বা অনিষ্টকর কোন জীব-জন্তুই ঐ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

'চেহেল কাফ' হল এই ঃ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ مِنْ كُلْكٍ تَكِرُ كَرٌّ كَكَرِ الْكَرِ فِىْ كَبِدٍ تَحْكِىْ مُشَكْشَكَةً

www.pathagar.com

كَلْكَلْكِ لَكَكِ كَفَاكَ مَابِيْ كَفَا الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ ـ

উচ্চারণ ঃ কাফাকা রাব্বুকা কাম ইয়াক্ফীকা ওয়াকিফাতান কিফ্কাফুহা কাকামীনিন কানা মিন্ কুলুকিন্ তাকিরুরু কাররান কাকারিল কারি ফী কাবিদিন্ তাহ্কী মুশাক্শাকাতান কালুক্লুকিল্ লাকাকি। কাফাকা মা বী কাফাল কাফ্ফু কুরবাতাহু ইয়া কাওকাবান কানা ইয়াহ্কী কাওকাবাল ফালাক।

১১. যাদু নষ্ট করার তদবির

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ـ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ـ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

এই আয়াতটি লিখে তাবীজ আকারে গলায় বেঁধে দিলে অথবা চীনা মাটির পাত্রে লিখে উহার ধোয়া পানি পান করালে আল্লাহর ফজলে যাদু-টোনা, বাণ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়।

১২. বাণ দফা করার তদবির

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আম্ আব্রামু আম্রান্ ফাইন্না মুব্রিমূন্।

কাউকে বাণ মারা হলে এই আয়াতটি সাত বার পড়ে পানিতে দম করে সেই পানি দিয়ে তাকে গোসল করাবে এবং কিছু পানি খাওয়ায়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ বাণ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩. শত্রু দমন করার আমল

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَايُوْقِنُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ কাযালিকা ইয়াত্বাউল্লাহু আলা কুলুবিল্ লাযিনা লা ইয়া'লামুনা ফাছ্বির্ ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুওঁ ওলা ইয়াছতাখিফফান্নাকাল্ লাযিনা লা ইউকিনুন্।

www.pathagar.com

শত্রুর জামা-কাপড় সংগ্রহ করে উহার এক টুকরায় এই আয়াত লিখে নিজের সংগে রাখলে শত্রু ভীত হয়ে দমন হয়ে যায়। কিন্তু সাবধান কোন অসাধু উপায়ে কাপড় সংগ্রহ করা নাজায়েয।-(আ'মালে কুরআনী)

১৪. শত্রুর দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হওয়ার আমল

١ـ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَّلاَ تَخْشٰى

٢ـ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ ـ

উচ্চারণ : (১) ফাদ্বরিব্ লাহুম্ ত্বরীকান্ ফিল বাহরি ইয়াবাছাল লা তাখাফু দারাকাওঁ ওয়ালা তাখশা।

(২) ওয়া জা'আল্না মিমবাইনি আইদীহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন্ খাল্ফিহিম্ ছাদ্দান ফাআগ্‌শাইনাহুম্ ফাহুম্ লা ইউবছিরূন।

প্রথমে সূরা 'যিলযাল' পাঠ করে মাটিতে হাত মেরে দুশমনের দিকে মাটি ছুড়ে মারতে হয় তারপর মাথার উপর হাত রেখে উক্ত আয়াত দু'টি পড়ে বসে থাকলে আল্লাহর ফজলে দুশমন নিকট দিয়ে হেটে গেলেও তাকে দেখতে পাবে না।

১৫. স্বামী বশীভূত করার তদবির

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ـ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ـ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ـ

উচ্চারণ : ওয়া মিনান্নাছি মাইয়্যাত্তাখিযু মিন্ দূনিল্লাহি আন্দাদাইঁয়্যু হিব্বুনাহুম্ কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাযীনা আমানূ আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহি। ওয়ালাও ইয়ারাল্লাযীনা যলামু ইয ইয়ারাওনাল আযাবা। ইন্নাল কুওঁওয়াতা লিল্লাহি জামী'আন ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব।

স্বামী তার স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বসলে এবং তার প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করলে এই আয়াতটি পাঠ করে কোন মিষ্ট দ্রব্যের উপর ফুঁক দিয়ে তা

www.pathagar.com

স্বামীকে খাওয়ায়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ স্বামী তার প্রতি মেহেরবান হয়ে উঠবে।

১৬. অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার তদবির

رَبِّ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ - اِنِّى تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রব্বি আছলিহ লী ফী যুররিইঁয়্যাতী ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন।

সন্তান অবাধ্য বা উচ্ছৃংখল হয়ে গেলে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরে কয়েকবার করে পাঠ করবে এবং পাঠ করার সময়ে উক্ত সন্তানের কথা মনে মনে ভাববে। ইনশাআল্লাহ সে বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে।

১৭. সর্প দংশন থেকে নিরাপদ থাকার তদবির

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ সালামুন্ আলা নূহিন ফীল আলামীন।

প্রত্যহ ফজর ও মাগরিব বাদ এই আয়াতটি তিনবার করে পড়লে সাপের দংশন থেকে ইনশাআল্লাহ নিরাপদ থাকবে।

১৮. সাপ ও কুকুরের বিষ নষ্ট করার তদবির

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুচ্ছমাদ

একটি কাঁসার থালা নিয়ে উক্ত আয়াত ৪০ বার পড়বে এবং প্রতিবার পড়েই থালায় দম করবে। তারপর থালাটি দংশিত রোগীর পিঠে লাগায়ে দিবে। বিষ থাকা পর্যন্ত থালাটি লেগে থাকবে এবং নষ্ট হওয়ার পরে পড়ে যাবে।

১৯. বিষাক্ত প্রাণী দংশনের তদবীর

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ওয়াইযা বাতাশ্তুম্ বাতাশ্তুম্ জাব্বারিন ।

কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে দংশিত স্থানের ৪ দিকে আংগুল ঘুরাতে ঘুরাতে এই আয়াতটি এক নিশ্বাসে ৭বার পড়ে দম করবে। ইনশাআল্লাহ বিষ দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

২০. পাগলা কুকুরের কামড়ের তদবির

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

পাগলা কুকুরের কামড়ে পাগল হওয়ার ভয় থাকলে ৪০ টুকরা রুটি নিয়ে প্রতি রুটিতে উক্ত আয়াত লিখে তাকে রোজ এক টুকরা করে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ্ অনিষ্টের ভয় থাকবে না।

২১. ঘর থেকে অনিষ্টকর জীব-জন্তু বিতাড়নের তদবির

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ ـ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ـ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ـ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

মুহাররাম মাসের ১লা তারিখে এই আয়াত ৩টি কাগজে লিখে পানিতে ধুয়ে সেই পানি ঘরের আনাচে কানাচে ছিটিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ্ সকল প্রকার ক্ষতিকর জীব-জন্তুর হাত থেকে নিরাপদ থাকবে এবং অনিষ্টকর জীব-জন্তু থাকলে তা বিতাড়িত হবে।

২২.ফসল নষ্টকারী কীট-পতঙ্গ নিবারণের তদবির

يٰاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا

চার টুকরা কাগজে এই আয়াতটি লিখে জমিনের ৪ কোণায় একটা একটা করে লটকায়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ কীট-পতঙ্গ বিদূরিত হবে।

২৩. শীঘ্র বিবাহ হওয়ার আমল

يَا فَتَّاحُ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ফাত্তাহু।

রোজ ফজরের নামায বাদ বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে আল্লাহর উক্ত নামটি ৪০ বার যিকর করলে ইনশাআল্লাহ্ ৪০ দিনের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

২৪. পরীক্ষা পাশের আমল

يَا اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ يَا خَيْرَ النّٰصِرِيْنَ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ

www.pathagar.com

قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ فَاللّٰهُ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ইলাহাল আলামীনা, ইয়া খাইরুন্ নাছিরীনা, নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুম্ ক্বারীব। ওয়া বাশ্‌শিরিল্ মু'মিনীনা। ফাল্লাহু খাইরুল হাফিযীনা হাছবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীলু নি'মাল্ মাওলা ওয়া নি'মান্ নাছীর্। ওয়া মাইয়্যা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুওয়া হাছবুহূ। ওয়াল্লাহুল মুছতা'আনু আলা মা-তাছিফূনা।

এই দোয়াটি ১০০০ বার পাঠ করতে হবে। এবং পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে উহা কাগজে লিখে টুপির ভেতরে রেখে দিবে। এবং ঐ দোয়া পড়তে পড়তে পরীক্ষা দিতে যাবে। ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু পড়াশুনা না করে কেউ শুধু দোয়ার ভরসায় থাকলে উহাতে কোন কাজ হতে পারে না।

২৫. শিশুর কান্না ও বদনজর না লাগার জন্য তদবির

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ـ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

উচ্চারণ ঃ শাহিদাল্লাহু আন্নাহূ লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া ওয়াল মালা-ইকাতু ওয়া উলুল্ ঈল্‌মি ক্বা-ইমাম্ বিল্ ক্বিছ্‌তি। লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল আযীযুল হাকীম্।

একখণ্ড সুতায় এই আয়াত এক এক বার পড়ে এক একটি দম করে ও গিরা দিয়ে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ শিশুর কান্না দূর হবে এবং বদনজরের দোষ থাকলে তা-ও দূর হয়ে যাবে।

২৬. মাথা বেদনা দূর করার তদবির

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইউছদ্দা'উনা আ'নহা ওয়ালা ইউনযিফূন।

এই আয়াতটি ৩বার পড়ে মাথায় দম করলে সংগে সংগে আল্লাহর ইচ্ছায় মাথা ব্যথা কমে যাবে।

২৭. অর্ধ মাথা ব্যথা নিরাময়ের তদবির

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ قُلِ اللّٰهُ ـ قُلْ اَفَاَ تَّخَذْتُمْ مِنْ

دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ـ

উচ্চারণ ঃ কুল মার রাব্বুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি। কুলিল্লাহ। কুল আফাআত্তাখাযতুম মিন্ দূনিহী আউলিয়া-আ লা-ইয়াম্‌লিকূনা লিআনফুছিহিম নাফ'আওঁ ওয়ালা দ্বররান।

মাথার অর্ধাংশে ব্যথা হলে এই আয়াতটি পড়ে দম করলে ইনশাআল্লাহ সংগে সংগে ব্যথার উপশম হবে।

২৮. গলা ফুলা নিরাময়ের তদবির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لِىَ اللّٰهُ ـ لِىَ اللّٰهُ هُوَ يُوْكَعُ فِى اللَّوْحِ

শনি অথবা শুক্রবার ইহা লিখে তাবিজ রূপে গলায় বেঁধে দিলে উহা ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই নিরাময় হবে।

২৯. বুকের ব্যথা নিরাময়ের তদবির

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ

মাটির কোরা রংয়ের সদ্য নির্মিত বাসনে জাফরান ও গোলাফজলের কালি দিয়ে এই আয়াতটি লিখে পাক পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি পান করবে। আল্লাহর রহমতে বুকের ব্যথা শীঘ্রই নিরাময় হবে। (–আ'মালে কুরআনী)

৩০. প্লীহা বৃদ্ধি নিরাময়ের তদবির

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

এই আয়াতটি লিখে তাবীজ তৈরী করে প্লীহার স্থান বরাবর বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ উহার বৃদ্ধি নিবারণ হবে এবং সাবেক হয়ে যাবে।

৩১. কলেরা রোগের আমল

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে ইহা একখানি কাগজে পাঁচবার লিখে তাবিজ বানায়ে সাথে রাখলে ইনশাআল্লাহ্ নিরাপদে থাকবে।

৩২. বসন্ত রোগের তদবির

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ

৭টি চাউল নিয়ে একে একে প্রতিটি চাউলের উপর উক্ত আয়াতটি ৭বার করে দম করবে। তারপর এক এক জনকে একটি করে চাউল খেতে দিবে। ইনশাআল্লাহ বসন্ত থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। হলেও খুব সাধারণ হবে।

www.pathagar.com

৩৩. সন্তান লাভের আমল

١ـ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

٢ـ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

রোজ ২টি ডিম সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে একটির উপর ১নং ও আরেকটির উপর ২নং আয়াত লিখে ১নংটি স্বামী এবং ২নংটি স্ত্রী খাবে। এইরূপে ৪০ দিন পর্যন্ত করবে। ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হবে। (-আ'মালে কুরআনী)

৩৪. পুত্র সন্তান লাভের আমল

একটি কাগজে সূরা ইউসুফ লিখে তাবীজরূপে গর্ভবতীর গলায় বা হাতে গর্ভসঞ্চারের ৩ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ পুত্র সন্তান লাভ হবে।

৩৫. মৃত সন্তান না হওয়ার তদবির

يَا مَتِيْنُ

উচ্চারণ ঃ ইয়া মাতীনু

স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পরেই তার পেটে আংগুল দ্বারা বৃত্ত টেনে টেনে ৭০ বার উক্ত আল্লাহর নাম বলতে হবে। ইনশাআল্লাহ সন্তান হয়ে বেঁচে থাকবে।

৩৬. সন্তান সহজে প্রসব হওয়ার তদবির

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ـ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ

প্রকৃত প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই আয়াত কয়টি এক টুকরা কাগজে লিখে গর্ভবতীর বাম উরুতে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই প্রসব হবে। কিন্তু সাবধান, প্রসব হওয়া মাত্রই উহা খুলে ফেলবে ; নইলে নাড়ি ভুড়ি বের হয়ে যেতে পারে। (-আ'মালে কুরআনী)

৩৭. ফুল বের হওয়ার তদবির

دَخَلَ جِبْرَائِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاِسْرَافِيْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْزِلِىْ اَيُّهَا الْمَشِيْمَةُ ـ

www.pathagar.com

সন্তান প্রসবের পরে ভেতরে ফুল রয়ে গেলে এক টুকরা কাপড়ে এই বাক্যগুলো লিখে প্রসূতির পেটে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই ফুল বের হয়ে আসবে।

৩৮. অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ করার তদবির

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ -

নিয়মিত ঋতুস্রাবের পরেও অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হতে থাকলে ৩ টুকরা কাপড়ে এই আয়াত লিখে ১ টুকরা তার কাপড়ের সামনের আঁচলে। এক টুকরা পেছনের আঁচলে এবং আরেক টুকরা তার নাভির নীচে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। (–আ'মালে কুরআনী)

৩৯. ধ্বজভংগ ও প্রমেহ নিরাময়ের তদবির

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ - ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ -

উচ্চারণ ঃ যুইয়্যিনা লিন্নাছি হুব্বুশ্ শাহাওয়া-তি মিনান্নিছা-ই ওয়াল বানীনা ওয়াল ক্বানা-ত্বীরিল মুক্বান্‌ত্বরাতি মিনায্‌যাহাবি ওয়াল্ ফিদ্দ্বতি ওয়াল্ খাইলিল্ মুছাওওয়ামাতি ওয়াল্ আন'আমি ওয়াল হারছি। যা-লিকা মাতা'উল হাইয়া-তিদ দুন্‌ইয়া ওয়াল্লাহু ঈন্‌দাহূ হুছ্‌নুল মাআ-ব।

রোজ গোছলের পরে হাতে সামান্য পানি নিয়ে এই আয়াতটি ৩বার পড়ে পানিতে ৩বার দম করে একবারে খেয়ে ফেলতে হবে। ইনশাআল্লাহ কয়েকদিনেই সুফল দেখা যাবে।

৪০. স্বপ্নদোষ নিবারণের তদবির

اَلسَّمِيْعُ الْمُمِيْتُ

উচ্চারণ ঃ আছ্‌ছামাউ'ল মুমীতু।

শয়নকালে বুকের উপর হাত রেখে উক্ত নাম দু'টি ১৫ বার পড়বে। এবং এরপর আর কোন কথা বলবে না। ইনশাআল্লাহ স্বপ্নদোষ হবে না।

www.pathagar.com

৪১. মৃগী রোগ নিরাময়ের তদবির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - الٓمٓصٓ - طٰسٓمٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ -
يٰسٓ - وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - حٰمٓ عٓسٓقٓ - نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আলিফ-লাম-মীম-ছ-দ্ব, ত্ব-ছীন-মীম কা-ফ-হা-ইয়া-'আইন ছদ। ইয়া-ছী-ন। ওয়াল কুরআনিল হাকীম। হা-মী-ম, 'আই-ন ছীন-ক্বা-ফ। নূ-ন, ওয়াল ক্বালামি ওয়ামা ইয়াছতুরূন।

এই আয়াতসমূহ পড়ে কানে দম করলে এই রোগ ভালো হয়ে যায়।

৪২. অর্শরোগ নিরাময়ের তদবির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَارَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْخٍ وَمَكْرُوْبٍ -
يَارَحِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ -

সোম কিংবা শুক্রবার এই তাবিজটি কাগজে লিখে মোম লাগানো কাপড়ে মুড়ে রোগীর মাজায় বেঁধে রাখবে। ইনশাআল্লাহ ভালো হবে।

৪৩. জ্বর নিরাময়ের তদবির

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলে কুল গাছের একটি ডালে উহাতে এই আয়াত লিখিয়ে রোগীর গলায় লটকায়ে দিলে জ্বর ভালো হবে। আর গরম লেগে জ্বর হলে নিম্ন দোয়া লিখে তাবীজ বানায়ে রোগীর গলায় ঝুলাবে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ -

৪৪. দাদ-বিখাউজ নিবারণের তদবির

وَمَثَلُ كَمَثَلِ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাছালু কামাছালি খাবীছাতিন্ কাশাজারাতিন্ খাবীছাতি নিজ্-তুছ্ছাত মিন্ ফাউক্বিল আরদ্বি মা-লাহা-মিন ক্বারার।

www.pathagar.com

একটি সুতায় উহা ৩বার পড়ে প্রতিবারই দম করে ১টি গিরা দিবে। এইরূপে ৩টি গিরা দিয়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ ঐ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

৪৫. ফোড়া ও খোশ-পাঁচড়া নিরাময়ের তদবির

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يَشْفِىْ سَقِيْمَنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদ্বিনা বিরিকাতি বা'দ্বিনা ইয়াশ্‌ফী সাকীমানা বিইযনি রাব্বিনা।

এই দোয়াটি ৭বার পড়ে সাদা মাটিতে ফুঁক দিবে এবং ঐ মাটিতে সামান্য মুখের লালা মিশিয়ে দিবে। অতপর ঐ শুকনা মাটি চূর্ণ করে ফোড়ায় লাগাবে। এভাবে কয়েকদিনেই ইনশাআল্লাহ সুফল হবে।(-আ'মালে কুরআনী)

৪৬.মধুর আশ্চর্য গুণ

হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

(১) যে শেফা কামনা করবে তার ভোরের নাশতা হিসেবে পানি মিশ্রিত মধু পান করা উচিত।

(২) মধু হৃদয়কে সবল করে এবং বুকের ঠাণ্ডা দূর করে।

(৩) যে ব্যক্তি মাসে ৩দিন ভোরে মধু চেটে খাবে তার বড় কোন বিপদ হবে না।

যেসব শিশু বিছানায় পেশাব করে, কুস্বপ্ন দেখে ও দাঁত কাঁটে তাদের জন্য ভোজ পাতায় বা বরই পাতায় উপরোক্ত নকসা লিখে তাবীজরূপে গলায় বেঁধে দিতে হবে।

উক্ত তাবীজ লিখে পুরুষের ডান হাতে ও স্ত্রীলোকের বাম হাতে বেঁধে দিতে হবে। আল্লাহর ফজলে বসন্ত হবে না ; হলেও খুব শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে।

৪৭. অজীর্ণ রোগের তদবির

হরিতকী পোড়া, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ ও জোয়ান সম পরিমাণ নিয়ে বেটে আধা তোলা পরিমাণের বড়ি তৈরী করে খাওয়ার পরে পানিসহ সেবন করতে হবে।

৪৮. আমাশয়ের তদবির

কয়লা ও পুরাতন তেতুল চিনি দিয়ে খেতে হবে।

www.pathagar.com

৪৯. মচকায়ে যাওয়ার তদবির

হলুদ বেটে তার সাথে চুন মিশিয়ে গরম করে প্রলেপ দিতে হবে।

৫০. ফোড়া পাকানোর তদবির

গরুর দাঁত ঘষে ফোড়ায় দিলে ফোড়া শীঘ্র পেকে যায়।

৫১. মকসূদ হাসিলের দোয়া

৬টি আয়াতে শেফা

(১) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

(ওয়া ইয়াশ্ফি ছুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মিনীন।)

(২) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

(ওয়াশিফাউল লিমা ফীচ্ছুদূর।)

(৩) وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

(ওয়া ইয়াখ্রুজু মিম্ বুতূনিহা শারাবুম মুখতালিফুন্ আলওয়ানুহূ ফীহি-শিফাউল লিন্নাছ।)

(৪) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(ওয়া নুনায্যিলু মিনাল্ কুর্আনি মা-হুওয়া শিফা-উঁও ওয়া রাহমাতুল্লিল মু'মিনীন।)

(৫) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(ওয়া ইযা মারিদ্বতু ফাহুওয়া ইয়াশ্ফী-ন।)

(৬) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًا وَّشِفَاءٌ

(কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আমানু হুদাওঁ ওয়া শিফা-আন।)

৬টি আয়াতে সালাম

(১) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

(ছালামুন্ ক্বাওলাম্ মির্রাব্বির্ রাহীম।)

(২) سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَسِيْنَ

(ছালামুন্ 'আলা ইল্ইয়াসীন।)

www.pathagar.com

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ (৩)

(ছালামুন্ 'আলা নূহিন্ ফিল্ 'আ-লামীন।)

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (৪)

(ছালামুন্ আলাইকুম্ ত্বিব্তুম্ ফাদখুলুহা খা-লিদীন।)

سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ (৫)

(ছালামুন্ 'আলা মূছা ওয়া হারুন।)

سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (৬)

(ছালামুন্ হিয়া হাত্তা মাত্বলা'ইল ফাজ্‌র।)

উক্ত দোয়াগুলো পড়ে নিম্ন দরূদ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বি'আদাদি কুল্লি দা-ইওঁওয়া দাওয়া-ইন।

অতপর এই দোয়াসমূহের ছওয়াব সমস্ত আম্বিয়া, আওলিয়া, গাওস, কুতুব এবং বিশেষ করে বিশ্বনবী হযরত রাসূল (সা)-এর রূহের উপর পৌঁছাবে এবং তাঁর তোফায়েলে সমস্ত মৃত মু'মিন মু'মিনাতের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবে। নিজের ও নিজের জীবিত ও মৃত সকল আত্মীয়-স্বজনের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করবে। অতপর যে বিশেষ মাকসূদ হাসিলের জন্য দোয়া পড়া হয়েছে তা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করবে।

www.pathagar.com

বার চাঁদের ফযীলত

মুহাররাম মাস

১। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে আশুরার রোযা অর্থাৎ মুহাররামের দশ তারিখের রোযা রাখার প্রচলন ছিল। অতপর রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার রোযা রাখতে পারে আর যে ইচ্ছা করবে না সে রাখবে না।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরাত করে আসার পর ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এদিন রোযা রাখছ? ইহুদীরা উত্তরে বলল, এদিন আমাদের জন্য শুভদিন। এ'দিন আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সাথী বনী ইসরাঈলগণ শত্রুদের থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এই মুক্তির শুকরিয়া প্রকাশার্থে হযরত মূসা (আ) এই দিন রোযা রেখেছেন এবং আমাদেরকে রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই উত্তর শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হযরত মূসা (আ)-এর অনুসরণে আমরা তোমাদের চাইতে অগ্রাধিকারী। অতপর মুসলমানদেরকে এই দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

৩। এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এ মাসের চাঁদ উদিত হবার পর মাগরিব নামাযান্তে যে ব্যক্তি দু' রাক'আত করে ৬ রাকা'আত নফল নামায পড়বে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির প্রতিটি নেক কাজে সাহায্য করার যিম্মাদার হবেন।

যে ব্যক্তি এ মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ আশুরার দিন একটি রোযা রাখবে তার পেছনের এক বছরের সমস্ত গুনাহখাতা মার্জনা করে দেয়া হবে।

হাদীসে আরো আছে যে, এদিন যদি কেউ তার পরিবার পরিজনের জন্য (সামর্থ অনুযায়ী) ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে আল্লাহ পাক তার সমস্ত বছরের রুজিতে বরকত ও প্রশস্ততা দান করবেন।

৪। এ মাসের ঘটনাসমূহের মধ্যে বিস্ময়কর ও দুঃখজনক ঘটনা হল হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়ন মণি ইমাম

www.pathagar.com

হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত। তিনি এ মাসের ১০ তারিখে কারবালার প্রান্তরে শত্রু বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। তাই আমাদের বিবেচনা এ মাসের ১০ তারিখ তার শাহাদাত বার্ষিকী হিসেবে পালন করে এবং নফল সদকা, খায়রাত, নামায, রোযা আদায় করে তার সওয়াব শোহাদায়ে কারবালার রূহের উপর বখশিয়ে দেয়াই নিজেদের কামিয়াবীর পথ বলে মনে করি। তার শাহাদাতকে আমাদের জীবনের দিকনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তিনি সত্যের পথে অবিচল থেকে নিজে শাহাদাত বরণ করেছেন তথাপিও মিথ্যা ও বাতিলের কাছে মাথা নত করেননি। এ শিক্ষাই আমাদের জীবনের পাথেয় হওয়া উচিত।

৫। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মি সালামা হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জীবরাঈল (আ) আমাকে এইমাত্র সংবাদ দিলেন যে, আমার কিছু উম্মাত আমার প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র হোসাইনকে শহীদ করবে। হোসাইনের হত্যাকারীদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার কঠিন গযব নাযিল হোক।

৬। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে যাহাশ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) তার হত্যার বিনিময়ে আমি সত্তর হাজার লোককে হত্যা করিয়েছি। আর আপনার দৌহিত্রের হত্যার বিনিময়ে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করাব।
-(হাকেম)

৭। সালমা নাম্নী এক আনসারী মহিলা বলেন যে, আমি একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর খিদমতে এমতাবস্থায় হাযির হলাম যে, তিনি কান্নাকাটি করছেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, আমি এক্ষুণি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদছেন, তার দাঁড়ি মোবারক এবং মাথার চুল ধূলায় মলিন ছিল, এরূপ দেখে আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি এক্ষুণি হোসাইনকে শহীদ হতে দেখেছি।-(বুখারী ও তিরমীযী)

৮। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভয় দেখাবেন। তার উপর আল্লাহ্ তায়ালা ও তার ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের অভিশম্পাত হোক।
-(মুসলিম)

www.pathagar.com

সফর মাস

১। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সফর মাসে কোন রোগ, অশুভ ব্যাপার এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদি অবতীর্ণ হয় না।-(মুসলিম)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে যে, রোগ, ভূত-প্রেতের আছর, অশুভ লক্ষণ ইত্যাদির সাথে সফর মাসের কোন সংশ্রব নেই।

২। তুহফাতুল ইয়ামানি কিতাবে সফর মাসের ফযীলাত সম্পর্কে লিখিত আছে যে, সফর মাসের চাঁদ দেখার পর মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি চারি রাকা'আত নামায এই নিয়মে আদায় করবে—প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১বার পাঠ করবে এভাবে যথারীতি নামায শেষ করে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ ১০০০বার পাঠ করবে তার পেছনের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে এবং স্বপ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ হবে।

দরূদ শরীফ এই

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়াহাবী বিকান্নাবীয়্যিল উম্মীই ওয়াসাল্লিম।

রবিউল আউয়াল মাস

এ মাসের ১২ তারিখ সোবেহ্ সাদেকের সময় সমগ্র সৃষ্টি জগতের নেতা, নবী কুল শিরমণি, খাতামান্নাবিয়্যীন, শাফিউল মুযনিবীন, রাহ্মাতাল্লিল আলামীন, রাসূলে আকরাম (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পর আবু লাহাবের সুয়াইবা নাম্নী বাঁদী আবু লাহাবকে সর্বপ্রথম এ সুসংবাদ দান করে। আবু লাহাব তাতে খুশী হয়ে সুয়াইবা বাঁদীটিকে মুক্ত করে দেয়। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার জনৈক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু কেমন আছ—উত্তর দিল জাহান্নামে জ্বলছি, অবশ্য প্রতি সোমবার রাতে শাস্তি কিছু লঘু করা হয় আর নিজের হাতের দুইটি অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই আঙ্গুলি দ্বয়ের মাধ্যমে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ শুনে সুয়াইবা নাম্নী বাঁদীকে মুক্ত করেছিলাম তার জন্যে এ রাতে ঐ দুই আঙ্গুল দ্বারা কিছু পানি শুষে নেই।

www.pathagar.com

এখন পাঠক বন্ধুগণ চিন্তা করে দেখুন রাসূলে আকরাম (সা)-এর জন্মের সুসংবাদ শুনে নিজের বাদী মুক্ত করার কারণে যদি তার জীবনের চির শত্রু প্রতি সোমবার এই মুক্তি লাভ করতে পারে তবে আল্লাহ্ ও রাসূল বিশ্বাসী মু'মিনগণ সীরাতুন্নবী পালন করে এবং তার নির্দেশিত পথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করে তাহলে তাদের কতইনা সৌভাগ্য লাভ হতে পারে। এবং আশা করা যায় যে, তারা তার নির্দেশিত পথে চলে পরকালেও মুক্তি লাভ করতে পারবে। তাই এই মাস ব্যাপী সীরাতুন্নবী বা রাসূলের জীবন চরিত আলোচনা করে তার থেকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে চলার দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা উচিত।

কিতাবুল আওরাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, রবীউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখে ঐ রাতে দু'দু' রাক'আত করে ১৬ রাক্'আত নফল নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লাহু) পাঠ করবে, নামাযের পর এক হাজার বার নিম্নের দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এভাবে একাগ্রচিত্তে রওযা পাকের দিকে ধ্যান করে ১২ দিন আমল করলে ইনশাআল্লাহ এরই মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হবে। দরূদ শরীফ এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিন্নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া ছহ্বিহী ওয়া সাল্লিম।

রবীউস্ সানী মাসের ফযীলত

এ মাসে গাউসুস সাকালাইন শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী (র) ইন্তিকাল করেন।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি এ মাসের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই ঐ রাতে ৮ রাকা'আত নফল নামায আদায় করতেন। এ নামাযের সওয়াব অনেক, দু'দু' রাক্'আত করে ৪ নিয়তে মোট আট রাক্'আত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার কুলহুওয়াল্লাহু সূরা পাঠ করবে।

জমাদিউল আউয়াল মাসের ফযীলত

এই মাস থেকেই রমযানের প্রস্তুতি কার্য শুরু হয়। তাই এই মাসের চাঁদ দেখার পর ঐ রাতেই বুযুর্গানে দ্বীন ২০ রাক্'আত নফল নামায আদায় করতেন। দু'দু' রাক্আত করে ১০ নিয়তে ২০ রাকা'আত নামায, প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর ১ বার কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ সূরা পাঠ করবে।

www.pathagar.com

তারপর ১০০ বার দরূদ শরীফ ও ১০০ বার ইস্তিগফার পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে কায়মনো বাক্যে একাগ্রচিত্তে মুনাজাত করবে। অতীতের গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করবে এবং ভবিষ্যতে সৎপথে চলার তাওফীক চাইবে ও অঙ্গীকার করবে। তাহলে আশা করা যায় যে, অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

জমাদিউস সানী মাসের ফযীলত

এ মাসের চাঁদ উদয়ের পর ঐ রাতের যে কোন অংশে ৪ নিয়তে দু'দু' রাক্'আত নফল নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে। নামায শেষে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাওবা ইস্তিগফার করে গোনাহ মাফ ও মাকছুদ হাসিলের জন্য দোয়া করবে।

কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম এ মাসের শেষ দশ দিন রজবের প্রস্তুতি হিসেবে রোযা রাখতেন ও রাতে নফল নামায পড়তেন।

রজব মাসের ফযীলত

রজব মাসের ফযীলত অনেক। এ মাসেই সাইয়্যিদিল মুরসালীন খাতামুন্নাবিয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মে'রাজ বা উর্ধ গগণে আরোহণ সংঘটিত হয়েছে। তাই এ মাসের ফযীলত অসীম।

ইমাম বায়হাকী শো'আবুল ঈমান নামক গ্রন্থে লিখেছেন, রজব মাসের একটি রাত ও দিন খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাবান, যে ব্যক্তি সে রাতে ইবাদাত করেছে ও দিনে রোযা রেখেছে সে যেন এক শত বছর ইবাদাত করেছে ও একশত বছর রোযা রেখেছে। আর সে রাত ও দিনটি হল ২৭শে রজবের রাত ও দিন।

ছুফিয়ায়ে কেরাম বিশেষত খাজায়ে খাজেগান গাউসুস সাক্বালাইন হযরত আবদুল ক্বাদির জীলানী (র)-এর সিলসিলার ছুফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে একটি নামাযের প্রচলন আছে যার নিয়ম এই যে, রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিন রোযা রেখে শুক্রবার রাতে মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝখানে ছয় নিয়তে বার রাকা'আত নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার সূরা ক্বাদর ১২ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। দু' রাক'আত শেষে সালাম ফিরাবার পর اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ। *(আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিন্নায়্যীল*

উম্মীয়্যী ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম) ৭০ বার পাঠ করে সিজদায় যাবে। সিজদায় গিয়ে سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَٰئِكَةِ وَالرُّوحِ *(সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররূহ)* বেজোড় সংখ্যক বার পাঠ করে সিজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে যে জায়েয দোআই আল্লাহ তাআলার নিকট করা হবে তিনি তা-ই কবুল করবেন। (জামেউল উছুল)

২৭শে রজব মে'রাজের রাত, এ রাতে প্রিয় নবীজীর সাত আসমান, সাত জাহান্নাম, আট জান্নাত, আরশ কুরসী, সিদরাতুল মুন্তাহা সফর হয়েছে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়েছে এবং এ রাতেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রমযানের রোযা ফরয হয়েছে। এ মহান রাতে যতই ইবাদাত করা যাবে ততই সওয়াব পাওয়া যাবে। এ রাতে আল্লাহ তাআলা কতিপয় কট্টর নাফরমান ব্যতীত আর সকলের গোনাহ মাফ করে দেবেন।

পবিত্র হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রজব মাস হল নেক আমলের বীজ বপনের মাস, শা'বান মাস হল পানি সিঞ্চন করে ফসল উৎপাদনের মাস ও রমযান মাস হল ফসল আহরণের মাস।

–(আল হাদীস)

শা'বান মাসের ফযীলত

এ মাসের ফযীলত অনেক। এ মাসের পরই রমযান মাস। এ মাসেই রমযান মাসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিভাবে রোযা রাখা আরম্ভ করতেন যে, আমরা মনে করতাম যে, তিনি বুঝি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার তিনি এমনিভাবে রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন যে, আমরা মনে করতাম যে, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রমযান মাস ব্যতীত আর কোন মাসে পুরো মাস রোযা রাখতে দেখিনি। শা'বান ব্যতীত আর কোন মাসে এত বেশী রোযা রাখতে দেখিনি। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

হযরত ইকরামাহ (রা) আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "তাতেই প্রত্যেক বিজ্ঞান সম্মত কাজ বিন্যস্ত করা হয়"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হল শা'বানের পনর তারিখ, এ তারিখেই সারা বছরের কাজ নির্ধারণ করা হয়, জীবিতদের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করা হয়, হাজীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। রেজিষ্টারভুক্ত নাম থেকে বেশীও করা হবে না এবং কমও করা হবে না।

–(ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবী হাতেম)

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন শা'বানের পনর তারিখ হত তখন তিনি (সা) বলতেন, তোমরা এ রাত ইবাদাতে জাগ্রত থাক এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলেন, আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী ? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছে কি কোন রিযিক অন্বেষণকারী ? আমি তাকে রিযিক দান করব। আছে কি কোন রোগগ্রস্ত ? আমি তাকে সুস্থতা দান করব। ছুবহে ছাদিক হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রত্যেকটি গোত্রকে নাম ধরে ধরে ডাকেন।

–(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

রমযান মাসের ফযীলত

রমযান মাসের ফযীলত লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা এ মাসে দিনে রোযা রাখা ফরয করেছেন ও রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদাত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ, এ মাসেই সর্বপ্রথম আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই এ মাসকে কুরআন নাযিলের মাস বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, "রমযান মাস তো সে মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রযমান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।–(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রযমানের রোযা রাখবে তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রমযানের রাতে জেগে থেকে ইবাদাত করবে তারও পিছনের সকল গোনা মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাত-শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা, রোযাদার আমার জন্য রোযা রেখেছে তাই আমি নিজেই তাকে পুরস্কার দেব। কেননা সে আমার জন্যই তার ভোগ-লালসা ও খানা-পিনা ছেড়ে দিয়েছে। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী। এক খুশী রোযা

www.pathagar.com

ভঙ্গের সময়, দ্বিতীয় খুশী তার পালনকর্তার দীদার লাভের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধীর থেকে অধিক সুগন্ধময়।
–(বুখারী ও মুসলিম)

এ পবিত্র রমযানের মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে কদরের রাতে নাযিল করেছি। কদরের রাত হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম।"

সে রাত কোন্‌টি ? এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এটা স্থির নিশ্চিত যে, সে রাতটা হল রমযানের শেষ দশ রাতের যে কোন এক বেজোড় রাত। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর এক সূক্ষ্ম হিসেব হল, এ সূরায় "লাইলাতুল কাদর" শব্দ দু'টি তিনবার এসেছে। আর শব্দ দু'টো আরবীতে লিখতে নয়টি হরফ লাগে। সুতরাং ৩ ৯=২৭। অর্থাৎ আকাঙ্খিত রাতটি হল ২৭শে রমযানের রাত। এটাই হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মত। প্রকৃত তথ্য মহান আল্লাহই অধিক জানেন। তবে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের উদ্দেশ্যে ইবাদাত করে কাটানো উত্তম।

শাওয়াল মাসের ফযীলত

পবিত্র শাওয়াল মাসের প্রথম দিনটিই হল বড় ফযীলতের দিন। এ দিনের নাম হল "ইয়াওমু ঈদিল ফিতরি" অর্থাৎ রোযা ভঙ্গের খুশীর দিন। এ দিনের সওয়াব সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে।

রোযা শেষে ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর নামের তাকবীর পাঠ করতে করতে যখন ঈদের মাঠে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণের নিকট গৌরব প্রদর্শনার্থে বলেন, হে আমার ফিরিশতাগণ ! তোমরা বল, যে কর্মচারী তার কাজ সুসমাধা করেছে তাকে কি পুরস্কার দেয়া যায় ? ফিরিশতাগণ বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা ! সে কর্মচারী তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পেতে পারে ! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার ফিরিশতাগণ ! আমার বান্দাহগণ ও দাসীগণ তারা আমার নির্ধারিত কাজ শেষ করে আমার নিকট প্রার্থনা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়েছে, আমার মান-মর্যাদা, সম্মান-প্রতিপত্তি, মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ ! আমি নিশ্চয়ই তাদের প্রার্থনা কবুল করব। অতপর আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাহদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ তোমরা তোমাদের বাড়ি ঘরে ফিরে যাও ! আমি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিলাম এবং প্রত্যেকটি গুনাহের পরিবর্তে একটি করে নেকী তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দিলাম।
–(বায়হাকী)

www.pathagar.com

ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে বের হবার আগে মিষ্টিমুখ করা সুন্নাত। নিজেও করবে এবং অপরকেও করাবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহের দিকে বের হবার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর দ্বারা মিষ্টিমুখ করতেন।

আইয়ূব আনছারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা নিয়মিত রেখেছে অতপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রেখেছে তার আমলনামায় সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।-(মুসলিম)

যীলকা'দা মাসের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যীলক্বা'দা মাসের সম্মান কর, কেননা এটি সম্মানিত মাসসমূহের প্রথম সম্মানিত মাস।

বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি যীলক্বা'দা মাসের প্রত্যেক রাতে দু' রাক'আত নামায এ নিয়মে আদায় করবে যে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, তার জন্য প্রত্যেক রাতেই একজন শহীদ ও একজন হজ্জ আদায়কারীর সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যীলক্বা'দাহ মাসের প্রত্যেক শুক্রবারে চার রাকা'আত নামায এ নিয়মে আদায় করবে যে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ ২১ বার পাঠ করবে তার জন্য প্রত্যেক শুক্রবারে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব দান করবেন।

যীলহজ্জ মাসের ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সারা দুনিয়ায় নেক আমলের দিক থেকে মর্যাদায় যীলহজ্জ মাসের প্রথম দশ তারিখ থেকে উত্তম আর কোন কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর পথে জিহাদ কি তার সমকক্ষ নয় ? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ তার সমকক্ষ নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাটি তিনবার বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তিনবারই এ উত্তর দিলেন। অবশ্য যে নিজের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে গেল অতপর সে শহীদ হল সে তার সমকক্ষ হবে। (বুখারী)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যীলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রেখেছেন।-(আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.pathagar.com

যীলহজ্জ মাসের ফযীলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এ মাসে হজ্জের মত মহান কাজ সমাধা হয়। এ মাসেরই ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে তাশরীক বলে। এ সময়ের ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব। এ তাকবীরকে তাশরীক বলে—(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

এ মাসেই হজ্জ সমাপন হয়। এ মাসের ৯ তারিখ আরাফাতের মাঠে অবস্থান করতে হয় যা হজ্জের বিশেষ একটি কাজ। ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়, অপারগতায় পরদিন ১১ তারিখেও পূর্বদিনের সময়ে আদায় করা যায়। ১০ তারিখে ঈদের নামাযের পর থেকে ১২ তারিখ আসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কুরবানী দিতে হয়। অর্থাৎ এ মাসের প্রথম ১০ দিনকে ঘিরেই আছে সব নেকের কাজ। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এসব আমল করার তাওফীক দান করেছেন তারাই সৌভাগ্যবান।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আরাফার দিন থেকে এতবেশী সংখ্যক নিজ বান্দাহদেরকে আর কোন দিন দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন না। অতপর তিনি তা নিয়ে ফিরিশতাদের নিকট নিজের গৌরব প্রকাশ করেন।-(মুসলিম)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ সকল কুরবানী কি ? আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আমাদের জন্য কোন সওয়াব রয়েছে ? আল্লাহর রাসূল বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে তোমাদের জন্য এক একটি সওয়াব রয়েছে।

–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

তাওবার বিবরণ

'তাওবা' শব্দের অর্থ ফিরে আসা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে যে পথ ভালো—যে পথে তার নবী-রাসূল ও প্রিয়জনেরা চলেছেন সেই পথটি তুলে ধরেছেন। কিন্তু আল্লাহর অভিশাপগ্রস্ত শয়তানেরা আমাদেরকে এর উল্টো পথে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যেনা-ব্যভিচার, নাচ-গান, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, জুলুম-নিপীড়ন, সুদ-ঘুষ, খুন-জখম, শঠতা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচার, পরনিন্দা-পরচর্চা, অহংকার-অহমিকা, দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে আপাতঃ মধুর স্বার্থ লাভ করার জন্য আমাদেরকে উন্মাদ করে তোলে। তখন ভুলে যাই আমরা ভালো-মন্দের লাভ-ক্ষতি। চলে যাই আমরা কুপথে। করে ফেলি আমরা পাপ। কিন্তু যে আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তো আমাদের মহান প্রতিপালক প্রভু—স্নেহ মমতার পরম আধার। তিনি প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ডাকছেন, যেন ভেংগে যায় আমাদের ভুল, ফিরে আসি আবার তার আলোর পথে। শুধু তা-ই নয়, তিনি চান—তার বান্দারা তাদের ভুলটুকু বুঝুক, তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করুক—তাহলেই তিনি তাদের শত সহস্র মহা অপরাধও মার্জনা করে দেবেন। রহমানুর রাহীমের এই ঘোষণার কথাই কবি প্রকাশ করেছেন ঃ

"ফিরে এসো, ফিরে এসো, যে-ই তুমি রও,
কাফের মাজূসী কিংবা পাপী-তাপী হও।
নিরাশার কিছু নাই আল্লাহর ঠাঁই,
শতবার ভাংগ তাওবা কোন ভয় নাই।

বস্তুত আমরা কখন পাপ করে ফেলব তার যেমন সময় নির্ধারিত নেই, ঠিক তেমনি পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যও কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহ্ সদা সর্বদাই আমাদের দেখছেন। কাজেই পাপ করার সাথে সাথেই তার কাছে ফিরে আসা অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়া আমাদের উচিত। পরে আর করব না বলেও অংগীকার করব নিশ্চয়ই। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় হয়ত আবার আমরা পাপ করে ফেলব। তখনও আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ না হওয়া, এভাবে অর্থাৎ আন্তরিকভাবেই পাপ আর করব না বলে অংগীকার করার পরেও যদি শতবার সহস্রবার আমরা পাপ করে ফেলি তাহলেও নিরাশ না হওয়ার জন্যই আল্লাহ্ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না।"

সুতরাং ছোট হোক, বড় হোক, জানা হোক, অজানা হোক সকল গোনাহ্ই আল্লাহ্ মার্জনা করার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য স্মরণ রাখতে হবে ঃ

(১) 'তাওবা'র অর্থ হল পাপ করে ফেলার অর্থাৎ কুপথে যাওয়ার পরে ভুল বোঝার সাথে সাথেই আল্লাহর নিকট ফিরে আসা। সুতরাং ভুলের জন্য পুরোপুরি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

(২) সাথে সাথেই ঐ গোনাহ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট ওয়াদা করতে হবে যে, আল্লাহ্ এ কাজ আমি আর কখনো করব না।

(৩) এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে যে, আল্লাহ্ রহমানুর রাহীম। তুমি ক্ষমার মালিক, তুমি মেহেরবান, তুমি আমার গোনাহখাতা মার্জনা করে দাও। মোটকথা তাওবা মানেই হল ক্ষমা প্রার্থনা করা—অনুতপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে আর করবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃত পাপের মার্জনা ভিক্ষা করা। ইহা কি অন্যের দ্বারা হওয়ার আশা করা যায় ?—না, ইহা নিজেকেই করতে হয়। নিজেরই করার জিনিস। হাঁ, অন্য কোন নেক্কার আমার জন্যে দোয়া করতে পারে। কিন্তু দোয়া ও তাওবা তো এক জিনিস নয়। ভিন্ন দু'টি জিনিস। দ্বিতীয়ত তাওবা মানেই যখন পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া তখন এর জন্যে অন্য মানুষের প্রয়োজন কোথায় ? এবং কিসের জন্য প্রয়োজন ? এক কথায় কারুর প্রয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন শুধু আল্লাহর কাছে নত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার। দিনে, রাতে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে, জীবনে যখনই যে মুহূর্তে আমরা যে গোনাহই করি না কেন উহার জন্য কোনরূপ দেরী না করে আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিব। এই কথাটির জন্যই আল্লাহ্ বার বার তাকিদ করেছেন।

আরো মনে রাখতে হবে যে, এই ক্ষমা ভিক্ষা বা তাওবা হচ্ছে আমাদের নিত্য দিনের কর্তব্য। সদা সর্বদাই মন্দ কাজের তো কথাই নেই। ভালো কাজেও আমাদের অনেক রকম ত্রুটি হয়ে যায়। সুতরাং সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ছোট-বড়, সগীরা-কবিরা সব ধরনের পাপের জন্যই আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমার দরখাস্ত করতে থাকবো—ইহাই আমাদের কর্তব্য। এই কাজটিকেই বলা হয় 'তাওবা ও ইস্তেগফার'। এই কাজটি দু'হাত তুলে মোনাজাতেও করা যায়, আবার হাটতে বসতে, চলতে-ফিরতে হাত না তুলেও করা যায়। 'তাওবা ইস্তেগফার' এর জন্য লেখা আরবী, পারসী বা উর্দু দোয়া পড়েও করা যায়, আবার নিজের মাতৃভাষায় নিজের ইচ্ছামত শব্দ দিয়েও করা যায়।

www.pathagar.com

সুতরাং মৃত্যু নিকটবর্তী মনে করে কাউকে ডেকে এনে তাওবা করাবার যুক্তি কোথায় ? নিজের পাপের জন্য তাওবা নিজেকেই করতে হবে। অন্যে ইহা করতে পারে না। হাঁ অন্যকে দিয়ে দোয়া করাবার ইচ্ছা হলে করবেন, তাতে দোষ নেই। এ কারণে কারুর মৃত্যু নিকটবর্তী মনে করলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, আপনার জীবনের গোনাহ্খাতার জন্য আল্লাহর কাছে মনে মনে বা সম্ভব হলে দোয়া পড়ে মাফ চাইতে থাকুন।

তাওবার সংক্ষিপ্ত দোয়া ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ ـ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসতাগ্‌ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যান্‌বীউঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নিকট আমি আমার সকল পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার নিকট তাওবা করি। কেননা সেই মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত পাপ কাজ থেকে ফেরার এবং কোন নেক কাজ করার সাধ্য কারো নেই।"

আল্লাহ আমাদেরকে হামেশা তাওবা করার তাওফিক দিন। আমীন।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

মু'মিনের কাম্য জান্নাতুল ফেরদাউস ঃ

"লোক সকল ! তোমরা যখন জান্নাত কামনা করবে তখন 'জান্নাতুল ফেরদাউস' কামনা করবে। কেননা উহা সকল জান্নাতের উপরে। তার উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ।"--(আসহাবুস সুনান)

(২)

মহাপাপীর জন্যও তাওবার সুযোগ ঃ

"তুমি যদি এত অধিক পরিমাণ পাপ কর যে, তাতে আসমান পর্যন্ত ভরে যায় তবুও আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করে নেবেন।"(ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

রোগ ও মৃত্যুর বিবরণ

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও তার সেবা শুশ্রূষা করার মত ছওয়াবের কাজ আর নেই। শরীয়াতের ভাষায় ইহাকে 'ই'আদাত' বলা হয়। দুনিয়ার সকলকেই একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। এ কারণে আল্লাহ ও রাসূল (সা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির দেখাশুনাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেছেন। শুধু মুসলমানই নয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্বীয় প্রতিবেশীও যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন দেখতে যাওয়া ও যথাসম্ভব তার সেবাযত্ন করা একান্ত আবশ্যক। হযরত (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ৬টি হক রয়েছে তার মধ্যে দু'টি হল ঃ

১. রোগ শয্যায় শায়িত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং

২. তার মৃত্যু হলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমরা কেউ অসুস্থ হলে হযরত নবী (সা) তার ডান হাত দ্বারা রোগীর শরীর মালিশ করতেন এবং তার জন্য এই দোয়া করতনে ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءَ كَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

উচ্চারণ ঃ আযহিবিল বা'সা রাব্বান নাস ওয়াশ্ফি আনতাশ্ শাফি। লা শিফা'আ ইল্লা শিফা'আকা শিফাআল লা-ইউগাদিরু সাকমা।

অর্থ ঃ "ওহে মানুষের প্রতিপালক ! এই দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। তুমি আরোগ্য দান কর, কেননা তুমিই প্রকৃত আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্যদান ছাড়া অন্য কারুর আরোগ্যদানের ক্ষমতা নেই। তোমার আরোগ্যদানের পরে কোন রোগই অবশিষ্ট থাকে না।"

হযরত (সা) কোন কোন সময় নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন

لاَ بَأْسَ طَهُوْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ লা বা'সা তাহূরান ইন্শাআল্লাহ

অর্থ ঃ "চিন্তিত হয়োও না। আল্লাহ্ চাহেন তো এই রোগ তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে।"

www.pathagar.com

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার পুরস্কার ঃ

"যখন কোন ব্যক্তি অজু করে ছওয়াবের আশা নিয়ে কোন রোগীকে দেখতে যায় তখন সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরে সরে যায়।"—(আবু দাউদ)

২

রোগীর জন্য যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয় ঃ

"কেউ যদি রোগী দেখতে গিয়ে তার পাশে বসে ৭বার এই দোয়া পড়ে ঃ

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌আলুল্লাহাল আযীমা রাব্বাল আর্‌শিল্‌ কারীমি আঁই ইয়াশ্‌ফিয়াকা।

—তবে আল্লাহ সেই রোগীকে আরোগ্য দান করেন। অবশ্য যদি তার হায়াত শেষ না হয়ে থাকে।"—(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৩

যে দোয়ায় রোগ আরোগ্য হয় ঃ

যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় ৪০ বার এই দোয়া পড়বে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যলিমীন।

—এবং সে যদি সেই রোগেই মারা যায় তাহলে একজন শহীদের সমান ছওয়াব লাভ করবে। আর যদি সে আরোগ্য লাভ করে তাহলে সকল গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে আরোগ্য লাভ করবে।"—(হাকেম)

৪

রোগের আগের দান উত্তম ঃ

"মানুষের সুস্থতার সময়ে এক দেরহাম দান তার মৃত্যুকালের শত দেরহাম দান করার চেয়েও উত্তম।"—(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মৃত্যুর সময়ে করণীয় আপনজনদের কর্তব্য

১. মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে রোগীকে উত্তর দিকে মাথা করে এমনভাবে শোয়াবে যে, কেবলা তার ডান দিকে পড়ে। তার মাথা ডান দিকে কাত করে কেবলামুখী করে শোয়াতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

২. মৃত্যু যন্ত্রণার সময় তার পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পড়লে তার মৃত্যু কষ্ট কম হয়।

৩. তার নিকটে বা তার কাছে বসে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী কোন কথা বলা অন্যায়।

৪. তাকে কালেমা তাইয়েবা পড়াবার জন্যে কোনরূপ জোর করা যাবে না। নিজেরা শব্দ করে এমনভাবে পড়বে যাতে সে ব্যক্তি তা স্মরণ করতে পারে এবং মুখে উচ্চারণ করে নেয়। একবার-দু'বার কালেমা পড়লেই যথেষ্ট। বার বার উচ্চারণ করাবার জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি করা যাবে না।

৫. আল্লাহ না করুন, তার মুখ থেকে কোন খারাপ কথা বা কুফরী কালাম বের হয়ে গেলে মনে করতে হবে যে, তা রোগ যন্ত্রণার কারণে ভুলে বলে ফেলেছে। দ্বিতীয়ত, এই কথা প্রচার না করে গোপন করে রাখা উত্তম। কেননা আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। কার ভাগ্যে কি আছে তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ পাকই জানেন। আমরা তার রহমতের ভিখারী মাত্র।

৬. ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরে উপস্থিত সবাই এই দোয়া পড়বে ঃ "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহুম্মা আজির নী ফী মুছিবাতী ওয়াখ্‌লাফ্‌লী খায়রাম্‌মিন্না।"

–"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন, হে আল্লাহ! বিপদে আমাকে বিনিময় দিন এবং বিনিময়ে আমাদেরকে কল্যাণ দিন।"

ইন্তেকালের পর করণীয় কাজ

১. মৃত্যুর সংগে সংগে একখানি কাপড় দ্বারা মৃতের মুখমণ্ডলের থুতনীর নীচ থেকে মাথাসহ পেঁচিয়ে বেঁধে দিবে যাতে মুখ বন্ধ থাকে।

www.pathagar.com

২. 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে দেবে এবং হাত-পাগুলো সোজা করে দিবে।

৩. নাপাক অবস্থায় (অর্থাৎ গোছল ফরয হয়েছে এমন পুরুষ অথবা ঐ অবস্থার কিংবা হায়েয-নেফাস চলছে এমন কোন মহিলার) মৃত ব্যক্তির নিকট আসা ঠিক নয়। তবে একান্ত আপনজনকে বাধা দেয়াও ঠিক নয়।

৪. মৃতদেহের পাশে বসে কুরআন পাক তেলাওয়াত করা জায়েয নয়। কালেমা শরীফ বা তাসবীহ-তাহলীলও ঠিক নয়। ছওয়াব রেছানীর জন্য ইহা অন্যত্র ও অন্য সময়ে করা যেতে পারে।

৫. মৃতের জন্য চিৎকার করে কাঁদা বা মাতম করা জায়েয নয়। নিঃশব্দে কাঁদা জায়েয, বরং সুন্নাত।

৬. কাফন-দাফন যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির গোছলের নিয়ম

গোছল দাতা প্রথমে অজু করে নেবে। মৃতের সতরের প্রতি তাকানো বা খালি হাতে স্পর্শ করা জায়েয নয়। গোছলের জায়গা প্রথমে পর্দা করে নেবে। তারপর মৃতের পরনের জামা কাপড় খুলে ফেলে পুরুষ হলে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলা হলে সমস্ত দেহ একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। তারপর হাতে কিছু ন্যাকড়া জড়িয়ে কাপড়ের নীচে হাত ঢুকায়ে প্রথমে ঢিলা দ্বারা ও পরে পানি দ্বারা এস্তেনজা করিয়ে দেবে। এরপর অজুর স্থানগুলো ধুইয়ে দেবে। কুলি করানো, নাকে পানি দেয়া, হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়ানো—এগুলো কিছু করতে হবে না। প্রথমে মুখ, তারপর ডান হাত, তারপর বাম হাত কনুই সহ ধুইয়ে দেবে। কিছু তুলা বা ন্যাকড়া দিয়ে দাঁতের উপর ও নাকের ভেতর মুছে দেয়া যেতে পারে। মৃত ব্যক্তির উপর গোছল ফরয ছিল, বা হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ছিল—এমন হলে মুখের মধ্যে ও নাকের মধ্যে ভিজা তুলা বা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। তারপর গোছলের পানি যাতে নাকে মুখে না ঢোকে সে জন্য নাকে ও মুখে তুলা গুঁজে দিতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে ডান দিকে কাত করে শোয়াবে এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢেলে দিবে। ৩বার অথবা ৫বার এরূপ করবে। তারপর বাম দিকে কাত করে ঐরূপ ৩ বা ৫বার পানি ঢেলে দিবে। এরপর গোছল দাতা নিজের দেহের বা অন্য কিছুর সংগে ঠেস দিয়ে আধা শোয়া অবস্থায় রেখে আস্তে আস্তে তার পেটের উপর মালিশ করবে। কিছু বের হলে তা কুলুখের সাহায্যে মুছে

www.pathagar.com

পরিষ্কার করে ফেলবে। পুনরায় অজু গোছল করাতে হবে না। এইরূপে গোছল শেষ করতে হবে এবং একখানি পাক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

গোছল সংক্রান্ত আরো জ্ঞাতব্য ঃ

১. বরই পাতা দিয়ে গোছলের পানি সিদ্ধ করা উত্তম। তা পাওয়া না গেলে খালি পানিই গরম করে নেবে।

২. সাবান দিয়ে গোছল করালে যাতে উত্তমরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. গোছল অন্তে সমস্ত দেহ শুকনা কাপড় দিয়ে ভালো রূপে মুছতে হবে যাতে কাফনের কাপড় ভিজে না যায়।

৪. কাফনের কাপড় পরাবার সময়ে যে কাপড় দিয়ে লাশ ঢাকা ছিল তা সযত্নে যথাসময়ে সরিয়ে নিতে হবে।

৫. কাফনের সময়ে স্ত্রীলোকের মাথায় এবং পুরুষের মাথা ও দাড়িতে আতর লাগিয়ে দেবে।

৬. সেজদার সকল অংগে কর্পূর লাগিয়ে দেবে।

৭. স্ত্রী স্বামীর কাফন পরাতে পারবে। মৃত স্বামীর চেহারা দেখতে পারবে। তাকে গোসলও করাতে পারবে। তবে স্বামী স্ত্রীর লাশ স্পর্শ করতে পারবে না এবং গোছলও করাতে পারবে না। তবে তার চেহারা দেখতে পারবে এবং কাপড়ের উপর দিয়ে স্ত্রীর মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারবে। তার লাশও বহন করতে পারবে।

৮. পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই সাদা কাফন উত্তম।

৯. আর্থিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে যে ধরনের জামা-কাপড় মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় পরত সে ধরনের মূল্যের কাফনের কাপড় হওয়াই উত্তম।

১০. মৃত ব্যক্তিকে গোছল করানো, কাফন পরানো, জানাযার নামায পড়া এবং দাফন করা মুসলমানদের জন্য ফরযে কেফায়া।

কাফনের বিবরণ

(ক) পুরুষের জন্য ঃ

১। লেফাফা—এটা এতটা দীর্ঘ হবে যাতে মাথা ও পায়ের দিকের বাড়তি টুকু সুতা দিয়ে বেঁধে দেয়া যায়। এবং এতটা প্রস্থ হবে যাতে উত্তমরূপে শরীর পেঁচানো যায়।

২। ইজার—এটা লেফাফার অনুরূপ।

www.pathagar.com

৩। পিরহান—ইহা জামার মত পেছনে ও সামনের দিকে এত লম্বা হবে যাতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে এবং আড়াআড়িভাবে যাতে দেহ ঢাকে এতটা প্রস্থ হতে হবে। এর বুক এতটা চেরা হবে যাতে মাথা ঢুকতে পারে।

(খ) মহিলাদের জন্য ঃ

১। লেফাফা—পুরুষদের ন্যায়।

২। সিনাবন্দ—এটা ঘাড় হতে হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ হবে এবং এতটা প্রস্থ হবে যাতে সিনা উত্তমরূপে ঢাকে।

৩। ইজার—পুরুষদের ন্যায়।

৪। পিরহান—পুরুষদের অনুরূপ।

৫। মাথাবন্দ—এটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এতটুকু হবে যাতে মাথাসহ সমস্ত চুল উত্তমরূপে ঢেকে দেয়া যায়।

পরাবার নিয়ম ঃ উপরে যে ক্রমিক অনুসারে লেখা হয়েছে তেমনিভাবে পরিষ্কার পাক বিছানায় ঐ কাপড়গুলো বিছাতে হবে। তারপর কাপড় ঢাকা লাশ উহার উপরে রেখে উপরে রাখা কাপড় থেকে পরাতে শুরু করতে হবে এবং যথাসময়ে যে কাপড় দিয়ে ঢেকে আনা হয়েছিল তা সরিয়ে নিতে হবে।

মোটকথা, পুরুষকে প্রথমে পরাতে হবে পিরহান, তারপর ইজার, শেষবারে লেফাফা। এবং স্ত্রীলোককে পরাতে হবে প্রথমে পিরহান ও মাথাবন্দ, তারপরে ইজার, তারপরে সিনাবন্দ এবং সর্বশেষে লেফাফা। মনে রাখতে হবে যে, পিরহান পরাবার পরে তার চুল দু'ভাগ করে বুকের উপর দু'দিক ঝুলিয়ে রেখে দিবে। তারপরে মাথা বন্দ দ্বারা উভয় দিকের চুল ঢেকে দেবে।

স্মরণীয় ঃ কাফনের এবং মৃতদেহের কপালে ও সেজদার স্থানে কর্পূর ইত্যাদি মালিশ করা উত্তম।

---

www.pathagar.com

জানাযার বিবরণ

জানাযা বহন করার নিয়ম

১. বয়স্ক নারী-পুরুষের লাশ খাটে করে বহন করতে হয়। খাটের চার কোণায় ৪ জনে বহন করবে। লোক অদল বদল করেও বহন করা চলে। লাশের মাথার দিক সামনে রেখে চলতে হবে।

২. দুগ্ধপোষ্য বা তার চেয়ে কিছু বড় শিশুর লাশ দুই হাতে নিয়ে যেতে হবে। এ রকম লাশ একাই বহন করা যায়। পালাক্রমে অন্যেরাও ইহা বহন করতে পারে।

৩. জানাযা অর্থাৎ লাশ নিয়ে দ্রুত হাটা সুন্নাত। আবার লাশে ধাক্কা খায় বা দোলে—এমন জোরে হাটাও ঠিক নয়।

৪. জানাযার সংগে যারা যাবে তাদের পেছনে থাকা ভালো। তবে সামনে হাটা নাজায়েয নয়; কিন্তু ডানে বা বামে হাটা উচিত নয়।

জানাযার নামাযের সময়

জানাযার নামাযের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। নিষিদ্ধ ওয়াক্তে (অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়) ওয়াক্তিয়া বা অন্যান্য নামায নিষিদ্ধ হলেও জানাযার নামায নিষিদ্ধ নয়। মসজিদে যদি জানাযা নিয়ে আসা হয় তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে আনা হলে উক্ত সময় অতিক্রম হওয়ার পরে জানাযার নামায পড়তে হবে। এ সময়ে নিষিদ্ধ সময়েও জানাযার নামায পড়া যাবে না। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ের ভিতরে জানাযা আনা হলে ঐ সময়ে পড়াতে কোন বাধা নেই।

জানাযা নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবা'আ তাকবীরাতিন্ ছালাতিল্ জানাযাতি ফারদিল কেফাইয়তি আস্সানাউ

www.pathagar.com

লিল্লাহি ওয়াহু ছালাতু আলান্নাবীয়্যি ওয়াদ্দু'আউ লিহাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি—আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি কেবলামুখী হয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাযার ফারদিল কেফায়া নামায আদায় করছি—আল্লাহু আকবার।

জানাযা নামাযের নিয়ম

জামা'আতের সামনে কাফন ঢাকা লাশ রাখতে হবে। তার পেছনে লাশের সিনা বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন। তার পেছনে মুক্তাদীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন। সবাই মনে মনে ধারণা করবেন ঃ "এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য জানাযার নামায পড়ছি।" এই হল নিয়ত। নিয়ত করে ইমাম জোরে 'আল্লাহু আকবার' বলে কানের লতি বরাবর দুই হাত তুলে নাভির উপরে বাম হাত রেখে ডান হাতের বুড়ো ও কনিষ্ঠা আংগুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি বেঁধে বাকী ৩ আংগুল বাম হাতের উপরে বিছিয়ে অন্য নামাযের ছানার ন্যায় ছানা পড়বে। তবে এই ছানার 'ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা'-এর পরে 'ওয়া জাল্লা ছানাউকা' (وَجَلَّ ثَنَائُكَ) অতিরিক্ত বলতে হবে।

মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করে ঐভাবে তাকবীর দিয়ে ছানা পড়বে। পরে ইমাম জোরে 'আল্লাহু আকবার' বলে বাধা হাত ছেড়ে না দিয়েই আস্তে আস্তে অন্য নামাযের দরূদের ন্যায় দরূদ পড়বে। মুক্তাদীরাও ঐরূপ করবে। দরূদ শেষ করে ইমাম পুনরায় জোরে তাকবীর উচ্চারণ করে ঐ হাত বাধা অবস্থাতেই বয়স্ক ব্যক্তির লাশ হলে চুপে চুপে এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লি হায়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহী আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহূ আলাল্ ঈমান। বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

আর ঐ লাশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে উক্ত দোয়ার পরিবর্তে নিম্ন দোয়া পড়বে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাওঁ ওয়াজ্ আলহু লানা আজ্‌রাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ্ আলহু লানা শাফিআওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফিআ।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক লাশ মেয়ের হলে 'হু' (ﹸه) স্থানে 'হা' (هَا) বলতে হবে। এই দোয়ার পরে পুনরায় ইমাম জোরে তাকবীর বলে প্রথমে ডানে ও পরে বামে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি' বলে সালাম ফিরাবে। মুক্তাদীরাও তার অনুকরণ করবে।

জানাযার নামায সংক্রান্ত আরো মাসায়েল ঃ

১. ছানা, দরূদ ও দোয়ার পরে যে আরো তিনবার তাকবীর বলতে হয় তখন ইমাম ও মোক্তাদীর হাত বাঁধা থাকবে।

২. ইমাম তাকবীর ব্যতীত সবকিছুই চুপে চুপে বলবে, শুধু তাকবীর উচ্চস্বরে বলবে। মোক্তাদীরা তাকবীর সহ সবকিছুই আস্তে আস্তে বলবে।

৩. ডান দিকে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে ডান হাত এবং বাম দিকে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে বাম হাত নামিয়ে ফেলবে।

৪. জানাযার নামাযের পরে আর কোন দোয়া বা মোনাজাত এক সাথে করার বিধান নেই।

৫. জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে (পানি নিকটে থাকা সত্ত্বেও) তায়াম্মুম করে জানাযায় শরীক হওয়া যায়।

৬. জুতা পায়ে রেখেও জানাযার নামায পড়া যায়। তবে শর্ত এই যে, জুতার তলা এবং জুতার জমিন পাক থাকতে হবে। আর যদি জুতা খুলে জুতার উপরে পা রেখে দাঁড়ায় তাহলে পায়ের সাথে লাগা জুতার উপরের অংশ পাক থাকলেই চলবে। জুতার তলা বা জুতার নীচেকার জমিন নাপাক থাকলেও জানাযার নামায হয়ে যাবে।

৭. জানাযার নামাযের জন্য জামা'আত শর্ত নয়। একজনে পড়লেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।

৮. জানাযার নামায ৩ কাতার করা মোস্তাহাব। ইমাম ছাড়া ৫ জন থাকলে ১ম কাতারে ২ জন, ২য় কাতারে ২ জন এবং তৃতীয় কাতারে ১ জন—এইরূপে দাঁড়াতে হবে। লোক বেশী হলে ৩-এর অধিক যে কোন বেজোড় সংখ্যক কাতার করে দাঁড়ানো ভালো।

www.pathagar.com

৯. জন্ম মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তার নাম রাখতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী গোছল, জানাযা, কাফন-দাফন করবে। আর যে মৃত অবস্থায় জন্মেছে তার নামও রাখবে, গোছলও দেবে, কিন্তু নিয়মানুযায়ী কাফন ও জানাযা পড়তে হবে না।—শুধু এক খণ্ড কাপড় দিয়ে লাশ ঢেকে দিয়ে কবরে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেবে।

দাফন সংক্রান্ত মাসায়েল

১. লাশ কবরে নামানোর জন্যে ৩/৪ জন কবরে নেমে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে খাট থেকে লাশ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে উত্তর দিকে মাথা ও দক্ষিণ দিকে পা রেখে কবরে শোয়াবে। কিছু মাটি, বালু বা পাথরের টুকরার সাহায্যে মুখমণ্ডল কেবলামুখী করে দিতে হবে। মহিলাদের লাশ যাদের সংগে তাদের বিবাহ হারাম ছিল এমন আপন পুরুষেরা নামাবেন। এমন কাউকে না পেলে দ্বীনদার মোত্তাকী লোকেরা নামাবেন।

২. লাশ কবরে রাখার সময়ে এই দোয়া পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের দ্বীনের উপর সোপর্দ করলাম।"

৩. মহিলাদের কবরে নামানোর সময়ে পর্দা করবে।

৪. কবরে রাখার পর কাফনের বাঁধনগুলো খুলে ফেলবে। তারপর বাঁশ বা কাঁচা ইট কবরের উপর বিছিয়ে দিয়ে কবর ঢেকে দিবে। উপর থেকে যাতে এর মাটি ইত্যাদি মৃতের গায়ে না পড়ে সে জন্য মাটি দেয়ার আগে কাঁচা পাতা বা এ ধরনের পাতলা কিছু বিছিয়ে দেয়া ভালো। কবর মাছের পিঠের মত করবে। চৌকোণো করে করবে না।

৫. কবর এক বিঘতের বেশী উঁচু করা ঠিক নয়।

৬. মাথার দিক থেকে কবরে মাটি দেয়া শুরু করবে।

প্রথম মুষ্টি মাটি দেয়ার সময়ে বলবে ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

উচ্চারণ ঃ মিনহা খালাক্নাকুম।

—"এই মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি।"

দ্বিতীয় মুষ্টি মাটি দেয়ার সময়ে বলবে ঃ

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম।

অর্থ ঃ "পুনরায় তোমাদেরকে মাটিতেই ফিরিয়ে আনব।"

এবং তৃতীয় মুষ্টি মাটি দেয়ার সময়ে বলবে ঃ

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ ঃ ওয়া মিন্‌হা নুখ্‌রিজুকুম্ তারাতান উখ্‌রা।

অর্থ ঃ "এবং আর একবার তোমাদেরকে মাটি থেকে বের করব।"

৭. এরপর মাটি দেয়া শেষ করে, প্রয়োজন মত কবরের উপরিভাগ মজবুত করার জন্যে পানি দিয়ে ও পিটিয়ে মাছের পিঠের আকার বিশিষ্ট করবে। পরিশেষে একবার পানি ছিটিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। এই পানি দেয়া মাথার দিক থেকে শুরু করবে।

জানাযা ও কবর সংক্রান্ত আরো মাসায়েল ঃ

১. জানাযার নামায মসজিদের ভেতর অথবা কবর সামনে রেখে পড়া মাকরূহ।

২. জানাযার পরে লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় কালেমা ইত্যাদি আস্তে আস্তে পড়তে হবে। উচ্চস্বরে পড়া উচিত নয়।

৩. লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার আশায় জানাযার নামায বিলম্বিত করা মাকরূহ।

৪. জানাযার সামনে সাওয়ারির উপর আরোহণ করা মাকরূহ।

৫. একত্রে কয়েকজনের জানাযা উপস্থিত হলে সকলের জানাযা এক সাথে পড়বে।

৬. ইমাম বা মুক্তাদী তাকবীর বলার (২য়, ৩য় ও ৪র্থ) সময়ে ভুলে হাত উঠায় তাহলে নামায হয়ে যাবে। ঐ নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না।

৭. কাফন-দাফনের পর পুনরায় কবর খনন করে লাশ বের করা জায়েয নয়।

৮. মৃত স্থানে দাফন করা উত্তম। তবে এক-দুই মাইলের মধ্যে দাফন করতে দোষ নেই। অধিক দূরে নেয়া উচিত নয়।

৯. জীবিত অবস্থায় নিজের কাফনের ব্যবস্থা করা জায়েয কিন্তু কবর তৈরী করা মাকরূহ।

১০. মৃত ব্যক্তিকে খারাপ ভাষায় স্মরণ করা বৈধ নয়। তার অসৎকর্মের প্রশংসাও করবে না এবং মন্দ কাজের প্রচারণাও করবে না।

১১. দাফনান্তে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃত ব্যক্তির ক্ষমার জন্য দোয়া করা সুন্নাত। হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"মৃত দেহ দাফন করার পর তার শিয়রে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতসমূহ অতপর ডানে দাঁড়িয়ে ঐ সূরার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করবে।"

দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে সকলে মিলে একত্রে দোয়া করবে।

১২. কবরস্থানে গিয়ে গল্প গুজব করা বা বাজে কথা বলা উচিত নয়। বরং নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মনে মনে বলবে : আমি আজ একজনকে দাফন করলাম; একদিন লোকেরা আমাকে দাফন করবে।

১৩. অধিক উঁচু করে কবর তৈরী করা জায়েয নয়। উটের পীঠের ন্যায় বড় জোর একহাত উঁচু করা যেতে পারে। কবরকে পাকা করা এবং তার উপর মিনার স্থাপন করা জায়েয নয়।

১৪. কদাচার থেকে কবরকে হেফাজত করার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এবং কার কবর তা বোঝার জন্য পাকা করে চিহ্নও স্থাপন করা যেতে পারে।

সমবেদনা জ্ঞাপন করা

১. মৃত ব্যক্তির শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেয়া এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া সুন্নাত। হযরত (সা) স্বয়ং মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের ঘরে ঘরে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতেন এবং ছবরের উপদেশ দিতেন।

২. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাবার পাঠানোও সমবেদনার অন্তর্ভুক্ত। তবে তিন বেলার অধিক পাঠানো উচিত নয়।

৩. দূরের কেউ না হলে তার জন্য তিন দিন পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে যাওয়া মাকরূহ।

৪. মৃত ব্যক্তির ঘরে তিন দিন পর্যন্ত চুলা জ্বালানো খারাপ মনে করা নিষিদ্ধ। এটা চরম অজ্ঞতা। এইরূপ ধারণা করে আগুন না জ্বালানো অর্থাৎ রান্না-বান্না না করা পরিষ্কার পাপ।

www.pathagar.com

কবর যিয়ারতের বিবরণ

মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং ঘনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের রূহের প্রতি ছওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কিন্তু এর জন্য দূরে কোথাও সফর করে কবর যিয়ারত শরীয়াতে নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র আল্লাহর হাবীব বিশ্বনবী (সা)-এর রওযা মোবারাক যিয়ারত করা শুধু জায়েযই নয়, ইহার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয তাদের জন্য এটা কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তি—সে আল্লাহ পাকের যত বড় অলী, গাউছ, কুতুব বা আবদালই হোক না কেন কারুর মাযার যিয়ারত করার জন্য সফর করাকে অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাঁ, অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করলে সেখানকার কোন কবর যিয়ারত করায় কোন দোষ নেই। বরং তাতে ছওয়াব পাওয়া যায়। ধৈর্যচ্যুতি ও পর্দার ব্যাঘাত না ঘটলে মহিলারাও কবর যিয়ারত করতে যেতে পারেন।

কবর যিয়ারতের নিয়ম

কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সালাম করবে, পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ বা সূরা পড়বে, হযরত নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাবে এবং পবিত্র কুরআন থেকে যা কিছু পড়া হয়েছে তার ছওয়াব নবী (সা)-এর প্রতি বখশায়ে দেবে এবং তার অসীলায় মৃত ব্যক্তির গোনাহ্ মার্জনা এবং জান্নাত নসীব হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'হাত তুলে দোয়া করবে।

দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُتَاَخِّرِيْنَ
نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ ـ اٰمِيْنَ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে মিনাল্ মুস্‌লিমীনা ওয়াল্ মুস্‌লিমাতি। ওয়াল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত। আন্‌তুম্‌ লানা সালাফুন ওয়া নাহ্‌নু লাকুম্‌ তাবাউন্। ওয়া ইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন। ইয়ার হামুল্লাহুল মুস্‌তাক্‌দিমীনা ওয়াল্ মুস্‌তাখিরীনা নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুম ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম। আমীন।

অর্থ ঃ "কবরবাসী মুসলিম নর-নারীগণ, আপনাদের প্রতি আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন। আপনারা আমাদের পূর্বসূরী। আর আমরা আপনাদের উত্তরসূরী। ইনশাআল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমাদের পূর্বে অথবা পরে যারা গিয়েছেন এবং যাবেন তাদের সবার প্রতি আল্লাহ রহমত করুন। আমরা আল্লাহর দরবারে আমাদের এবং আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি। তিনি আমাদের এবং আপনাদের অনুগ্রহ দান করুন। আল্লাহ কবুল করুন।"

এরপর 'আউযু বিল্লাহ ----বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে সম্ভব হলে ১বার সূরা তাকাছুর (আলহাকুমুত্তাকাছুর), ১বার সূরা কুরাইশ, ১বার কাফেরুন, ১বার সূরা ইখলাছ, ১বার সূরা ফালাক, ১বার সূরা নাস, ১বার আয়াতুল কুরসী, ১০ বার 'আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্‌কুল্লি যানবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি' পাঠ করে উহার যাবতীয় ছওয়াব হযরত বিশ্বনবী (সা) এবং মৃত ব্যক্তিদের রূহের উদ্দেশ্যে বখশাবে এবং নবী (সা)-এর ওসীলায় মৃত ব্যক্তিদের এবং জীবিত সকলের গোনাহ মার্জনা ও জান্নাত নসীব হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে দোয়া করবে।

www.pathagar.com

যাকাতের বিবরণ

ঈমানের পর নামায, রোযা ও হজ্জের ন্যায় যাকাতও ফরয। পার্থক্য এতটুকু যে, নামায-রোযা সর্ব অবস্থায় ধনী-গরীব সকলের উপর ফরয। কিন্তু যাকাতের সম্পর্ক অর্থ-সম্পদের সাথে জড়িত। যে ব্যক্তি পানাহারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে যার কমপক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সারা বছর থাকে তা থেকে সে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। উক্ত অতিরিক্ত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট হারে সম্পদ নির্দিষ্ট খাতে প্রদান করলেই তার ফরয আদায় হয়ে যায়। এ ছাড়া নামায-রোযায় শুধু আল্লাহর অধিকার, কিন্তু যাকাতের মধ্যে আল্লাহর অধিকারের সংগে সংগে বান্দার অধিকারও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কাজেই যাকাত প্রদানে বান্দার কোন দানের কৃতিত্ব নাই, আছে অধিকারীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার সৌভাগ্য।

যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

যাকাতের হুকুম প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

—"নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।"

যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য যেমন শত সহস্র নেকী লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তেমনি যারা তার রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ○

—"যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে অথচ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম মনে করেছিলেন ঃ তাদের হাতে যত কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে হবে এবং তারা সবকিছুই দান করে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। হযরত ওমর (রা) এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হযরত নবী (সা) করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَابَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ

www.pathagar.com

–"আল্লাহ তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র করার জন্যেই তোমার উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। যাকাত দেয়ার পর যা থেকে যাবে তাতে তো মীরাছের অধিকারও নির্ধারিত করা হয়েছে।"

অতপর সাহাবীদের নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নিঃশেষে সমস্ত সম্পদ নয়, যতটুকু যাকাত হয় ততটুকুই দান করতে হবে।

হযরত নবী (সা) আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন অথচ তারা যাকাত দেয় না; কেয়ামতের দিন এই সম্পদ বিষধর সাপে পরিণত হবে, তাদের গ্রীবাদেশ পেচিয়ে ফেলবে এবং এই বলে চোয়ালে দংশন করতে থাকবে ঃ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ "আমিই তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।"

যাকাতের অর্থনৈতিক লাভ

যাকাতে আখেরাতের ছওয়াব তো আছেই। দরিদ্র মুসলমানদের পার্থিব জীবনে এই যাকাতের ফলে আর্থিক সচ্ছলতার দুয়ার খুলে যায়। এটা তাদের সামাজিক বীমা। যে সমাজে যাকাত ঠিক মত দেয়া হয় সে সমাজে অভাবী ও গরীব মুসলমানদের আর অভাবগ্রস্ত বা গরীব থাকতে হয় না। সেখানে ব্যক্তিগতভাবে যেমন তারা পর্যাপ্ত অর্থ লাভ করে উপার্জনের বিভিন্ন পথ ও পেশা অবলম্বন করতে পারে, তেমনি তারা সমষ্টিগতভাবে সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদাকার শিল্প, কারিগরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে পারে। এক বাংলাদেশেই যাকাত বাবদ যে অর্থ পাওয়া যেতে পারে তার পরিমাণ শত শত কোটি টাকার কম নয়।

যাকাত কে দেবে ?

বুদ্ধিমান ও বয়স্ক একজন মুসলমান যখন 'নিছাব' পরিমাণ মালের অধিকারী হয় এবং সে মালের উপর একটি বছর অতিবাহিত হয় তার উপর প্রতি বছর যাকাত ফরয।

'নেছাব' কি ?

যাকাতের নেছাব বলতে বুঝায় মূলধনের সেই সর্ব নিম্ন পরিমাণ যার উপর শরীয়াত যাকাত ওয়াজেব করে। সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সম পরিমাণ মূল্যের মাল জিনিস অতিরিক্ত থাকলে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত স্বরূপ দিতে হবে।

কোন্ কোন্ বস্তুর উপর যাকাত ফরয

মোট পাঁচ প্রকার বস্তুর উপর যাকাত ফরয। যেমন ঃ

(১) সোনা-রূপা কিংবা উহার তৈরী অলংকারাদি, বাসন-কোসন, মুদ্রা, বুতাম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

(২) সর্বপ্রকার ব্যবসায়ের পণ্য।

(৩) টাকা, নোট, পাউণ্ড, ডলার, প্রাইজবণ্ড, সেভিং সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

(৪) উৎপন্ন শস্য যথা ঃ ধান, ফল, গম ইত্যাদি।

(৫) গৃহপালিত জন্তু যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

বিস্তারিত ঃ

১. শুধু সোনা থাকলে অথবা উহার দ্বারা নির্মিত জেওর, বাসন-কোসন ইত্যাদি থাকলে উহার কমপক্ষে সাড়ে ৭ তোলা হলে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

শুধু রূপা বা তার নির্মিত টাকা, জেওর ইত্যাদি সাড়ে ৫২ তোলা হলে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

শুধু সোনা সাড়ে ৭ তোলা এবং শুধু রূপা সাড়ে ৫২ তোলা না হয়ে যদি এমন হয় যে, উভয় প্রকার অর্থাৎ সোনা ও রূপার মোট মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যের সমান হয় তাহলেও ৪০ ভাগের ১ ভাগ মূল্য যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

২. মুদ্রা বা নোট 'নেছাব' পরিমাণ হলেই যাকাত দিতে হবে। ডলার, পাউণ্ড, রিয়াল, দীনার ইত্যাদির মূল্যও হিসাব করে নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

৩. কারখানা থাকলে ক্রয়কৃত বা গচ্ছিত মালের যাকাত দিতে হবে। তবে কার্যরত মেশিন ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে না। এইরূপে পেশায় ব্যবহার্য যন্ত্র বা অস্ত্রপাতিরও যাকাত দিতে হবে না। তবে ব্যবসায়ের জন্য উৎপাদিত কল, যন্ত্র বা অস্ত্রাদির যাকাত দিতে হবে।

৪. ব্যবসায়ের পণ্য বা মালের মূল্যের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

৫. উৎপন্ন শস্যের যাকাত দিতে হবে। এর জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়ার বা রূপার নিয়মে মূল্যও বের করতে হবে না। সর্বপ্রকার শস্য, ফসল ও ফলফলাদির জন্য ১০ ভাগের ১ ভাগ (অর্থাৎ 'উশর) যাকাত হিসেবে দিতে হবে। উক্ত শস্যাদি ব্যবহারের পূর্বেই যাকাত দিতে হবে। বছরে যতবার ফলুক ততবারই দিতে হবে। এই যাকাতের জন্য জমির মালিক হওয়ারও কোন শর্ত নেই। ভাগীদার, বর্গাদার—যাই হোক না কেন যে ঐ শস্যাদি পাবে তাকেই প্রাপ্ত শস্যাদির দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। তবে স্মরণীয় যে, পানি সেচ করে অথবা নলকূপের পানি দিয়ে শস্য উৎপাদিত হলে কিংবা ক্রয় করা পানি দিয়ে শস্য জন্মিয়ে থাকলে যাকাত স্বরূপ ২০ ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে।

www.pathagar.com

৬. প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নেছাব পরিমাণ হয়ে গেলে প্রতি বছরে যত টাকা জমা হতে থাকবে তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে থাকতে হবে।

৭. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হলে ৩৯টি পর্যন্ত ছাগল ও ২৯টি পর্যন্ত গরুর জন্য যাকাত নেই। এর বেশী হলে যাকাত দিতে হবে।

যাকাত কাদের দেয়া হবে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ যাকাতের ৮টি খাতের কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

—"নিশ্চয়ই যাকাত দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (মনোরঞ্জন বা অভাবমুক্ত করতে হয় এমন মুসলিম-অমুসলিম), দাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকারী এবং ভ্রমণকারীর জন্য। ইহা আল্লাহর নির্ধারিত বন্টন ব্যবস্থা। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও অতীব প্রজ্ঞাময়।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

দরিদ্র ঃ যারা একান্ত নিঃস্ব নয় তবে সমগ্র পরিবার পরিচালনার সম্বল ও সংগতি নেই। অথবা যাদের নিকট যাকাত-উশর ওয়াজিব হয় না। কিংবা যারা কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতে পারলেও কোন ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ করতে পারে না, আবার ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করলে পরিবার পরিচালনার সামর্থ রাখে না, তেমন দ্বীনের মুবাল্লিগ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, দ্বীনী এলম অর্জনকারী। পবিত্র কুরআনে এদের কথা বলা হয়েছে ঃ "যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে যে, জীবিকার জন্য ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। জাহেল ব্যক্তিরা এদেরকে ধনী মনে করে। কিন্তু তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা কোন মানুষকে কিছু চেয়ে অতীষ্ঠ করে তোলে না।"—(সূরা বাকারা)

এ ছাড়া যারা পূর্বে সচ্ছল ও সম্পদশালী ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে বা অল্প দিনের মধ্যেই নানা কারণে অভাবী ও দুরবস্থার শিকার হয়ে পড়েছে এমন লোকেরাও দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও যাকাত বা 'উশর গ্রহণ করতে পারে।

নিঃস্ব ঃ এর প্রকৃত অর্থ একেবারেই সর্বশান্ত। এদের বাড়িতে চুলা জ্বালাবারও কোন অবস্থা থাকে না।—যারা কঠিন দুর্যোগের শিকার কিংবা জীবিকা

www.pathagar.com

অর্জনের সব যোগ্যতা বা অবলম্বন থেকে বঞ্চিত হয়ে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। লেংড়া, লুলা, বিকলাংগ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগী, অন্ধ, অতিবৃদ্ধ, নিরুপায়, সহায়-সম্বলহীন, ইয়াতিম, দরিদ্র, বিধবা প্রভৃতি এদের অন্তর্ভুক্ত।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ঃ যাকাতের আদায়-উসুল, বন্টন-বিতরণ, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি কার্যে যারা নিয়োজিত থাকে তাদের বেতন-ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে।

মুয়াল্লাফাতুল কুলূব ঃ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অথবা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কিংবা শত্রু বা কাফিরদের মনোরঞ্জন করে নিরাপত্তা লাভের নিমিত্ত যাকাত বা উশরের অর্থ ব্যয় করা যায়। এরা দু'প্রকার ঃ

১. অমুসলমান এবং ২. মুসলমান।

অমুসলমান আবার দু'প্রকার ঃ

১. ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা,
২. যার অত্যাচার বা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য করে শান্ত রাখা হয়।

আর মুসলমান হলো তিন প্রকার ঃ

১. এমন নবদীক্ষিত মুসলমান যাদের মনে দুঃখ-বেদনার অভাব নেই এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্বলও তাদের নেই।
২. শত্রু রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় যারা জীবন বাজি রেখে আত্মনিয়োগ করবে।
৩. যাকে আর্থিক সাহায্য করলে তার কারণে অন্য অমুসলমান ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে বলে মনে করা হয়।

দাস ঃ ঋণগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়ে কিংবা অন্য কোন প্রকারে যারা অন্যের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে তাদের মুক্তি বা সাহায্যের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ঋণগ্রস্ত ঃ ধার করা অর্থ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভবপর না হলে যাকাত বা উশরের অর্থ গ্রহণ করে উহা পরিশোধ করা যেতে পারে। কোন অসৎকাজ, আরাম-আয়েশ, অপব্যয় অথবা ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার জন্য কেউ ঋণগ্রস্ত হলে তার ঋণ শোধের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকারী ঃ ইসলামের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রে ইসলামী আইন প্রবর্তন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের অথবা মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যারা

www.pathagar.com

বিবিধ সংগ্রাম কিংবা সশস্ত্র যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে তাদের সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য যাকাত-উশরের অর্থ ব্যয় করা যায়।

ভ্রমণকারী ঃ বাড়িতে সম্পদশালী হলেও ভ্রমণ অবস্থায় যারা নিঃসম্বল ও রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। যারা জীবিকা উপার্জনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণ অবস্থায় ঐরূপ সম্বলহীন হয়ে পড়ে তারাও এইরূপে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না

১. যার উপর যাকাত দেয়া ফরয,

২. যারা বংশে সাইয়েদ, যথা–হাসানী, হুসাইনি, আলাবী, জা'ফরী।

৩. যাকাত দাতার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী এরূপ উপরস্থ পর্যায়ের যারা।

৪. ছেলে-মেয়ে, নাতি-দৌহিত্রী এবং এই পর্যায়ের আরো নীচস্থ যারা।

৫. স্বামী বা স্ত্রী।

৬. যারা অমুসলমান।

৭. মালদারের না-বালেগ সন্তান এবং

৮. মসজিদ নির্মাণ বা মৃতের দাফন-কাফনের জন্য যাকাত দেয়া যায় না।

যাকাত প্রাপকদের তরতিব ঃ

১. প্রথমে নিকট আত্মীয়, যেমন ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, চাচা, ফুফা, খালু, খালা প্রভৃতি। এদের যাকাত দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

২. তারপর বন্ধু ও প্রতিবেশী।

৩. তারপর নিজ এলাকার অন্যান্য লোক।

৪. তারপর দ্বীনি শিক্ষার্থী, দ্বীনের শিক্ষক ও শিক্ষাংগন।

www.pathagar.com

রোযার বিবরণ

রোযাকে আরবীতে বলা হয় 'সওম' বা 'সিয়াম'। এর অর্থ 'বিরত থাকা'। শরীয়াতের ভাষায় সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

প্রতি বছর রমযান মাসের রোযাসমূহ রাখা ফরয। ইহা ইসলামের অন্যতম রুকন বা ভিত্তি। একজন মুসলমানের জন্য নামায যেমন অপরিহার্য, ঠিক তেমনিভাবে রমযানের রোযাও বাধ্যতামূলক।

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

রোযাকে ফরয ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

–"তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন ফরয করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের উপরও রোযাকে ফরয করা হয়েছে।"

বিশ্ব সৃষ্টির সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ মানব জাহানের অদ্বিতীয় হেদায়াতগ্রন্থ আল কুরআনের অবতরণ এই রমযান মাসে শুরু হয়েছিল বলেই এই মাসকে যেমন মর্যাদাশীল করে দেয়া হয়েছে, তেমনি সেই পবিত্র গ্রন্থ লাভের আনন্দ-উৎসবকে সার্থক ও মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে উহার বিধানকে মেনে চলার অভ্যাসের সাথে সাথে দিবাভাগে রোযা এবং রাত্রিকালে উহার তেলাওয়াত (অধ্যয়ন) করার বা শ্রবণের এবং অধিক পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত এ কারণেই এ মাসে সর্বাধিক মাত্রায় পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত, উহার মর্ম অনুধাবনের জন্য তাফসীর-হাদীস ও দ্বীনী পুস্তকাদির অধ্যয়ন এবং তারাবীহ নামাযে সম্পূর্ণ কুরআনের খতমকে সুন্নাত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ ـ

–"এই তো সেই মাহে রমযান যখন পবিত্র কুরআনকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক রূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ মানুষের প্রতিটি নেক আমলের জন্য তার আমলনামায় দশ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত ছওয়াব লেখা হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

যেহেতু রোযা বিশেষ করে আমার জন্য তাই আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মেশক আম্বরের চেয়েও বেশী প্রিয়।"

"রোযা গুনাহ্ থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ।"

"রোযাদারের রোযা আল্লাহ্র নিকট কবুল হলে তার জন্য কেয়ামতের দিন একটি দরজা হবে। সেই দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দরজাটির নাম হবে 'রাইয়্যান'।"

"কেয়ামতের দিন রোযা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে বলবে ঃ হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তি আমার জন্য পান, আহার ও যৌন কাজ পরিত্যাগ করেছিল, তাই তুমি তাকে ক্ষমা কর।"

রোযাদার ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য করে উহার আদেশসমূহ যেমন মেনে চলবে, তেমনি তার নিষিদ্ধ কাজগুলোও পরিহার করে চলবে। এই আদেশ-নিষেধ মেনে না চললে রোযার লক্ষ্য যেমন অর্জিত হয় না তেমনি ইহার ছওয়াবও সীমাহীন মাত্রায় কমে যায়।

হযরত বিশ্বনবী (সা) তাই বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ -

–"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপ কাজ থেকে বিরত না হয়, আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই যে, সে পান ও আহার পরিত্যাগ করে চলবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ صَامَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

–"আল্লাহ্, রাসূল এবং পরকালের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং ছওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"

শা'বান মাসের শেষ দিকে মাহে রমযান সম্পর্কে হযরত (সা) একবার এরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

"একটি পবিত্র মাস তোমাদের নিকট আসছে। সে মাসের মধ্যে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে মাসে দিনে রোযা রাখা ফরয এবং রাতগুলো ইবাদাতে অতিবাহিত করবে, সে মাসে একটি নফল একটি ফরযের সমতুল্য এবং একটি ফরয ৭০টি ফরযের সমান। উহা ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের পুরস্কার হল জান্নাত। উহা হামদর্দী ও সহানুভূতির মাস। উহাতে মু'মিনের জীবিকা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযার ছওয়াব পাবে। সাহাবীগণ তখন আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের সকলের নিকট তো এত পরিমাণ খাবার থাকে না যে, নিজেরা খাব এবং অন্যকেও ইফতার করাবো। তখন হযরত (সা) বললেন ঃ অন্ততপক্ষে এক টুকরা খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করাবে।"

হযরত নবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"ইফতারের সময়ে রোযাদার যে দোয়া করে তা কবুল হয়ে যায়। রোযাদারের এই সময়ের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না।"-(তিরমিযী)

রমযানের চাঁদ দেখা

হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ "চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা থেকে বিরত থাকবে।" এ কারণে শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য ফরয। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা গেলে পরবর্তী দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। আর আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে তার পরের দিন থেকে রোযা রাখতে হবে। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না থাকলে পরবর্তী দিনের দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত চাঁদ দেখার সংবাদের জন্য (সাহরীর সময় থেকে কোন কিছু পানাহার না করে) অপেক্ষা করতে হবে। এবং ঐ সময়ের মধ্যে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া গেলে রোযার নিয়ত করে নিতে হবে। আর সংবাদ না পাওয়া গেলে স্বাভাবিকভাবে পানাহার করে নেবে।

মনে রাখতে হবে ঃ

১. আকাশ পরিষ্কার না থাকা অবস্থায় ৩০ তারিখের জন্য যদি কেউ এরূপ নিয়ত করে যে, চাঁদ দেখার খবর পাওয়া গেলে তো ভালোই; আর পাওয়া না গেলে নফল হিসেবে রোযাটি রেখে দিবে তবে তা হবে মাকরূহ। হযরত (সা) এরূপ রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

২. উপরোক্ত অবস্থায় যদি কেউ এই নিয়তে রোযা রাখে যে, রমযানের রোযা ২৯টি হয়ে বসলে এইটি দ্বারা ৩০টি পূর্ণ হবে তবে তাও হবে মাকরূহ। কেননা পূর্ণ রমযান মাস রোযা রাখা ফরয। উহার ২৯ দিনে হবে, না ৩০

www.pathagar.com

দিনে হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো বান্দাহর কাজ নয়। বরং এইরূপ করে আল্লাহ ও রাসূলের চেয়েও বেশী বুঝতে চাওয়া মারাত্মক অন্যায় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

১. রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার না থাকলে যদি কোন পরহেজগার বিশ্বস্ত মুসলমান, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আমি চাঁদ দেখেছি তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী দিন থেকে রোযা শুরু করতে হবে।

২. কিন্তু ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার না থাকলে ঐরূপ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ঈদ করার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না ; বরং দু'জন পরহেজগার সত্যবাদী মুসলমান পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

৩. আকাশ পরিষ্কার থাকলে, রমযানের চাঁদই হোক অথবা ঈদের চাঁদ হোক, এক বা দু'জন পরহেজগার লোকের দেখার উপর নির্ভর করা যাবে না, বরং সে অবস্থায় এত সংখ্যক লোকের দেখা প্রয়োজন।

৪. রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ওয়ারলেস-এর সংবাদ প্রচার ব্যবস্থা কোন পরহেজগার লোকের দায়িত্বে থাকলে তা বিশ্বাস করা যাবে।

৫. যেখানে চন্দ্র একদিন আগে উদয় হয় সে স্থানের সংবাদ একদিন পরে যেখানে উদয় হয় সে স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৬. কোন ব্যক্তি রমযান অথবা ঈদের চাঁদ দেখলো কিন্তু তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল না—এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি পরের দিন রোযা রাখতে পারবে এবং তার রোযা রাখা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে ; কিন্তু সে একা চাঁদ দেখে ঈদ করতে পারবে না।

রোযার সময়

সুবহে সাদেকের অনুপূর্বক্ষণ থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ই হল রোযার সময়। এই সময়ে পান, আহার এবং যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকার নামই রোযা।

স্মরণীয়

১. পাকস্থলীতে যেকোন উপায়ে খাদ্যবস্তু, পানীয় অথবা ঔষধাদি প্রবেশ করানো পানাহারের পর্যায়ভুক্ত।

www.pathagar.com

২. স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে যৌন স্বাদ মিটানোর ইচ্ছাকে পূর্ণ করাও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সামিল। স্বপ্নদোষে এইরূপ থাকে না বলে তা যৌনক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

রোযার নিয়ত

নিয়ত ছাড়া রোযা হয় না। নিয়ত করা ফরয। মনে মনে রোযা রাখার ইচ্ছা করাই রোযার নিয়ত। এ জন্যে আরবী বা অন্য কোন ভাষায় নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা আদৌ জরুরী নয়। সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ থেকে দুপুরের পূর্বে যে কোন সময়ে রোযা রাখার ইচ্ছা করলেই নিয়ত হয়ে যাবে। আরবী ও বাংলা ভাষায় নিম্নরূপ নিয়ত করা যেতে পারে ঃ

রমযানের রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَااللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আছূমা গ্বাদাম্মিন্ শাহ্‌রি রামাদ্বানাল মুবারাকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল্ মিন্নী ইন্নাকা আন্‌তাছ্ ছামীউল্ আলীম।

অর্থ ঃ আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসের ফরয রোযা রাখার নিয়ত করলাম। হে আল্লাহ ! অতএব তুমি উহা আমার পক্ষ থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি উত্তম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

সাহ্‌রী

রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদেকের পূর্বে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহ্‌রী বলা হয়। ইহা খাওয়া সুন্নাত। ইহা খেলে ছওয়াব হয়। খাওয়ার আগ্রহ না থাকলে সামান্য কিছু বা কমপক্ষে একটু পানি পান করাও উত্তম।

সাহ্‌রী বিলম্ব করে খাওয়া সুন্নাত। সাবধানতার জন্যে অধিক রাত্র অবশিষ্ট থাকতে সাহ্‌রী খাওয়া ভালো নয়। আরো স্মরণীয় ঃ

১. সাহ্‌রী খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে। দুর্বলতার আশংকায় রোযা না রাখা মহাপাপ।

২. সাহ্‌রী খাওয়ার সময় ছিল না, কিন্তু সময় আছে মনে করে সাহ্‌রী খেলে সে রোযা হবে না। উহা পরে কাযা করে নেবে। তবে ঐ দিন রোযার সম্মানার্থে রোযাদারের মত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. সাহ্‌রীর সময় আছে কি না আছে এরূপ সন্দেহ হলে সাহ্‌রী খাওয়া যাবে না। না খেয়েই রোযা রাখতে হবে।

www.pathagar.com

ইফতার

সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে রোযা শেষ করার জন্য পানাহার করাকে ইফতার বলা হয়। সাহরী বিলম্ব করে খেলে নেকী হয়, কিন্তু ইফতারে নেকী হয় বিলম্ব না করলে। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ। খেজুর, কিসমিস অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা উত্তম। ইফতারের পূর্বক্ষণে নিম্নরূপ দোয়া করা যেতে পারে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিয্‌কিকা আফ্‌তার্‌তু।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার জন্যেই রোযা রেখেছিলাম, আর তোমার দেয়া জীবিকা দিয়েই ইফতার করছি।"

স্মরণীয় ঃ

১. ইফতারের পরে মাগরিবের নামায পড়তে হয়।

২. রমযান মাসে ইফতারের জন্য মাগরিবের নামায বিলম্বিত করা যায়। এতে দোষের কিছু নেই।

৩. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ইফতার কিছু বিলম্বে করা উচিত যাতে করে সূর্যাস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহই না থাকে।

৪. ইফতার অন্তে যদি জানা যায় যে, সূর্যাস্ত আসলে হয়নি, তাহলে সে রোযা পুনরায় রাখতে হবে।

৫. একবার নিশ্চিত হয়ে ইফতার করার পর সূর্যাস্ত হল কি, হল না এ নিয়ে খামাখা সন্দেহ করা জায়েয নয়।

রোযা রেখে যে কাজ করা উচিত

জীবিকা উপার্জনের জন্য যে সময় ব্যয়িত হবে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময়ে কুরআন তেলাওয়াত (অধ্যয়ন) দ্বীনী কিতাবাদি বা কুরআন পাক ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যামূলক পুস্তকাদি পাঠ কিংবা অন্য কোন ভালো কাজে মশগুল থাকা উচিত। হযরত বিশ্বনবী (সা) এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা) দেহ ঝলসানো প্রচণ্ড লূহাওয়া ও অগ্নিঝরা তীব্র গরমের মধ্যেও রোযা রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং ইসলামী তাবলীগ করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত ও উত্তমরূপ দ্বীনী কাজে শরীক না হলে বেহুদা বা বাজে কাজে সময় নষ্ট করার চেয়ে নিদ্রা যাওয়া মন্দ নয়। কেননা তাতে পাপ থেকে বেঁচে যাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

রোযা রেখে যা করা যাবে না

ক ॥ যে কাজে রোযা নষ্ট হয় না, তবে ছওয়াব কমে যায় ঃ

১. গীবত (পরনিন্দা), কোটনামী, চোগলখুরী, খারাপ বা অশালীন কথাবার্তা বলা, কর্কশ ও অভদ্র ভাষায় কথা বলা, চিৎকার বা হৈহুল্লোড় করা, ফালতু বা অনর্থক কথাবার্তা বলা, ঝগড়া-ফাসাদ করা, ক্ষুধা বা পিপাসায় দারুণ হতাশা বা অস্থিরতা প্রকাশ করা।

২. কোন বস্তু মুখে ফেলে রাখা, উহা খাদ্য বস্তু হোক বা অন্য কিছু হোক।

৩. কোন খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা। তবে স্বামী অথবা মুনিব বদমেজাজী হলে জিহবার অগ্রভাগ দিয়ে তরকারীর লবণ বা ঝালের স্বাদ দেখা যেতে পারে।

৪. কুলি বা নাকে পানি দেয়ার সময়ে এতদূর বাড়াবাড়ি করা যাতে পানি কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায়।

৫. সুবহে সাদেকের পর পর্যন্ত ফরয গোছল না করা।

৬. মুখের অধিক পরিমাণ থুথু গিলে ফেলা।

৭. দাঁতের মধ্যে ছোলা বুট বা তার চেয়েও কম পরিমাণ আটকে থাকা বস্তু বের করে গিলে ফেলা।

৮. কয়লা চিবিয়ে অথবা দাঁতের মাজন বা টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা।

৯. নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা না থাকা বিষয়ে সন্দেহ হলে স্বামী-স্ত্রীর আলিংগন মাকরূহ। তবে সন্দেহ না থাকলে মাকরূহ নয়। স্মরণীয় যে, রোযা অবস্থায় স্ত্রীর ঠোট মুখে লওয়া সর্বদা মাকরূহ।

১০. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্তু শিশুর মুখে দেয়া।

খ ॥ যে কাজে রোযা ভেংগে যায় এবং শুধু কাযা করতে হয় ঃ

১. জোর করে কেউ রোযাদারের মুখে কোন কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে।

২. রোযার কথা মনে থাকেলও অসাবধানতা বশত কণ্ঠনালীর নীচে পানি চলে গেলে।

৩. মুখ ভরে বমি করলে অথবা মুখে অল্প বমি আসার পরে তা গিলে ফেললে।

৪. যে বস্তু ভক্ষণ করা হয় না (যেমন কাগজ, পাথর, কয়লা, মাটি ইত্যাদি) তা ইচ্ছে করে গিলে ফেললে।

www.pathagar.com

৫. দাঁতে আটকে থাকা গোশত, রুটি, ডাল বা অন্য কোন খাদ্যের টুকরা ছোলা বুটের সমান বা তার চেয়ে বড় হলে এবং তা পেটে চলে গেলে।

৬. কানে তেল ঢাললে।

৭. নাক থেকে কোন বস্তু বের হলে কণ্ঠনালী দিয়ে তা নীচে নেমে গেলে।

৮. দাঁত থেকে রক্ত এত পরিমাণ বের হয়ে যদি পেটে চলে যায় যা থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশী।

৯. ভুলে পানাহার অন্তে রোযা ভেংগেছে মনে করে পানাহার করলে।

১০. সাহরীর সময় আছে মনে করে সুবহে সাদেকের পরে পানাহার করলে।

১১. সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে অস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

১২. রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা ইচ্ছা করে ভেংগে ফেললে।

১৩. দ্বিপ্রহরের পরে রোযার নিয়ত করলে।

স্মরণীয় ঃ রমযান ব্যতীত বছরের এগারো মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে রোযা কাযা করা যায়। একটি রোযা ভাংগার জন্য শুধু একটি রোযাই রাখতে হয়।

গ ॥ যে কারণে রোযা নষ্ট হয় এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই করতে হয়ঃ

১. ইচ্ছা করে পান করলে (পানীয় বস্তু, পানি, শরবৎ, ঔষধ, যে কোন তরল পদার্থ, হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট যাই হোক না কেন) অথবা আহার করলে। মুখ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাকস্থলী কিংবা মস্তিষ্কে কোন খাদ্যবস্তু প্রবেশ করানোও পানাহারের অন্তর্ভুক্ত।

২. কোন বৈধ কাজ যা করলে রোযা নষ্ট হয় না তা করার পর রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পানাহার করলে।

তবে স্মরণীয় যে ঃ

ক ॥ কোন আলেমের ভুল ফতুয়া থেকে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে থাকলে শুধু কাযা করবে, কাফ্ফারা প্রয়োজন হবে না।

খ ॥ যদি ঐ কাজটি এমন হয় যে, রোযাদারও জানে যে, তাতে রোযা নষ্ট হয় অথচ উহা সে ভুল বশতই করে ফেলেছে এবং নষ্ট হয়েছে মনে করে পানাহার করলে শুধু কাযাই করতে হবে। কাফ্ফারা দিতে হবে না।

কাফ্ফারার নিয়ম

১. রমযানের ১টি রোযা নষ্ট হলে বিরতিহীনভাবে দু'মাস রোযা ফরয। মাঝে ১টি রোযা বাদ পড়লে আবার প্রথম থেকে রাখতে হবে। সে কারণে

www.pathagar.com

দু'মাসের মেয়াদের মধ্যে যাতে এমন দিন না আসে যখন রোযা রাখা হারাম (যেমন ঈদুল আযহার ৩দিন)।

২. দুই মাস মেয়াদের মধ্যে স্ত্রীলোকের হায়েজ দেখা দিলে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রোযা রাখতে থাকবে। তবে তার জন্যে প্রথম থেকে রাখতে হবে না। তবে নেফাসের দরুন রোযা বাদ গেলে পুনরায় প্রথম থেকেই রাখতে হবে।

৩. একটানা দু' মাস রোযা রাখার সামর্থ না থাকলে ৬০ জন মিসকিনকে দু' বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে। অথবা সদকায়ে ফেতরার পরিমাণ গম বা উহার মূল্য তাদেরকে দিতে হবে। ৬০জন মিসকিন সংগ্রহ করতে অসুবিধা হলে কিংবা একত্রে ৬০জনের ব্যবস্থা সম্ভবপর না হলে একজনকে ৬০ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

৪. নফল রোযা ভংগ করলে বা হলে কাফ্ফারা দিতে হয় না ; শুধু কাযা করতে হয়।

রোযা রেখে যে কাজ করলে ক্ষতি হয় না

১. মাথায় তেল দেয়া।

২. শরীরে তেল দেয়া।

৩. সুরমা লাগানো।

৪. শুকনা অথবা ভিজা দাঁতন দ্বারা মেসওয়াক করা।

৫. সুগন্ধী লাগানো বা সুগন্ধির ঘ্রাণ লওয়া।

৬. ভুলক্রমে পান, আহার বা স্বামী-স্ত্রীর মিলন করা।

স্মরণীয় ঃ কোন রোযাদারকে ভুলক্রমে খেতে দেখলে, যদি মনে হয় যে, সে অতিশয় ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত তাহলে তাকে ভুলের কথা স্মরণ করাবে না। মনে করবে, হয়ত আল্লাহ তাকে খাওয়াচ্ছেন। আর যদি তদ্রূপ মনে না হয় তাহলে তাকে রোযার কথা স্মরণ করাবে যাতে করে সে তৎক্ষণাৎ পানাহার বন্ধ করে দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

৭. মুখ ভরে নয়, এমন পরিমাণ বমি হলে।

৮. মুখে স্বাভাবিকভাবে যে থুথু আসে তা গিলে ফেললে।

৯. রোযাদারের অনিচ্ছায় মশা-মাছি কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে।

১০. অত্যধিক গরমের দরুন বার বার কুলি করলে, শরীরে পানি দিলে কিংবা কাপড় ভিজিয়ে শরীর ঢেকে রাখলে।

www.pathagar.com

১১. ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ হলে।

১২. স্বপ্নে কিছু পানাহার করলে।

১৩. ভুলক্রমে পানাহার বা স্বামী-স্ত্রীর মিলন কালে ভুলের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই পানাহার বন্ধ করলে বা স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলে।

রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি

১. **ভ্রমণ বা সফর ঃ** ৪৮ মাইল বা ততধিক পথ অতিক্রম করে কোথাও যাওয়ার জন্য যে নিজ মহল্লা থেকে বের হয় সে-ই ভ্রমণকারী বা মুসাফির। ভ্রমণ অবস্থায়—চাই সে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করুক, কিংবা খুব আরামের সাথে থাক—সে রোযা না রেখে অন্য সময় রাখতে পারে।

২. **রোগ ঃ** রোগাক্রান্ত অবস্থায় কিংবা রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যেতে পারে অথবা আরোগ্য হতে দেরী হতে পারে—এমন হলে রোযা না রাখতে পারে। এ ছাড়া রোযা রাখলেই যদি নতুন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলেও রোযা না রাখতে পারে। এমন কি, রোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি সে দুর্বল হয়ে থাকে এবং রোযা রাখলে সে দুর্বলতা বেড়ে যেতে পারে এমন আশংকা হলেও রোযা ছেড়ে দিতে পারে। তবে ঐ সমস্ত আশংকার ক্ষেত্রে কোন দ্বীনদার চিকিৎসকের সমর্থন থাকতে হবে। শুধু নিজে নিজে মনে করলেই চলবে না। কেননা প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ জানেন ; তার কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

৩. **গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী ঃ** গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী মাতা নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশ বা ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয় হলে তার জন্যে রোযা ছেড়ে দেয়া জায়েয। যেমন ঘন ঘন সংজ্ঞা হারানো ও দারুণ রক্ত হীনতা বা চরম দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়া ও দুধ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

৪. **হায়েয ও নিফাস ঃ** হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিতে হয়। এবং পরে শুধু কাযা করে নিবে। স্মরনীয় যে, ঐ দুই সময়ের নামায কাযা করতে হয় না।

রোযা রেখে কোন্ অবস্থায় তা ভেংগে ফেলা যায়

১. প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মত তীব্র পিপাসা বা ক্ষুধার উদ্রেক হলে।

২. ঐ অবস্থায় বেহুঁস হয়ে পড়লে।

৩. ঐ অবস্থায় কোন রোগ সৃষ্টির আশংকা হলে।

৪. রোগ বেড়ে যাওয়ার ভয় হলে।

www.pathagar.com

যেমন—(ক) পেটে, বুকে, কানে ভীষণ বেদনা শুরু হলে,

(খ) প্রবল জ্বর বা কলেরায় জীবন নাশের আশংকা দেখা দিলে,

(গ) তীব্র রোদে চাষ, পানি সেঁচ অথবা দারুণ শ্রম হেতু ক্ষুধা ও পিপাসায় বেহুঁস হওয়ার বা মারাত্মক রোগের উপক্রম হলে। তবে যে ব্যক্তি এমনি পরিশ্রম বাদ দিয়ে অন্যভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য ইহা বৈধ নয়।

৫. অকস্মাৎ ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হলে।

৬. হঠাৎ করে সফর শুরু করলে।

অতি বৃদ্ধ ও দীর্ঘমেয়াদী রোগী কি করবে ?

এই প্রকার ব্যক্তি রোযা রাখলে ক্ষতির আশংকা হলে রোযা ছেড়ে দিয়ে 'ফিদিয়া' দিতে পারবে।

ফিদিয়া : নামায কাযা হলে বা রোযা রাখতে না পারলে যে ক্ষতি পূরণ দান করা হয় তাকে 'ফিদিয়া' বলা হয়।

১ ॥ এক একটি রোযার জন্য পৌনে দু'সের (১ কে. জি. ৬২৮ গ্রাম প্রায়) গম অথবা সাড়ে তিন সের (৩ কেজি ২৫৫ গ্রাম প্রায়) যব কিংবা উহার মূল্য গরীব-মিসকিনকে দান করতে হবে।

২ ॥ গম বা যবের পরিবর্তে কোন গরীবকে দু'বেলা তৃপ্তির সাথে আহার করালেও একদিনের ফিদিয়া আদায় হবে। তবে নিজে যা খাবে, গরীবকেও তা-ই খাওয়াতে হবে।

৩ ॥ এক ফিদিয়ার দ্রব্য বা মূল্য একাধিক গরীবকেও বন্টন করে দেয়া যায়।

স্মরণীয় : (১) ফিদিয়া দেয়ার পরে ঐ বৃদ্ধ বা দীর্ঘমেয়াদী রোগী রোযা রাখতে সক্ষম হলে বা সুস্থ সবল হলে তাদের পরিত্যক্ত সব রোযার কাযা করতে হবে। ইহা তাদের জন্য ওয়াজিব।

(২) রমযানের রোযার ফিদিয়া ঐ রমযান মাসের মধ্যেই আদায় করা উত্তম।

মৃত ব্যক্তির নামায-রোযার ফিদিয়া

মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে নামায-রোযা থেকে গেলে তার জন্য ফিদিয়া আদায় করার নিয়ম হলো :

ক ॥ ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ফিদিয়া দেয়ার অছিয়ত না করে গেলে ওয়ারিসদের উহা আদায় করা ওয়াজিব নয় ; আদায় না করলে তাদের কোন পাপ হবে না। তবে দিয়ে দেয়া তাদের মানবিক ও নৈতিক কর্তব্য।

www.pathagar.com

খ ॥ অছিয়ত করে গেলে দেখতে হবে যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা আদায় হয় কিনা। হলে তো ভালোই। আর না হলে অতিরিক্ত সম্পত্তি ব্যয় করা ওয়ারিসদের জন্য ওয়াজিব নয় ; উহার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না। তবে দিলে বা দিতে পারলেই উত্তম। মনে রাখতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে নাবালেগ ওয়ারিসদের সম্পত্তি থেকে ফিদিয়া দেয়া যাবে না।

স্মরণীয় ঃ প্রতি রোযার জন্য একটি ফিদিয়া এবং এক ওয়াক্ত নামাযের জন্যও একটি ফিদিয়া।

যে সকল দিন রোযা রাখা হারাম

১. ঈদুল ফিতরের ১ দিন,

২. ঈদুল আযহার ১ দিন এবং

৩. আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন এবং যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ।

নাবালেগ বালক-বালিকাদের রোযা

বালক-বালিকাদের বয়স ৭ সাত বছর হলেই নামাযের ন্যায় রোযা রাখারও অভ্যাস করাতে হবে। হযরত সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে সাধারণ শিশুরাও রোযা রাখত। অথচ তখনও আরবদেশে এত গরম পড়ত যে, যুবকরা পর্যন্ত গরমের ভয়ে অস্থির হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে হযরত উমর (রা) একজন মদ্যপায়ীর শাস্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমাদের শিশুরা রোযা রাখে আর তুমি বালেগ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখ না। তোমার লজ্জা হয় না?"

www.pathagar.com

এ'তেকাফের বিবরণ

'এ'তেকাফ' মানে স্থির বা কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকা। মাহে রমযানের শেষ ১০ দিন অথবা অন্য কোন দিন দুনিয়ার কাজকর্ম ত্যাগ করে পরিবার-পরিজন থেকে আলাদা হয়ে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করার নাম এ'তেকাফ। মহিলাদের জন্য ঘরে একটু নিরিবিলি স্থানে ঐভাবে অবস্থান করাকেও এ'তেকাফ বলা হয়। ঐভাবে একদিনের কম এমনকি এক-আধ ঘন্টা সময়ের জন্যও আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে থাকায় এ'তেকাফের ছওয়াব হয়।

হযরত নবী (সা) রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে এ'তেকাফ করতেন এবং তাঁর সাহাবীগণও সেইরূপ করতেন। প্রতি মহল্লার মসজিদে ঐ এলাকার সকলের পক্ষে একজন রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব হতে ঈদের পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৯ বা ৩০ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। মহল্লার কেউই যদি এ'তেকাফে না বসে তাহলে মহল্লার সবাই গুনাহগার হবে।

এ'তেকাফের নিয়ম

মসজিদের এক কোণে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে পর্দা দিয়ে একটি কামরার মত করতে হবে। জামা'আতের প্রয়োজনে উহা যেন সরিয়ে ফেলা যায়। এখানেই পানাহার এবং শয়ন করবে। পেশাব-পায়খানা বা ফরয গোছলের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। অবশ্য পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন সেরে আসার পথে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে সাধারণ গোছল বা অজু করে আসতে পারবে ; তবে এরূপ অজু-গোছল মসজিদের সীমানার মধ্যেই করা উত্তম।

স্ত্রীলোকেরা গৃহে যেখানে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে সেখানেই এ'তেকাফ করা উচিত। ঐরূপ স্থান নির্দিষ্ট না থাকলে যে কোন স্থান ঠিক করে নেবে। তাদের এ এ'তেকাফ নফল—সন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

এ'তেকাফের শর্ত

১. মসজিদে জামা'আত হতে হবে। তবে জামা'আত না হলেও এ'তেকাফ করা জায়েয। মহিলারা ঘরে এ'তেকাফ করবে।

২. এ'তেকাফের নিয়ত অবশ্যই করতে হবে। নিয়ত ছাড়া সারা রমযান বা সারা বছর মসজিদে থাকলেও এ'তেকাফ হবে না এবং এ'তেকাফের ছওয়াবও হবে না।

www.pathagar.com

৩. নফল এ'তেকাফের জন্য রমযান বা কোন মাসের শর্ত নেই। রোযা থাকারও কোন শর্ত নেই।

৪. হায়েজ-নেফাস বা গোছল ফরয হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। হায়েজ দেখা দিলে এ'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে। গোছল ফরয হলে উহা ভংগ হবে না, তবে সাথে সাথে গোছল করে পাক হতে হবে।

৫. রমযানের শেষ দশদিন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া এ'তেকাফের জন্য রোযা থাকতে হবে। যে এ'তেকাফ ওয়াজিব (যেমন মান্নতের এ'তেকাফ) তার জন্যও রোযা থাকতে হবে। রোযা না রাখলে বা ভংগ হয়ে গেলে এ'তেকাফও ভংগ হয়ে যাবে। নফল এ'তেকাফের জন্য রোযা থাকার প্রয়োজন নেই।

এ'তেকাফ অবস্থায় যা করা যায়

১. পেশাব-পায়খানা, পানাহার ও ফরয গোছলের জন্য বাইরে যেতে পারে ; তবে অবিলম্বেই ফিরে আসতে হবে।

২. জুম'আর নামাযের জামে মসজিদে যেতে হলে কিংবা জানাযা নামায পড়াবার অন্য কোন লোক পাওয়া না গেলে বাইরে যেতে পারে। মসজিদে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা না থাকলে আর বাড়ি দূরে হলে যে স্থান অধিক নিকটে সেখানে গিয়ে কাজ সমাধা করে আসবে।

৩. শুধু শরীর পরিষ্কার করার জন্য গোছল করতে বাইরে যাওয়া বৈধ নয়। তবে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে পেশাব-পায়খানা থেকে ফিরে আসার সময়ে ঐরূপ গোছল করা যেতে পারে।

৪. আহার্য ও পানীয় বস্তু নিয়ে আসার কেউ না থাকলে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসা যাবে এবং খাল, কূপ বা টিউবওয়েল থেকে পানিও নিয়ে আসতে পারবে।

৫. মসজিদের ভেতর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং অন্যের মারফতও পানি সংগ্রহ করা না গেলে অজুর পানির জন্য বাইরে যেতে পারবে।

৬. অজু করার জন্য এমন স্থানে বসবে যেন শরীর মসজিদের বাইরে না যায়। আর অজুর পানি যেন মসজিদে না পড়ে।

৭. ভুলে হলেও এ'তেকাফের স্থান ছেড়ে যাওয়া মাকরূহ।

স্মরণীয় ঃ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত স্থান কতটুকু ? সাধারণত যতটুকু স্থানে লোকেরা নামায পড়ে ততটুকুই। পেশাব-পায়খানা, গোছলখানা, অজুখানা,

www.pathagar.com

জুতা রাখার স্থান ইত্যাদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিনা প্রয়োজনে এসব স্থানে গেলে এ'তেকাফ ভংগ হয়ে যাবে।

এ'তেকাফ অবস্থায় যা করা যায় না

১. ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মসজিদের ভেতরে বা বাইরে স্ত্রীসহবাস করলে এ'তেকাফ ভংগ হয়ে যায়।

২. স্ত্রীকে চুম্বন বা আলিংগন করলে এ'তেকাফ ভংগ হয় না। তবে ইহা মাকরূহ তাহরীমী।

৩. কোন দুনিয়াবী কাজ করা মাকরূহ।

৪. কিছু না কিছু দ্বীনী কাজে মশগুল না থেকে চুপচাপ বা শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অলসভাবে সময় কাটানো মাকরূহ তাহরীমী। যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, তাওবা-ইস্তেগফার, কুরআন পাক তেলাওয়াত, নফল নামায আদায়, হাদীস-তাফসীর বা দ্বীনী পুস্তকাদি পাঠ বা অন্যকে পাঠ করে শোনানো প্রভৃতি দ্বীনী কাজে ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন।

নফল রোযার বিবরণ

হযরত নবী (সা) ফরয রোযা ব্যতীত নফল রোযাও অধিক পরিমাণে রাখতেন। নিষিদ্ধ দিন ছাড়া যে কোন দিনই নফল রোযা রাখা যায়। তবে রমযান মাসে এই নফল রোযা রাখা যায় না। কারণ ঐ মাসে যে নিয়তেই রোযা রাখা হোক না কেন তা ফরয রোযা হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত নবী (সা) কোন কোন দিনের নফল রোযার অধিকতর ফযীলতের কথা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উহার সংক্ষেপ উল্লেখ করা গেল ঃ

১. আশূরার রোযা ঃ

আশূরা অর্থাৎ মুহাররাম মাসের ১০ তারিখ রোযা রাখার জন্য অশেষ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত নবী (সা) এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম এই দিনের রোযা নিয়মিতভাবে রাখতেন। ১০ই মুহাররাম তারিখে আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বের বড় বড় ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলের সময় এই দিনের রোযাকে ফরয করে দিয়েছেন। আর সর্বশেষে মাহে রমযানের রোযাকে ফরয করার সাথে সাথে এই দিনের রোযাকে নফল করে দিয়েছেন। তাই দেখা যায় আশূরার মর্যাদা আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রথম থেকেই দিয়ে এসেছেন। এর কী

www.pathagar.com

কারণ তা আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু অনেকে মূর্খতা বশত এইরূপ মনে করে থাকে যে, হযরত হুসাইন (রা) ঐ দিন শহীদ হয়েছেন বলেই আশূরা দিনের ফযীলত দেয়া হয়েছে।

স্মরণীয় ঃ আশূরার দিনে (পূর্ববর্তী রাত সহ) যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী পরিবার-পরিজনদের জন্য উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা করবে আল্লাহ পাক তার জীবিকায় বরকত ও প্রশস্ততা দান করবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। কিন্তু শবে বরাত সম্পর্কে কোন হাদীস নাই।

২. আইয়ামে বীযের রোযা ঃ

প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে 'আইয়ামে বীয' বলা হয়। হুজুর (সা) এই দিনগুলোতে প্রতি চান্দ্র মাসেই রোযা রাখতেন।

৩. যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের রোযা ঃ

এই দিনের নাম আরাফাতের দিন। এই দিনের রোযায় অনেক ছওয়াব পাওয়া যায়।

৪. শাওয়ালের ছয় রোযা ঃ

শাওয়াল মাসের মধ্যে একটানা হোক বা ফাঁক দিয়ে দিয়ে হোক, মোট ৬টি রোযা রাখার ফযীলত অনেক। হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ "শাওয়াল মাসে যে ছয়টি রোযা রাখে সে যেন সারা বছরই রোযা রাখে।" অর্থাৎ মাহে রমযানের রোযার পরে শাওয়ালে ৬ রোযা রাখলে ছওয়াবের দিক থেকে সে যেন সমস্ত বছর ধরে রোযা রাখার ছওয়াব লাভ করে।

৫. শবে বরাতের রোযা ঃ

শা'বান মাসের ১৫ই তারিখ রোযা রাখা। এই দিন রোযা রাখা এবং এর পূর্ববর্তী রাতে ইবাদাত বন্দেগী করা ও করবস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মরণীয় ঃ অমুসলমানদের দ্বীপালী ও নানাবিধ উৎসবের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে শবে বরাতে মোমবাতি জ্বালানো, আলোকসজ্জা করা, হালুয়া রুটি বিতরণের ও উত্তম পানাহারের উৎসব করা, আতশবাজি ফুটানো ইত্যাদির প্রচলন হয়েছে। এরূপ করা পরিষ্কার গুনাহর কাজ। মোমবাতি জ্বালানো, আলোকসজ্জা করা বা বাজি ফুটানো অপব্যয়, হালুয়া রুটি বিলানো বা নিজেদের ভালো খাওয়ার ব্যবস্থাকে মনগড়াভাবে ইবাদাত অর্থাৎ ছওয়াবের কাজ মনে করা পরিষ্কার বেদ'য়াত। ইহার প্রত্যেকটি কাজই গুনাহ কবীরা। আল্লাহ আমাদেরকে এইরূপ গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন।

www.pathagar.com

নফল রোযা সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ঃ

১. নফল রোযা রাখার পর বাড়িতে কোন মেহমান আসলে কিংবা কেউ খাওয়ার জন্য দাওয়াত করতে এলে তাদের অসন্তুষ্টির আশংকা হলে কিংবা তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে রোযা ভাংগা সমীচীন হবে। তবে অন্য সময়ে কাযা করে নিতে হবে।

২. রোযা রাখার ইচ্ছা করার পর, সুবহে সাদেকের পূর্বে উহা না রাখার ইচ্ছা করলে ঐ রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু সুবহে সাদেক হয়ে যাওয়ার পরে ইচ্ছা পরিবর্তন করলে সে রোযা রাখতে হবে ; না রাখলে কাযা করতে হবে।

৩. স্ত্রী কোন নফল রোযা রাখতে স্বামীর সম্মতি নেয়া উচিত।

রমযানের ফিতরা

হযরত নবী (সা) রমযান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ

–"রমযান মাস দয়া ও সহানুভূতির মাস।"

বস্তুত হযরত রাসূল (সা) সর্বদাই গরীব-দুঃখীর সাহায্য-সহানুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু রমযান মাসে এ ব্যাপারে তিনি সবচাইতে অধিক লক্ষ্য রাখতেন। হযরত (সা) সাধারণ সাদকাহ ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এক প্রকার সাদকাহ ওয়াজিব বলে নির্ধারিত করেছেন। এই নির্ধারিত সাদকাহ বা দানকে 'ছদকায়ে ফিতর' বলা হয়। 'ফিতর' মানে রোযা ভাংগা। রোযা ভেংগে অর্থাৎ সমাপ্ত করার পরে এই সাদকাহ দেয়া হয় বলে একে 'ছদকায়ে ফিতর' বা ফিতরা বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَ
الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ ـ

–"হযরত (সা) কর্তৃক সদকায়ে ফিতর নির্ধারিত হওয়ার কারণ হল ঃ এর দ্বারা রোযার ভেতরকার বাজে কথাবার্তা বা অন্যায় আচরণের গুনাহ থেকে রোযা পবিত্র হয়ে যায় এবং দরিদ্রদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়।"

www.pathagar.com

সাদকায়ে ফিতর দেয়া কার জন্য ওয়াজিব ?

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে যে মালদার বলে গণ্য হতে পারে তার জন্য সাদকায়ে ফিতর (সংক্ষেপে ফিতরা) দেয়া ওয়াজিব।

কাদের পক্ষ থেকে সাদকা ফিতর দিতে হবে ?

পরিবারের যিনি কর্তা তিনি নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীল সকল ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফিতরা দেবেন। ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তার পক্ষ থেকেও দিতে হবে। বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কিংবা স্ত্রী নিজেরা মালদার হলে তাদের পক্ষ থেকে দিতে হবে না, তবে আদায় করে দিলে আদায় হবে এবং ছওয়াবও হবে।

সাদকায়ে ফিতর কখন দেবে ?

সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়া ও আদায় করার সময় ঈদের দিন নামাযের পূর্বে। কিন্তু ঈদের দু'চার দিন পূর্বে সাদকা নির্ধারণ করে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা উত্তম। এতে তারা নিজেদের প্রয়োজন যথা সময়ে পূর্ণ করতে পারে এবং খুশী মনে ঈদেও শরীক হতে পারবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ হযরত নবী (সা) ঈদের ২/৩ দিন পূর্বে লোকদের একত্র করে তাদের সাদকা ফিতর বের করার উপদেশ দিতেন। ঈদের পূর্বে সাদকা দেয়া সম্ভবপর না হলে ঈদের পরে যথাশীঘ্র দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাদকায়ে ফিতরার পরিমাণ

১. গম বা আটা দিলে অর্ধ ছা' অর্থাৎ প্রায় ১ কে. জি. ৬২৮ গ্রাম করে মাথা প্রতি দিতে হবে।

২. যব বা যবের আটা, খেজুর, কিসমিস ও পনীর এক ছা' পরিমাণ অর্থাৎ ৩ কে. জি. ২৫৫ গ্রাম প্রায় দিতে হবে।

৩. চনা, চাউল, ধান, মটর, মশুর ইত্যাদি দ্বারা দিতে চাইলে ১ কে. জি. ৬২৮ গ্রাম গমের মূল্যে উক্ত দ্রব্য যত পরিমাণ পাওয়া যাবে তত পরিমাণ মাথা প্রতি দিতে হবে।

সাদকায়ে ফিতরা দেয়ার নিয়ম

একজনের ফিতরা একজনকে অথবা কয়েকজনকে দেয়া জায়েয। আবার কয়েকজনের ফিতরা একজনকেও দেয়া যায়। তবে উত্তম এই যে, একজনকে এত পরিমাণ ফিতরা দেবে যাতে সে ছোটখাট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে অথবা পরিবার-পরিজন নিয়ে ২/৩ বেলা আহার করতে পারে।

www.pathagar.com

সাদকায়ে ফিতরা কাকে দেবে ?

১. যাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব নয় তারাই ফিতরা নিতে পারে। যারা যাকাত নিতে পারে তাদেরকেও ফিতরা দেয়া যায়।

২. অমুসলমানকে সাদকায়ে ফিতরা দেয়া যায়, কিন্তু যাকাত দেয়া যায় না।

স্মরণীয় ঃ

১. সাদকায়ে ফিতরা দেয়ার তরতীব ঃ প্রথমে নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজন, তারপর দোস্ত-আহবাব, তারপর প্রতিবেশী মুসলমান এবং সর্বশেষে অমুসলমান।

২. যতদূর সম্ভব গোপনভাবে দেয়া উচিত। আর যাদের দেয়া হবে তাদের নিকট সাদকার আলোচনা করে তাদের অন্তরকে ছোট বা ব্যথিত করা যাবে না। দাতার কার্যকলাপ দ্বারা একথা যেন প্রকাশ না পায় যে, তারা দরিদ্র, আমি তাদের সাহায্য করছি। কেননা ইহা তার ঐচ্ছিক দান নয়, ইহা আল্লাহর নির্ধারিত দরিদ্রের পাওনা। কাজেই দাতা পাওনা পরিশোধ করছে মাত্র। এর জন্য সে ছওয়াব অবশ্যই পাবে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার অনুগ্রহের বা কৃতিত্বের কিছু নেই। সে পাওনা পরিশোধ করার তাওফিক পাচ্ছে বলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে।

www.pathagar.com

হজ্জের বিবরণ

হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত

হজ্জ ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদাত এবং অন্যতম স্তম্ভ। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে ইহার গুরুত্ব সীমাহীন। মহাবিশ্বের মহান পরিচালক আল্লাহ্ পাক সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছেন তাঁর মহিমান্বিত গৃহ—খানায়ে কা'বা। মানব জাহানের সামগ্রিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ইহাই তাঁর প্রথম ইবাদাতগাহ—জান্নাত থেকে প্রেরিত তাঁর অদ্বিতীয় মসজিদ।

বিশ্বের সর্বপ্রথম মানবযুগল প্রথম নবী হযরত আদম (আ) ও তার মহীয়সী জীবন সংগিনী হযরত হাওয়া (আ)-এর প্রথম বসতি। অগণিত পয়গম্বরের প্রশিক্ষণ ভূমি—সমগ্র আলমের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র মক্কার প্রেরণাস্থল এই বায়তুল্লাহ—কল্যাণ ও সৌভাগ্যলাভের অব্যর্থ পরশমণি এই কা'বা শরীফ।

কালের করাল স্রোতে বিশ্বনবী (সা)-এর পূর্বপুরুষ মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর কা'বা শরীফ মেরামতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ পাক তখন বললেন ঃ

> "হে ইবরাহীম, আপনি মানবজাতিকে লক্ষ্য করে হজ্জ পালনের ঘোষণা দিন।"

হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তরে বললেন ঃ

> "রব হে, আমার ক্ষুদ্র আওয়াজ সারা বিশ্বে পৌঁছবে না।"

আল্লাহ্ বললেন ঃ

> "ঘোষণা দেয়া আপনার কাজ, আর তা সর্বত্র পৌঁছে দেয়া আমার কাজ।"

হযরত ইবরাহীম তখন ঘোষণা দিলেন ঃ

> "হে মানবজাতি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ইবাদাতের জন্য গৃহ তৈরী করেছেন এবং তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও।"

বর্ণিত আছে যে, সারা বিশ্বে তখন যারা বর্তমান ছিল এবং যাদের আত্মা রূহানী জগতে ছিল তারা সকলেই এই বাণী শুনেছিল। আর যারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে 'লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' বলেছিল তাদের জন্যেই হজ্জ

www.pathagar.com

নির্ধারিত হয়ে আছে। বস্তুত আল্লাহকে যারা মা'বূদ বলে গ্রহণ করেছে, নবীকে যারা নবী বলে স্বীকার করেছে তারা সবাই তো এই লাব্বায়েকপন্থী। এদের পক্ষ থেকেই তো লাখো মানুষ প্রতি বছর হাজিরা দেয় পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠানে। দৈহিক, আর্থিক বা অন্যবিধ কারণে যারা এই হাজিরা দিতে অক্ষম হয়ে পরেন, মনে প্রাণে তারাও তো এই হজ্জের পিয়াসী—হজ্জের কাংগাল। এই বিশ্ব চরাচরে যে ঘরখানিকে মা'বূদ নিজের ঘর বলে ঘোষণা দিয়েছেন—যে ঘরের নূরে সারা জাহান নূরান্বিত তা দেখবার জন্য তো সবাই পাগলপারা। যে ঘরের পরশে ধন্য হয়েছিল সমস্ত আম্বিয়া-আউলিয়া—যে ঘরের আশেপাশে হাজারো স্মৃতি রয়েছে আমাদের নবী-রাসূলদের তা দেখার জন্য তো সবাই ব্যাকুল।

বিশ্বের সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে একই লক্ষ্যে সুসংহত বিশ্ব পরিচালনার একই কর্মসূচীতে উদ্বুদ্ধ এবং আল্লাহদ্রোহী সকল শক্তির বিরুদ্ধে একই পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হওয়ার জন্যে যে মহাসম্মেলনের প্রয়োজন, পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে বিশ্বের সকল মুসলমান সেই মহাসম্মেলনেরই সুযোগ লাভ করে। সুযোগ লাভ করে আম্বিয়াদের তাওহীদী আন্দোলনের স্মৃতিবাহী পুণ্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাবলীগ ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের আপোষহীন সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হওয়ার।—সর্বোপরি সুযোগ লাভ করে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাওয়ার শুভ সংবাদ প্রাপ্তির।

বস্তুত একজন কামেল মুসলমান তথা আল্লাহপ্রেমিক মরদে মু'মিনের জন্য হজ্জ সংশ্লিষ্ট এই কল্যাণসমূহ একান্ত অপরিহার্য। এবং অপরিহার্য বলেই সামর্থ থাকা শর্তে আল্লাহ পাক ইহাকে ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ۝

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

–"যাতায়াতের সংগতি আছে এমন মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার ঘরের হজ্জ করা ফরয। আর যারা ইহা অস্বীকার করে (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে) আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব থেকে প্রত্যাশা মুক্ত।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে এবং হজ্জের মধ্যে কোনরূপ অশ্লীলতা, গালমন্দ ও ফাসেকী কাজ করবে না সে ব্যক্তি হজ্জ

www.pathagar.com

পালন শেষ করে এমনভাবে বাড়ি ফিরবে যেভাবে সে তার মায়ের পেট থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিল।"-(বুখারী)

হাদীস শরীফে আছে ঃ

"হজ্জের সময়ে আরাফাতের দিন করুণাময় আল্লাহ বিশ্ববাসীর খুব কাছাকাছি বিরাজমান হন এবং ফেরেশতাদের নিকট গর্বভরে প্রশ্ন করেন ঃ 'বলত, আমার এসব বান্দা কী চায় ? তখন আল্লাহ নিজেই বলতে থাকেন ঃ তোমরা আমার এই বান্দাদের প্রতি তাকাও। তারা আজ আমার মহান দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যে, তাদের মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো, দীর্ঘ সফরের কারণে তাদের সমস্ত শরীর ও পরনের কাপড় ধূলোবালি মিশ্রিত মলিন। তাদের মুখে শুধু 'লাব্বায়েক ধ্বনি'। এরা বহুদূর থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি ওদের ক্ষমা করে দিলাম।"

-(মুসলিম)

পবিত্র হজ্জের এই মহাসম্পদ লাভ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না তাদের ন্যায় দুর্ভাগা ও কপাল পোড়া আর কেউ হতে পারে না। হযরত বিশ্বনবী (সা) তাই এরশাদ করেন ঃ

"সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করলো না সে ইহুদী হয়ে মরুক কিংবা খৃষ্টান হয়ে মরুক।"-(তিরমিযী)

যে আল্লাহর ঘর দেখার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা, যে আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য আমাদের এত সংগ্রাম—যে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়াত সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এত প্রয়াস ও পরিকল্পনা তারই হাবীব তো ঘুমিয়ে আছেন ঐ সোনার মদীনায় তারই দ্বীন ও শরীয়াত সারা জাহানে কায়েম করার সংগ্রামে সফলকাম ব্যক্তিত্ব ও মানব জাহানের দিশারী তো শায়িত আছেন মসজিদে নববীর পবিত্র রওজায়। তিনি যে আল্লাহর মাহবুব, আমাদের সাইয়েদ—আল্লাহর নবী, আমাদের দোজাহানের পথপ্রদর্শক—আল্লাহর দোস্ত, আমাদের জান্নাতের জামিন শাফিউল মুজনাবীন। হযরত বিশ্বনবী (সা) তাই পরম আপনজন—সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনিই আমাদের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভালোবাসা আমাদের কাংক্ষিত পরম সম্পদ। তিনি তো আমাদের এত ভালোবাসেন যে, তাঁর একটি উম্মাতকে ফেলে রেখেও তিনি জান্নাতে গমন করবেন না।

তাইত পবিত্র হজ্জে এসে যদি কেউ বিশ্বনবীর (সা)-এর মাযার যিয়ারতে না যায় তার ন্যায় হতভাগা ও কপাল পোড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল, অথচ আমার রওযা যিয়ারত করল না সে আমার প্রতি অবিচার করলো।"(ইবনে আদী)

আর যারা বিশ্বনবী (সা)-এর রওযা মোবারক যিয়ারাত করেন তারা যে কত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হয় তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি নেই। হযরত (সা) স্বয়ং এরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারাত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পরে আমার (রওযা) যিয়ারত করবে সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাথে দেখা করে গেল।"

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত

১. মুসলমান হওয়া,

২. বালেগ হওয়া,

৩. বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হওয়া, পাগল না হওয়া,

৪. আজাদ বা স্বাধীন হওয়া,

৫. সুস্থ হওয়া,

৬. হজ্জের সময় হওয়া,

৭. বিত্তশালী হওয়া এবং

৮. যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া।

যদি কারো কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ইত্যাদি থাকে এবং তা বিক্রয় করলে হজ্জের খরচ (যাতায়াত সহ) সংকুলান হয় তাহলে তা বিক্রয় করে হজ্জ করতে হবে।

বদলী হজ্জের মাসায়েল

১. যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল ; অথচ হজ্জ না করেই ইন্তেকাল করেছেন, তার ওয়ারিশগণ যেন যথাসম্ভব শীঘ্রই তার বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করেন।

২. যে কোন দ্বীনদার ব্যক্তিকে দিয়েই বদলী হজ্জ করানো যায়।

৩. যে ব্যক্তি নিজের ফরয হজ্জ করেননি তাকে দিয়ে এরূপ হজ্জ করানো জায়েয হলেও যে নিজের হজ্জ করেছে তাকে বদলী হজ্জে পাঠানো উচিত।

৪. পিতা-মাতার বদলী হজ্জ সন্তানের করাই উত্তম। এতে তাদের ছওয়াবও পূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তার নিজের ছওয়াবও কম করা হবে না।

www.pathagar.com

৫. বদলী হজ্জের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্জ করাই উত্তম।

৬. বদলী হজ্জের ছওয়াব অপরিসীম। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা একটি বদলী হজ্জের দ্বারা তিন ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। প্রথমত সেই মৃত ব্যক্তি যার হজ্জ করানো হবে ; দ্বিতীয়ত, যিনি হজ্জ করবেন ; তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি (টাকা পয়সা ইত্যাদি দিয়ে) হজ্জ করাবেন।"

৭. মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও বদলী হজ্জ করানো জায়েয আছে।

৮. মক্কা শরীফে গিয়ে অনেকেই পিতা-মাতার জন্য বদলী হজ্জ করান। এতে নফল হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের ফরয হজ্জ আদায় হবে না।

হজ্জের পূর্বে যা জানতে হয়

এক অপূর্ব নেয়ামত জমজম ঃ

জমজম আল্লাহর দেয়া এবং হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত এক অপূর্ব দান। হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে।"

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

"মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওরা জমজমের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করতে পারে না, আর মু'মিনগণ তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে।"

একদা হযরত নবী (সা) জমজমের পানি দ্বারা বালতি ভরার নির্দেশ দেন। তারপর বিসমিল্লাহ বলে তিনি অনেকক্ষণ ধরে উহা পান করেন এবং শেষে বললেন ঃ 'আলহামদুলিল্লাহ'। পুনরায় তিনি উহা দীর্ঘ সময় ধরে পান করলেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। নবীজী জমজমের পানি সাথে করে নিয়ে যেতেন। রোগীদের উপর তা ছিটিয়ে দিতেন।

মীকাত ও এহ্রাম বাঁধার স্থান ঃ

যেদিক থেকেই কা'বা শরীফের দিকে গমন করা হোক না কেন, যে স্থান অতিক্রম করার সাথে সাথে এহ্রাম বাঁধতে হয় তাকে বলা হয় 'মীকাত'। জলপথে যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, ইরান থেকে হজ্জ করতে যান তাদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম নামক পাহাড়। অবশ্য বিমান পথে যাত্রীদের

www.pathagar.com

জন্য বিমানে আরোহণের পূর্বে নিজ গৃহে বা হাজী ক্যাম্পে কিংবা বিমান বন্দরেই এহ্‌রাম বেঁধে নেয়া আবশ্যক।

এহ্‌রাম ঃ

প্রথমে সেলাই না করা তহবন্দ ও চাদর পরিধান করতে হবে। তারপর হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়তে এহ্‌রামের দুই রাক'আত নামায আদায় করতে হবে এবং নামায অন্তে তালবিয়া (অর্থাৎ 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক-----এই দোয়া) পাঠ করতে হবে। এহ্‌রামের কাপড় পরিধান থেকে শুরু করে এই তালবিয়া শেষ করার সাথে সাথেই এহ্‌রাম শুরু হল বলে গণ্য করা হবে।

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ـ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল্‌ মুলক। লা শারীকা লাক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ, আমি হাজির—আমি হাজির। (প্রভু হে,) আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির, ইহা নিশ্চিত যে, তোমারই জন্য সকল তারীফ, সকল নেয়ামত এবং সমস্ত বাদশাহী। তোমার কোন অংশীদার নেই।"

পুরুষের এহ্‌রাম ঃ

১. এহ্‌রাম অবস্থায় কোন মতেই মাথা ঢাকতে পারবে না।
২.সেলাই করা কাপড় পরা তাদের জন্য অবৈধ।
৩. জোরে তালবিয়া করা তাদের জন্য সুন্নাত।

মহিলাদের এহ্‌রাম ঃ

১. মাথা ঢেকে রাখা ফরয। কোন মতেই খোলা যাবে না।
২. সেলাই করা কাপড় পরিধান করা তাদের জন্য বৈধ।
৩. তালবিয়া আস্তে আস্তে পাঠ করবে।
৪. মুখ ঢাকতে পারবে না। তবে পুরুষদের সম্মুখীন হলে সামনের দিকে কোন কিছু আড়াল করে নেয়া উত্তম। তারা মোজাও পরতে পারবে।

www.pathagar.com

৫. হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় থাকলে সেই অবস্থায় অজু বা গোছল করে এহরামের কাপড় পরবে। এহরামের নামায পড়তে পারবে না। কেবল নিয়ত করে এহরাম বাঁধবে। পাক না হওয়া পর্যন্ত তারা তাওয়াফ বা সা'ঈও করতে পারবে না।

এহরাম অবস্থায় যে কাজ নিষিদ্ধ ঃ

১. সুগন্ধি ব্যবহার করা,

২. পুরুষদের জন্যে সেলাই করা কাপড় পরিধান করা,

৩. পুরুষদের মাথা ও চেহারা ঢেকে ফেলা,

৪. মহিলাদের জন্য শুধু মুখ ঢেকে ফেলা,

৫. শরীরের কোন স্থানের চুল ফেলে দেয়া,

৬. নখ কাটা,

৭. নিজ শরীরের উকুন মারা বা তাড়িয়ে দেয়া,

৮. স্বামী-স্ত্রীর মিলন করা বা উত্তেজনার সাথে চুম্বন বা স্পর্শ করা এবং

৯. স্থলভাগের কোন প্রাণী শিকার করা।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার

ক ॥ কি দিয়ে প্রতিকার করতে হয় ঃ

কয়েক ধরনের বস্তু বা দান দ্বারা নিষিদ্ধ কাজগুলোর প্রতিকার করতে হয়, যথা–

১. **দম ঃ** একটি ছাগল অথবা একটি ভেড়া যবেহ করা এবং গরু-মহিষ বা উট হলে উহার সাত ভাগের ১ ভাগ দেয়া।

২. **বুদনা ঃ** একটি পূর্ণ গরু বা উট দেয়া। ইহা হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করলে এবং ওকুফে আরাফাতের পরে মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে সহবাস করলে দিতে হয়।

৩. **সদকা ঃ** ফিতরা অর্থাৎ ১ কে. জি. ৬২৮ গ্রাম গম বা উহার মূল্য দান করা বুঝায়।

৪. **সামান্য সদকা ঃ** এক মুষ্টি গম বা একটি রুটি দান করা।

খ ॥ প্রতিকার ঃ

১. ওজরে, বিনা ওজরে, অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে ছোট বড় যে কোন অংগে অথবা দাড়ি, চুল, হাত, পা ইত্যাদিতে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম দিতে হবে।

www.pathagar.com

২. খাদ্য দ্রব্যে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তা আহার করলে কোন সদকা দিতে হবে না।

৩. একদিন এক রাত্রি সময় পরিমাণ সেলাই করা কাপড় পরিধান করলে দম এবং তার চেয়ে কম সময় হলে সদকা দিতে হবে।

৪. সেলাই করা বা না করা কাপড় দিয়ে মাথা বা মুখের চারি ভাগের এক ভাগ ঢেকে রাখলে (একদিন এক রাতের চেয়ে বেশী সময়) দম দিতে হবে। উহার চেয়ে কম সময় রাখলে সদকা দিতে হবে।

৫. মাথা বা দাড়ির ৪ ভাগের ১ ভাগ মুড়িয়ে ফেললে অথবা দেহের অন্য কোন অংশের চুল ফেলে দিলে দম এবং ৪ ভাগের ১ অংশের কম হলে সদকা দিতে হবে।

৬. একই বৈঠকে ৪ হাত-পায়ের নখ কাটলে ১টি দম দিতে হবে। চার বৈঠকে চার হাত পায়ের নখ কাটলে ৪টি দম দিতে হবে।

৭. ছেড়া নখ কেটে ফেললে কিংবা নখের সাথে নিজের হাত বা আংগুল কেটে ফেললে দম বা সদকা কোনটাই দিতে হবে না।

৮. কোন গাছের পাতা ছিড়লে যদি গাছের ক্ষতি না হয় তবে তা ছেড়া জায়েয আছে।

৯. তাঁবু লাগাতে গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে গেলে কিছুই দিতে হবে না।

১০. কোন নারী বা পুরুষকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে বা হাত লাগালে দম দিতে হবে (তাতে বীর্যপাত হোক অথবা নাই হোক।)

১১. তাওয়াফে যিয়ারাতের আগে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে হজ্জই বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে হজ্জ কাযা করতে হবে। তবে হজ্জ বাতিল হলেও দম দেয়া ওয়াজিব হবে এবং অন্যান্য হাজীদের মতো বাকী যাবতীয় কাজই করে যেতে হবে।

১২. ওকুফে আরাফাতের পরে ও মাথা মুণ্ডানোর আগে সহবাস হলে হজ্জ বাতিল হবে না বটে, একটি বুদনা অর্থাৎ পুরো ১টি গরু বা উট কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

১৩. এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা ভীষণ গোনাহর কাজ। তাকে মীকাতে ফিরে এসে এহরাম বেঁধে নেয়া উচিত। ফিরে না এসে এহরাম বাঁধলে একটি দম দিতে হবে।

১৪. সব অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ বিনা অজুতে করলে দম দিতে হবে। যদি তাওয়াফে কুদূম বা বিদায়ী তাওয়াফ কিংবা অর্ধেকের কম তাওয়াফে

www.pathagar.com

জেয়ারাত বিনা অজুতে করে থাকে তাহলে প্রতিটি চক্করের জন্য সদকা দিতে হবে। আর অজু করে পুনরায় তাওয়াফ করে তাহলে দম বা সদকা কিছুই দিতে হবে না।

১৫. পূর্ণ বা অধিকাংশ তাওয়াফে জেয়ারাত নাপাক বা হায়েজ অবস্থায় করলে বুদনা দেয়া ওয়াজিব হবে। তবে পাক-পবিত্র হয়ে সেই তাওয়াফ পুনরায় করলে কোন কিছু দিতে হবে না।

১৬. হায়েজ-নেফাস অবস্থায় করা তাওয়াফ পুনরায় করা ওয়াজিব এবং বিনা অজুতে করা তাওয়াফ পুনরায় করা মুস্তাহাব। পুনরায় না করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

১৭. সাফা-মারওয়ার পূর্ণ বা আংশিক সা'ঈ বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে। তবে পুনরায় পায়ে হেটে সা'ঈ করে নিলে দম লাগবে না। আর এক, দুই, তিন চক্কর ছেড়ে দিলে প্রতি চক্করের জন্য সদকা দিতে হবে।

১৮. সূর্যাস্তের আগে আরাফাত থেকে বের হয়ে গেলে এবং অস্তের আগে ফিরে না এলে দম দিতে হবে।

১৯. মহিলা বা অধিক বয়স্ক পুরুষ ভীষণ ভীড়ের ভয়ে মুজদালিফায় অবস্থান না করলে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু উক্ত রূপ ওজর না হলে মুজদালিফা ত্যাগের জন্য দম দেয়া ওয়াজিব।

২০. ১০ তারিখের পাথর নিক্ষেপ ঐ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের মধ্যে না করলে দম দিতে হবে।

২১. নিম্ন কারণেও দম ওয়াজিব হয় ঃ

(ক) পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডালে,
(খ) কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারী কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডালে,
(গ) কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারী পাথর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করলে।

২২. স্মরণীয় যে, যেসব ক্ষেত্রে দম দেয়া ওয়াজিব বলা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে প্রাণীটি হারামের সীমানার মধ্যেই জবাই করতে হবে গোশত সদকা করতে হবে, নিজে কিংবা সচ্ছল কেউ খেতে পারবে না। পশুটিকেই জবাই করতে হবে ; মূল্য সদকা দিলে আদায় হবে না। আর যে ক্ষেত্রে শুধু দমের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ওয়াজিব নয়, সে ক্ষেত্রে দমের অর্থ দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে।

২৩. নিজের পাথর নিক্ষেপের কাজ নিজেরই করতে হয়। কিন্তু অত্যধিক দুর্বল হলে কিংবা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে না—এমন রোগাক্রান্ত হলে,

www.pathagar.com

পাথর মারতে গেলে রোগ বাড়ার আশংকা থাকলে কিংবা পায়ে হেটে চলার শক্তি না থাকলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে পাথর মারাতে পারেন।

২৪. অত্যধিক দুর্বল ও মহিলাগণ অত্যধিক ভীড়ের কারণে রাতেও পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন।

মহিলাদের জন্য জরুরী মাসায়েল ঃ

১. কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হলেও পিতা, স্বামী কিংবা কোন দ্বীনদার মুহাররাম সাথী পাওয়া না গেলে তার জন্য হজ্জে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। শেষ জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও এইরূপ সাথী পাওয়া না গেলে বদলী হজ্জের অসিয়ত করে যেতে হবে। [যাদের সংগে বিবাহ হারাম তাদেরকে মুহাররাম বলা হয়, যেমন ভাই, চাচা, মামা প্রভৃতি।]

২. স্বামী বা কোন মুহাররাম পুরুষ ছাড়া হজ্জ করলে হজ্জ আদায় হবে।

৩. মহিলারা তাওয়াফের মধ্যে রমল করবে না।

৪. সাফা-মারওয়ায় যেখানে দৌড়ে পার হতে হয় (অর্থাৎ সা'ঈ করতে হয়) সেখানে তারা দৌড়াবে না, বরং স্বাভাবিকভাবে চলবে।

৫. তাওয়াফের সময়ে পেছনের সারিতে থাকবে। পুরুষের সংগে ধাক্কাধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে যাবে না ; দূরে থেকে ইশারায় চুম্বন করলেই চলবে।

৬. এহরাম খোলার সময় মাথার উপরিভাগ থেকে সামান্য এক আংগুল পরিমাণ চুল কেটে ফেলবেন।

৭. জামা'আতে নামায পড়তে চাইলে মহিলাদের কাতারে দাঁড়াবেন।

হজ্জ কত প্রকার

হজ্জ তিন প্রকার যথা ঃ

১ ॥ **ইফরাদ ঃ** একই এহরামে শুধু হজ্জ করা।

২ ॥ **কিরান ঃ** একই এহরামে হজ্জ ও ওমরা একত্রে সম্পন্ন করা।

৩ ॥ **তামাত্তু ঃ** হজ্জের মৌসুমে এক এহরামে প্রথমে ওমরা করা এবং পুনরায় এহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করা।

হজ্জ পালনকারী যে কোন একটির নিয়তে এহরাম বাঁধতে পারে।

ওমরা হজ্জ ঃ

বছরের যে কোন সময়ে এহরাম বেঁধে ওমরা করা যায়। তবে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ওমরার জন্য এহরাম বাধা মাকরূহ তাহরীমী।

www.pathagar.com

হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ

হজ্জের ফরয ৩টি, যথা ঃ

১ ॥ এহরাম বাঁধা,

২ ॥ ওকুফে আরাফা (আরাফাত ময়দানে অবস্থান) এবং

৩ ॥ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ কিংবা ১২ তারিখে তাওয়াফে জিয়ারাত করা। এর কোন একটি বাদ পড়লে হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি, যথা ঃ

১ ॥ মুজদালিফায় অবস্থান করা,

২ ॥ সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা,

৩ ॥ জুমরাতে পাথর নিক্ষেপ করা,

৪ ॥ কিরান বা তামাত্তু হজ্জ হলে কুরবানী করা,

৫ ॥ মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছেঁটে ফেলা এবং

৬ ॥ বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এর কোন একটি ছেড়ে দিলে হজ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু দম দিতে হবে।

হজ্জের সুন্নাত ১০টি, যথা ঃ

১ ॥ ইফরাদ বা কিরান হজ্জ হলে তাওয়াফে কুদূম করা,

২ ॥ রমল করা,

৩ ॥ খুৎবা শ্রবণ করা,

৪ ॥ ৮ই যিলহজ্জ মিনায় গিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এবং ৯ তারিখে ফজরের নামায আদায় করা।

৫ ॥ ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফাত ময়দানে যাওয়া,

৬ ॥ ঐ তারিখ সূর্যাস্তের পর আরাফাত ত্যাগ করে মুজদালিফায় আসা,

৭ ॥ মুজদালিফায় এসে ঐ রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করা,

৮ ॥ ১০ই, ১১ই ও ১২ই যিলহজ্জ তিন রাত্রি মিনায় থাকা।

৯ ॥ মিনা থেকে মক্কা শরীফ ফেরার পথে কিছু সময় মোহাস্‌সার নামক স্থানে অবস্থান করা এবং

১০ ॥ আরাফাতের ময়দানে যোহরের পূর্বে গোছল করা।

হজ্জ ও ওমরার নিয়ম

মক্কা শরীফ পৌঁছেই দু'টি কাজ করতে হয়। একটি হল হজ্জ এবং অন্যটি হল ওমরাহ। এই দু'টি আদায়ের দিক থেকে একই রূপ। কিন্তু হজ্জ হল নামায রোযার মত অপরিহার্য ফরয। আর ওমরা হল একটি সুন্নাত আমল।

www.pathagar.com

মক্কা শরীফ পৌছার পর এই কাজ দু'টি আপনি দুইভাবে করতে পারেন। আপনি প্রথমেই ওমরা না করে হজ্জ করতে পারেন। আপনার এইরূপ হজ্জকে বলা হয় হজ্জে ইফরাদ। আর যদি প্রথমে ওমরা এবং তারপরে হজ্জ করার ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার গোটা হজ্জ হবে নিম্নরূপ দুই প্রকার ঃ

(১) কিরান ঃ একই এহরামে ওমরাহ ও হজ্জ করা,

(২) তামাত্তু ঃ পৃথক পৃথক দুই এহরামে ওমরাহ ও হজ্জ সম্পন্ন করা। এ অবস্থায় ওমরাহ শেষে এহরাম খুলে ফেলতে হবে। তারপর হজ্জের উদ্দেশ্যে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময়ে পুনরায় এহরাম বেঁধে হজ্জ করতে হবে।

ইফরাদ হজ্জের নিয়ম

এহরামের পূর্বক্ষণে মনে মনে এইরূপ নিয়ত করবে যে, "হে আল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করলাম। তুমি ইহা সহজ করে দাও এবং কবুল কর।" এতেই নিয়ত হয়ে যাবে। তারপর মীকাত অতিক্রম বা বিমান বন্দর ত্যাগ করার সময়ে এহরামের নিয়মে অর্থাৎ অজু অবস্থায় প্রথমে এহরামের কাপড় পরিধান করবে। দু' রাক'আত নামায আদায় করবে। নামায শেষে কেবলামুখী হয়ে বসে টুপি মাথায় থাকলে তা খুলে ফেলুন এবং তালবিয়া (অর্থাৎ লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক----) পাঠ করুন। আপনার এহরাম পূর্ণ হয়ে গেল। এখন থেকে আপনি বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করুন। ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ হওয়া কাজগুলো পরিত্যাগ করে চলুন। মক্কা শরীফ পৌছেই তাওয়াফে কুদূম পালন করুন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করুন। তাওয়াফ শেষ করে সা'ঈ করার ইচ্ছা থাকলে তাওয়াফের ভেতর রমল[১] ও ইযতেবা[২] করুন। তারপর সাফায় গমন করুন এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈ শেষ করে পবিত্র মক্কায় অবস্থান করুন। সা'ঈ শেষে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা থেকে বিরত থাকুন। অতপর ৮ই যিলহজ্জ এহরাম বেঁধে মিনা যাবেন এবং 'তামাত্তু' হজ্জের নিয়মে লেখা হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন।

[নোট ঃ ১. রমল ঃ তাওয়াফের প্রথম ৩ চক্করে কাঁধ হেলিয়ে সজোরে বীরের মত পা ফেলে দ্রুত চলার নাম রমল।

২. ঐ সময় কাঁধ খোলা রেখে গায়ের চাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় প্রান্ত ফেলে রাখার নাম ইযতেবা।]

ওমরার নিয়ম

উপরোক্ত হজ্জে ইফরাদের মতই যথা সময়ে ও যথা নিয়মে এহরাম বাঁধতে হবে এবং এহরামের পূর্বক্ষণে "হে আল্লাহ, আমি ওমরাহ পালনের ইচ্ছা করলাম, উহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবুল কর," —এইরূপ

www.pathagar.com

খেয়াল করবে। এতেই ওমরার নিয়ত করা হয়ে যাবে। তারপর এহরামের বিধিনিষেধ মেনে চলুন। মক্কা শরীফ পৌছার পরে রমল-ইদ্বতেবা সহ কা'বা গৃহ তাওয়াফ করুন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করুন। তারপরে সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করুন। সা'ঈর সপ্তম চক্কর শেষ করে মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলুন। তারপর মাতাফ কিংবা মসজিদে গিয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করুন। এবার আপনার ওমরা হয়ে গেল।

কেরান হজ্জের বিবরণ

হজ্জের মৌসুমে ওমরা ও হজ্জ একত্রে পালনের এইরূপ নিয়ত করুন যে, "হে আল্লাহ, আমি ওমরা ও হজ্জ পালনের এরাদা করলাম। তুমি ইহা সহজ করে দাও এবং কবুল কর।" এই নিয়ত করে মীকাত থেকে এহরাম বেঁধে নিন। দু' রাক'আত নামায পড়ুন এবং 'লাব্বায়েক---'পাঠ করুন। তারপর মক্কা শরীফে পৌছে রমল ও ইদ্বতেবা সহকারে ওমরার তাওয়াফ করুন। তাওয়াফ অন্তে দু' রাক'আত নামায পড়ুন। জমজমের পানি পান এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করুন। এরপর সাফা পাহাড়ে গমন করে ওমরার নিয়তে সা'ঈ করুন। সা'ঈ অন্তে চুল মুণ্ডানো বা কাটা থেকে বিরত থাকুন।

৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনা যাওয়ার আগে তাওয়াফে কুদূম করুন। হজ্জের জন্য সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করুন। তাওয়াফে কুদূমে রমল ও ইদ্বতেবা করুন। অবশ্য তাওয়াফে জেয়ারতের পরে সা'ঈ করার ইচ্ছা থাকলে এই তাওয়াফে রমল ও ইদ্বতেবা করতে হবে না। এরপর 'তামাত্তু' হজ্জের বিবরণে লিখিত হজ্জের অন্যান্য কাজ যথারীতি সম্পন্ন করুন।

যেন ভুলে না যাই ঃ

১. মক্কা শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বদা অজুর সাথে থাকুন।

২. মক্কা শরীফে মসজিদুল হারামে এবং মদীনা শরীফে মসজিদে নববীতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করুন। আর ভাবুন, এখানে আসার এমন সৌভাগ্য আর নসীব হবে কি ?

৩. উমরী কাযা নামায তথায় বেশী করে আদায় করুন।

৪. বেশী বেশী আল্লাহর যিকর, তাওবা-ইস্তেগফার, তাসবীহ-তাহলীল এবং কুরআন পাক তেলাওয়াত ও দ্বীনী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে অতিবাহিত করুন।

৫. মক্কা শরীফে কালেমায়ে তাইয়েবার যিকির এবং মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত নবী (সা)-এর স্মরণ ও দরূদ শরীফ অধিক মাত্রায় করুন।

www.pathagar.com

৬. পবিত্র মক্কা-মদীনার কোন অসুবিধার প্রতি কিংবা সেখানকার অধিবাসীদের কোন দোষ-ত্রুটির কথা আদৌ খেয়াল করবেন না। পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিরত থাকুন। নিজের কারণে কারুর সাথে ঝগড়া বা তর্ক হলে আগেই মাফ চেয়ে নিন।

৭. হজ্জের কোন কষ্টের কথা দেশে এসে বর্ণনা করবেন না। আল্লাহর ঘরের দেশ এবং তার হাবীবের দেশের কথা যেটুকু সুন্দর ও প্রশংসনীয় মনে করেন সেটুকুই বলুন। মন্দটুকু বলার কল্পনা করাও আমাদের জন্য মহাপাপ।

৮. হজ্জের পর নেক আমলের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা হজ্জের পর নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া হজ্জ কবুলের অন্যতম আলামত।

তামাত্তু হজ্জের নিয়ম

হজ্জের সফরের পূর্বে ঃ

১. সকল গুনাহ থেকে তাওবা করুন। কারুর কোন হক বা পাওনা থাকলে তা প্রদান করুন।

২. কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তা ক্ষমা চেয়ে নিন। কেননা পবিত্র দেশে আপনি যাচ্ছেন সেখান থেকে ফেরার অবকাশ আপনার নাও হতে পারে।

৩. অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দু' রাক'আত নফল নামায আপনার ঘরে আদায় করুন। শোকরিয়া আদায় করুন যে, আল্লাহ্ পাক আপনাকে এমন মোবারক সফরের তাওফিক দিয়েছেন। মোনাজাত করুন ঃ তিনি যেন আপনার সফর সহজ করে দেন এবং আপনার হজ্জ কবুল করে নেন।

৪. এরপর পরিবার-পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা করুন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন এবং সবার নিকট দোয়া চান।

হজ্জের সফর শুরু হলে ঃ

১. আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে প্রতিজ্ঞা করুন ঃ

(ক) জামা'আতে নামায কখনো তরক করবেন না।

(খ) সাথী বা অন্য কারুর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবেন না। আপনার ব্যবহারে কেউই যেন কখনো কষ্ট না পান সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(গ) যাতে পাপ হয় তেমন কথা বা বাজে কথা বলবেন না।

www.pathagar.com

(ঘ) সংগীদের মধ্যে কোন আলেম থাকলে তার সাথে ওঠাবসা করুন এবং এলমে দ্বীন শিখে নিন। বিশেষ করে হজ্জে যা আপনার প্রয়োজন তা শিখে নিন।

(ঙ) আল্লাহর যিকির, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত, দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সময় দিন। হুযুরে আকরাম (সা)-এর প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করুন এবং গোনাহ মাফির জন্য ঘন ঘন এস্তেগফার করুন।

২. পানি পথে মীকাত অতিক্রম কালে এবং বিমানে হলে হাজী ক্যাম্পে বা বিমান বন্দরে পাক-পবিত্র হয়ে যে ধরনের হজ্জ করতে চান তার (অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জের) খেয়াল করে মনে মনে বলুন ঃ হে আল্লাহ, আমি তামাত্তু হজ্জের ইচ্ছা করেছি। তুমি ইহা সহজ করে দাও এবং দয়া করে কবুল করে নাও। এভাবে নিয়ত করে দু' রাক'আত নামায পড়ুন এবং স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় ও টুপি খুলে রেখে এহরামের কাপড় পরিধান করুন এবং তালবিয়া (লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক--) পাঠ করুন।

৩. তালবিয়া পাঠের পর থেকেই এহরাম শুরু হয়ে যায় এবং এই সময় থেকেই এহরামের নিষিদ্ধগুলো আপনাকে পরিত্যাগ করে চলতে হবে। এবং এই সময় থেকেই উঠতে, নামতে, সাক্ষাত সময়ে, নামায শেষে, সকালে-বিকালে বেশী বেশী এই তালবিয়া পাঠ করে মা'বূদের দরবারে নিজের হাজিরার কথা ঘোষণা করতে হবে।

৪. পবিত্র মক্কা এবং ইহার কিছু দালান কোঠা দেখা মাত্রই আপনি এই দোয়া পড়বেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাকে এই পবিত্র শহরে ঈমান, নিরাপত্তা ও মংগল সহকারে পৌছে দিন। নিরাপদে থাকার তাওফিক দিন এবং এই নগরীর সম্মান ও আদব রক্ষার তাওফিক দান করুন।"

৫. পবিত্র মক্কায় পৌছে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ মাত্র আপনি মনে করুন ঃ বিশ্ব প্রতিপালক রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর শাহী দরবারে আপনি হাজির হয়েছেন। তাই একান্ত ভক্তি ও আদবের সাথে গোনাহ মাফির জন্য নিম্নরূপ দোয়া করুন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ
وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা হারামুকা ওয়া হারামু রাসূলিকা ফাহাররিম লাহমী ওয়া দামী ওয়া বাশারী আলান্নারি আল্লাহুম্মা আ-মিন্নী আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবা-দাকা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! এই হল আপনার এবং আপনার রাসূল (সা)-এর হারাম শরীফ। অতএব আপনি আমার গোশত, আমার রক্ত এবং আমার চামড়া জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিন। হে আল্লাহ ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাগণকে পুনরায় উঠাবেন সেদিন আপনার শাস্তি হবথকে আমাকে রক্ষা করুন।"

৬. স্মরণীয় যে, এই স্তুদায়াগুলো আরবীতে পড়তে পারলে নূর ও বরকয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আরবীতে পড়া জরুরী নয় বঙল উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে নিজ ভাষায় সোয়া করার সৌভাগ্য থেকেও যাতে বঞ্চিত না হ" সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অবশ্য এই দোয়াগুলো আদৌ না করা হলেও হজ্জ হয়ে যাবে।

৭. মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময়ে খুবই ভক্তি সহকারে একান্ত আদবের সাথে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে প্রথমে ডান পা ভেতরে দেবেন এবং মসজিদে প্রবেশের এই দোয়া পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী যাম্বী ওয়াফ্তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমার গুনাহ্ মাফ করুন এবং আপনার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দিন।"

৮. অতপর ভেতরে প্রবেশ করে যখন আপনি আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ দেখতে পাবেন তখন নিম্নরূপ দোয়া করুন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ مَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ بِرًّا -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদ্ হাযাল্ বাইতা তাশ্রীফাওঁ ওয়া তাক্রীমাওঁ ওয়া তাযীমাওঁ ওয়া মাহাবাতান ওয়াযিদ্ মান্ শার্রাফাহ্ ওয়া কার্রামাহ্ মিম্মান হাজ্জুহু ওয়া'তামারাহু তাশ্রীফাওঁ ওয়া তাক্রীমাওঁ ওয়া বার্রান।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তোমার এই গৃহের সম্মান-মর্যাদা, মহত্ত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করে দাও। আর যে সকল লোক হজ্জ ও ওমরার মাধ্যমে এই ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন তাদের মান-মর্যাদাও আপনি বৃদ্ধি করুন।"

www.pathagar.com

৯. কা'বা শরীফ প্রথম দেখা মাত্র দোয়া কবুল হয় তাই আপনি নিম্ন দোয়াটি এবং দেল গলায়ে আরো যত দোয়া আপনি করতে পারেন করুন।

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিরব্বিল্ বাইতি মিনাদ্ দাইনি ওয়াল্ ফাক্বরি ওয়া মিন্ দ্বীক্বিচ্ছদরি ওয়া মিন্ আযাবাল্ ক্বাবুরি।

অর্থ ঃ "আমি এই পবিত্র ঘরের মালিকের নিকট যাবতীয় ঋণ, দরিদ্রতা, মনের সংকীর্ণতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই।"

১০. মসজিদে হারামে পৌছার পরে সর্বপ্রথমে আপনাকে তাওয়াফ করতে হবে। এটা আপনার ওমরার তাওয়াফ। ইহা শুরু করার সংগে সংগে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিন।

১১. তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের সামনে থেকে শুরু করতে হয়। এবং একে একে ৭ বার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা হলে এক বারের তাওয়াফ পূর্ণ হয়। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে আপনি এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে সম্পূর্ণ হাজরে আসওয়াদ আপনার ডান দিকে থাকে। এভাবে আপনি তাওয়াফের এইরূপ নিয়ত করুন যে, হে আল্লাহ, আমি তাওয়াফের এরাদা করলাম। তুমি ইহা সহজ কর এবং কবুল কর। অতপর একটু ডান দিকে সরে হাজরে আসওয়াদের সোজা সামনে এসে দাঁড়ান যেন তা আপনার চেহারা ও বক্ষের সোজা হয়ে যায়। তারপর নামাযের মত উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন এবং বলবেন ঃ 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' এবং অত্যধিক ভীড় বা ধাক্কাধাক্কি না থাকলে সামনে বেড়ে গিয়ে অতি ভক্তি ও বিনয়ের সাথে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করুন। এটা সম্ভব না হলে ডান হাত দিয়ে পাথর ছুয়ে হাত চুম্বন করুন। এটাও সম্ভব না হলে যে যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে উভয় হাতের তালু পাথরের দিকে ইংগিত করে হাতে চুম্বন করে নেবেন। এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট। এভাবে চুম্বন করে তাওয়াফের এক একটি চক্কর শুরু করুন। প্রতিবারই পুনরায় হাজরে আসওয়াদের কাছে ঘুরে এলে তখন আদবের সাথে আবার পূর্বের নিয়মে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে হবে। কিন্তু প্রথমবারের পরে আর কোন বারেই দু' হাত কান পর্যন্ত তুলতে হবে না। কিছু লোক মূর্খতা বশতঃ উহা চুম্বন করার জন্য ঠেলা-ধাক্কা শুরু করেন। এটা ভারী অন্যায়। মনে রাখতে হবে, উহা চুম্বন করা সুন্নাত কিন্তু মানুষকে কষ্ট দেয়া হারাম।

www.pathagar.com

১২. তাওয়াফের সাতটি চক্করে সাতটি দোয়া পড়া ভালো। পারলে এই আরবী দোয়া মুখস্থ করে নেবেন। নইলে উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে নিজ ভাষায় দোয়া করলে চলবে। এমনকি আপনি যদি "সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়েও এক একটি চক্কর দেন তাতেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর রসূল এর জন্য কোন দোয়াই নির্দিষ্ট করেননি। তবে যেহেতু এই দোয়াগুলোর অর্থ সুন্দর তাই উহা উল্লেখ করা গেল ঃ

শুরু করার সময়ে দুহাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন ঃ "বিসমিল্লাহি, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।"

প্রথম চক্করের দোয়া ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ ছুবহানাল্লাহি, ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি। ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ ঃ "আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। সমস্ত তারীফ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন নেকের কাজ করার শক্তি আমাদের নেই এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকারও সামর্থ আমাদের নেই। আর দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি।"

যখন রুকনে ইয়ামেনী পৌছবে তখন রুকনে ইয়ামেনী এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়বে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাছানাতওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্ নার। ওয়া আদ্‌খিল্‌নাল্ জান্নাতা মায়াল্ আবরারি। ইয়া আযীযু, ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া রব্বাল 'আ-লামীন।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। আর তুমি তোমার পুণ্যবান লোকদের সাথে আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে পরাক্রমশালী, হে পরম ক্ষমাশীল এবং হে বিশ্ব-জাহানের প্রভু।"

দ্বিতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল্ বাইতা বাইতুকা, ওয়াল্ হারামা হারামুকা, ওয়াল্ আম্‌না আম্‌নুকা, ওয়াল্ আব্‌দা আব্‌দুকা, ওয়া আনা আব্‌দুকা ওয়াব্‌নু আব্‌দিকা, ওয়া হাযা মাক্বামুল্ আ-ইযি বিকা মিনান্না-রি, ফাহার্‌রিম লুহূমানা ওয়া বাশারাতানা আলান্না-রি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! নিঃসন্দেহে এই মহান ঘর তোমারই ঘর, এই হারাম শরীফ তোমারই হারাম, এই গৃহের নিরাপত্তা তোমারই স্থায়ী নিরাপত্তা। আর আমি অধম তো তোমারই বান্দা এবং তোমার বান্দার সন্তান। এ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং তোমার আশ্রয়লাভের স্থান। অতএব তুমি আমার গোশত ও চামড়া ইত্যাদি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।"

তৃতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা রিদ্বা-কা ওয়াল জান্নাতা, ওয়া আউযু বিকা মিন ছাখাত্বিকা, ওয়ান্না-রি, আল্লাহুম্মা ইন্না আউযু বিকা মিন

www.pathagar.com

ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত ভিক্ষা চাই। তোমার বিরাগ ও জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কবরের পরীক্ষা এবং জীবন ও মৃত্যুর সংকট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

চতুর্থ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّعَمَلاً صَالِحًا مَّقْبُوْلاً وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্হু হাজ্জাম্ মাবরূরাওঁ ওয়া ছাইয়াম্ মাশ্কূরাওঁ ওয়া আমালান্ ছালিহাম্ মাক্বূলাওঁ ওয়া তিজারাতাল্ লান্ তাবূরা ইয়া আলিমা মা ফিছ্ছুদূরি আখরিজ্নী ইয়া আল্লাহ্ মিনায্ যুলুমাতি ইলান্নূরি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমার এ হজ্জ তুমি পুণ্যময় কর। আমার প্রচেষ্টা সফল কর, আমার আমল সুন্দর কর এবং মঞ্জুর করে নাও, আর আমার ব্যবসায়কে কর লাভজনক। হে অন্তর্যামী, হে আল্লাহ, তুমি অন্ধকার পুরী থেকে আমাকে আলোতে বের কর।"

পঞ্চম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ وَلاَ بَاقِى اِلاَّ وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لاَ اَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লা-যিল্লা ইল্লা যিল্লু আরশিকা ওয়ালা বা-ক্বী ইল্লা ওয়াজ্হুকা, ওয়াছ্ক্বিনী মিন্ হাউযি নাবিয়্যিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শারবাতান্ হানীআতাম্ মারীআতান্ লা-আয্মাউ বা'দাহা- আবাদান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন তুমি আমাকে তোমার আরশের নীচে একটু ঠাই

www.pathagar.com

দিও,—সেই কঠিন দিনে তুমি ছাড়া আর তো কারুর অস্তিত্বই থাকবে না। আর আমাকে তোমার নবী—আমাদের সাইয়েদ মুহাম্মাদ (সা)-এর হাওজে কাওছারে এমন সুশীতল ও সুস্বাদু শরবত পানের সুযোগ দিও যাতে আমি আর কখনো পিপাসায় কাতর না হই।

ষষ্ঠ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আযীমুওঁ ওয়া ওয়াজ্হাকা কারীমুন আযীমুন, তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার এই ঘর মহিমান্বিত, আর তোমার সত্তা মহাসম্মানিত–তুমি করুণার সাগর ; ক্ষমা যে তোমার প্রিয়। আমাকে তাই ক্ষমা করে দাও।"

সপ্তম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلاً وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّرِزْقًا حَلاَلاً طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَاحَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না আছ্আলুকা ঈমানান্ কামিলাওঁ ওয়া ইক্বীনান ছা-দিক্বাওঁ ওয়া রিয্ক্বাওঁ ওয়া ছি'আওঁ ওয়া ক্বালবান খা-শিআওঁ ওয়া লিছানান্ যা-কিরাওঁ ওয়া রিয্কান হালালান্ তুয়্যিবাওঁ ওয়া তাওবাতান নাছুহাওঁ ওয়া তাওবাতান্ ক্বাবলাল্ মাউতি ওয়া রা-হাতান ঈন্দাল্ মাউতি ওয়া মাগ্ফিরাতাওঁ ওয়া রাহাতাম বা'দাল্ মাউতি ওয়াল্ আফওয়া ঈনদাল হিছাবি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি পরিপূর্ণ ঈমান, দৃঢ় প্রত্যয়, পর্যাপ্ত রিযক, ভীতিপূর্ণ অন্তঃকরণ, স্মরণকারী জিহবা, হালাল ও পবিত্র উপার্জন, খাঁটি তাওবা, অন্তিম এবং হিসেব গ্রহণের তোমার সস্নেহ মার্জনা।"

www.pathagar.com

১৩. উপরোক্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল ও ইদ্বতেবা করবেন এবং পরের ৪ চক্কর স্বাভাবিকভাবে করবেন। কিন্তু মহিলা হলে রমল ও ইদ্বতেবা করতে হবে না। সাত চক্কর পূর্ণ হওয়ার পরে আপনি যখন হাজরে আসওয়াদের কাছে আসবেন তখন আবারো আপনি উহা চুম্বন করবেন। এভাবে আপনার তাওয়াফের কাজ শেষ হয়ে গেল।

১৪. তারপর মাকামে ইবরাহীমে অথবা হাতীমে অথবা যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে গিয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করবেন।

১৫. নামায শেষে কা'বা শরীফের দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দেয়ালকে (ইহাকে মুলতাজাম বলা হয়) সম্ভব হলে দেহ ও গাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রাণ খুলে দোয়া করুন। নিঃসন্দেহে এখানে দোয়া কবুল হয়।

১৬. তারপর জমজমের নিকট গমন করে 'বিসমিল্লাহ' বলে পরিতৃপ্ত হয়ে আপনি পান করুন ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলুন। তারপর দোয়া করুন। এখানেও দোয়া কবুল হয়। এই পানি পান করার সময়ে এই দোয়া পড়ুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইল্মান্ নাফি আওঁ ওয়া রিযকাওঁ ওয়াসি আওঁ ওয়া শিফা'আম্ মিন্ কুল্লি দা-ইন।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি উপকারী ইলম, পর্যাপ্ত আর্থিক সচ্ছলতা এবং সকল রোগ থেকে নিরাময়।"

১৭. অতপর সা'ঈ করার উদ্দেশ্যে ছাফা পাহাড়ে গমন করুন। সেখানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান। বাইতুল্লাহ্ শরীফ তখন দৃষ্টিগোচর হবে। আপনি দোয়ার মত দু'হাত তুলে দীর্ঘ মোনাজাত করুন।

১৮. ছাফা থেকে মারওয়া পৌঁছে একইভাবে দোয়া করুন। সা'ঈর জন্য অজু থাকা উত্তম। এই সা'ঈর সময়ে হযরত নবী (সা) নিম্নরূপ দোয়া করেছিলেন। ইহা মুখস্ত করার চেষ্টা করুন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ وَالْاَكْرَمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররামি। ইন্নাকা আন্তাল্ আ'আযযু ওয়াল্ আক্রাম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে মাফ কর এবং আমার প্রতি করুণা কর। তুমি তো নিশ্চিতরূপেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাসম্মানের অধিকারী।"

স্মরণীয় যে, সা'ঈর সময়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তোলা বা তোলা অবস্থায় থাকা ঠিক নয়। সাফা-মারওয়ার শেষ সিঁড়িতে ওঠাও নিষ্প্রয়োজন, কয়েক সিড়ি ওঠাই যথেষ্ট। যতদূর সম্ভব, ছাফা ও মারওয়ায় দীর্ঘ মোনাজাত উত্তম।

১৯. সা'ঈর সপ্তম দৌড় সমাপ্ত করে মসজিদুল হারামে এসে মাতাফে অথবা হাজঁরে আসওয়াদের সামনে কিংবা যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানেই দু' রাক'আত নামায পড়ে নেবেন। এতে আপনার ওমরা শেষ হয়ে গেল।

২০. তারপর মাথা মুণ্ডান। তাতে ছওয়াব অনেক বেশী। আর অসুবিধা মনে করলে চুল ছেটে ফেলুন। চুল ছাটার সাথে সাথে আপনার এহরাম শেষ হয়ে গেল।

২১. তারপর ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত আপনি শুধু মসজিদে হারামে জামা'আতে নামায পড়ুন। অধিক নফল ইবাদাত-বন্দেগী করুন এবং নফল তাওয়াফ করুন। নফল তাওয়াফে রমল বা ইদ্বতেবা করতে হবে না।

২২. ৮ই যিলহজ্জ তারিখে আপনি পুনরায় হজ্জের নিয়ত করে এহরাম বেঁধে নিন। এহরাম বেঁধে খুব বেশী করে তালবিয়া পাঠ করুন। তারপর সব হাজীদের মত আপনি মক্কা শরীফ থেকে ৩/৪ মাইল দূরে অবস্থিত মিনা গমন করুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে পায়ে হেটে যান। নতুবা গাড়ীতে যান। সেখানে পৌছে আপনি নিজ তাঁবুতে যোহর থেকে এশার নামায জামা'আতে পড়ুন এবং ৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামাযও মিনায় আদায় করুন। আর সম্ভব মত দ্বীনী কাজে সময় অতিবাহিত করুন।

২৩. ৯ই যিলহজ্জ মিনায় সূর্য উদয় হওয়ার পরে সকল হাজীদের সংগে মিনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে সম্ভব না হলে গাড়ী যোগে গমন করুন। আরাফাতে পৌছে যোহরের সময়ে মসজিদে নিমরায় একত্রে যোহর ও আসরের নামায পড়া হবে। আপনি ভীড়ের জন্য ভীত হলে নিজ তাঁবুতে যোহরের সময়ে যোহর এবং আছরের সময় আছর জামা'আতে পড়ুন।

এই দিনের দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু দারুণ মূল্যবান ও বরকতময়। তাই আল্লাহ পাকের নিকট যতকিছু সম্ভবপর চেয়ে নিন। কান্নাকাটি করুন। দেল গলায়ে দোয়া করতে থাকুন।

www.pathagar.com

দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটিই বেশী মূল্যবান। হযরত নবী (সা) এই দোয়া সম্পর্কে বলেন ঃ এই দোয়াটি আমার এবং আমার পূববর্তী সকল নবীর বিশেষ তাসবীহ। দোয়াটি এই ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্‌মুল্‌কু ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইইন কাদীর।

অর্থ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক ও শরীকহীন। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সকল জিনিসের উপর শক্তিমান।"

দোয়ায় মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের কথা স্মরণ করুন। জাহান্নাম থেকে পানাহ চান, জান্নাতের দরখাস্ত করুন এবং আরো যত নেক মাকছূদ আছে তা পূরণ করার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করুন। আছরের পরে জাবালে রহমত নামক পাহাড়ের কাছাকাছি সবাই মিলে অনুরূপভাবে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দোয়া করবেন।

আরাফাত হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক ময়দান যেখানে দাঁড়িয়ে হযরত বিশ্বনবী (সা) বিদায় হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। আর তিনি সেদিন কাতর কণ্ঠে পরম করুণাময়ের দরবারে মুসলিম মিল্লাতের উন্নতি ও মুক্তির জন্য দোয়া করেছিলেন।

২৪. ৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পরে আপনি ও অন্যান্য হাজীগণ মাগরিবের নামায না পড়েই আরাফাত থেকে ৫/৬ মাইল দূরে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। সেখানে পৌঁছে এশার সময়ে একই আযান ও একই একামাতে প্রথমে মাগরিব এবং পরে এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। এশার ফরয আদায়ের পরে মাগরিব ও এশার সুন্নাত ও বেতরের নামায পড়বেন। ফজরের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় মুজদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মিনার দিকে রওয়ানা করবেন।

২৫. আজ ১০ই যিলহজ্জ। মুজদালিফা থেকে ৩ মাইল দূরে মিনায় গমন করে নিম্নরূপ কাজগুলো করুন ঃ

(ক) তিনটি জুমরার প্রথমটিতে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন। সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে এই ৭টি পাথর মারতে হয়। এ সময় আপনি জুমরাতের ৪/

www.pathagar.com

৫ হাত দূরে এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে মিনা বাম দিকে এবং মক্কা শরীফ ডান দিকে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা পাথর ধরে একটি একটি করে পর পর ৭টি পাথর মারবেন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময়ে পড়বেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(খ) মিনায় প্রথম জুমারায়ে ৭টি পাথর মারার পর থেকে আপনাকে আর তালবিয়া পাঠ করতে হবে না। আজ আপনার প্রধান কাজ হল ঃ পছন্দ মত জন্তু খরিদ করে কুরবানী করুন। তামাত্তু হজ্জ করছেন বলে আপনার উপর কুরবানী দেয়া ওয়াজিব।

(গ) কুরবানী দেয়ার পরে আপনি মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলুন কিংবা ছোট করে ছেটে ফেলুন। তবে মুড়িয়ে ফেলায় ছওয়াব বেশী। মাথা মুড়াবার পর থেকে আপনার 'এহরাম'-ও শেষ হল। এহরামের সময় যা কিছু নিষিদ্ধ ছিল তা আর আপনার জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে স্ত্রীর সাথে মিলন এখনো বৈধ নয়।

২৬. মিনা থেকে মক্কা শরীফ গিয়ে তাওয়াফে জেয়ারাত করুন। ইহা করার পূর্বে আপনি গোসল করে সেলাই করা উত্তম কাপড় পরে নিন। এ তাওয়াফও পূর্বের নিয়মেই করতে হবে।

স্মরণীয় যে, তাওয়াফে জেয়ারাতের পরে স্ত্রী মিলনও বৈধ হয়ে যায়।

তাওয়াফ শেষ করে দু' রাক'আত তাওয়াফের নামায পড়ে মুলতাজামে গিয়ে দোয়া করুন। জমজমের পানি পান করুন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে সাফা মারওয়ায় সা'ঈ করুন। সা'ঈ শেষে মসজিদে হারামে দু' রাক'আত নামায আদায় করুন।

২৭. তাওয়াফে জিয়ারত শেষ করে আবার মিনায় গমন করুন। ১০ই যিলহজ্জের কাজ শেষ হয়ে গেল। এরপর মিনায় কাজ হল ৩টি জুমরাতেই পাথর মারা। তা ১১ই ও ১২ই অর্থাৎ দুই দিনও মারা যায় ; কিংবা ১৩ই সহ ৩ দিনও মারা যায়। তবে ৩দিন ধরে মারাই উত্তম। পাথর মারা সম্পর্কে স্মরণ রাখবেন ঃ

(ক) প্রতিদিন ৩টি জুমরাতেই ৭টি করে পাথর মারবেন।

(খ) পাথর মারার উত্তম সময় হল দুপুরের পর।

(গ) ১ম ও ২য় জুমরায় পাথর মেরে একটু দূরে সরে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা উত্তম। কেননা ইহা দোয়া কবুলের একটি স্থান।

www.pathagar.com

(ঘ) ৩য় জুমরায় পাথর মেরে দ্রুত চলে আসবেন। সেখানে দোয়া করতে নেই।

২৮. ১২ই বা ১৩ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কা শরীফে আসুন। এখন শুধু বিদায়ী তাওয়াফই বাকী। ইহা আপনি আজ অথবা ২/১ দিন পরে যেদিন ইচ্ছা করেন সেদিন সম্পন্ন করুন। তবে তাড়াহুড়া না করে আপনার পক্ষে যত বেশী দিন মক্কা শরীফে থাকতে পারেন থাকুন। কেননা এতবড় সুযোগ আপনার জন্য আল্লাহ্ পাকের বিরাট এহসান আপনি যত বেশী পারেন নফল তাওয়াফ, নফল ওমরা, মসজিদুল হারামে নামায আদায় এবং অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে আল্লাহর রহমত লাভ করুন। জীবনে এ সুযোগ তো আর নাও হতে পারে। বিদায়ী তাওয়াফও অন্যান্য তাওয়াফের মতই। শুধু নিয়ত থাকবে যে, এই আপনার এই হজ্জের শেষ বা আখেরী তাওয়াফ। কা'বা শরীফের বিরহের কথা স্মরণ হওয়ায় আজ আপনার মনে কত ব্যথা। এই ব্যথাই তো আপনার ঈমানের লক্ষণ। এই তাওয়াফের পরেও আপনি দু' রাক'আত নামায আদায় করুন, হয় মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, না হয় যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই। নামায শেষে ব্যথিত মনে দোয়া করুন। বিদায়ের নিয়তে জমজমের পানি পান করুন এবং শোকরিয়া আদায় করে দোয়া করুন। তারপর মুলতাজামে গিয়ে উহা জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ পাক আপনার হজ্জের ত্রুটিসমূহ মাফ করে দিয়ে হজ্জ কবুল করেন। পুনরায় যেন তিনি হজ্জের তাওফিক দান করেন। আপনাকে নিষ্পাপ করে নিয়ে যেন তিনি আপনাকে প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন। মুলতাজাম থেকে সরে গিয়ে পারত পক্ষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবেন। কাতর হয়ে আল্লাহর ঘরখানির প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলবেন এবং আল্লাহর যিকির করতে করতে দোয়া চেয়ে বিদায় হয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

সোনার মদীনায়

মদীনার পথে

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। তাঁর অসীম রহমতে আপনি হজ্জ সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তাঁরই হাবীবের দরবারে সোনার মদীনায় রওয়ানা হয়েছেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় হাজিরার পূর্বে আপনি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাহলেই আশা করা যায় আপনি সেখানকার বরকত ও রহমত লাভ করে ধন্য হবেন।

১. বেশী করে দরূদ পাঠ করতে থাকুন। তাঁর স্নেহ এবং শাফায়াত ছাড়া আমাদের মুক্তি ও নাজাতের কোন উপায় নেই। তিনি আমাদের পরম বন্ধু, তিনি হায়াতুন নবী—তাঁরই রওজা মোবারাকের উদ্দেশ্যে আপনি আজ এগিয়ে চলেছেন।

২. যখন মদীনা শরীফের দালান কোঠা আপনার দৃষ্টিগোচর হবে—দৃষ্টিগোচর হবে মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ, তখন আরো আগ্রহ ও ভক্তিভরে দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকুন। আর আল্লাহর নিকট দোয়া করুন ঃ

"প্রভু হে, তুমি তো নিজ দয়ায় আমাকে এখানে হাজির হওয়ার তাওফিক দিয়েছ এখন অনুগ্রহ করে এ সম্মানিত স্থানের পবিত্রতা ও আদব রক্ষার তাওফিক দিও। আর এ স্থানের খায়র ও বরকত আমাকে দান কর।"

মদীনায় পৌছে

১. মদীনায় পৌছে আপনি প্রথমত অজু গোসল করে পাক-পবিত্র হোন। মেছওয়াক করতে যেন ভুল না হয়। ভালো কাপড় চোপড় পরিধান করুন এবং আতর ব্যবহার করুন। তারপর হযরত নবীজীর মসজিদে হাজির হোন। উহার দরজায় গিয়ে পড়ুন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর।"

এরপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে এই দোয়া পড়ুন ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্‌ ! আমার যাবতীয় গুনাহ্‌ মাফ করুন এবং আমার জন্য আপনার রহ্‌মতের দরজা খুলে দিন।"

মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে আপনি রিয়াদ্বিল জান্নাহ (বেহশতের টুকরা) নামক স্থানে যাবেন। সেখানে জায়গা পাওয়া না গেলে অন্য কোন স্থানে যাবেন এবং দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করুন এবং সালাম ফেরানোর পরে সরাসরি সেজদায় লুটিয়ে পড়ুন এবং এখানে আসার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য শোকরিয়া আদায় করুন। তারপর মাথা তুলে দোয়া করুন ঃ

"হে আল্লাহ্‌ ! আপনি যেমন এখানে আসার তাওফিক দিয়েছেন তেমনি নিজগুণে দয়া করে আখেরাতে আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত নসীব করুন।"

২. তারপর হযরত (সা)-এর রওজা পাকে অত্যন্ত আদব ও ভক্তির সাথে তাঁর কদম মোবারাকের দিকে গিয়ে দাঁড়াবেন। হযরতের চেহারা মোবারাক তখন আপনার সম্মুখে থাকবে। এবার হুজুর (সা) একদম সামনে রয়েছেন একথা অন্তরে জাগ্রত রেখে দরূদ ও সালাম পাঠ করুন ; ভাবুন যে, তিনি স্বয়ং আপনার দরূদ ও সালাম শুনছেন এবং তিনি সালামের জবাব দিচ্ছেন। মনে মনে এই খেয়ালও করুন যে, আপনি হযরতকে দেখছেন এবং তিনিও আপনাকে দেখছেন।

যারা আরবী জানেন না তাদের সংক্ষিপ্ত সালাম পাঠ করাই উচিত। নিম্নে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত দরূদ দেয়া হল যেন সকলেই মুখস্ত করে নিতে পারেন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهُ

(আচ্ছালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

(আচ্ছালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ

(আচ্ছালাতু ওয়াস্‌ সালাতু আলাইকা ইয়া সাইয়েদাল মুরসালীন)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ

www.pathagar.com

(আচ্ছালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্নাবীয়্যীন)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ

(আচ্ছালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া শাফীআল মুযনাবীন)

এছাড়া যখনই আপনি অন্য কোন সময়ে রওজা পাকে হাজিরা দেবেন তখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দরূদ ও সালাম পেশ করতে থাকবেন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

(আচ্ছলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ)

ইহা ৭০ বার পাঠ করা উত্তম।

৩. সালাম ও দরূদ পেশ করার পর হুজুরে পাক (সা)-এর ওসীলা ধরে আল্লাহর দরবারে আপনার যাবতীয় নেক মাকছুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের নিমিত্ত দোয়া করুন এবং হুজুর (সা)-এর শাফায়াত লাভের জন্য প্রার্থনা করুন। উল্লেখ্য যে, হুজুর (সা)-এর ওসীলা চাওয়া এবং তাঁর শাফায়াতের বেশী বেশী প্রার্থনা করা উচিত। কেননা হুজুর (সা) এমনই এক মহীয়ান সত্তা যাকে ওসীলা ধরে শাফায়াত চাইলে আল্লাহর দরবারে তা অবশ্যই কবুল হবে। কুতুবে জামান আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) বলেন ঃ রওজা পাকে সালাম পেশ করার পর হযরত (সা)-এর ওসীলায় দোয়া করা এবং শাফায়াতের দরখাস্ত করা একান্ত উচিত। এই সময়ে বলতে হবে ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَصَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَ سُنَّتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া রসূলাল্লাহি আছ্আলুকাশ্ শাফাআতা ওয়া আতাওছ্ছলু বিকা ইলাল্লাহি ফী আন আমূতা মুসলিমান আলা মিল্লাতিকা ওয়া ছুন্নাতিকা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার নিকট আমি শাফায়াত প্রার্থনা করি। আর আপনার ওসীলায় আমি আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করি যেন আপনার মিল্লাত ও সুন্নাতের উপর আমার মৃত্যু হয়।"

এখানে আরো স্মরণীয় যে, যদিও সাধারণত কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা উত্তম। কিন্তু হুজুর (সা)-এর রওজা মোবারাকের সামনে দাঁড়িয়ে যত দোয়া করা হবে তাতে হুজুর (সা)-এর প্রতি মুখ করাই উত্তম। নতুবা ভীষণ বেয়াদবী করা হবে।

www.pathagar.com

৪. হযরত নবী (সা)-এর সমীপে সালাম পেশ করে হাতখানেক ডানে সরে এলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্মুখে আসবেন। তখন বলুন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

(আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ্)

অর্থ ঃ "হে রাসূল (সা)-এর খলীফা। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

তারপর আরো এক হাত ডানে গিয়ে হযরত ওমর (রা)-কে সালাম দিন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন)

অর্থ ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার প্রতি সালাম।"

তারপর মসজিদের মধ্যে রিয়াদ্বিল জান্নাহ অংশে যাবেন। সেখানে জায়গা পাওয়া না গেলে যেখানে জায়গা পাবেন সেখানেই দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করবেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন।

আপনি যতদিন এই সোনার মদীনায় অবস্থান করবেন ততদিনই এমনিভাবে রওযা শরীফে হাজির হয়ে সালাম পেশ করবেন।

৫. মক্কা শরীফের অধিবাসীদের ন্যায় মদীনাবাসীদের প্রতি আপনি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। তাদের ত্রুটির দিকে নয়, বরং তাদের গুণের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে ভাইয়ের মত মনে করুন।

মদীনা মুনাওয়ারায় ৩টি স্থান সবচাইতে বরকত পূর্ণ। প্রথম হল জান্নাতুল বাকী, ইহা মদীনা শরীফের প্রাচীনতম করবস্থান। এখানে হুজুর আকরাম (সা)-এর অধিকাংশ স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীন শায়িত আছেন। আরো ১০ সহস্রাধিক সাহাবায়ে কেরাম, বহু সংখ্যক আওলিয়া, গাউছ, কুতুব, আবদাল, অসংখ্য তাবেয়ীনের মাজার রয়েছে।

হযরত বিশ্বনবী (সা) কখনো দিনে আবার কখনো রাতে সেখানে যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে গমন করতেন মুর্দাদের প্রতি সালাম পেশ করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

তাই আপনিও জান্নাতুল বাকী জিয়ারাত করতে যাবেন। কিন্তু মহিলাদের যাওয়া নিষিদ্ধ। উহার গেট বন্ধ থাকলে আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে বলবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَقِيْعِ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম্ ইয়া আহ্‌লাল বাক্বী'ঈ।

www.pathagar.com

–"হে জান্নাতুল বাকীর অধিবাসীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম।"
এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন।

দ্বিতীয় বরকতময় স্থান হল ওহুদ পাহাড়। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ "ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও উহাকে ভালোবাসি।" ওহুদের যুদ্ধে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছিলেন তাদের সবাইকেই সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তাই হুজুর (সা) সেখানে তাশরীফ নিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। কাজেই আপনিও সেখানে যাবেন, সালাম পেশ করবেন এবং তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন।

তৃতীয় বরকতময় স্থান হলো মসজিদে কোবা। ইহা ২/৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হযরত বিশ্বনবী (সা) হিজরাত করে যখন মদীনায় আগমন করেন তখন সর্বপ্রথম এই মহল্লায় ১৪ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং নিজ হাতে ছাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। কাজেই কত পুণ্যময় ও স্মৃতিবাহী এই মসজিদ। হুজুর (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ঘর থেকে অজু করে কোবা মসজিদে এসে দু' রাক'আত নামায আদায় করবে সে একটি ওমরা হজ্জের ছওয়াব লাভ করবে।"

তাই আপনি এই পবিত্র মসজিদে গিয়ে নফল নামায পড়বেন এবং অশেষ পুন্য ও ছওয়াব হাসিল করবেন।

৬. এছাড়া মসজিদে কেবলাতাইন ও মসজিদুল আহযাব এবং হযরত (সা)-এর স্মৃতি বিজড়িত আরো যত স্থানে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর তত স্থানে যাবেন, দরূদ বেশী পরিমাণে পাঠ করবেন। গুনাহ মাফির জন্য দোয়া করবেন এবং যাতে হযরত (সা)-এর পায়রুবী করার তাওফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করেন সেজন্যও প্রার্থনা করবেন।

৭. আপনি যেদিন মদীনা শরীফ থেকে বিদায় নেবেন সেদিন প্রথমে মসজিদে নববীতে আসবেন, জান্নাতের বাগানে দু' রাক'আত নামায পড়বেন, তারপর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন যে, তিনি আপনাকে হজ্জ ও রওজা পাক জেয়ারাতের তাওফিক দিয়েছেন। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও আমলের উপর যাতে করে মজবুত থাকতে পারেন এবং পুনরায় এইরূপ বরকতময় হজ্জ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তার জন্য দেল গলায়ে দোয়া করুন। দোয়া শেষে দরূদ ও সালাম পাঠ করতে করতে রওজা মোবারাকে গমন করুন। সেখানে শেষ বারের মত নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠজনদের জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করুন। পরম করুণাময় আপনার হজ্জ ও জেয়ারাত কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের বিবরণ

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার নিয়ম

১. স্বাভাবিকভাবে বাজারে যে জিনিসের যে দর থাকে তার চেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অধিক দর চাওয়া অন্যায় এবং জুলুম।

২. অন্য দোকানে নির্দিষ্ট কোন মাল না থাকা কিংবা ক্রেতার উক্ত মাল না কিনে উপায় নেই—এমন অবস্থার সুযোগে অধিক দাম চাওয়াও অন্যায় এবং প্রকাশ্য জুলুম। মোটকথা ক্রেতার নিরুপায় অবস্থা দেখে জিনিসের দর বা মূল্য বেশী চাওয়া নাজায়েয। এইরূপ বেচাকেনা আইনত সিদ্ধ হলেও জুলুমের পাপ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

৩. বিক্রেতার অসহায় বা নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্বাভাবিক দর-দামের চেয়ে কম দিয়ে ক্রয় করাও জুলুম। এ ক্ষেত্রেও বেচাকেনা আইনত সিদ্ধ হলেও জুলুমের পাপ অবশ্যই হবে।

৪. বেচাকেনার ফায়সালা একই মজলিসে একই সময়ে হতে হবে। বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন মজলিসে দর-দাম চাওয়া বা ক্রেতার দর-দামে সম্মত হওয়া বিভিন্ন রূপ হতে পারবে। এ কারণে সকালে ২০ টাকায় একটি কলমের মূল্য স্থির হওয়ার পরে ক্রেতা তখন না নিলে বিক্রেতা ঐ কলমটি বিকেলে ২০ টাকায় দিতে বাধ্য নয়। সে তখন ২১/২২ টাকার কমে না দেয়ার কথা বলতে পারে। অনুরূপভাবে বিকেলে ক্রেতা ঐ কলমটি ২০ টাকার স্থলে ১৯ টাকায় নেয়ার প্রস্তাবও করতে পারে এবং তখন বিক্রেতা ২০ টাকায় নিতে ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে না।

৫. জিনিসে কোন দোষ-ক্রটি থাকলে বিক্রেতাকে তা বলে দিতে হবে। ক্রটি জানার পর উহার কথা গোপন রেখে জিনিস বিক্রয় করা বৈধ নয়। এতে ধোঁকা ও প্রতারণা করার গোনাহ হবে। ইহা সম্পূর্ণরূপেই হারাম।

৬. বেচাকেনার পূর্বে স্বাভাবিকভাবে বিক্রেতা যদি জিনিসের ক্রটির কথা জানতে না পারে কিংবা ক্রেতাও যদি জানতে না পারে সে অবস্থায় বেচাকেনা হওয়ার পরে উক্ত ক্রটির কথা জানতে পারলে ক্রেতা ইচ্ছানুযায়ী ফেরত দিতে পারবে এবং বিক্রেতা উহা ফেরত নিতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য ক্রটির জন্যে কিছু দাম কমিয়ে উভয় পক্ষ রাজী হলে সে কথা স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

৭. দর-দাম পরে ঠিক হবে—একথার উপর কোন বেচাকেনা বৈধ নয়। বিক্রেতা যদি বলে, দাম যা দিবেন তা-ই নিব, মাল নিয়ে যান কিংবা ক্রেতা যদি বলে, জিনিসটি দিয়ে দিন, দাম যা নিবেন তা-ই দিব—এরূপ কাথাবার্তার উপর বেচাকেনা বৈধ নয়। এতে মনকষাকষি বা ঝগড়া হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

৮. জিনিসের পরিচয় ও পরিমাণ না জেনে বেচাকেনা করা বৈধ নয়, যেমন বিক্রেতা বলল ঃ আমার পুকুরে পানির মধ্যে যত মাছ আছে তার সবটিই ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করলাম এবং ক্রেতাও সেই মূল্যে কিনে ফেলল। এরূপ বেচাকেনা করা গোনাহ। কিংবা বিক্রেতা বলল ঃ আমার এই বাগানে আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত যত আম হবে তা এক হাজার টাকায় বিক্রয় করলাম এবং ক্রেতাও উহা কিনে ফেলল। এরূপ বেচাকেনাও গোনাহ।

৯. গোলা মাপা বা ওজন করা না হলেও সামনে উপস্থিত রেখে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল বেচাকেনা করা বৈধ। যেমন বিক্রেতা বলল ঃ আমার এই পাত্রে যতগুলো কৈ মাছ আছে সবগুলো ৩০০ টাকায় বিক্রয় করলাম এবং কোন ক্রেতাও কিনে ফেলল। এরূপ বেচাকেনা জায়েয।

১০. বাকী বেচাকেনা বৈধ। এইরূপ বেচাকেনায় স্বাভাবিক দর-দামের চেয়ে সামান্য বেশী হলেও দোষ নেই। কিন্তু অস্বাভাবিক বেশী হলে তা জুলুম বলে গণ্য হবে।

১১. বাকী বেচাকেনায় জিনিসের মূল্য ও উহা পরিশোধের সম্ভাব্য সময় নির্ধারিত করে দিতে হবে। নতুবা বেচাকেনা জায়েয হবে না।

১২. বিক্রেতা নগদ টাকা নিয়ে এক মাসের উর্ধে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ধান, সুপারী, পাট বা অন্য কোন জিনিস ক্রেতাকে দিবে—এভাবে বেচাকেনা করা বৈধ। এরূপ বেচাকেনাকে 'বায়য়ে সালাম' বলা হয়। এরূপ বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নরূপ শর্ত পালন করতে হবে ঃ

(ক) এতে বিক্রেতার নগদ আর্থিক সুবিধার এবং ক্রেতার টাকা নিয়োগ দ্বারা বিক্রেতার উপকারের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে মূল্য ও জিনিসের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করা জুলুম। যেমন ধানের মণ যখন ২০০.০০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন ৫ মণ ধান দিতে হবে এই শর্তে ২ মাস পূর্বে মাত্র ২০০.০০ টাকায় ৫ মণ ধান বেচাকেনা করা প্রকাশ্য জুলুম ছাড়া কিছু নয়। মানবিকতার তাগিদে ২০০.০০ টাকায় দেড় থেকে দু'মণ ধান বেচাকেনা হয়ত চলতে পারে।

www.pathagar.com

(খ) কোন কোন এলাকায় মহাজনেরা অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিরা গরীব লোকদের অসময়ে সাহায্যের নামে সীমাতিরিক্ত মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে মানবতার সব সীমা ছাড়িয়ে ৪/৫ গুণ লাভে 'বাইয়ে সালাম' করে থাকে। এটা মারাত্মক জুলুম। আইনত বেচাকেনা শুদ্ধ হলেও গোনাহ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

(গ) মেয়াদ এক মাসের কম হতে পারবে না।

(ঘ) কোন্ জিনিস কি পরিমাণ এবং কখন দিবে তা নির্ধারিত হতে হবে।

(ঙ) কোন্ স্থানে উক্ত জিনিস উপস্থিত করতে হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে।

(চ) কথাবার্তার মজলিসে বসেই টাকার আদান প্রদান করতে হবে।

(ছ) আদান প্রদান ও লেনদেনের কথাবার্তা লিখিত হতে হবে।

(জ) জিনিস দেয়ার সময়ে সেই জিনিসটি এলাকায় পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

সুদ কি ও কখন হয় ?

একই প্রকার জিনিসের লেনদেন উভয়ের পরিমাণ সমান হতে হবে। আদানে অথবা প্রদানে বেশী কম হলেই বেশীটুকু সুদ বলে গণ্য হবে। ধরা যাক, আবু বকর আবদুল আলীমকে ৫০০ টাকা ধার দিল, কিন্তু বলে দিল যে, তাকে ৫০০ টাকার স্থলে ৬০০ টাকা দিতে হবে। তাহলে এই অতিরিক্ত ১০০ টাকা সুদ বলে গণ্য হবে।

স্মরণীয় ঃ

১. ধান, চাউল, তিল, সরিষা ইত্যাদি আদান-প্রদানে পরিমাণ সমান হতে হবে; ভালো-মন্দ, চিকন-মোটা, গন্ধযুক্ত, নিরস, সরস—এ ধরনের কোন পার্থক্য বিবেচনা করে বেশী কম করলেও সুদ বলে গণ্য হবে।

২. যদি বুঝা যায় যে, এমন ৫ সের চাউল দেয়া হচ্ছে যার প্রতি কে.জি ১৫.০০ টাকা অথচ যা ফেরত দেবে তার কে.জি ১০.০০ টাকার বেশী হবে না তখন যদি মূল্য ধরে দিয়ে বলা হয় যে, ৫ ১৫=৭৫.০০ টাকার চাউল দেয়া হচ্ছে। ফেরত দেয়ার সময়ে ৭৫.০০ টাকায় তোমার চাউল যত কে.জি. দেয়া লাগবে তত কে.জি. দিতে হবে ; এবং এই শর্তে চাউল নেয়া হলে ফেরত নেয়ার সময়ে তার চাউলের দর ১০.০০ টাকা করে হলে সাড়ে সাত কে.জি. চাউল নেয়া যাবে। এতে সুদ হবে না। কিন্তু পূর্বেই এরূপ ফায়সালা করে না নিলে এক মুঠো পরিমাণ চাউল বেশী নিলেও সুদ বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

৩. এক জাতীয় না হয়ে ভিন্ন জাতীয় জিনিস হলে সুদের কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু জুলুম হলে সে জন্য অবশ্যই গোনাহগার হতে হবে। এ কারণে দরে সামান্য বেশ কম হলে ১ মণ সরিষার বদলে দেড় মণ আলু হয়ত নেয়া যেতে পারে, তাতে কোন সুদ নেই। কিন্তু সরিষার মণ ২০০.০০ এবং আলুর মণ ৪০০.০০ টাকা হলে জুলুম হয় কিনা তা চিন্তা করতে হবে।

কারবারের সহজ নিয়ম

লাভের অংশ নির্ধারিত করে কাউকে টাকা দেয়া শরীয়াত মতে দুরস্ত আছে। ধরা যাক, কেউ বলল ঃ আবু হেনা, তুমি কারবার কর ; তোমাকে ১০,০০০.০০ টাকা দিলাম। যা লাভ হবে তার দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে দিও, বাকী নয় ভাগ তুমি নিও। এইরূপ কারবার করাকে 'বায়য়ে মুদারাবাদ' বলা হয়। টাকা পয়সা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসে 'বায়য়ে মুদারাবার' বিধান নেই।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

বেচাকেনায় নম্রতার পুরস্কার ঃ

"এক ব্যক্তি বেচাকেনা ও দেনা-পাওনার ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করত, আল্লাহ তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"—(তিরমিযী)

২

বিক্রিত মাল ফেরত নেয়ার পুরস্কার ঃ

"যে ব্যক্তি অনুতপ্ত ক্রেতার দ্রব্য ফেরত নেয়, কেয়ামাতের দিন আল্লাহ তার আত্মাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।" - (আবু দাউদ)

৩

শ্রেষ্ঠতম উপার্জন ঃ

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ প্রকার উপার্জন উত্তম ? হযরত নবী (সা) বললেন ঃ নিজ হাতে উপার্জন করা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন করা।"—(তাবারানী)

৪

সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর মহা পুরস্কার ঃ

"সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামাতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সংগে থাকবে।"—(তিরমিযী)

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবন

মুসলিম তাহজীব তামাদ্দুনের ভিত্তিমূল হচ্ছে পরিবার আর পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে দাম্পত্য জীবন। একটি পরিবারকে সুখী সমৃদ্ধ ও সর্বাংগ সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্মিলিত ভূমিকাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের মূল কথা।

বিবাহ

পরিবারের গোটা কর্মতৎপরতা ও যাবতীয় আত্মীয়তার মূল ভিত্তি হল বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী নামক দু'টি প্রাণীই নয়, বরং এদের মাধ্যমে দু'টি জনগোষ্ঠীর মাঝে এমন এক বলিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যা মানুষ ইচ্ছা করে নষ্ট না করলে কেয়ামত পর্যন্ত নষ্ট হবার নয়। বস্তুত এই পবিত্র সম্পর্ক এক মহান ইবাদাত। এটা শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে এবং জান্নাত পর্যন্তই এটা চলতে থাকবে।

বিবাহের প্রকার

(১) **সুন্নাত ঃ** স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি মানুষের জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। হযরত নবী (সা) এটাই কামনা করেন যে, বিবাহের মাধ্যমে একটি দম্পতি (স্বামী-স্ত্রী) মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করুক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুক।

(২) **ফরয ঃ** ব্যক্তি বিশেষ যদি এমন হয় যে, বিবাহ না করলে কাম বা যৌন ভাব বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে জেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে তাহলে তার জন্য বিবাহ করা অত্যাবশ্যক বা ফরয।

(৩) **মাকরূহ ঃ** কিন্তু বিবাহ কোন খেলার বস্তু নয় ; বরং এখানে দায়িত্বশীল দু'জন মানুষের এমন পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যাতে কেউ কারো কর্তব্য পালনে ও অধিকার প্রদানে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করতে পারবে না। এ কারণে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারবে না এমন সন্দেহ হলে তার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। এরূপ বিবাহ কখনো উচিত নয়।

(৪) **হারাম ঃ** উপরোক্ত অবস্থায় যদি এমন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবে না, জুলুম ও অন্যায়ের মাধ্যমে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে, কিংবা শারীরিক ও মানসিক

www.pathagar.com

অক্ষমতার দরুন গোটা দাম্পত্য জীবনকেই বিফল করে দেবে, সংসার চালাতে অক্ষম হবে, কিংবা স্ত্রীর জীবনকে তথা তার ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে দেবে, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা সম্পূর্ণরূপেই হারাম ও অবৈধ।

বিবাহের নিয়ম

দু'টি বাক্য দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রথমটি 'ইজাব' এবং দ্বিতীয়টি 'কবুল'। দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা সরাসরি কিংবা উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে একে অন্যকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে এবং সে প্রস্তাব মঞ্জুর করে নেয়া হয় তাহলে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। পুরুষ হোক বা মহিলা ; যে-ই আগে প্রস্তাব দিবে সেই প্রস্তাবই ইজাব এবং পরে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা-ই হল কবুল।

কিন্তু এই ইজাব-কবুল বা প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ যাতে কোন খেলনায় বা তামাশায় পরিণত না হয় সে জন্য প্রথমত বিবাহ মজলিসের জন্য মসজিদকেই উত্তম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইজাব কবুলের পূর্বে একটি তাকওয়াপূর্ণ পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খুৎবা বা ভাষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিবাহের খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ـ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

www.pathagar.com

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ وَقَالَ اَيْضًا اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَئُنَةً ـ

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাস্তায়ী'নুহূ ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নাউ'যু বিল্লাহি মিন শুরূরি আন্‌ফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আ'মালিনা মাইঁ ইয়াহদীল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহূ ওয়া মাইঁ ইউদ্বিলিল্‌ ফালা হাদিয়া লাহূ আশাহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহূ ওয়া রসূলুহূ।

ইয়া আইয়্যুহা ল্লাযীনা আমানূ ত্তাকুল্লাহ হাক্‌কা তুকাতিহী ওয়ালা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আন্‌তুম মুসলিমূন।

ইয়া আইয়্যুন্নাসুত্তাকু রাব্‌বাকুমু ল্লাযী খালাকাকুম মিন্‌ নাফ্‌সিওঁ ওয়াহিদাতিওঁ ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাস্‌সা মিনহুমা রিজালান কাসীরাওঁ ওয়া নিসা-আ ওয়াত্তাকুল্লাহা ল্লাযী তাসা-আলূনা বিহী ওয়াল্‌ আরহামা, ইন্নাল্লাহা কানা আ'লাইকুম রাকীবা। ইয়া আইয়্যুহা ল্লাযীনা আমানূ ত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলূ কাওলান সাদীদাই ইউছ্‌লিহ্‌ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগ্‌ফির লাকুম যুনূবাকুম ওয়া মাইঁ ইউতিয়িল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাকাদ কাযা ফাওযান আযীমা।

কালা ন্নাবীয়্যু সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আন্নিকাহু মিন্‌ সুন্নাতী ফামান রাগিবা 'আন সুন্নাতী ফালাইসা মিন্নী। ওয়া কালা আইদ্বান ইন্না আ'যামা ন্নিকাহি বারাকাতান আইসারুহূ মাউনাতান।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের আত্মার সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে ও আমাদের সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। বস্তুত আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করতে কেউ সক্ষম নয়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকেও কেউ হেদায়াত করতে সক্ষম নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ

www.pathagar.com

ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দাহ ও রসূল।

হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ ভয় কর এবং খাঁটি মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

"হে মানবজাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার জোড় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে অগণিত অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট নিজ নিজ অধিকার দাবী করে থাক এবং নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের ব্যাপারে সচেতন।–সূরা নিসা ঃ ১ "হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বল, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমলসমূহ সংস্কার করে দেবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনগত্য করবে সে অবশ্যই বিরাট সাফল্য লাভ করবে।"–(সূরা আল আহ্যাব ঃ ৭০-৭১)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিয়ে করা আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাতকে অস্বীকার করবে সে আমার কেউ নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, যে বিয়েতে কষ্ট অধিক কম হবে সে বিয়েই অধিক বরকতময়।

এই খুৎবা ইজাব-কবুলের পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে পরে হলেও কোন দোষ নেই। খুৎবা ও ইজাব কবুলের পরে দোয়া করা উচিত এবং সুন্নাত তরীকা অনুসারে নিম্নরূপ দোয়া করা উত্তম।

দোয়া ঃ হযরত বিশ্বনবী (সা) স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বা সম্পর্ক বৃদ্ধি কিংবা সন্তান হওয়ার জন্য বা অন্য কোন রূপ দোয়া করার চেয়ে এরূপ দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

–"হে আল্লাহ ! তাদেরকে বরকত দাও এবং তাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ ফযল দান কর।"

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ –

–"আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমাকে অনুগ্রহ ও ফযল দান করুন এবং যাবতীয় নেক কাজে তোমাদের একত্র থাকার তাওফিক দিন।"

www.pathagar.com

বিবাহ পড়াবার নিয়ম

দুই জন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর বা তার ওলীর প্রস্তাবক্রমে পাত্রী (সাবালিকা বা) বয়ঃপ্রাপ্তা হলে সাক্ষী দু'জনকে নিয়ে পাত্রীর ওলী এই বিবাহে পাত্রীর মত সংগ্রহ করে তা মজলিসের লোকদের নিকট জানাবে। অতপর পাত্রকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে বসাবে এবং পাত্রীর ওলী এইরূপ বলবে ঃ

"আমি আমার কন্যা অমুককে (এখানে নাম বলবে) এত টাকা (সেখানে টাকার পরিমাণ বলবে) মোহরানা ধার্য করে উহার এ টাকা (টাকার পরিমাণ বলবে) নগদ আদায় এবং এত টাকা (টাকার পরিমাণ বলবে) বাকী রেখে ইসলামী শরীয়াত মতে এই ছেলে অর্থাৎ অমুকের (এখানে নাম বলবে) নিকট বিবাহ দিলাম।"

পাত্র তখন সবাইকে শুনিয়ে বলবে ঃ "আমি কবুল করলাম।"

আর পাত্র নাবালেগ হলে তার ওলী বলবে ঃ "আমি অমুক সাবালেক না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কবুল করলাম।"

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

১। আপন মা, সৎ মা,

২। আপন কন্যা, কন্যার কন্যা এইভাবে আরো নীচে,

৩। সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন,

৪। আপন ফুফু বা পিতার উক্ত ৩ প্রকার বোন,

৫। আপন খালা এবং মায়ের উক্ত ৩ প্রকার বোন,

৬। আপন ভাইয়ের কন্যা ও উক্ত ৩ প্রকার কন্যা,

৭। আপন বোনের কন্যা ও ঐ ৩ প্রকার কন্যা,

৮। দুধ মা (জন্মের আড়াই বছরের মধ্যে যার দুধ পান করেছে),

৯। দুধ বোন—দুধ মায়ের কন্যাগণ,

১০। শাশুড়ী (ও স্ত্রীর আপন দাদী, নানীগণ)

১১। স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা (ও কন্যার কন্যা যত নীচে)

১২। আপন ঔরষজাত পুত্র বধু (পুত্রের পুত্রবধু যত নীচে)

১৩। সহোদরা দু' বোনকে একত্রে স্ত্রী করে রাখা।

১৪। যে নারীর স্বামী আছে।

যারা ওলী হতে পারেন

যিনি ওলী হওয়ার বেশী হকদার তার নাম আগে রেখে ওলীদের একটি তালিকা দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

১। পিতা

২। দাদা

৩। পরদাদা

৪। সহোদর ভাই

৫। বৈমাত্রেয় ভাই

৬। ভাতিজা

৭। ভাতিজার পুত্র এদের (৪নং–৭নং) বালেগ হতে হবে।

ভাই বা ভাতিজা না থাকলে বা বালেগ না হলে—

৮। চাচা

৯। সৎ চাচা

১০। চাচার পুত্র

১১। সৎ চাচার পুত্র

১২। বাপ-দাদার আপন বা সৎ চাচা

১৩। উপরোক্ত ব্যক্তিদের পুত্র

১৪। উপরোক্ত কেউ না হলে মা

১৫। নানী

১৬। দাদী

১৭। নানা

১৮। আপন বোন

১৯। সৎ বোন (বৈমাত্রেয়)

২০। সৎ বোন (বৈপিত্রেয়)

২১। ফুফী

২২। মামা

২৩। খালা

২৪। ফুফাত ভাই

২৫। মামাত ভাই

২৬। খালাত ভাই প্রভৃতি।

'কুফু' বা সমতা

বংশীয় মর্যাদা, বৃত্তি-পেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিগত গুণাবলির কারণে মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদায় পার্থক্য হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে সকলে সমান হলেও এ পার্থক্য একান্ত স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এ দিক থেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মর্যাদায় মোটামুটি সমতা না হলে মানুষের বিবাহিত জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইসলামে এ জন্যেই দু'টি পরিবারের এবং দু'টি ব্যক্তির মর্যাদাগত সমতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কোন্ কোন্ বিষয়ে সমতা প্রয়োজন ?

ইমাম আবু হানিফা (র) নিম্ন বিষয়ে সমতা থাকাকে জরুরী বলেছেন ঃ

১। মুসলমান হওয়া,

২। দ্বীনদার ও পরহেজগার হওয়া,

www.pathagar.com

৩। সদ্বংশজাত হওয়া,
৪। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকা,
৫। একই পেশাজীবী হওয়া এবং
৬। দাস না হওয়া।

ইমাম মালেক (র) শুধু দু'টি বিষয়ে সমান থাকা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন, যথা ঃ

১। দ্বীনদারী, অর্থাৎ বিশ্বাস ও আকীদায় যেমন মুসলমান, চরিত্র ও আখলাকের দিক থেকেও তেমনি যোগ্যতা।

২। সেই সকল দোষত্রুটি এবং রোগব্যাধি থেকেও মুক্ত হতে হবে যে কারণে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হয়। যেমন, গনোরিয়া বা ধ্বজভংগ রোগে আক্রান্ত হওয়া, মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া ইত্যাদি।

পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন

পাত্র নির্বাচন ঃ কেউ কেউ গণৎকার বা হাত রেখাবিদ দিয়ে কিংবা চোখ-মুখ, কপাল, দাত, চুল ইত্যাদি পর্যালোচনা করে পাত্র-পাত্রী কেমন হবে তা বিবেচনা করেন। ইসলামী শরীয়াতে এর কোন গুরুত্ব নেই এবং তা নাজায়েয।

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"কারো দ্বীন ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যখন তোমরা নিশ্চিত হবে তখন তার নিকট তোমাদের কন্যা বিবাহ দিও। নতুবা দুনিয়ায় ভীষণ বিপর্যয় ও ফেৎনা দেখা দিবে।"-(তিরমিযী, আবু দাউদ)

পাত্রী নির্বাচন ঃ পাত্রী নির্বাচনেও সুন্দরী, পদ্মিনী, শংখীনী ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার কোন হেতু নেই।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"সৌন্দর্য বা বাহ্যিক জৌলুস দেখে তোমরা কন্যা বিবাহ করো না। কেননা হতে পারে, তাদের সৌন্দর্য তাদেরকে কুপথে পরিচালিত করবে। তাদের ধন-সম্পদ দেখেও তাদেরকে বিবাহ করো না। কেননা হতে পারে, তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে অহংকার ও তাকাব্বুরির দিকে চালিত করবে।-বরং তোমরা দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে তাদেরকে বিবাহ কর। মনে রেখ, একটি কুশ্রী, কদাকার ও কালো দ্বীনদার বাঁদী একজন বেদ্বীন ও চরিত্রহীনা সুশ্রী, সুন্দরী ও সম্পদশালিনী স্বাধীন মেয়ের চেয়ে অনেক ভালো।"-(ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে সম্ভ্রান্ত ও অতি সম্মানীয় বংশের কারণে বিবাহ করে, তার প্রাপ্য হয় অপমান ও লাঞ্ছনা। আর যে ব্যক্তি সৌন্দর্য ও বিলাস-ব্যসন দেখে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তার সৌন্দর্যে ভাটা পড়ার সাথে সাথেই তার প্রাপ্য হয় বিশ্রী হওয়ার মর্মজ্বালা। (তাবরানী)

মোহর

স্ত্রীর মর্যাদার প্রতীক স্বরূপ স্বামীর নিকট থেকে বিবাহের সময়ে যে অর্থ প্রদান করতে হয় বা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মোহর বলা হয়।

মোহর দু' প্রকার, যথা (১) মোহরে মোআজ্জাল (مؤجل) ও
(২) মোহরে মো'আজ্জাল (معجل)।

প্রথমটি তৎক্ষণাৎ দিতে হয় এবং দ্বিতীয়টি যা বাকী রাখা হয় এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে চাওয়া হলেই পরিশোধ করতে হবে।

মোহরের পরিমাণ ঃ

মোহরের পরিমাণ সম্পর্কে মূল কথাই হল, স্বামী যে পরিমাণ অর্থ আসানির সাথে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে তত পরিমাণই হওয়া উচিত। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"যে বিবাহে অর্থের বোঝা যত কম বরকতের দিক থেকে সেই বিবাহ ততই কল্যাণকর।" (মুসনাদে আহমাদ)

মোহরে ফাতেমী ঃ

হযরত ফাতেমা (রা)-এর বিবাহে হযরত বিশ্বনবী (সা) ৫০০ দেরহাম মোহরানা ধার্য করেছিলেন। এক দেরহাম সিকি তোলার একটু বেশী হয়। হযরত মুফতী শফী (র) ৫০০ দেরহামে ১৩১ তোলা ৩ মাশা হয় বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে মোহরে ফাতেমীর সমান মোহরানা ধার্য করাকে সুন্নাত বলে মনে করেন। ইহা সর্বতোভাবেই ভুল। কেননা হযরত নবী (সা) যা করেছেন তা-ই হল সুন্নাত। অথচ তিনি হযরত ফাতেমার জন্য ৫০০ দেরহাম ধার্য করেছেন, ঠিক তেমনি নিজের বিবাহে ১০০০ বা ২০০০ দেরহামও ধার্য করেছেন। এ কারণে মোহরে ফাতেমীকে সুন্নাত বলা যেমন ঠিক নয় তেমনি উক্ত পরিমাণ না হলেই নয় এমন মনে করারও কোন কারণ নেই।

মোটকথা স্বামীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

মোহরানার ন্যূনতম পরিমাণ ঃ

তবে ইমাম আবু হানীফার (র) মতে মোহরের ন্যূনতম পরিমাণ পৌনে তিন ভরি (৩২ গ্রাম) রূপার সম পরিমাণ অর্থ হওয়া চাই। আর কতটা বেশী হতে পারবে তার কোন সীমা নেই।

যে দুধ পানের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়

জন্মের মুহূর্ত হতে আড়াই বছর হল দুধ পানের সময়সীমা। এই সময়ের মধ্যে মা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার দুধ পান করলে সে দুধ পানকারীর দুধ মা হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। এক ফোঁটা দুধও যদি স্তন টেনে পান করে কিংবা অন্য কোনভাবে অর্থাৎ নাক মুখ দিয়ে তাকে খাওয়ানো হয়, তাহলেই সে দুধ মা বলে পরিগণিত হবে।

নাক মুখ ছাড়া অন্য কোন স্থান (যথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা) দিয়ে কিংবা ইনজেকশান করে শিশুর পেটে দুধ পৌঁছানো হলে দুধ মা বলে গণ্য হবে না।

বিবাহে কুসংস্কার ও খারাপ প্রথা

হযরত বিশ্বনবী (সা) বিবাহ-শাদীতে ব্যয় যত কম করা যায় তার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু অমুসলিমদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ রছম-রেওয়াজ ও মারাত্মক কুপ্রথা চালু হয়েছে। ফলে অযথা অর্থনৈতিক চাপ ও হয়রানির শিকার হয়ে বহু মুসলিম মেয়েদের যথা সময় বিবাহ দেয়া যাচ্ছে না এবং তাদের অভিভাবকগণ কেউ বা মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন। আবার কেউবা ভিটে মাটি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। এতে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে ভীষণ গোনাহগার হচ্ছে।

যৌতুক এক মহা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। মেয়েকে শুধু লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েই আজ কোন পিতা রেহাই পাচ্ছেন না, যৌতুকের গ্রাসে যাবতীয় সম্পদ ও বিত্ত নিয়েই তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, বর পক্ষ জোর করে বরযাত্রী হিসেবে মহা ঘটা করে সদল- বলে কনের পিত্রালয়ে এসে চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়ে খেয়ে শত সহস্র বা লাখো টাকার যৌতুকের দ্রব্যাদি নিয়ে রাজ বেশে বিদায় গ্রহণ করবেন ; কন্যার পিতা যেন তাদের আমোদ-ফূর্তির বলী হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু আত্মীয় বান্ধবদের চাপে মাইক বাজিয়ে অবৈধ ও নির্লজ্জ গান বাজনার আয়োজনে কন্যার পিতাকেই বহন করতে হবে শত সহস্র টাকা ; আতশবাজির ব্যবস্থা না হলে আপনজনেরা হয়ে যায় আগুন। যেন কন্যার পিতাকে তার নিজ হস্তেই খরিদ করে নিতে হবে তার জাহান্নাম।—এ কি কোন মুসলিম সমাজের

www.pathagar.com

চিত্র, না কোন উচ্ছৃংখল খড়গধারী মানবরূপী একদল উল্লাসী হায়েনার ছবি ? —আল্লাহ আমাদের এহেন অনৈসলামিক ও অমানবিক কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। এই যে বরযাত্রার ধূমধাম, এই যে যৌতুকের জমজমাট আয়োজন, এই যে বাদ্য বাজনা বা নাচগানের আসর ইহা যে সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, আল কুরআনের সম্পূর্ণ বরখেলাপ তা কি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে ?

পরিবার পরিচালনায় স্বামী-স্ত্রীর স্থান

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের পরিচালক বানানো হয়েছে ; কেননা আল্লাহ একের উপরে অন্যের প্রাধান্য দিয়েছেন।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

পবিত্র কুরআনে মূল শব্দ রয়েছে 'কাওয়াম'। ইহার অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী, পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক। একটি পরিবারে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশাসন একটি অপরিহার্য বিষয়। আল্লাহ পাক 'কাওয়াম' শব্দ দ্বারা প্রশাসন পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি রূপেই স্বামীদেরকে নির্বাচিত করেছেন। প্রশাসনে স্বাভাবিকভাবেই যে বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রয়োজন তা বাস্তবতার নিরিখেই স্ত্রীদের তুলনায় স্বামীদেরই অধিক। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, স্বামীর মর্যাদা প্রভুর এবং স্ত্রীর মর্যাদা দাসীর। কেননা স্বামী ও স্ত্রীর মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও কেউ কারোর পেছনে নয়, বরং উভয়েই সমান। ইসলামের পূর্বে সমগ্র পৃথিবীতে এমন কি ইহুদী ও খৃস্টানরা মহিলাদেরকে মনে করতো সমস্ত পাপের মূল, তারা ছিল ছাগল-ভেড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা ছিল পুরুষের যৌন ক্ষুধা মিটাবার হাতিয়ার। পুরুষেরা তাদের হাটে বাজারে বেচাকেনা করত অন্যান্য জিনিসের মত। খৃস্টীয় ষোড়শ শতকে এক ইংল্যান্ডেই হাজার হাজার নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল পুরুষদের পুণ্যের পথ পরিষ্কার করার জন্য। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়ে মুক্ত ও স্বাধীন করেছে। দান করেছে তাদেরকে মহামানবী মহিয়ষী মহিলার গৌরব অর্জন করার মহান সুযোগ। ইসলামই তাদেরকে দিয়েছে মহাশান্তিময় মানব সভ্যতা গড়ার মহান অধিকার।

www.pathagar.com

স্ত্রীদের অধিকার

১। মোহর ঃ

বিবাহের সময়ে যে মোহরানা ধার্য করা হয় উহা তখনই পরিশোধ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু স্ত্রীর নিকট যদি সময় চায় এবং স্ত্রী যদি সময় দেয়, তাহলে যথাসময়েই উহা স্বামীকে পরিশোধ করতে হবে। নইলে স্ত্রী স্বামীকে যৌন কার্যাদির সুযোগ বন্ধ করে দেয়ার অধিকারী হবে। মোহরানা স্বামীর ঋণ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'টি মাত্রই পন্থা ; হয় ওয়াদা মাফিক পরিশোধ করতে হবে, নইলে স্ত্রীকে উহা মনের খুশীতে মাফ করতে হবে। নতুবা মোহরানার ঋণ নিয়ে স্বামী মারা গেলে তাকে সে জন্য আযাব ভোগ করতে হবে।

মোহরানার ঋণ মাফ করে দেয়ার জন্য স্ত্রীর প্রতি জোর জবরদস্তি করার অধিকার স্বামীর নেই। ঐরূপ করা এক দণ্ডযোগ্য মহা অপরাধ।

২। খোরপোষ ঃ

স্ত্রীর থাকা-খাওয়া ও পরাসহ জীবন-যাত্রার যাবতীয় স্বাভাবিক খরচ স্বামীর বহন করতে হবে। ইহা স্বামীর বহন করতে হয় বলে স্বামীর আর্থিক অবস্থার অনুপাতে এই খোরপোষের মান নির্ধারিত হতে হবে। স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে স্ত্রীর কোন চাপ বা দাবী এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

(ক) স্বামী সচ্ছল ও সম্পদশালী এবং স্ত্রীও ধনী ঘরের মেয়ে। এ অবস্থায় স্বামী তার নিজের মর্যাদা ও স্ত্রীর মর্যাদা এবং জীবন যাপনের মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে খোরপোষের ব্যবস্থা করবে।

(খ) স্বামী সচ্ছল ও ধনী, কিন্তু স্ত্রী দরিদ্র ঘরের মেয়ে। এ অবস্থায় স্বামী তার নিজের মর্যাদা অনুপাতে খোরপোষের ব্যবস্থা করবে।

(গ) স্বামী-স্ত্রী উভয় গরীব ও অভাবী হলে স্বামী তার সাধ্যানুপাতে খোরপোষের ব্যবস্থা করবে। স্ত্রী তার অধিক দাবী করতে পারবে না।

(ঘ) স্বামী দরিদ্র কিন্তু স্ত্রী সচ্ছল ও ধনী পরিবারের মেয়ে। এ অবস্থায় স্বামী নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং যথাসম্ভব স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে খোরপোষের ব্যবস্থা করবে। স্ত্রীর এ সময়ে স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তার নৈতিক দায়িত্ব।

(ঙ) সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে হলেও স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য স্ত্রীর যা কিছু প্রয়োজন (যেমন তেল, সাবান, চিরনী, অজু গোসলের পানি ও জরুরী

www.pathagar.com

দ্রব্যাদি) তা খোরপোষের অন্তর্গত। কিন্তু যা কিছু নিছক মেকআপ বা প্রসাধনীর জন্য ব্যবহার করা হয় (যেমন পান, তামাক, স্নো, পাউডার, ঠোঁট পালিশ ইত্যাদি) তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(চ) স্ত্রী এমন ঘরের মেয়ে যেখানে চাকর চাকরানী দিয়ে যাবতীয় কাজ করানো হয় কিংবা স্ত্রী এমন দুর্বল বা রুগ্ন যে, নিজ হাতে গৃহের কাজকর্ম করতে পারে না, এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। বরং সাধ্যানুযায়ী চাকর-চাকরানী রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(ছ) স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ খোরপোষের অন্তর্ভুক্ত।

(জ) স্ত্রী বালেগা, কিন্তু স্বামী গৃহে এখনো তুলে আনা হয়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর খোরপোষ স্বামীর জন্য ফরয।

(ঝ) স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, তাকে স্বামী গৃহে এখনো তুলে আনা হয়নি। এমতাবস্থায় তার খোরপোষ দেয়া স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

(ঞ) স্ত্রী বালেগা, কিন্তু স্বামী এখনো না বালেগ। এমতাবস্থায় স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব।

(ট) স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে পিত্রালয়ে বা অন্যত্র যতদিন অবস্থান করবে, ততদিনের খোরপোষ স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে অনুমতি নিয়ে থাকলে উহা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

(ঠ) স্বামীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজের বা স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য না করে খোরপোষের পরিমাণ যদি কম করে দেয় তাহলে স্ত্রী নিজের এবং সন্তানদের প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি ছাড়াও স্বামীর সম্পদ থেকে নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

(ড) খোরপোষের খরচ থেকে স্ত্রী কিছু পরিমাণ অর্থ বাঁচিয়ে রাখলে তার উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। তবে অর্থ বাঁচাতে গিয়ে অতিরিক্ত কার্পণ্য করে নিজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে স্বামীর আপত্তি করার অধিকার থাকবে।

(ঢ) এক মাসের খোরপোষের অর্থ স্ত্রী যদি ১৫/২০ দিনেই অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় করে নিঃশেষ করে ফেলে কিংবা নিছক অবহেলায় খোরপোষের পূর্ণ বা আংশিক অর্থ হারিয়ে ফেলে তাহলে স্বামীর তা পুরো করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

(ন) মোহরানার অর্থ চাওয়া সত্ত্বেও স্বামী দিতে বাহানা বা বিলম্ব করলে স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকলে স্বামীকে তার খোরপোষ দিতে হবে।

(ত) কোন স্বামী যদি স্ত্রীর খোরপোষ না দেয় এবং এর ফলে স্ত্রী যদি স্বামীর

www.pathagar.com

নিকট তালাকের দাবী করে বা 'খুল'আ' তালাকের ব্যবস্থা করায় এবং স্বামীও তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রী কোন খোরপোষের দাবী করতে পারবে না।

৩। বাসস্থান ঃ

স্বামীকে তার স্ত্রীর জন্য নিজের ও স্ত্রীর মর্যাদা অনুপাতে থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"স্ত্রীদেরকে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দাও।"-(সূরা আত তালাক)

স্ত্রী তার থাকার এবং নিজের মাল-আসবাব হেফাজতের জন্য যদি পৃথক কামরা তৈরী করিয়ে দেয়ার দাবী করে তাহলে স্বামীকে তার জন্য সম্ভব হলে পৃথক কামরা এবং সম্ভব না হলে কমপক্ষে গৃহের কোন অংশে মাল-আসবাব হেফাজাতসহ স্ত্রী পৃথকভাবে থাকতে পারে এবং স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে অবস্থান করতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে।

৪। ভালো ব্যবহার ঃ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বড় মধুর। প্রেম, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সমবেদনা এবং একের সুখে সুখী ও একের দুঃখে দুঃখী হওয়াটাই হচ্ছে তাদের সম্পর্কের মূল কথা। যে স্বামী তার সহধর্মিণী ও ছায়ার ন্যায় অনুসারিণীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে না তার ন্যায় অমানুষও বোধ হয় দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

"আর নারীদের সাথে তোমরা সুন্দর ও ভালো ব্যবহার কর ; যদি কোন কারণে তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে হতে পারে, যে বিষয়টি তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না তার মধ্যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য অশেষ কল্যাণ ও উপকার রেখে দিয়েছেন।"-(সূরা আন নিসা)

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম।"(তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত নবী (সা) আরো বলেন ঃ

"মুসলমান স্বামীর জন্য ইহা শোভনীয় নয় যে, সে তার স্ত্রীর মধ্যে খারাপ কিছু বা তার মর্জির খেলাফ কোন কাজ দেখা মাত্রই তাকে ঘৃণা করা শুরু করবে ; যদি তার স্ত্রীর একটি কাজ অপছন্দনীয় হয়, তাহলে তার অন্য একটি কাজও তো পছন্দনীয় হতে পারে।"-(মুসলিম)

www.pathagar.com

৫। জুলুম ও নিপীড়ন ঃ

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা যখন ফরয করে দেয়া হয়েছে তখন স্বামীর পক্ষ থেকে কোনরূপ দুর্ব্যবহার বা অত্যাচার-উৎপীড়নের কোন অবকাশই নেই। অনৈসলামিক তথা পাশবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ত্রীর দৈহিক শক্তি কম কিংবা স্বামীকে অন্ধভাবে মানে বলে কথায় কথায় স্ত্রীকে মারপিট করা যাবে, বাইরের ঝাল ঘরে এসে মিটাবার জন্যে স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মত পিটাতে হবে, গালি দিতে হবে, যত্রতত্র প্রহার করতে হবে—এমনটি যারা ভাবে তাদের স্থান মুসলিম সমাজে হতে পারে না। তারা সমাজের কলংকই নয় ; ইসলামী আইনে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।

অবশ্য স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয় এবং শরীয়াতের সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে যাচ্ছেতাই করতে শুরু করে তাহলে স্বামী তাকে সুপথে আনার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে এমনভাবে প্রহারও করতে পারে যাতে তার চেহারা বিকৃত না হয়, জখম না হয় কিংবা কোন অংগ-প্রত্যংগ বিকল বা ভেংগে না যায়।

স্বামীকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে ঃ

(ক) কথায় কথায় বা সামান্য কারণে কিংবা বিনা কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা যাবে না, গালমন্দ করা যাবে না।

(খ) মন ভেংগে যায় বা অন্তরে আঘাত লাগে এমন কোন কথা বলা যাবে না।

(গ) খোটা বা বিদ্রূপ করা যাবে না।

(ঘ) পর্দার সীমা রক্ষা করা শর্তে আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত রাখা যাবে না।

(ঙ) দৈহিক ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করার সাথে সাথে মনের সাধ-আহলাদ ইত্যাদির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক শুধু বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার না করার নির্দেশ দেননি, বরং যাদের তালাক দেয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কেও বলেছেন ঃ

"তোমরা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করার জন্য তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না। তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তারা নিজেদের উপরই জুলুম করবে।"–(সূরা আল বাকারা)

৬। স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতা ঃ

দ্বীনী কাজে ব্যস্ততার দরুন স্ত্রীদের অধিকারের কথা অনেক স্বামীই ভুলে যান। হয়ত নামায, রোযা, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকারে এতদূর মশগুল হয়ে পড়েন যে, স্ত্রীর দৈহিক ও জৈবিক অধিকারের কথা একদম ভুলে যান। এতে ছওয়াব তো হয়ই না, বরং এক আল্লাহর বান্দীর হক নষ্ট করা হয়। আর

www.pathagar.com

এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কারোর হক নষ্ট করা গুনাহে কবীরা। জলীলুলকদর সাহাবী হযতর আবু যার গিফারী (রা) সর্বদা নামায রোযায় ও অন্যান্য ইবাদাতে মশগুল হয়ে স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। হযরত বিশ্বনবী (সা) এটা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তাকে ডেকে এনে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ "তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে।"

–(মিশকাতুল মাছাবীহ)

৭। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ঃ

সমাজ জীবনের বহু কল্যাণ ও সমস্যার কথা বিবেচনা করেই ইসলামে একই সময়ে একজন স্বামীর অধীনে অনধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কোন ঘরকে কামান্ধতা বা বল্গাহীন ভোগের আখড়ায় পরিণত করতে না পারে সে জন্য একাধিক বিবাহের ব্যাপারে একটি সুকঠিন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সে শর্তটি হল স্ত্রীদের মধ্যে মানবিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ন্যায়-নীতি ও সমতার বিধান। স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করতে কোন স্বামীর অপারগতার সন্দেহ হলে তার জন্য একাধিক বিবাহ করার কোন অধিকারই নেই। ইসলামী আইনে তাকে এরূপ বিবাহ করতে বিরত রাখবে। মোটকথা অন্যূন ৪টি বিবাহের অবকাশ রাখা হয়েছে ; কিন্তু একটির পরে দ্বিতীয়টি করার জন্যে কঠিন শর্ত আরোপ করে একাধিক বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়নি বিন্দুমাত্রও। এ কারণেই আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

"যদি তোমাদের এমন আশংকা হয় যে, তোমরা তাদের (একাধিক স্ত্রীদের) মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রী বা একজন দাসীই যথেষ্ট।"–(সূরা আন নিসা)

সমতা ও ন্যায়নীতির পদ্ধতি ঃ

(ক) সকল স্ত্রীকে একই ধরনের কাপড়-চোপড়, খানা-পিনা, অলংকারাদি ও বাসস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। নতুন-পুরান, সুন্দরী-অসুন্দরী, রুগ্না-স্বাস্থ্যবতী, বিধবা-কুমারী, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা ইত্যাদি কোন প্রকার পার্থক্যই করা চলবে না।

(খ) রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে সমানভাবে বন্টন করে নিতে হবে। দিন যাপনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার আবশ্যকতা নেই।

(গ) কোন স্ত্রীর ঘরে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই আবার কোন স্ত্রীর ঘরে অধিক রাত করে আসার কোন এখতিয়ার স্বামীর নেই। সব স্ত্রীর ঘরে তাকে মোটামুটি একই সময় থেকে রাত যাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

(ঘ) স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে কাটা কাটায় সমতা রক্ষা করার আবশ্যকতা নেই।

(ঙ) সুস্থ হোক বা রোগাক্রান্ত হোক সকল অবস্থাতেই স্বামীকে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হবে। তবে কোন স্ত্রী যদি তাকে অন্য কোথাও থাকার অনুমতি দেয় সে কথা স্বতন্ত্র।

(চ) আন্তরিক ভালোবাসা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং কোন স্ত্রীর প্রতি মনের দিক থেকে অধিক মহব্বত সৃষ্টি হওয়া স্বামীর কোন অপরাধের বিষয় নয়। কিন্তু বাহ্যিক ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বামীকে সমতার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ছ) ২/৪ বা ১০/২০ দিন ধরে সফরে অবস্থানকালে স্বামী যে স্ত্রীকে ইচ্ছা তাকেই সংগে রাখতে পারবে। তবে রসূল (স) এ ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে স্ত্রী নির্বাচন করে নিতেন।

৮। ইলমে দ্বীনের প্রশিক্ষণ ঃ

হযরত বিশ্বনবী (সা) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষ ও মহিলার বাহ্যিক সৌন্দর্য বা সম্পদকে নয়, বরং দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রকে ভিত্তিমূল হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এর বরখেলাফ করলে যে সামাজিক বিপর্যয় ও ব্যাপক ধ্বংস দেখা দেবে সে সম্পর্কেও তিনি সাবধান করে দিয়েছেন। এ কারণে স্ত্রী যাতে ইলমে দ্বীন শিখতে পারে তার সুব্যবস্থা স্বামীকে করে দিতে হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"-(সূরা তাহরীম)

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এখানে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার ও বাঁচাবার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন ঃ

"আর তোমাদের ঘরসমূহে আল্লাহর যে বাণীসমূহ পঠিত হয় এবং হিকমত ও জ্ঞানের যে কথাগুলো শোনান হয় তা স্মরণ রেখো।"-(সূরা আহযাব)

৯। খুল্'আ ও বিচ্ছেদ ঃ

স্বামী যদি তার কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয় তাহলে স্ত্রী তার অধিকার আদায়ের জন্য সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনবোধে নিজ এবং স্বামীকুলের মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করবে। ব্যর্থ হলে আইনের সাহায্য নেবে। তাতেও ব্যর্থ হলে অর্থের মাধ্যমে খুল্'আ তালাক বা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবে।

www.pathagar.com

স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর কর্তব্য

১। সতীত্বের হেফাযত ঃ

স্ত্রীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পালনীয় কর্তব্য হল নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। এ জন্য শুধু পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এ জন্য তার মান-সম্ভ্রম যাতে বিন্দুমাত্রও কলংকিত বা সন্দেহযুক্ত না হয় সে ব্যাপারেও সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। যেমন ঃ

(ক) তাকে পর্দা রক্ষা করতে হবে,

(খ) পরপুরুষদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা-বার্তা বলা যাবে না।

(গ) স্বামী ব্যতীত পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আপন পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত মাথা, বুক ও অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ খোলা রাখা যাবে না।

(ঘ) স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে অন্য কোথাও যাবে না।

২। স্বামীর মাল-আসবাব ও ধন-সম্পদের হেফাযত ঃ

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার যাবতীয় জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ হেফাযতের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর অর্পিত হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ "পুণ্যবতী স্ত্রীলোক তারাই যারা স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর তাওফিকে নিজেদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম এবং স্বামীদের প্রতিটি জিনিসেরই রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

–(সূরা আন নিসা)

৩। সৎকাজে আনুগত্য ঃ

স্বামীদের যাবতীয় হুকুম ও নির্দেশ—যতক্ষণ উহা শরীয়াত বিরোধী না হয়—স্ত্রীদের মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "পুণ্যশীলা স্ত্রীলোক তারাই যারা (স্বামীদের) অনুগত হয়।"–(সূরা আন নিসা)

স্ত্রীদের মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখাও যাবে না। অনুমতি দিলেও স্বামীর মনের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা কেরাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নফল নামায পড়া কিংবা লাগাতর নফল রোযা রেখে শরীরকে দুর্বল করে তোলাও স্ত্রীদের জন্য মারাত্মক ভুল।

(খ) যতবড় জরুরী কাজেই মশগুল থাক না কেন স্বামী যখনই তাকে ডাকবে তখনই স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে হবে। সাড়া না দিলে তাকে গোনাহগার হতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

www.pathagar.com

"স্বামী যখনই তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাক দেবে তখনই তার ডাকে সাড়া দেবে — চাই সে চুলার পাশে রান্নার কাজেই ব্যস্ত থাক না কেন।"

–(তিরমিযী)

৪। জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ঃ

স্বামীর আর্থিক অবস্থা এবং আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন-যাপনের দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করার জন্য স্বামীকে উৎসাহিত করাই আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর জন্য কষ্টকর হলে নিছক সাজসজ্জা ও বিলাসিতার জন্য স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করা মারাত্মক অন্যায়। মোটকথা পুরুষদের ন্যায় মুসলিম স্ত্রীদেরও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৫। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ঃ

অপ্রিয় হলেও একথা সত্য যে, স্ত্রীরা সাধারণত অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। তাদের প্রতি সারা জীবনই সদ্ব্যবহার করা হল, অথচ একবার যদি সদ্ব্যবহারের অভাব ঘটে যায় তাহলে আর রক্ষা নেই ; সময় নেই অসময় নেই উহার উল্লেখ করে স্বামীদের জ্বালাতেই থাকবে। তাদের এই প্রকৃতির কথা উল্লেখ করে হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন যে, অকৃতজ্ঞতার কারণেই বহু নারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, তারা স্বামীদের নাশোকরীই বেশী পরিমাণ করে থাকে।

সুতরাং স্ত্রীদের উচিত স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ; স্বামীদের সামর্থ অনুযায়ী যেভাবে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা।

৬। শিশুর দুধপান ঃ

স্ত্রীদের জন্য গর্ভজাত সন্তানদের দুধ পান করানো ফরয। তবে স্বামীর অবস্থা এবং অন্যান্য কারণে কখনো কখনো ইহা মুস্তাহাব বা ইচ্ছাধীন ব্যাপার হয়ে যায়।

ফরয ঃ স্বামী দরিদ্র হলে সন্তানকে দুধ পান করানো স্ত্রীর উপর ফরয। এমনকি স্ত্রীকে তালাক দিলেও ইদ্দতের সময়ে সন্তানকে দুধ পান করাতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ "মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানকে দুধ পান করাবে।"–(সূরা আল বাকারা)

সন্তান মা ব্যতীত অন্যের দুধ খেতে না চাইলেও তাকে দুধ পান করাতে হবে।

www.pathagar.com

মুস্তাহাব ঃ (ক) স্বামী যদি এমন সচ্ছল হয় যে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কোন মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য নিয়োগ করতে পারে। তাহলে স্ত্রী দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে।

(খ) স্ত্রী যদি এমন রোগা কিংবা দুর্বল হয় যে, দুধ পান করাতে গেলে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেংগে পড়বে তাহলেও স্ত্রী দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। শিশুর দুধ পানের মেয়াদ মাত্র দু'বছর।

৭। শিশুর লালন পালন ঃ

শিশুর লালন পালনের উপরই সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে। শিশুকে আদর-যত্ন ও স্নেহ-মমতা দিয়ে একদিকে বড় করে তোলা হয়। তেমনি বোল-চাল, আদব-তমীজ, খেলাধূলা, খানাপিনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে একটি বিশেষ ধরনের জীবন পদ্ধতির উপযুক্ত করে তোলা হয়। শিশুকে এভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই। কিন্তু ৪/৫ বছর পর্যন্ত শিশুর প্রায় ষোল আনা সম্পর্ক থাকে মায়ের সাথে তাই মা-কেই পালন করতে হয় শিশু গড়ার সর্বপ্রথম শিক্ষিকার কাজ। তাই বিশ্বনবী (সা) শিশুর লালন পালনে মায়ের ভূমিকাকেই সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন এবং এর প্রতি স্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৮। তালাক ঃ

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটানোর সর্বপ্রথম হাতিয়ার হল তালাক। ইহার অধিকার স্বামীর। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীর উহা রদ করার ক্ষমতা নেই। বনিবনা না হওয়ার চরম পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতার চেষ্টা এবং উভয় পক্ষের সালিশদের মাধ্যমে মিলমিশের যাবতীয় চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখনই প্রয়োজন তালাকের। তখন তালাকের মাধ্যমে উভয়কে পৃথক করে না দিয়ে জোর করে একত্র রাখার প্রচেষ্টা একটা সংসারের জন্য কেবল মারাত্মক পরিণতিই সৃষ্টি করে। সুতরাং সংসার তথা সমাজ জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তালাকই হচ্ছে একটি সুন্দর ও যুক্তিসংগত পথ। তাই ইহা খারাপ বা ঘৃণিত হলেও বৈধ। হযরত বিশ্বনবী (সা) তাই বলেন ঃ

"আল্লাহর নিকট বৈধ জিনিসগুলোর মধ্যে সবচাইতে অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত জিনিস হল তালাক।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

তালাকের প্রকার

প্রকারগুলো বোঝার জন্য একটি তালিকা দেয়া গেল ঃ

তালাক

- তালাকে রাজ'ঈ (ফেরত যোগ্য) [স্বামী অনুতপ্ত হয়ে বিশেষ সময়ের মধ্যে বিবাহ না পরিয়েই স্ত্রীকে ফেরত আনতে পারে।]
- তালাকে বায়েন (অফেরত যোগ্য)
  - বিশেষ সময়ের মধ্যে বিবাহ পড়িয়ে স্ত্রীকে ফেরত আনা যায়। [একে সাধারণত তালাকে বায়েন বলা হয়।]
  - কোন অবস্থাতেই, এমনকি বিবাহ পড়িয়েও স্ত্রীকে ফেরত আনা যায় না। [একে সাধারণত তালাকে মুগাল্লাযা বলা হয়। অন্যত্র বিবাহ হলে ও সেখান থেকে তালাক প্রাপ্ত হলে নতুনভাবে বিবাহ না পড়ানো ছাড়া স্ত্রীকে আনা যায় না।]

তালাকের ভাষা নিম্নরূপ

তালাকের ভাষা বা শব্দ

- পরিষ্কার শব্দে [যে ভাষায়ই বলুক না কেন, যার অর্থ তালাক ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। যেমন ঃ আমি তোকে তালাক দিলাম, তোকে তালাক, তোকে তালাক দিচ্ছি, আমি তোকে ছেড়ে দিয়েছি ইত্যাদি। এতে তালাক হবেই, চাই সে বুঝে শুনে বলুক, তামাশা করে বলুক বা কারুর জোর জবর দস্তিতে বলুক।]
- অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দে [এমন গোলমেলে শব্দে বলে যে, তার অর্থ তালাকও হতে পারে। আবার অন্য অর্থও হতে পারে। যেমন ঃ তুমি তোমার পথ দেখ, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই, তোর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আমার ঘর থেকে বের হয়ে যা, বাপের বাড়ি গিয়ে থাক গে। এখন তোর সাথে আমার বনবে না, ইত্যাদি।]

www.pathagar.com

পরিস্কার শব্দে তালাক দিলে তালাকের প্রকার নিম্নরূপ ঃ

তালাকে রাজ'ঈ
[এক বা দুই তালাক দিলে বিবাহ না পড়িয়েই বিশেষ সময়ের (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে) মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়। এখানে স্ত্রীর সম্মতি অসম্মতির কোন মূল্য নেই।]

তালাকে মুগাল্লাযা
[এক বা দুয়ের স্থলে তিন তালাক দিলে বিবাহ পড়িয়েও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায় না। পরবর্তী বিবাহে তালাকপ্রাপ্তা হলেই নতুনভাবে বিবাহ করে সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়। নতুবা নহে।]

তালাকে বায়েন
(অর্থাৎ তালাকে রাজ'ঈই বায়েনে পরিণত হয়।)
[এক বা দুই তালাকের পরে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না আনলে এক তালাক বায়েন বা দুই তালাক বায়েন হয়ে যায়। এ সময়েও বিবাহ পড়িয়েই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়। তবে এ অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া ফিরিয়ে আনা যাবে না।]

অপরিষ্কার ভাষায় তালাকের প্রকার

এতে তালাকে রাজ'ঈ হয় না। তালাকের নিয়ত থাকলে প্রত্যেকটি তালাকই তালাকে বায়েন হবে। এবং পরিষ্কার শব্দে তালাকের মতই সব হুকুম বর্তাবে।

তিন তালাক বা তালাকে মুগাল্লাযার শব্দ ঃ

১। আমি তোকে তিন তালাক দিলাম।

২। আমি তোকে তালাক দিলাম, তালাক দিলাম, তালাক দিলাম (তালাকের কথা তিন বার উচ্চারণ করে)।

৩। আজ দিলাম এক তালাক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি কাল বা ২/৪ দিন পর কিংবা এক মাস পর।

www.pathagar.com

তালাক গণ্য হওয়া শর্ত ঃ

১। স্বামীকে বুদ্ধিমান ও বয়স্ক হতে হবে। নাবালেগ, পাগল বা ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক মূল্যহীন।

২। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

৩। যে অসুস্থ ব্যক্তির হুঁস-জ্ঞান থাকে না তার তালাকেরও কোন মূল্য নেই। অসুস্থ ব্যক্তি হুঁস-জ্ঞান না হারালে সে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

তালাক দেয়া বাক্য

ইজাব-কবুলে যেমন অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ায় উহা সম্পন্ন হয় না, ঠিক তেমনি তালাকে যে বাক্য ব্যবহৃত হবে তাতেও অতীত বা বর্তমানের ক্রিয়া থাকতে হবে। যেমন আমি তোমাকে তালাক দিলাম বা তোমাকে তালাক দিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া দ্বারা কোন তালাক হয় না। যেমন যদি কেউ বলে যে, তোমাকে তালাক দিব, বা আগামী কাল তালাক দিব তাহলে কোন তালাক হবে না।

তালাক দেয়ার সুন্দর পদ্ধতি

তালাক দেয়ার পদ্ধতি মোট ৩ তিনটি ঃ দু'টি পদ্ধতি সুন্নাত এবং একটি পদ্ধতি বেদ'আত। এখানে সুন্নাতের অর্থ এই নয় যে, তালাক দিলে নবী (সা) খুশী হবেন এবং ছওয়াব হবে। বরং এখানে অর্থ রীতি। এই রীতিতে তালাক দিলে বিশুদ্ধ পন্থায় তালাক হয়ে যাবে এবং সে তালাকের জন্য স্বামীর কোন গোনাহ হবে না। আর যে পদ্ধতিটি সুন্নাতের বরখেলাফ অর্থাৎ বেদ'আত সে পদ্ধতি ভুল বলে সে তালাকের ফলে তালাক তো হবেই, সাথে সাথে ভুল পন্থা অনুসরণের জন্য তার ভীষণ গোনাহ হবে।

সুন্নাত পদ্ধতি

১। তালাকে আহ্‌ছান ঃ

স্ত্রী যখন হায়েজ মুক্ত থাকবে এবং তার সাথে সহবাস হয়নি এমন অবস্থায় তখন স্বামী মাত্র একটি তালাক (তালাকে রাজ'ঈ) দিবে এবং পরে স্ত্রীর সাথে কোন সহবাস করবে না। এভাবে একটি একটি করে তিন হায়েজ পর্যন্ত ইদ্দাতের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, আর গর্ভবতী থাকলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে। ইদ্দাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তালাকটি তালাকে বায়েন বলে গণ্য হবে। অতপর স্ত্রীর অন্য কোথাও বিবাহ না হয়ে থাকলে স্বামী তাকে পুনরায় নতুন করে বিবাহ পড়িয়ে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

www.pathagar.com

২। তালাকে হাছান ঃ

স্বামী স্ত্রীকে তার হায়েজ মুক্ত অবস্থায় প্রথম তালাক দিবে, এরপর হায়েজ হওয়ার পরে উহা বন্ধ হওয়ার পরে আবার দ্বিতীয় তালাক দিবে। আবার হায়েজ হয়ে তৃতীয় বার যখন হায়েজ মুক্ত থাকবে তখন তৃতীয় বার তালাক দিবে। এই হাছান তালাকের জন্যও শর্ত হলো স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত না হওয়া।

এভাবে তৃতীয় তালাক হয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রী স্বামীর জন্য পুরোপুরিই হারাম হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাহ্‌লীল ব্যতীত স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করা যায় না।

৩। তালাকে বেদ'আত ঃ

একবারেই দুই বা তিন তালাক দেয়াকে তালাকে বেদ'আত বলা হয়। এরূপ তালাকে স্ত্রীর হায়েজ মুক্ত বা হায়েজ যুক্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য দেয়া হয় না।

একবারে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয় না, বরং তিনটি তালাকই হয়ে যায়। আরবের উলামায়ে কেরামও ইহাই বলেন। তিন তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার কোন সুযোগ থাকে না। তবে পরবর্তীতে অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পরে তালাক প্রাপ্তা হলে ১ম স্বামী নতুন করে তাকে বিবাহ করতে পারে।

তালাকের আরো কতিপয় মাছায়েল ঃ

১. শর্তযুক্ত তালাক দিলে, শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত তালাক হয় না। যেমন স্বামী যদি বলে ঃ অমুকের সাথে কথা বললে তোর তালাক, তাহলে তার সাথে কথা বললেই তালাক হয়ে যাবে। তবে এই তালাক রাজ'ঈ বলে গণ্য হবে।

২. যে শর্ত পাওয়া অসম্ভব সে শর্তে তালাক দিলে কখনো তালাক হয় না, যেমন স্বামী বলল ঃ আসমান যদি দুনিয়ার উপর ভেংগে পড়ে তাহলে তোকে তালাক। এতে আদৌ তালাক হয় না।

৩. চিঠি যোগে কিংবা কোন ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে তালাক দেয়ার খবর পৌঁছালে তালাক হয়ে যাবে।

৪. স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিলে স্ত্রী ইচ্ছামত তালাক গ্রহণ করতে পারবে। একে তালাকে তাফবীয বলে।

৫. পিতার হুকুমে স্ত্রীকে তালাক দেয়া জরুরী নয়।

৬. তালাক দেয়ার জন্য কোন সাক্ষী রাখার প্রয়োজন নেই। স্বাক্ষী না রাখলেও তালাক হয়ে যাবে।–দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা তালাক ৭নং টীকা।

www.pathagar.com

৭. তালাক দেয়ার সময় স্ত্রীর উপস্থিত থাকা শর্ত নয়।

৮. স্বামী মোহরের বদলে তালাক দিলেও তালাক (বায়েন) হয়ে যাবে।

৯. নির্যাতনের মাধ্যমে জোর জবরদস্তি করে মুখ থেকে তালাকের শব্দ বলালে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি শুধু ঐ শব্দ লিখিয়ে নেয়, মুখ থেকে বলাতে না পারে, তাহলে তালাক হবে না।

১০. নেশাগ্রস্ত হয়ে বা ঘুমের বড়ি খেয়ে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

১১. ইদ্দাতের মেয়াদ মাত্র তিন হায়েজ। তালাক হওয়ার সময়ে স্ত্রী যে ঘরে থাকবে সেই ঘরেই তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু তালাকের সময়ে গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দাতের মেয়াদ চলবে।

১২. যার হায়েজ আসেনি কিংবা অধিক বয়স হওয়ার কারণে হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে তার ইদ্দত মাত্র তিন মাস।

১৩. যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়েছে তার ইদ্দাত ৪ মাস ১০ দিন, কিন্তু গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত।

১৪. কোন ঈমানদার নরনারী কারো মৃত্যুতে ৩ দিনের বেশী শোক করতে পারবে না। এরূপ করা হারাম। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করতে পারবে।

১৫. গর্ভপাত ঘটালে তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতীর ইদ্দাত শেষ হয়ে যায়।

১৬. বিবাহে কোন অবৈধ শর্ত আরোপ করা সম্পূর্ণরূপেই হারাম।

১৭. তালাকের পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার যখন কোন উপায় থাকে না তখন অন্য কোন পুরুষের সাথে স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ দেয়া যে, "আপনি তাকে অবিলম্বে তালাক দিবেন, তাহলেই আমি তাকে বিবাহ করতে পারব"—সম্পূর্ণরূপেই হারাম। হযরত বিশ্বনবী (সা) এই প্রকার কাজের জন্য ১ম স্বামী এবং দ্বিতীয় স্বামীকে অভিশাপ দিয়েছেন। এরা ভীষণ গোনাহগার হবে। (তবে ঐরূপ শর্তে বিবাহ করে স্ত্রীকে তালাক দিলে ১ম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে।)

এখানে স্মরণীয় ঃ

(ক) প্রথম স্বামীর তালাকের পর ইদ্দাতের মেয়াদ যথারীতি শেষ হওয়ার পরে ২য় স্বামী বিবাহ করবে।

(খ) দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের পরে ইদ্দাতের মেয়াদ যথারীতি শেষ হওয়ার পরেই ১ম স্বামী বিবাহ করতে পারবে।

www.pathagar.com

১৮. সন্তান পালনের অধিকার

চরিত্রহীন বা অন্য কোন আইনগত কারণে মা তার সন্তানের লালন পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিম্ন ব্যক্তিগণ পালনের অধিকারী হবেন ঃ

১। নানী
২। পরনানী
৩। দাদী
৪। আপন বোন
৫। সৎ বোন
৬। খালা
৭। ফুফী।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বিবরণ

স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কই একটি সুন্দর ও সুখী পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো নয় সে সংসার জাহান্নামের চাইতেও নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে যে সংসারে তাদের সম্পর্ক মধুর সে সংসারের সর্বত্রই বিরাজ করতে থাকে বেহেশতের অমিয় শান্তি।

আবার স্বামী-স্ত্রীর এই মধুময় সম্পর্কের মূলে শুধু মধুর আলাপন, চাকচিক্যময় পোশাকাদি, উত্তম পানাহার বা সুন্দর ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। সুখবর ও তৃপ্তিদায়ক যৌন সম্ভোগ তথা দৈহিক মিলনও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টিকে নফল বা ইচ্ছাধীন ব্যাপার মনে করার কোন অধিকার কোন স্বামীকে দেয়া হয়নি। প্রখ্যাত ও সম্মানীয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা) একবার ইবাদাত বন্দেগীর প্রতি এতদূর ঝুঁকে গিয়েছিলেন যে, স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত বিশ্বনবী (সা) বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত সাহাবীকে ডেকে এনে এই বলে সতর্ক করে দিলেন ঃ "তোমার স্ত্রীরও তোমার প্রতি হক রয়েছে।" স্বামী-স্ত্রীর এই মিলনের আকাংখা সম্পূর্ণরূপেই প্রাকৃতিক, আল্লাহ পাকই এই আকাংখা বা স্পৃহা দান করেছেন। এ থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায় নেই এবং মুক্তিলাভের চেষ্টা করাও গোনাহে কবীরা। কোন কোন ধর্মে এই স্পৃহাকে অপরাধ মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামে ইহাকে অপরাধ মনে করাও জঘন্য অপরাধ ; বরং উহাকে আল্লাহর অন্যতম দান বলে মনে করে উহার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ সুসন্তান কামনা করাকে বিশেষ নেকের কাজ বলে গণ্য করাকে ফরয বলা হয়েছে। এ কারণেই যারা বিবাহ করাকে অন্যায় মনে করে হযরত বিশ্বনবী (সা) তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে এরশাদ করেন ঃ

> "বিবাহ আমার সুন্নাত ; একে যারা অপছন্দ করবে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

মোটকথা মহৎ উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলনও একটি ইবাদাত। এই মিলন সংক্রান্ত প্রতিটি কথা ও কাজের জন্যেই আল্লাহ পাক অশেষ নেকী রেখে দিয়েছেন।

মিলনের নিয়ম

মুসলমানদের জীবনে এমন কোন কাজ নেই যেখানে শরীয়াতের কোন আইন বা নিয়ম নেই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কাজটিও এর বাইরে নয়। এবং

www.pathagar.com

বাইরে নয় বলেই জনৈক আনছার যখন মদীনায় বিবাহ করেন এবং বিবাহ অন্তে স্ত্রীর সাথে মিলনের স্পৃহা ব্যক্ত করেন তখন তার স্ত্রী তাকে এই বলে নিষেধ করেন যে, হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর নিকট থেকে মিলনের নিয়ম না জানা পর্যন্ত এ কার্যে তারা লিপ্ত হতে পারে না। বিষয়টি হযরত (সা)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে অহীর অপেক্ষায় থেকে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন। অতপর আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করার পরেই উহা অবগত হয়ে তারা যৌন কার্যে লিপ্ত হন।

বাসর ঘরে

হাদীস শরীফে আছে, বিবাহের পর যখন দুলহা তার গৃহে দুলহানকে আনবে তখন দুলহানের মাথার উপর হাত রেখে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে ফুঁক দিবে এবং তার পা ধুয়ে সেই পানি ঘরের ৪ কোণে ছিটিয়ে দিবে, এতে সমস্ত গৃহে ও সংসারে খায়র ও বরকত অবতীর্ণ হবে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস'আলুকা মিন্ খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবাল্‌তাহা আলাইহি, ওয়া 'আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা জাবাল্‌তাহা আলাইহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই দুলহানের শুভ কাজের প্রার্থনা করি এবং ঐ শুভ কাজের যা তুমি তার জন্যে নির্ধারিত করেছ। আর আমি তোমার নিকট এই দুলহানের অন্যায় কাজ থেকে ক্ষমা চাই এবং ঐ অন্যায় কাজ থেকে যা তুমি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছ।"

অতপর আল্লাহর নিকট তাদের ভবিষ্যত জীবন যাতে সুখময় হয় এবং তারা উভয়ে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করে তাকে রাজী-খুশী করে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারে তার জন্যে দোয়া করবে ; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম আহকাম নিজ নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কায়েম করার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও সংগ্রাম করতে পারে তার জন্যেও উভয়ে প্রার্থনা করবে।

এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে একাত্ম হয়ে সংসার সুখময় করার উদ্দেশ্যে স্বামীর সহযোগীনী ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাওয়ার উপদেশ দিবে।

www.pathagar.com

মিলন পর্বে

স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করবে তখন সর্বপ্রথমে উভয়ে অজু করবে। তারপর কোন গোপন স্থানে অন্যদের চোখের আড়ালে একখানি চাদর দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে নিবে। তারপর নিম্নের দোয়া পাঠ করবে। অতপর সহাস্য বদনে কার্য সম্পন্ন করবে। উভয়ের তৃপ্তির প্রতি উভয়ে লক্ষ্য রাখবে। একের তৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজের তৃপ্তির সাথে সাথে অন্যের প্রতি বিরাগ ভাব দেখানো আদৌ সমীচীন নয়। তবে এ জন্যে প্রয়োজন হল শৃংগার। যৌন তৃপ্তিলাভের পূর্বে চুম্বন এবং বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের পারস্পরিক স্পর্শ ও ধরা-ছোয়ার মাধ্যমে এই শৃংগার কার্যে অগ্রসর হতে হয়। প্রয়োজনীয় শৃংগারের অভাবে কোন কোন সময়ে স্বামীর চরম মুহূর্তটি আগে এসে গেলে তার তৃপ্তি হয়ে যাবে বটে। কিন্তু স্ত্রীর তৃপ্তি হবে না। এ কারণে একই সময়ে যাতে উভয়ের চরম মুহূর্ত আসে এবং তারা তৃপ্তি লাভ করতে পারে তার জন্যেই নানা কৌশলে শৃংগারের সাহায্য নিতে হয়। স্ত্রীর তৃপ্তি আগে হলে স্বামীকে তৃপ্তির সুযোগ হয়ত সে কষ্টকর হলেও দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর তৃপ্তি আগে হলে স্ত্রীর তৃপ্তি লাভ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়কে যথাপূর্বেই সতর্ক হয়ে নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে রতিক্রিয়ায় উভয়ের তৃপ্তিলাভ এক কঠিন ব্যাপার। যারা এই বিষয়টির গুরুত্ব না দিয়ে স্ত্রীকে খনিকের জন্যে ব্যবহার করেই রণে ক্ষান্ত দিয়ে বসেন বা নিজ তৃপ্তিলাভের সাথে সাথেই স্বামীকে ঠেলে ফেলে অন্য দিকে ফিরে থাকার চেষ্টা করেন তারা আসলেই নির্বোধ। তাদের ভবিষ্যত জীবন কখনো সুখময় হতে পারে না।

যৌন মিলন সম্মুখ-পশ্চাত যে কোন দিক থেকেই করা যায়। কিন্তু স্ত্রীর যৌনাংগ ব্যতীত অন্য কোন অংগে (যেমন গুহ্যদ্বারে) স্বামীর যৌনাংগ প্রবেশ করানো মহা অপরাধ—একদম হারাম।

মিলনের পূর্বে পাঠ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ও জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান (অর্থাৎ শয়তানের কুপ্ররোচনা) থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের জন্য যা বন্টন করেছ তা থেকে শয়তানকে দূরীভূত কর।"

www.pathagar.com

মহিলাদের জন্য বিশেষ উপদেশ

একটি আদর্শ জাতি ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা অপরিসীম। একটি সংসার ও সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। এ ছাড়া ইসলামী ও জাতীয় আদর্শে এক একটি শিশুকে সৎ, যোগ্য দ্বীনদার, পরহেজগার ও জিহাদী মানুষ রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাতা হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা পুরুষের চেয়ে অনেকাংশেই অধিক। মহিলাদের ভূমিকাকে সর্বাংগ সুন্দর করে তোলার জন্য নিম্ন বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্তই জরুরী।

১. জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বামীর অনুগত হয়ে তার সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তবে স্মরণ রাখবে, শরীয়াত মতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত বলতে আল্লাহ এবং রাসূল কর্তৃক যে কাজগুলো করার জন্য তাকে বলা হয়েছে তার একটিও অমান্য করা যাবে না। স্বামী যদি আল্লাহর হুকুম মানতে নিষেধ করে তা হলে স্বামীর হুকুম মানা যাবে না, আল্লাহর হুকুমই মানতে হবে। তবে স্বামীকে বুঝাবার চেষ্টা করা উচিত যাতে তার ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে সুপথে ফিরে আসে।

২. জীবনে স্বামীতো দূরের কথা কারো সাথেই কখনো মিথ্যা বলবে না। বানোয়াট করে বা রং চড়িয়ে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। কেননা মিথ্যা ধ্বংস আনে এবং মিথ্যা সকল পাপের মূল।

৩. পেছনে কারুর নিন্দা করবে না। একে বলা হয় 'গীবাত'। হযরত নবী (সা) বলেন, গীবাত ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন পাপ। আর এ নিন্দা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তাকে বলা হয় 'বোহতান'। বোহতানের গোনাহ আরো কঠিন।

৪. পর্দা রক্ষা করতে হবে। নিজ শরীরকে যাবতীয় পাপের কাজ থেকে রক্ষা করতে হবে। পর পুরুষে দেখতে পারে এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কি করা কর্তব্য সে সম্পর্কে যাবতীয় মাছলা-মাছায়েল জেনে তদনুযায়ী আমল করবে। হায়েজ-নিফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে গোছল করে পাক-ছাপ হয়ে নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত স্বামী সহবাস ইত্যাদি কার্য করতে থাকবে। রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে ৪০ দিন বা ১০ দিন পূর্ণ করার অপেক্ষায় থাকা গোনাহে কবীরা। হায়েজ অবস্থায় নামাযের সময়ে অযু করত নামাযের বিছানায় (অন্যদের চোখের আড়ালে) কিছু সময় তাওবা ইস্তেগফার করা উত্তম।

www.pathagar.com

৬. স্বামীর মত আপনজন আর কেউ নেই। স্বামীর সাথে যার সদ্ভাব থাকে তার মত সুখী ইহজগতে আর নেই। আর স্বামীর সাথে যার ভালোবাসা নেই তার মত দুঃখিনীও এই জগতে নেই। অতএব যে কোনভাবেই হোক, স্বামীর সাথে ভালোবাসা স্থায়ী করার জন্য চেষ্টা করবে।

৭. এমনভাবে চলতে হবে যাতে স্বামী কখনো অসন্তুষ্ট হতে না পারে। নিজের কোন ভুলক্রুটির জন্য হলে তো কথাই নেই ; এমনকি কোন ভুল বুঝাবুঝির জন্যেও যদি স্বামী অখুশী হয় তাহলে নিজের ভুল-ক্রুটি স্বীকার করে হোক, নতি স্বীকার করে হোক, মার্জনা চেয়ে হোক বা ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে হোক স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবেই।

৮. স্বামীর মনে আঘাত লাগে এমন কোন কথা বলবে না। স্বামীর পিতা-মাতা বা অন্য কোন গুরুজনের সমালোচনা করবে না। স্বামীকে অপমান করে, মনে দুঃখ দিয়ে বা তার কোন ভুলক্রুটি, অন্যায়-অপরাধ, দুঃখ-দুর্দশা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা বা অন্য কোন দুরবস্থার খোটা দিয়ে কখনো হেয় করবে না। এতে করে তার মন ভেঙ্গে যায়। আর মন ভাংগলে সে মনে কিন্তু আর জোড়া লাগে না। যে স্ত্রী তার স্বামীকে হেয় মনে করে, অপমানিত করে তার সাথে স্বামীর কোন ভালোবাসা থাকতে পারে না, জীবন তাদের দুঃখময় হবেই হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৯. স্বামীর ডাকা মাত্রই স্ত্রীকে হাজির হতে হবে এবং তার ইংগিত মাত্রই তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে হবে। শরীয়াত সম্মত ওজর থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র।

১০. স্বামী বাড়িতে থাকা সময়ে স্ত্রী তার বিনা হুকুমে নফল ইবাদাত-বন্দেগীও করবে না।

১১. স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের কোন মাল জিনিস টাকা-পয়সা ধার দিবে না বা দান-খয়রাত করবে না। অন্য কোথাও যাবে না। হাঁ, স্বামীর পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া থাকলে সে অনুযায়ী দান-খয়রাত করতে পারবে।

১২. স্বামীর কোন দোষক্রুটি বা তার ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা অন্যের নিকট জীবন গেলেও প্রকাশ করবে না। স্বামীর সুখে সুখীনী এবং স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হওয়ার জন্য সর্বদা তৈরী থাকবে।

১৩. স্বামী ধনী হলেও তার নিকট স্ত্রী কোন সখের জিনিস আনার জন্য চাপ দিবে না। তিনি যেভাবে রেখে খুশী থাকেন সেই ভাবেই থাকার চেষ্টা করবে।

১৪. নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন

www.pathagar.com

থাকলে শুধু যে নিজের দেহ ও মনের রোগ বৃদ্ধি পাবে তা-ই নয়, স্বামীর মনেও ঘৃণার সৃষ্টি হবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসায় ভাংগন ধরবে।

১৫. নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেও স্বামীর সাথে কখনো হঠকারিতা করবে না। জেদ করবে না, কখনো অহংকার দেখাবে না, কখনো বাদানুবাদে লিপ্ত হবে না, কখনো রাগ দেখাবে না, ধমকী বা হুমকি দিবে না।

১৬. স্বামীগৃহে খাওয়া-পরায় কোনরূপ কষ্ট হলে কিংবা স্বামীর কোন আলাপ-ব্যবহারে খারাপ মনে হলে অন্যদের নিকট তা কখনো প্রকাশ করবে না। স্ত্রীর জন্য স্বামী যা-ই আনুক তা হাসিমুখে গ্রহণ করবে। 'কি এনেছ? কোন্ চোখ দিয়ে দেখে এনেছ? কোন্ পছন্দে এনেছ? এটা আমি কিছুতেই নিব না'—ইত্যাদি বলে সমালোচনা করা ভীষণ অন্যায়। এতে করে পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়।

১৭. নাশোকরী বা অকৃজ্ঞতার কোন কথা বলবে না। 'তোমার বাড়িতে এসে কপাল পোড়ালাম, শান্তির মুখ দেখলাম না, পিতা বোকা বলেই এমন জাহান্নামের ভেতরে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন, ভালো একখানি শাড়ি বা ব্লাউজও কপালে জুটল না, একদিন একখানি ভালো মাছও কিসমতে হলো না'—ইত্যাদি বলে স্বামীকে কখনো কষ্ট দিবে না। আর এইরূপ নাশোকরী করে আল্লাহর রহমতের দরজা কখনো বন্ধ করবে না।

১৮. স্বামীর মন-মেজাজ বুঝে স্বামীর সাথে আলাপ-ব্যবহার করা কর্তব্য। যখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে তখন তার সাথে হাসিমুখে আলাপ করবে। কিন্তু যখন গম্ভীর ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে থাকবে তখন হাসিমুখে কথা না বলে সমবেদনা প্রকাশ করে নিজেও ব্যথিত হওয়ার ভাব প্রকাশ করে কথা বলার চেষ্টা করবে।

১৯. নিজের কোন দোষ-ত্রুটির জন্য স্বামী যদি কিছু বলে তাহলে ধৈর্যের সাথে মেনে নেবে। সেজন্য চুপচাপ গাল ফুলায়ে দূরে থাকবে না বা তার কথার জবাব দেবে না। বরং অনুনয় বিনয় করে নিজে দোষ স্বীকার করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

২০. স্বামীর সেবা করাকেই জীবনের পরম ধন বলে মনে করবে। ভালোবাসার আতিশয্যে স্বামী যদি স্ত্রীর গা বা হাত-পা টিপে দিতে চায় তাহলেও স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। তবে স্ত্রীর অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যদি কোন সেবা করতে চায় তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

২১. বিদেশ থেকে স্বামী বাড়িতে এলে প্রথমেই স্বামীকে বসতে দেয়া, জামা-কাপড় ও জুতা খুলতে সাহায্য করা, পাখার বাতাস করা, হাল-হাকিকত

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করা, ক্ষুধার্ত হলে অবিলম্বেই পানাহারের ব্যবস্থা করা এবং হাসিমুখে আলাপ করা কর্তব্য। 'আমার জন্য কি এনেছ ? আমার শাড়ি কৈ ? কত টাকা এনেছ ? মানি ব্যাগটা আমাকে দাও, তার ব্যাগে মাল জিনিস খোঁজ করতে শুরু করা—এ সব কাজ আদৌ সমীচীন নয়। এতে করে স্বামীর মন বিগড়ে যায় এবং ভালোবাসায় ফাটল ধরে।

২২. স্বামী যদি নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর হাতে টাকা পয়সা বা মানি ব্যাগ দেন তাহলে তা গ্রহণ করে যথারীতি হেফাযত করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য।

২৩. শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের খেদমত করা উচিত। তারা যাতে মনে কষ্ট না পান সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। তাদের সাথে কোন ঝগড়া-বিবাদ করা ভারী অন্যায়। নিজের সেবা-যত্ন ও মিষ্ট বাক্যালাপের মারফতে তাদেরকে খুশী করা অপরিহার্য কর্তব্য।

২৪. ঘরের মূল প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজ হাতে করাই উত্তম। এতে সংসার সুখের হয়। স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর মন সন্তুষ্ট হয়।

২৫. পিত্রালয়ে গিয়ে স্বামীর বাড়ির কোন দুর্নাম করা যাবে না। কিংবা পিত্রালয়ের কোন দোষ-ত্রুটির কথা শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী বা স্বামীগৃহের অন্য কারুর নিকট কখনো প্রকাশ করবে না।

২৬. স্ত্রীর থাকার স্থান বা ঘর-দরজা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি স্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের ও স্বামীগৃহের কাপড়-চোপড় সর্বদা পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করতে হবে। স্বামীর সাথে কোন মনোবিবাদ হলে রাগের বশে কস্মিনকালেও তা মাতা-পিতা বা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। তবে হাঁ, অবস্থা যদি চরমে পৌঁছে অর্থাৎ স্বামীর অত্যাচার-অবিচারের দরুন স্বামীগৃহে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে পিতামাতার নিকট যেটুকু না বললে চলে না কেবল ততটুকুই বলতে পারবে।

২৭. স্বামী নিকটে থাকতে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রী কখনো তাঁর সঙ্গ ছাড়া থাকবে না। অনেক স্থানে দেখা যায় স্বামীর ইচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী তার পিত্রালয়ে স্বামীর নিকটে যায় না অথবা স্ত্রীর পিতা-মাতা তাকে জামাতার নিকট যেতে দেয় না—এটা মারাত্মক অন্যায়।

২৮. স্বামীকে পরাস্ত করতে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং জেদ করে কখনো এমন কাজটি করতে যাবে না। গেলে নিজেকেই পরাস্ত হতে হবে। তবে হাঁ, নিজ ব্যবহার ও মধুর আলাপে যদি স্বামীকে বশ করতে পারা যায়, তাহলেই কার্যত স্বামী পরাস্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

২৯. অনেক স্ত্রী এমন রয়েছে যারা তাদের মূল্যবান অলংকার ও কাপড়-চোপড় বাক্সে পুরে রেখে দেয় এবং কোন বিয়ে বাড়ি, বাপের বাড়ি বা কোথাও বেড়াতে গেলে ঐ গহনা ও কাপড়-চোপড় পরে খুব সাজসজ্জা করে যায় ; অথচ স্বামীকে দেখাবার জন্য উহা কখনো পরিধান করে না। ইহা শরীয়াত মতে জঘন্য অপরাধ। স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ও রংঢং, মেকআপ—সব কিছুই কেবল স্বামীর উদ্দেশ্যে বৈধ। অন্যের জন্যে ঐরূপ করা সম্পূর্ণরূপেই হারাম। তবে হাঁ, নিজেদের মর্যাদা ও আভিজাত্য অনুযায়ী ভালো ও রুচি সম্মত কাপড় চোপড় পরে বেড়াতে যাওয়ায় কোন দোষ নেই।

৩০. স্বামী আলেম হলে তার মত সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কেউ নেই। কেননা আলেম স্বামীর সেবায় ছওয়াব পাওয়া যায় লাখো গুণ বেশী।

৩১. স্বামী অমূল্য ধন। পাগল হোক, মূর্খ হোক, বোকা বা নির্বোধ হোক, অন্ধ হোক, বিকলাঙ্গ বা বধির হোক—স্বামীর ন্যায় কেউই নেই। সে স্ত্রীর নিকট আকাশের চন্দ্র তুল্য। তার সেবার মধ্যেই স্ত্রীর জান্নাত।

৩২. স্ত্রীলোকেরা নামাযের প্রতি সাধারণত অমনোযোগী হয়ে থাকে। ইহা মারাত্মক পাপ। ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করা কর্তব্য।

৩৩. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের অনেকে অলসতা দেখায়। ইহা জঘন্য অপরাধ। পেশাব-পায়খানার পরে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার তো করবেই, অধিকন্তু হাত ভালোরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। কেননা কোন খাদ্যদ্রব্যই তাদের হাতের স্পর্শ ছাড়া তৈরী হয় না।

৩৪. তাদের কারো কারো পেটে কথা যেন হজম হতেই চায় না। যে কথা গোপনীয়, যা বলা অন্যায় সে কথাও তারা গল্প গল্পে বলে ফেলে। এরূপ অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

৩৫. স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ কেউ কথায় কথায় অভিশাপ দেয়। ইহা মারাত্মক পাপ। এছাড়া অতিরিক্ত রাগ হলেই আল্লাহ পাককেও তারা তিরস্কার করে বলতে থাকে ঃ "আল্লাহ, তুই কি চোখে দেখিস না, কেন তুই আমাকে বিপদে ফেলিস ? তুই আমার ছেলেটাকে কেন নিয়ে গেলি ? এত কষ্ট তুই আমাকে কেন দিস ? আমাকে তুই কেন নিয়ে যাস না ?—এরূপ বলা গোনাহে কবীরা। এ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে, কোন কোন সময় আল্লাহর দরবার এমনভাবে খোলা থাকে যে, বান্দার যে কোন কথাই কবুল হয়ে যায়। তাই অন্তর থেকে না হলেও কেবল মুখে মুখে কোন বদদোয়া করবে না। হযরত থানভী (র) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, একজন মা বিরক্ত হয়ে তার শিশু পুত্রকে

www.pathagar.com

বলেছিল ঃ তোর হাত পা লেগে যাক। সংগে সংগেই ছেলেটির হাত পা লেগে গেল, আর ভালো হল না।

৩৬. স্ত্রী গর্ভবতী হলে মনে রাখতে হবে যে, গর্ভস্থ সন্তানের শরীর যেমন মায়ের রক্তে বড় হতে থাকে, তেমনি মায়ের মন-মানসিকতা ও আমল আখলাক দ্বারা সন্তানের মন-মানসিকতা ও স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। কাজেই সবদিক থেকে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও আদর্শ চরিত্রের একটি নেক সন্তান লাভ করার জন্য স্ত্রীকে সুন্দরভাবে চলতে হবে। একদিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং অন্য দিকে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন ; নবী রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, সাহাবীয়া ও আউলিয়াদের জীবনী, দ্বীনী বই পুস্তক পাঠ, যিকর-আযকার ইত্যাদি করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, তাকে এ সময়ে মনোরম ও সুসজ্জিত গৃহে বসবাস করতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে কালাতিপাত করতে হবে।

৩৭. সন্তান হলে স্ত্রীর কর্তব্য হবে, তাকে নিজের স্তন্য দিয়ে সর্বপ্রকার স্নেহযত্নে গড়ে তোলা এবং বড় হওয়ার সাথে আদব ও শালীনতা শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হওয়ার পথ রচনা করা।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

১

নেককার স্ত্রী সর্বোত্তম সম্পদ ঃ

"কোন মোমেনের জন্য তাকওয়ার পরে নেককার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম সম্পদ আর নেই। নেক স্ত্রীর লক্ষণ হল ঃ (১) যখন তাকে কোন নির্দেশ দেয়া হয় তখন সে তা পালন করে, (২) স্বামী যখন তার মুখের দিকে তাকায় তখন সে স্বামীকে আনন্দ দান করে, (৩) যদি তাকে কোন কসম দেয়া হয়, তখন সে তা পূরা করে, (৪) যদি স্বামী কখনো বিদেশে যায় তখন সে নিজের সতিত্ব ও স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে।"—(ইবনে মাজা)

২

জান্নাতবাসিনী স্ত্রীর পরিচয়

"যে স্ত্রী স্বামীকে (মন-প্রাণ দিয়ে) ভালোবাসে সে জান্নাতবাসিনী হবে।"

"স্বামী রাগান্বিত হলে সে স্ত্রী স্বামীকে বলে ঃ যতক্ষণ আপনি সন্তুষ্ট না হবেন, ততক্ষণ আমি দূরে যাব না ; এই আমার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখলাম—সে স্ত্রীলোক জান্নাতবাসিনী হবে।"

"যে স্বামী তার স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করে সে জান্নাতবাসী হবে।"

www.pathagar.com

সন্তানের হক

হযরত বিশ্ব নবী (সা)-এর নির্দেশ মতে পিতা-মাতার উপর সন্তানের ৭টি হক রয়েছে। উহা নিম্নরূপ ঃ

১৷ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগেই কন্যা সন্তান হলে ডান কানের কাছে একামাত এবং বাম কানের কাছে আযানের শব্দগুলো পাঠ করতে হবে। আর পুত্র সন্তান হলে ডান কানের কাছে আযানের এবং বাম কানের কাছে একামাতের শব্দগুলো পাঠ করবে। এর ফলে ইনশাআল্লাহ ঐ সন্তান কোন দিন ঈমানহারা হবে না এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও হযরত নবী (সা)-এর প্রিয় উম্মাত হয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

২৷ সন্তানের এমন একটি নাম রাখবে যাতে তাকে আল্লাহর বান্দা বা নবীর উম্মাত বলে ধারণা করা যায়। যেমন আবদুল্লাহ, আবদুর রাহমান, নেছার আহমাদ ইত্যাদি। এ ছাড়া যে শব্দ দ্বারা ইসলামের সাথে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা যায় সে শব্দ দ্বারা নাম রাখাও সুন্নাত, যেমন মুহাম্মাদ ঈসা, মুহাম্মাদ হারূন, দ্বীন মুহাম্মাদ ইত্যাদি।

৩৷ পিতার সচ্ছলতা থাকা শর্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৭ম, ৯ম, ১১শ ইত্যাদি বেজোড় তারিখে আকীকা করা নফল। পুত্র-কন্যা যাই হোক, এক বা একাধিক ছাগল জবেহ করে আকীকা করা যায়। যে দিন আকীকা করা হবে সেদিন সন্তানের মাথা মুণ্ডাবে তার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা, রূপা বা টাকা-পয়সা ছদকা করা উত্তম।

৪৷ পুত্র সন্তান একটু বড় হলে খাৎনা করানো সুন্নাত।

৫৷ পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকল সন্তানকে ইসলামী আকীদা মোতাবেক ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ করাতে হবে এবং শরীয়াতের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে যাতে করে তারা ফরয, ওয়াজেব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোযা, পাক-পবিত্রতা ও হালাল-হারাম বিষয়ে প্রাথমিক কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করতে পারে।

৬৷ উপযুক্ত বয়স হলেই দ্বীনদারী, আখলাক, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার সমতা তথা কুফুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্তানের বিবাহ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করা আদৌ সমীচীন নয়।

৭৷ সন্তানের লালন পালনের জন্য পানাহার, কাপড়-চোপড় এবং থাকার সুবন্দোবস্ত করার দায়িত্ব পিতা-মাতাকেই গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে স্মরণীয় ঃ

ইসলামী চিন্তাধারার অনুসারী যে কোন নামই সুন্দর। আমাদের দেশে ইসলাম বিরোধী অর্থ প্রকাশিত না হলে যে কোন আরবী-পারসী নামকেই ইসলামী মনে করা হয়। এরূপ নাম রাখা নাজায়েয নয়।

তবে ইসলামের আনুগত্যের কোন অর্থ প্রকাশিত না হলে বাংলা বা (আরবী-পারসী ব্যতীত) অন্য ভাষার শব্দ যোগে নাম না রাখাই শ্রেয়। তবে ইসলাম বিরোধী বা শিরক প্রকাশ পায় এমন যেকোন নাম (চাই উহা আরবী, পারসী, বাংলা বা যে কোন ভাষার শব্দ হোক না কেন) রাখা গোনাহ্ কবীরা, যেমন আবদুন নবী, আবুশ শায়তান, মানাত, ফেরাউন ইত্যাদি।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

কন্যাসন্তান পালনের পুরস্কার ঃ

"যদি কাউকে কন্যাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়, আর যদি সে আনন্দের সাথে কন্যাদের লালন-পালন করে এবং তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে তবে কন্যাগণ সে ব্যক্তির ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে।"—(বুখারী ও মুসলিম)

(২)

জান্নাতে নবী (সা)-এর সাথে অবস্থান ঃ

"যে ব্যক্তি দুই অথবা তিন কন্যা কিংবা দুই বোনকে বালেগা হওয়া বা মৃত্যু পর্যন্ত ভরণপোষণ দিয়ে লালন-পালন করে, জান্নাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি ও আমি (নবী) হাতের অংগুলির ন্যায় একত্রে অবস্থান করব।"

—(ইবনে হাব্বান)

(৩)

ছেলে-মেয়ে পালনের বিস্ময়কর পুরস্কার ঃ

"হযরত (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম জান্নাতের দুয়ার আমি খুলব। তখন একজন স্ত্রীলোক আমার আগে আগে যেতে থাকবে। আমি প্রশ্ন করব ঃ তুমি কে ? সে জবাব দেবে ঃ আমি জনৈকা বিধবা, পুত্র কন্যাকে লালন-পালন করার জন্য আমি নিজের মনকে সংযত রেখেছিলাম এবং পুনরায় বিবাহ করিনি।"—(আবু ইয়া'লা)

www.pathagar.com

পিতা-মাতার হক

সন্তান-সন্ততিগণ একদিকে বড় হতে থাকে এবং অন্য দিকে মাতা-পিতাও বৃদ্ধ এবং সকল দিক দিয়ে দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম হয়ে পড়তে থাকে। তারা নিজেদের আরাম-আয়েশের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না দিয়ে সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও আরাম-আয়েশের জন্য নিজেদের অর্জিত ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতে থাকে। এমনকি প্রয়োজন হলে সম্রাট বাবুরের মত নিজেদের হায়াত দান করে কিংবা মৃত্যু বা শাহাদাত বরণ করেও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং সন্তান যখন আর্থিক সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তি সামর্থের দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে উঠে তখন তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় মাতা-পিতার সেবা ও খেদমত করা। মাতা-পিতার যাতে করে বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ কষ্ট না হয় বরং সর্বতোভাবে তারা খুশী হন সে জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। এমনকি পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে আল্লাহকে খুশী করে জান্নাতী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করে নিতে হবে। পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও যাতে করে সন্তানের নেক আমলের মাধ্যমে ছওয়াব পেতে পারে তারও জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে সন্তানের কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১॥ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ঃ

আল্লাহ পাক পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করাকে ফরয করে দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ

لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

আল্লাহ পাক আরো বলেন ঃ

"পিতা-মাতার একজন অথবা দুইজনই যদি তোমাদের নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে (তাদের উপর বিরক্ত হয়ে) তাদের নিকট 'উহ' শব্দটিও করো না, তাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলো না এবং তাদের সাথে ভক্তি শ্রদ্ধা ও নম্রতার সাথে কথা বলো। আর তাদের উদ্দেশ্যে নিজেকে মিটিয়ে দিয়ে দয়া ও খেদমতের পাখা বিস্তার করে দাও। তোমরা বল ঃ "হে পরোয়ারদেগার ঃ আমাদের শৈশবে তারা যেমন কষ্ট করে আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, তুমি তেমনি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।"

www.pathagar.com

২॥ পিতা-মাতার আনুগত্য ঃ

পিতা-মাতার হুকুম মান্য করা ফরয। তাদের একটি কথাও অমান্য করা যাবে না। হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَا شَاءَ اِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ـ

–"পিতা-মাতার নাফরমানির পাপ ব্যতীত সকল পাপই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন মাফ করে দেন। পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করলে তার শাস্তি আল্লাহ পাক মৃত্যুর পূর্বেই এই জীবনে দান করে থাকেন।"

নবী (সা) আরো বলেন ঃ

"তোমরা পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করো না—যদিও তারা তোমাকে তোমার ঘর-সংসার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে যেতে বলে।"

একবার জনৈক সাহাবী এসে প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের উপর পিতা-মাতার হক কি পরিমাণ ? উত্তরে নবী (সা) বললেন ঃ

"তারাই তোমাদের জান্নাত, তারাই তোমাদের জাহান্নাম। (অর্থাৎ তাদের খুশী-অখুশীর উপরই তোমাদের জান্নাতে বা জাহান্নামে যাওয়া নির্ভর করে।)"

তবে মনে রাখতে হবে যে, পিতা-মাতা যদি শরীয়াতবিরোধী কোন হুকুম দেয় তাহলে উহা মান্য করা যাবে না। হযরত নবী (সা) বলেন ঃ

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

–"স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সৃষ্ট জীবের (পিতা-মাতা, অলী, নবী, গাওছ-কুতুব, উস্তাদ, পীর প্রভৃতির) হুকুম মান্য করা যাবে না।"

৩॥ পিতা-মাতার জন্য দোয়া ঃ

পিতা-মাতা জীবিত থাকুক কিংবা মৃত্যু মুখে পতিত হোক, তারা দুনিয়াতে বেঁচে থাকুক বা না থাকুক তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করা সন্তান-সন্ততির জন্য ফরয। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

–"আর বল ঃ প্রভু হে, তুমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমন তারা শৈশবে আমাকে (কষ্টের পর কষ্ট করে) লালন-পালন করেছেন।"

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

www.pathagar.com

এক নজরে সন্তানের কর্তব্য

১। ক্ষুধায় পিতা-মাতাকে আহার দিবে,

২। বস্ত্রের প্রয়োজনে বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে,

৩। সম্মান ও আদবের সাথে সেবা শুশ্রূষা করবে,

৪। যে কোন ব্যাপারে ডাক দিলে সাথে সাথেই সাড়া দিবে এবং তাদের কাছে উপস্থিত হবে,

৫। পিতা-মাতার হুকুম সবার আগে পালন করবে.

৬। শরীয়াতের বরখেলাফ কোন রূঢ় বা কর্কশ বাক্য ব্যবহার করবে না,

৭। অশ্লীল, লজ্জাকর কোন বাক্য তাদের সামনে উচ্চারণ করবে না,

৮। নাম ধরে ডাকবে না। খারাপ বা তাচ্ছিল্য কোন শব্দে (যেমন বুড়ো, বুড়ি, হাওলাদারের পো, চৌধুরীর বেটা, সরদারের মেয়ে, মল্লিকের ঝি, ইত্যাদি) ডাকা যাবে না।

৯। পথ চলার সময়ে তাদের পেছনে পেছনে চলবে।

১০। অমুসলমান হলে কিংবা নাস্তিক হলে দরদ ভরা কণ্ঠে মিষ্ট স্বরে বুঝায়ে তাদেরকে সৎপথে আনার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

শিশু পালন ও আদব শিক্ষাদান

শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত। সুষ্ঠু লালন-পালন ও আদব-কায়দা শিখিয়ে ওদেরকে গড়ে তুলতে হয়। বস্তুত এই কারণেই আল্লাহ পাক পিতা-মাতার অন্তরে এমন স্নেহ-মমতা দান করেছেন যার কোন তুলনা দুনিয়াতে নেই। নিজেদের আরাম-আয়েশ বর্জন করাও দূরের কথা নিজের জীবন দিয়েও তারা শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তবে মনে রাখতে হবে, স্নেহই বড় কথা নয়। খানা-পিনা দিয়ে শিশুকে বড় করে তোলাই একমাত্র কাম্য নয়, বরং তাকে চরিত্রবান, শিষ্টাচার সম্পন্ন ও আমাদের দ্বীন ও ঈমান তথা ইসলামী আদর্শে সর্বাংগ সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের মহান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্ন বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ঃ

১. দুধপানের মেয়াদের মধ্যে কোন দুশ্চরিত্রা নারীর দুধপান করানো যাবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে শিশুর মা যদি এমন হয় তাহলে চরিত্রবতী অন্য কোন নারীর দুধপান করানো উচিত। তাছাড়া অন্য কোন লোকের সামনে দুধপান করানো ঠিক নয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে দুধপান করানো স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

২. শিশুকে আড়াল থেকে ভয় দেখানো কিংবা হঠাৎ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য খুব জোরে কোন ধমকি বা শব্দ করা শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে শিশুর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে, সে ভীতু স্বভাবের হয়ে যাবে। এমনকি স্বাস্থ্যও খারাপ হবে।

৩. শিশু যখন কথা বলতে শুরু করবে তখন প্রথম প্রথম তাকে আল্লাহর নাম, বিসমিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং বিভিন্ন ইসলামী শব্দ, যেমন রাসূল, নবী, কুরআন, কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, কেয়ামত ইত্যাদি বলতে শেখাবে।

৪. শিশু যখন প্রশ্ন করতে শিখবে তখন ইসলামী ধাঁচে তার জবাব দিবে, যেমন শিশু চাঁদ দেখে প্রশ্ন করলো ঃ ওটা গোল কেন? তার উত্তর হবে ঃ আল্লাহ ওটাকে গোল করে সৃষ্টি করেছেন তাই ওটা গোল।

৫. ইসলাম বিগর্হিত কোন কাজ শিশুর সামনে যাতে না করা হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। উলংগ, অশ্লীল বা বাজে ছবি গৃহে রাখা যাবে না। ইসলাম বিরোধী সংগীত শোনা যায় এমন কোন যন্ত্র ঘরে রাখা উচিত হবে না ; নাচগান বা বেহায়াপনা পূর্ণ ছবি দেখা যায় এমন কোন টি. ভি. রাখা যাবে না। মোটকথা সুপরিবেশ দিয়েই শিশুকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে

www.pathagar.com

হবে। কুপরিবেশে শিশুকে লালন পালন করে সুফলের আশা করা পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়।

৬. শিশুর হাতে অন্যকে খাবার বা দেয়ার মত জিনিস দেয়াবার অভ্যাস করাতে হবে। এতে শিশুর দানশীলতার গুণ সৃষ্টি হবে।

৭. শিশুকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। নইলে সে হবে নোংরা, স্বভাবও হবে তার খারাপ। পরিষ্কার থাকলে তার দেহ ও মন দুই হবে পরিচ্ছন্ন। মন হবে উদার, সকল কাজেই সে হবে দারুন উৎসাহী, ভদ্রতা ও মার্জিত রুচিবোধ হবে তার চরিত্রের ভূষণ।

৮. শিশুকে আবার বিনা প্রয়োজনে অধিক সাজ-সজ্জার জন্য উৎসাহিত করা যাবে না ; কেননা তাতে সে বিলাসিতার পথে চালিত হয়ে কর্মবিমুখ ও অলস হয়ে উঠবে। শিশুর মাথার চুল লম্বা রাখতে দিবে না। মেয়ে সাবালিকা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অধিক অলংকারাদি পরানো ঠিক নয়। কেননা তাতে করে চোর-ডাকাত বা জীন-পরীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

৯. শিশুর অতিরিক্ত জেদ কখনো পূরণ করতে নেই। কেননা তাতে করে ক্রমে ক্রমে তারা ভীষণ জেদী হয়ে পড়ে। তখন তাদের আদব শিক্ষা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। চিৎকার করে খুব জোরে বা বেঢংগা আওয়াজে কথা বলার সুযোগ দেয়া যাবে না।

১০. দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট ছেলেমেয়েদের সাথে শিশুকে মিশতে দেয়া যাবে না। যাদের লেবাস-পোশাক, চাল-চলন, কাটছাট, কথাবার্তায় ইসলামের কোন ছাপ নেই কিংবা যারা ইতর শ্রেণীর বা অভদ্র প্রকৃতির তাদের সান্নিধ্য থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। বিনা অনুমতিতে শিশু যাতে অন্যের বাড়িতে বা বাইরে কোথাও অবস্থান করতে না পারে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১. শিশুরা যাতে অধিক পানাহারে লিপ্ত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বেশী পানাহারের অভ্যাসে শিশু হয় পেটুক, বেহিসেবী ও অমিতব্যয়ী। একাধিক শিশু যখন খেতে বসবে তখন খাদ্যের ভালো ভালো টুকরা যাতে নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো ভালো এবং এরূপ শিশুর আল্লাহর অধিক প্রিয় তা বুঝাতে হবে ও সেইভাবে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। বেশী পানাহারকারীর কুৎসা বর্ণনা করাও উত্তম এবং পাকস্থলীর ৩ ভাগের ১ ভাগ খালি রেখে খেলে নবীর প্রিয় হওয়া যায়—এমন উপদেশ দেয়া শ্রেয়।

www.pathagar.com

১২. অন্য লোকেরা যেখানে আহার করতে থাকে সেখানে শিশুরা যাতে না যায়, কিংবা ঘটনাক্রমে সেখানে গেলে যাতে এক দণ্ডও না দাঁড়ায় সেজন্য শিশুদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। এমনকি কেউ যখন কিছু আহার করতে থাকে তখন তার মুখের দিকে যাতে না তাকায় সেজন্য উপদেশ দিতে হবে।

১৩. অন্য লোককে খারাপ জানা, অন্যের কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, অন্যকে খারাপ শব্দে গালি দেয়া, রাগ হওয়া, পরের জিনিসে লোভ করা, নিজের বাহাদুরী বা বড়ত্ব প্রকাশ করা, অতিরিক্ত হাসা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা, কাউকে ধোঁকা দেয়া—এই সকল কাজ যে শিশুদের জন্য শোভনীয় নয়, এগুলো করলে যে লোকে তাদেরকে খারাপ জানবে এইরূপ উপদেশ দিতে হবে। এরূপ নানাবিধ উপদেশ যদি বিফল হয়ে যায় তাহলে প্রথমে ধমকীর সূরে, পরে মৃদু শাসনে এবং দরকার বোধে কঠোরভাবে শাসন করে শিশুদেরকে ভালো কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

১৪. অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের দ্বারা কোন ঘটনা হয়ে গেলে সে জন্য অনুতাপ করতে শেখাবে এবং ভবিষ্যতে যাতে করে ঐরূপ না ঘটে সেজন্য উপদেশ দিবে। ঘরের কোন মাল-জিনিস তাদের হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেংগে গেলেও সেজন্য তাদেরকে মারধর বা গালমন্দ করবে না, বরং ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে চলার উপদেশ দেবে।

১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জিনিস ভাংগলে, কারো সাথে ঝগড়া করলে, কাউকে মারপিট করলে তার সুবিচার করবে এবং দরকার মত দণ্ডের ব্যবস্থা করবে এবং উপদেশ দিতে ভুল করবে না।

১৬. সন্ধ্যার পরেই বা রাতে খাওয়া মাত্রই শুতে যাওয়ার বদ অভ্যাস বা অধিক রাত পর্যন্ত এটা ওটা করে সময় নষ্ট করার সুযোগ দেয়া যাবে না। পড়াশুনা ও নামাযের পরে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। ফজরের আযানের সংগে সংগে উঠে যাবে। সময়মত হাত মুখ ধুয়ে অর্থাৎ অজু ও পাক হয়ে প্রথমে নামায, তারপরে পড়াশুনার অভ্যাস করাবে এবং বিকেলে পড়াশুনা শেষে যথা সময়ে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের জন্য উৎসাহিত করবে।

১৭. ৭/৮ বছর বয়স হলে শরীয়াতের প্রাথমিক হুকুম আহকাম, কালেমা, পাক-পবিত্রতা, অজু-গোসল সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় দোয়া কালাম এবং নামায শিক্ষা দিবে। এজন্য বিচক্ষণ ও চরিত্রবান শিক্ষকের বা শিক্ষিকার সহায়তা নিবে। কুরআন পাক শুদ্ধরূপে পড়ার অভ্যাস করাবে। নামায রোযার অভ্যাসের জন্য দরকার মত কঠোরভাবে শাসন করতে হবে।

www.pathagar.com

পৃথকভাবে মেয়েদের ও ছেলেদের মক্তবে বা মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েদের পাঠানোই সবচেয়ে উত্তম।

১৮. মাঝে মাঝে শিশুদের নিকট নবী রাসূল এবং মহাপুরুষদের জীবন চরিত থেকে শিশুদের উপযোগী করে নানা ঘটনা শোনাবার ব্যবস্থা করবে। সময় সময় শিক্ষামূলক গল্প ও কিচ্ছা-কাহিনীও শোনাবে।

১৯. গান, বাদ্য, নাচ, নাটক, থিয়েটার, যাত্রা, মেলা, আতশবাজী ইত্যাদি ধরনের আসরে শিশুদেরকে কখনো যেতে দিবে না।

২০. শিশুরা যাতে নিজেদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে পারে, জুতা-স্যান্ডেল ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন ও কালি করতে পারে, হাত-পায়ের নখ কেটে পরিষ্কার রাখতে পারে এবং নিজেরাই সাবান ব্যবহার করে দেহকে ছাপ রাখতে পারে তা ধীরে ধীরে শেখাতে হবে।

২১. হঠাৎ করে কাপড়-চোপড়ের কোন অংশ ছিড়ে গেলে, কোন বুতাম খসে গেলে বা কোন সেলাই ছিড়ে গেলে যাতে করে নিজেরাই সেলাই করে নিতে পারে তা শিশুদেরকে শিখিয়ে দেয়া উত্তম। এতে করে তারা স্বাবলম্বী হতে শিখবে। তাদের শ্রমের মর্যাদা জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে।

২২. শিশুকন্যাদেরকে পর্দায় থাকার অভ্যাস করাতে হবে। পাক ও সেলাই কর্মও ধীরে ধীরে শেখাতে হবে।

২৩. মুরব্বী বা মাতাপিতার অগোচরে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে দেবে না। কচিৎ করে ফেললে সেজন্য যথারীতি শাসন করতে হবে।

২৪. শিশুরা যাতে একগুঁয়েমী করতে না পারে, সেজন্য প্রথমে উপদেশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে দরকার মত যথারীতি শাসন করতে হবে। খুব চঞ্চলতা কিংবা খুব ধীরতা—এর কোনটাই ভালো নয়। খুব দ্রুত কথা বলাও উচিত নয়। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব কাজে মধ্যম পন্থা গ্রহণের জন্য শিশুদেরকে উপদেশ দিতে হবে এবং ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

২৫. সমবয়সীদের সাথে ভালো ব্যবহার, বড়দের সাথে আদবের সহিত কথা বলতে শেখাতে হবে। কারো সাথে দেখা হলে এমনকি পিতা-মাতা এবং বড় ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই সালাম দেয়ার অভ্যাস করাতে হবে। বড়দের সামনে জোরে বা চেচিয়ে যাতে কথা না বলে ; তাদের সামনে বা মজলিসের মাঝে কোন জায়গায় নাক ঝাড়া বা থুথু ফেলা ভারী অন্যায়—এ বিষয়ে শিশুদেরকে সতর্ক থাকার

www.pathagar.com

অভ্যাস করাতে হবে। মজলিস অনুপাতে কাপড়-চোপড় ব্যবহার করার অভ্যাস শিশুদের করাতে হবে। নোংরা, ছেড়া বা বেঢংগাভাবে কাপড়-চোপড় পরে বের হওয়া বা চলাফেরা করা ঠিক নয়—একথা তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করার অভ্যাস করাতে হবে।

২৬. মসজিদে বসে এদিক-ওদিক তাকানো, ঘন ঘন ওঠা-বসা, বেশী কথা বলা, আংগুল ফুটানো, পেছনের কাতার বাদ দিয়ে সামনের কোন কাতারে দাঁড়ানো ভারী অন্যায়, এসব বিষয়ে শিশুদের বুঝাতে হবে এবং সুন্দরভাবে চলাফেরার উপদেশ দিতে হবে।

২৭. মাঝে মাঝে শিশুদের কিছু পয়সা দেয়া উচিত যাতে তারা খুশী মত দান এবং জরুরী কাজে ও টিফিন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় করতে পারে। ব্যয় কিভাবে করবে তার উপদেশ দিতে হবে এবং কিছু কিছু সঞ্চয় করার অভ্যাসও করাতে হবে।

২৮. নিজেদের বইপুস্তক, মাল-জিনিস ও কাপড়-চোপড় যাতে তাকে, আলনায় ও নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখে তার জন্য উপদেশ দিতে হবে এবং অভ্যাস করাতে হবে।

২৯. শিশুরা যাতে করে ভিক্ষুক, দরিদ্র, রুগ্ন, অন্ধ, খোড়া ও বিকলাংগ লোকদের প্রতি সদয় হয়, সহানুভূতিশীল হয় এবং সম্ভবমত দান ও সেবা করতে উদ্যোগী হয় তার জন্য উপদেশ দিতে হবে এবং সেবা পরায়ণ করে তুলতে হবে। সকল মানুষ সমান, সবাই ভাই ভাই—এই মনোভাব সৃষ্টি করে মানুষকে ভালোবাসার জন্য তৎপর করে তুলতে হবে। সমস্ত ঈমানদার ভাই ভাই—এই মানসিকতায় শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

৩০. কোন পশু-পাখীকে কষ্ট দেয়া ভারী অন্যায়—এই মনোভাব সৃষ্টি করতে বিড়ালের বাচ্চা, পাখীর ছানা, ফড়িং, ব্যাং ইত্যাদি প্রাণীকে কখনো মারা যাবে না, কষ্টও দেয়া যাবে না—এই উপদেশ তাদেরকে দিতে হবে।

www.pathagar.com

আকীকার বিবরণ

সন্তান আল্লাহ পাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। পিতা-মাতার গৃহকে আলোকিত করে মায়ের কোলে যখন একটি সন্তান আগমন করে তখন সকলের মনই আনন্দে ভরে যায়। কিন্তু এই যে নতুন অতিথি সকলের মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিল তার জন্য আল্লাহ প্রথমেই চান ; তার স্নেহশীল পিতা তার এক কানে আযান এবং আরেক কানে একামাতের ঘোষণা দিয়ে তার নবযাত্রাকে পূতপবিত্র করে তুলুক, তারপরেই চান সে-ও যে তার ঔরসজাত সন্তান তারই স্বীকৃতি স্বরূপ সম্পন্ন করুক একটি আকীকা অনুষ্ঠান। এবং তিনি আরো চান সে-ও যে আল্লাহর পথের পথিক তারই পরিচয় বহনকারী একটি সুন্দর নামেও তাকে ভূষিত করা হোক।

বস্তুত এ কারণেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর গোছল করায়ে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে পুত্র হলে ডান কানের নিকট আযান এবং বাম কানের নিকট একামাতের এবং কন্যা হলে ডান কানের নিকট একামাত এবং বাম কানের নিকট আযানের শব্দগুলো আস্তে আস্তে উচ্চারণ করতে হয়। অতপর মাথার চুল ও হাত পায়ের নখ কেটে মাটির নিচে পুঁতে রাখবে এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপার যে মূল্য হয় তা দরিদ্রদের দান করবে। এই উভয় কাজই মোস্তাহাব। তারপর আল্লাহ কিংবা রাসূল (সা)-এর নামের সাথে সম্পর্ক রেখে একটি সুন্দর নাম রাখতে হয়। তবে যে নামই রাখা হোক না কেন তার সাথে হযরত নবী (সা)-এর নাম যুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, হে মুহাম্মাদ, আপনার নামের সাথে যার নামের সম্পর্ক থাকবে আমি কখনো তাকে জাহান্নামে জ্বালাবো না।" নাম রাখার পর, ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৭ই, ১৪ই, ২১শে কিংবা সুবিধা অনুযায়ী তদূর্ধ কোন (বেজোড়) তারিখে সন্তানের জন্য এক বা একাধিক ছাগল দ্বারা আকীকা করতে হয়। আকীকা করা মোস্তাহাব। দরিদ্রতার কারণে কেউ করতে সমর্থ না হলে কোন ক্ষতি নেই।

আকীকার মাসায়েল

যে পশু কুরবানীর উপযুক্ত তা-ই আকীকার উপযুক্ত। আকীকার গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ গরীব-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। উহার চামড়া নিজেদের কোন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ছদকাও করা যায়। আকীকার গোশত সবাই খেতে পারে। পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী সবাই খেতে পারে।

www.pathagar.com

সময়মত আকীকা করতে না পারলে জীবনের যে কোন সময়েই করা যায়। পিতা দ্বারা আকীকা করা না হলে নিজেও নিজের আকীকা করতে পারে। কুরবানীর পশুতেও আকীকার ভাগী থাকতে পারে।

আকীকার দোয়া

আকীকার পশু জবেহ্ করার সময়ে নিম্নরূপ দোয়া পড়া মোস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّاَبْنِىْ مِنَ النَّارِ - بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযিহী 'আকীকাতুব্‌নী ফুলানিন দামুহা বিদামিহী ওয়া লাহমুহা বিলাহ্‌মিহী ওয়া 'আয্‌মুহা বি'আয্‌মিহী ওয়া জাল্‌দুহা বিজাল্‌দিহী ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লাহুম্মাজ্ 'আল্‌হা ফিদা'আল্‌লিবনী মিনান্নারি। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বার।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! ইহা আমার পুত্র অমুকের আকীকা হিসেবে গ্রহণ কর। তার (আমার পুত্রের) রক্তের পরিবর্তে ইহার রক্ত, তার গোশতের পরিবর্তে ইহার গোশত, তার হাড়ের পরিবর্তে ইহার হাড়, তার চামড়ার পরিবর্তে ইহার চামড়া এবং তার পশমের পরিবর্তে ইহার পশম জাহান্নামের আগুনের মুক্তিপণ হিসেবে তুমি গ্রহণ কর। আল্লাহর নামে জবেহ্ করছি। আল্লাহু আকবার।"

মনে রাখতে হবে যে, فُلَانٍ (ফুলানিন) স্থলে পুত্র বা কন্যার নাম বলতে হবে। এ ছাড়া আকীকাটি কন্যার জন্য হলে আরবী اِبْنِىْ (ইবনী) স্থলে بِنْتِىْ (বিন্‌তী) বলতে হবে এবং بِدَمِهٖ (বিদামিহী) শব্দ হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যত জায়গায় هٖ ('হী)' বলা হয়েছে তার সকল জায়গায় هَا (হা) বলতে হবে।

www.pathagar.com

হাদীসের আলোকে মহৎ জীবন

সুন্দর জীবনের বৈশিষ্ট্য

সম্পদ জমা না করা ঃ

"হযরত আবু দারদা (রা)-কে তার স্ত্রী বললেন ঃ তুমি অন্যান্য মানুষের ন্যায় সম্পদ জমা কর না কেন ? বরং যা নিতান্ত প্রয়োজন শুধু ততটুকুই উপার্জন কর। দুনিয়াকে তুমি একদম ছেড়ে দিলে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর মুখে শুনেছি, প্রত্যেককেই একটি বিশেষ ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে ; যাদের বোঝা ভারি হবে তারা উহা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি সেই ঘাঁটি পার হওয়ার জন্য হালকা হয়ে থাকতে চাই।"

–(তাবারানী)

ধনীদের আগে গরীবদের জান্নাতে প্রবেশ ঃ

"গরীবরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে বেহেশতে যাবে।"(তিরমিযী)

হযরত নবীজির গরীবি অবস্থা ঃ

হযরত রাসূল (সা) গরীব এবং গরীবি অবস্থাকে এত ভালোবাসতেন যে, তিনি সর্বদা দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّ تَوَفَّنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ـ

–"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় রেখো, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং হাশরেও মিসকীনদের দলভুক্ত করে আমাকে উঠিও।"

পারিবারিক জীবনের ব্যয়ে ছওয়াব

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয়ে দানের ছওয়াব ঃ

"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে মাল খরচ করা হয় তাতে দানের ছওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি নিজের স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি পুরে দাও তাও দান হিসেবে পরিগণিত।"(বুখারী ও মুসলিম)

"যে ব্যক্তি পরিবারের লোকজনদের জন্য ছওয়াবের আশায় কিছু ব্যয় করে আল্লাহ তাকে দানের ছওয়াব দান করেন।"–(বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

আপনজন ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের পুরস্কার

আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রিজিক বৃদ্ধি করে ঃ

"যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করে যে, তার মৃত্যু মন্দভাবে না হয়, হায়াত বৃদ্ধি পায় এবং রিজিকের পথ প্রশস্ত হয়, তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আত্মীয়ের সাথে (খাতির যত্নের মাধ্যমে) সুসম্পর্ক রক্ষা করা।"-(আহমাদ ও বায্যার)

"প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষা করা তখনই হয় যখন তোমার সাথে কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তুমি তার সাথে মিল দিতে চেষ্টা করবে। তুমি তার থেকে দূরে সরে থাকলে তার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা হয় না।"-(বুখারী)

পিতামাতার খেদমতে জিহাদের ছওয়াব ঃ

"জনৈক সাহাবী হযরত (সা)-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলেন। হযরত (সা) বললেন ঃ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি ? তিনি বললেন ঃ জী, হাঁ। হযরত (সা) বললেন ঃ তাদের খেদমতের মধ্যেই জিহাদের ছওয়াব নিহিত আছে।"-(বুখারী ও মুসলিম)

পিতামাতাই জান্নাত বা জাহান্নাম ঃ

"এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ সন্তান-সন্ততির উপর পিতা-মাতার কি হক রয়েছে ? হযরত (সা) জবাব দিলেন ঃ পিতা-মাতা তোমার জান্নাত, পিতা-মাতা তোমার জাহান্নাম।"-(ইবনে মাজা)

"একদা হযরত (সা) তিনবার বললেন ঃ তার নাসিকা ধূলি-ধূসরিত হোক (অর্থাৎ অমংগল হোক)। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ঃ হুজুর, কার ? তিনি জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বৃদ্ধা মাতাকে জীবিত পেয়েও (সেবার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে) জান্নাত হাসিল করতে পারল না।"-(মুসলিম)

পিতার বন্ধুবান্ধবদের খেদমত ঃ

"হযরত বলেছেন ঃ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ছেলেদের খেদমত হল এই যে, পিতার মৃত্যু হলে পুত্রগণ তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের প্রতি সম্মান দেখাবে।"-(মুসলিম)

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব রক্ষা করার পুরস্কার

পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের পুরস্কার জান্নাত ঃ

"যখন কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দেখার জন্য যায় কিংবা কোন পুণ্যবান লোকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যায় তখন একজন ঘোষণাকারী সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলতে থাকে ঃ তুমিও ভালো লোক। তোমার ভূমিকা বরকতময় হোক। তুমি জান্নাতে তোমার স্থান করে নিয়েছ।

-(তিরমিযী)

www.pathagar.com

বন্ধুত্ব রক্ষাকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন ঃ

"হাদীসে কুদসীতে আছে ঃ আল্লাহ্ বলেন, যেসব লোক আমার সন্তুষ্টির খাতিরে পরস্পর বন্ধুত্ব রক্ষা করে, এক সাথে উঠা-বসা করে, একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।"-(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কোন মুসলমানের দোষ গোপন করার উপকার ঃ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।"-(মুসলিম)

কোন মুসলমানের উপকার করার উপকার ঃ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কাজের জন্য চেষ্টা করে আল্লাহ তার কাজে চেষ্টা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করে দেবেন।"-(বুখারী ও মুসলিম)

কারুর অভাব পূরণ এ'তেকাফের চেয়ে উত্তম ঃ

"কোন মুসলমানের অভাব পূরণ করা মসজিদে নববীতে বিশ বছর এ'তেকাফ করার চেয়েও অধিক ছওয়াবের কাজ।"-(দুররে মানছুর)

সুসংবাদ দেয়ার পুরস্কার ঃ

"যদি কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার নিকট কোন শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে যায় এবং তা দ্বারা তাকে আনন্দিত করে, তবে আল্লাহ পরকালে সে ব্যক্তিকে আনন্দিত করবেন।"-(তাবারানী)

জামা-কাপড় পরিধান ও সাদাসিধা জীবন

সাদা কাপড়ের মর্যাদা ঃ

"তোমরা সাদা কাপড় পরো, সাদা কাপড় উত্তম এবং উহা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন তৈরী করো।"-(আবু দাউদ)

জামা-কাপড় পরার সময়ে দোয়া পাঠে গোনাহ্ মাফ হয় ঃ

"যে ব্যক্তি নতুন কাপড় বা জামা পরার সময়ে নিম্ন দোয়া পাঠ করে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

[আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাজাকানীহি মিন গায়রি হাউলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন।]

www.pathagar.com

বস্ত্র দানের পুরস্কার জান্নাতের নীল পোশাক ঃ

"কেউ কোন মুসলমানকে বস্ত্রদান করে বস্ত্রের অভাব দূর করলে আল্লাহ্ তাকে রোজ কিয়ামাতে জান্নাতের নীল বর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত করাবেন।" -(আবু দাউদ)

"যে ব্যক্তি পরহেজগারির খাতিরে উত্তম পোশাক ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাকে মর্যাদার পোশাকে সুসজ্জিত করবেন।"(আবু দাউদ)

পোশাক বা বাহ্যিক রূপ দ্বারা প্রকৃত মর্যাদা বিচার করা যায় না ঃ

"আল্লাহর অনেক বান্দার চালচলন সাদাসিধা, চুল উস্কু-খুস্কু, পোশাক সাধারণ ধরনের, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের মর্তবা এতবেশী যে, তারা কসম (করে কিছু আবদার) করলে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেন।"-(তিরমিযী)

পানাহারের সুন্দর নিয়ম

পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ না বললে উহাতে শয়তান শরীক হয় ঃ

"যে খাদ্য খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলা না হয়, সে খাদ্য সম্পর্কে শয়তান তার শিষ্যদেরকে ডেকে বলে ঃ বিনা পরিশ্রমেই এই খাদ্য আমরা পেয়ে গেলাম।"-(মুসলিম)

থালার এক পার্শ্ব থেকে খেতে হয় ঃ

"খাদ্যের (উপরে ও) মধ্যখানে বরকত নাজিল হয়। সুতরাং থালার এক পার্শ্ব হতে খাদ্য গ্রহণ কর।"-(আবু দাউদ)

একত্রে আহারের ফযিলত ঃ

"আল্লাহর নিকট সেই খাদ্যই অতি প্রিয় যার উপর অনেকের হাত পড়ে ; অর্থাৎ অনেকে একত্রে ভোজন করে।"-(আবু দাউদ)

থালা পরিষ্কার করে খেতে হয় ঃ

"খাদ্যের থালা পরিষ্কার করে খাও। আংগুল চেটে খাও। কেননা খাদ্যের কোন্ অংশে আল্লাহ বরকত রেখেছেন তা তোমার জানা নেই।"-(মুসলিম)

খানা শেষ করে দোয়া পড়তে হয় ঃ

"হঠাৎ কোন লোকমা (বা খাদ্যাংশ) হাত থেকে (বা এমনি) পড়ে গেলে তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলবে ; উহা শয়তানের জন্যে ফেলে রাখবে না। খাওয়া শেষে নিম্নের দোয়া পাঠ করলে পূর্ববর্তী সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় ঃ

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ ـ

[আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানী হাজাত্‌ ত'য়ামা ওয়া রাযাকানীহি মিন্‌ গাইরি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়া লা কুওয়্যাহ্‌।]

ক্ষতিকারক জীবজন্তু থেকে নিরাপত্তা লাভ

দোয়া পাঠ করে প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা লাভ ঃ

"এক ব্যক্তি হযরত (সা)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আজ রাতে বিচ্ছু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। হযরত (সা) বললেন ঃ তুমি اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *[আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক]* দোয়াটি কেন পড়নি ? তা যদি পাঠ করতে তাহলে কোন কিছুই তোমাকে কষ্ট দিতে পারত না।"

–(মুসলিম ও তিরমিযী)

দরিদ্র ব্যক্তির অধিক ছওয়াব লাভের উপায়

তাসবীহে ফাতেমীর উপকার ঃ

"একবার দরিদ্র মুহাজিরগণ হযরত (সা)-এর খেদমতে মালদারদের সম্বন্ধে বললেন ঃ হুজুর ! তারা তো ছওয়াবের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেল। হযতর (সা) বললেন ঃ তোমরা প্রতি নামায অন্তে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুল্লিাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়তে থাক, তাহলে তোমরা পিছিয়ে থাকবে না।"

বাজারে থাকা অবস্থায়ও নেকী লাভ

বিশেষ দোয়া পাঠে নেকী লাভ ও গোনাহ্‌ মাফি ঃ

"কোন ব্যক্তি বাজারে বের হয়ে যদি নিম্ন দোয়া পড়ে নেয়, তাহলে তার নামে এক লক্ষ নেকী লেখা হয় এবং এক লক্ষ গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ ছাড়া তার দরজাও এক লক্ষ ধাপ উন্নীত করা হয়।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্‌ মুল্‌কু ওয়া

www.pathagar.com

লাহুল্ হাম্‌দু, ইউয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুল্ লা ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল্ খায়রু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

আল্লাহর পথে জিহাদ

জিহাদের পুরস্কার জান্নাত ঃ

"জনৈক সাহাবী নির্জনতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। নবী (সা) ইহা জানতে পেরে উক্ত সাহাবীকে বললেন ঃ নির্জনতা অবলম্বনের বাসনা পরিত্যাগ কর। গৃহের কোণে বসে ৭০ বছর ইবাদাত করা অপেক্ষা আল্লাহর পথে জিহাদ করা উত্তম। তুমি কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমার গোনাহ্ মাফ করে দিন এবং জান্নাত দান করুন ? যে ব্যক্তি অল্পক্ষণের জন্যেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।"-(তিরমিযী)

[আল্লাহর আইন কায়েম করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার প্রাণান্ত চেষ্টা বা সংগ্রামকে জিহাদ বলা হয়। সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইহার শেষ পর্যায় মাত্র। এই সংগ্রামে যারা জীবন দেয় তারাই হয় শহীদ।]

শহীদের ৬টি পুরস্কার ঃ

"শহীদ ব্যক্তি ৬টি ফযিলতের অধিকারী হয় ঃ (১) তার যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, (২) শাহাদাতের সময়েই জান্নাতে তার স্থান দেখতে পায়, (৩) কবর আযাব হতে নিরাপদ থাকে, (৪) কেয়ামাতের পেরেশানীর ভয়ংকর অবস্থা থেকে দূরে থাকে. (৫) তার মাথায় এমন মুকুট পরানো হয় যাতে বসানো প্রতি হীরক খণ্ডের দাম সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে অধিক এবং (৬) সত্তর ব্যক্তির জন্য তার শাফায়াত কবুল করা হয়।"-(তিরমিযী)

সত্যের জন্য সংগ্রাম ঈমানের লক্ষণ ঃ

"অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলাই উত্তম জিহাদ।"

-(আবু দাউদ)

"শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখলে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেবে, যদি সে শক্তি না থাকে তবে মুখে নিষেধ করবে। সে শক্তিও যদি না থাকে তাহলে মনে মনে উহা ঘৃণা করবে।—ইহা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"-(মুসলিম)

সচ্চরিত্রের নানা দিক

ন্যায় বিচারক জান্নাতি ঃ

"ন্যায় বিচারক শাসনকর্তা জান্নাতি।"-(মুসলিম)

www.pathagar.com

"ন্যায় বিচারক ও ইনসাফ প্রিয় বাদশার দোয়া ব্যর্থ হয় না।" (তিরমিযী)

"কোন ইনসাফ প্রিয় শাসকের নিদ্রা যাওয়া তার ৭০ বছরের ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম।"-(তিরমিযী)

বিপদে সাহায্য করলে আল্লাহর সাহায্য আসে ঃ

"যদি কেউ কারো মান-ইজ্জত বিপন্ন হওয়ার সময়ে সাহায্য করে তবে তার বিপদের সময়ে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।"(আবু দাউদ)

ন্যায় বিচারে কঠোর নীতি ঃ

"কোন এক খান্দানী ঘরের মহিলার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হলে হাত কাটার হুকুম দেয়া হয়। তখন কিছু লোক তার পক্ষে সুপারিশ করার ইচ্ছা করায় হযরত নবী (সা) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ আল্লাহর দেয়া দন্ডের ব্যাপারে তোমরা সুপারিশ করছ ! আল্লাহর কসম ! যদি আমার কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম।"-(বুখারী)

মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন ঃ

"তুমি সকলকে দয়া কর। তোমাকে দয়া করা হবে। তুমি মানুষের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর। তোমার অপরাধ মার্জনা করা হবে।"-(আবু দাউদ)

একটি কুকুরের সেবায় জান্নাত লাভ ঃ

"একদা একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে আবর্জনা চাটছিল। তখন এক ব্যক্তি উহাকে পানি পান করিয়েছিল। তাকে এই কাজের বিনিময়ে জান্নাত দান করা হয়েছে।"-(বুখারী)

ক্ষমা বার বার করা উচিত ঃ

"এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ আমার চাকরকে কতবার ক্ষমা করব ? হযরত (সা) বললেন প্রত্যহ সত্তর বার।"(আবু দাউদ) [এই কাজের প্রতিদানে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দান করেন।]

খুনীকে মাফ করার ছওয়াব ঃ

কেউ যদি খুনীকে মাফ করে, কিংবা তার চেয়ে ছোট অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তবে উহা তার যাবতীয় গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে।"-(আবু ইয়ালা)

সচ্চরিত্র হওয়া ঈমানদারীর লক্ষণ ঃ

"সবচাইতে কামেল ঈমানদার তারাই যারা সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং যারা তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি অধিক সদয়।"-(তিরমিযী)

www.pathagar.com

মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার ঃ

"আবু যার (রা)-কে লক্ষ্য করে হযরত (সা) বলেন ঃ যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর, প্রতি গোনাহর পরে একটি করে নেকী করবে, তাতে করে গোনাহ মুছে যায়। আর মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করবে।"-(তিরমিযী)

হেসে কথা বলাও নেকী ঃ

"মুসলমান ভাইয়ের সাথে হেসে কথা বলাও এক প্রকার সদকা।"
-(তিরমিযী)

জিহ্বাকে সংযত রাখা ঃ

"সকল গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উত্তম উপায় হলো জিহ্বাকে সংযত রাখা।"-(তিরমিযী)

চুপ থাকার অভ্যাস ভালো ঃ

"তুমি চুপ করে থাকার অভ্যাস কর। চুপ করে থাকলে শয়তান নিরুপায় হয়ে যায় এবং দ্বীনী কাজে প্রেরণা পাওয়া যায়।"-(ইবনে হিব্বান)

নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ পরিহার করা কর্তব্য ঃ

"ইসলামের সৌন্দর্য হলো মানুষ তার নিষ্প্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করবে।"-(তিরমিযী)

লজ্জার পুরস্কার জান্নাত ঃ

"লজ্জা হল ঈমান, আর ঈমানের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।"

সহনশীলতা উত্তম গুণ ঃ

"এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করেছিল। সকলে তাকে গালমন্দ করছিল। কিন্তু হযরত (সা) বললেন ঃ তাকে মন্দ বলো না। পানি ঢেলে দিয়ে মসজিদকে পবিত্র কর। তোমাদেরকে সহনশীলতা এবং দয়া দেখানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের প্রতি কঠোর হওয়ার কিংবা মানুষকে নাজেহাল করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।"-(বুখারী)

সত্য জান্নাতের পথে চালিত করে ঃ

"সত্য অবলম্বন কর। সত্য বললে হেদায়াত পাওয়া যায়। আর সৎপথ জান্নাতে নিয়ে যায়। যে সদা সত্য কথা বলে আল্লাহর দরবারে তাকে 'সিদ্দীক' বলে অভিহিত করা হয়।"-(বুখারী)

বিনয়ের পুরস্কার ঃ

"যে ব্যক্তি বিনয়ভাব অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্তবা বৃদ্ধি করে দেন। এবং অবশেষে তাকে আলা ইল্লীয়ীন অর্থাৎ সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছিয়ে দেন।"-(ইবনে হিব্বান)

www.pathagar.com

মজলুমের জন্য জান্নাত ঃ

"এই (দুনিয়ায়) দুর্বল, অসহায় ও মজলুম মানুষই জান্নাতের অধিবাসী।" -(আহমাদ)

ভিক্ষা না করার পুরস্কার জান্নাত ঃ

"যে ব্যক্তি আমার নিকট ওয়াদা করে যে, সে কোন মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইবে না আমি তার জন্য তার জান্নাতের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত রয়েছি।" -(আহমাদ, নাসা'ঈ, ইবনে মাজা)

"যদি কোন ব্যক্তি গরীব হয়ে বসে আর ভিক্ষা করতে শুরু করে তবে তার দরিদ্রতা কখনো দূর হবে না। আর যদি সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে তবে শীঘ্র অথবা বিলম্বে আল্লাহ তার প্রয়োজনীয় রিজিকের ব্যবস্থা করবেন।" -(আবু দাউদ)

গোপনে দান ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের পুরস্কার ঃ

"গোপনে যা দান করা হয় তা আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারে মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পায়।"-(তাবারানী)

ক্ষুধার্তকে আহার দানে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ঃ

"কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে পেট পুরে খাওয়ালো এবং পানি পান করালে জাহান্নামকে সে ব্যক্তি হতে সাত পরিখা অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরে সরিয়ে দেয়া হয়।"-(হাকেম)

জীবজন্তুর প্রতি সদ্ব্যবহার বড় নেকীর কাজ ঃ

"কোন এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন শুনে জনৈক সাহাবী হযরত নবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ জীব-জন্তুর সেবা করার ভেতরেও কি ছওয়াব আছে ? হযরত (সা) বললেন ঃ যে কোন প্রাণীর প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করাই নেকীর কাজ।" -(বুখারী ও মুসলিম)

সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত ঃ

"তোমরা আমাকে ১০টি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের জিম্মা নিতে প্রস্তুত আছি। বিষয়গুলো হল ঃ (১) যখন কথা বলবে সত্য বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে, তখন তা পালন করবে, (৩) কেউ আমানত রাখলে মালিককে তা ঠিকমত ফেরত দেবে, (৪) নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, (৫) গায়রে মাহরামের (যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েজ নয় তাদের) প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং (৬) নিজের হাতকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে।"-(তিরমিযী)

www.pathagar.com

অতিথি সেবা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে অতিথির সেবা ও সম্মান করা তার কর্তব্য।"-(বুখারী ও মুসলিম)

"(আসা-যাওয়ার ২ দিন সহ) তিন দিন পর্যন্ত অতিথি সেবা কর্তব্য ; উহার অধিক দান সদকা।"-(বুখারী ও মুসলিম)

কর্জে হাসানার ছওয়াব আঠারো গুণ ঃ

"এক ব্যক্তি মানুষকে খুব কর্জ দান করত। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হল। সে জান্নাতের দরজায় লেখা দেখল ঃ দানের ছওয়াব দশগুণ, কিন্তু কর্জ বা ঋণদানের ছওয়াব হয় আঠারো গুণ।"-(তিরমিযী)

ঋণ মাফ করার পুরস্কার জান্নাত ঃ

"যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত ও নিঃসহায় খাতককে সময় দান করে কিংবা ঋণ মাফ করে দেয় আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন।"-(তিরমিযী)

পাকা চুল তুলে ফেলা নিষিদ্ধ ঃ

"তোমরা বার্ধক্যের আলামাত (পাকা চুল) তুলে ফেল না। কেয়ামাতের দিন এগুলো নূর হয়ে জ্বলতে থাকবে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে পড়ে আল্লাহ্ তার গোনাহ্ মাফ করতে থাকেন এবং তার নেকী ও মর্যাদা বাড়াতে থাকেন।"

-(ইবনে হিব্বান)

দানের মাহাত্ম্য ঃ

"এক লোকমা পরিমাণ রুটি দান করে ৩ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। প্রথম, যে ব্যক্তি দানের হুকুম দেয়। দ্বিতীয়, যে রুটি প্রস্তুত করে এবং তৃতীয়, যে ব্যক্তি রুটিটিকে মিসকীনকে প্রদান করে।"-(হাকেম)

এতিমের লালন পালন ঃ

"যখন কোন ব্যক্তি এতিমের মাথায় (আদরের সাথে) হাত বুলায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে এতিমের মাথার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে একটি করে নেকী দান করেন।"-(আহমাদ)

এতিম পালনের পুরস্কার জান্নাত ঃ

"যে ব্যক্তি এতিমকে লালন-পালন করে, সে এতিম নিজের কেউ হোক কিংবা অন্য কেউ, আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করেন।"-(বাযযার)

www.pathagar.com

"যে কওমের দস্তরখানায় এতিম থাকে এবং নিজেদের পানাহারেও এতিমকে শরীক করে, শয়তান সেই কওমের নিকটেও আসে না।"(তিবরানী)

আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা ঃ

"বিশ্বনবী (সা) একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ লোক সকল! আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও কল্যাণ ভিক্ষা করবে। কেননা ঈমান ও একীনের পরে এর চাইতে উত্তম আর কিছুই নেই। এই কথাগুলো বলার সময়ে নবী (সা)-এর চোখ থেকে অবিরাম ধারায় পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।"-(তিরমিযী)

"নবী (সা) বলেন ঃ এই দোয়ার চেয়ে উত্তম কোন দোয়া নেই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

-"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"-(ইবনে মাজা)

সবর সর্বোত্তম দান ঃ

"যে ব্যক্তি সবর করে আল্লাহ তাকে সবর করার ক্ষমতা দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম কোন দান নেই।"-(বুখারী ও মুসলিম)

বিপদের স্তর ঃ

"সবচাইতে অধিক বিপদ আসে আম্বিয়াদের উপর ও তারপর আলেমদের উপর, অতপর নেক্কার বান্দাদের উপর। এইরূপে নিম্নস্তরে আসতে থাকে।"
-(হাকেম)

কাঁটা ঢুকার কষ্টেও নেকী লাভ হয় ঃ

"কোন মুসলমানের পায়ে যদি একটি কাঁটা ঢুকেও কষ্ট দেয় তবে উহার পরিবর্তে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"(মুসলিম)

রোগে গোনাহ মাফ হয় ঃ

"যখন কোন মু'মিন রোগে আক্রান্ত হয় তখন তাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করা হয় যেমন কোন কর্মকার আগুনে তাপ দিয়ে লোহার মরিচা পরিষ্কার করে ফেলে।"-(তাবারানী)

"মুসলিম নর-নারী দুনিয়ায় নানারূপ বিপদে পতিত হতে থাকে। তাদের জীবন, সন্তান-সন্ততি, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি সাধিত হয়, কিন্তু যখন তারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয় তখন তাদের একটি গুনাহও অবশিষ্ট থাকে না।
-(তিরমিযী)

www.pathagar.com

"জ্বর বা যে কোন কষ্ট দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়, সে গোনাহ ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় হলেও।"-(আবু ইয়ালা)

"একদিনের জ্বরও মু'মিনের সমস্ত গোনাহ দূর করে দেয়।"

-(ইবনে আবিদ দুনিয়া)

মদ্যপান ত্যাগের পুরস্কার ঃ

"আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও শুধু আমার জন্য মদ্যপান ত্যাগ করে আমি তাকে 'খাতিরাতুল কুদস'-এর শরাব পান করাব।"

-(বাযযার)

জিহবা ও লজ্জাস্থান হেফাযাতের পুরস্কার জান্নাত ঃ

"তোমাদের যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিতে পারবে তার জান্নাতের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। একটি হলো দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী জিনিস (অর্থাৎ জিহবা) এবং অন্যটি হল দুই উরুর মধ্যবর্তী জিনিস (অর্থাৎ গুপ্তাংগ)।"-(বুখারী)

রাগ না হওয়ার পরিণাম জান্নাত ঃ

"এক ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার জন্য একটি আমল বাতলাবার জন্য অনুরোধ জানালে হযরত (সা) বললেন ঃ কখনো রাগ হবে না ; তাহলে তুমি জান্নাত লাভ করবে।"-(তাবারানী)

"গোস্বার সময়ে "আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পাঠ করলে গোস্বা শীঘ্র কমতে শুরু করে।"-(বুখারী ও মুসলিম)

অন্যের উপর থেকে অপবাদ দূর করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয় ঃ

"যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের উপর আরোপিত অপবাদ দূর করে দেয় এবং তার অসাক্ষাতে তার নির্দোষ হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ পরকালে তার মুখ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"-(তিরমিযী)

কারুর ইজ্জত হানির সময়ে সাহায্য করার পুরস্কার ঃ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত হানির সময়ে তাকে সাহায্য করবে আল্লাহ তাকে তার ভীষণ মুসিবতের সময়ে সাহায্য করবেন।"-(আবু দাউদ)

মুসলিম শিশু মৃত্যুর পর জান্নাতের সম্বল

মৃত শিশু পিতা-মাতাকে আঁচল ধরে জান্নাতে নেবে ঃ

"মুসলমানদের ছোট শিশু (মৃত্যু অন্তে) জান্নাতী হয়। কেয়ামাতের দিন তারা পিতামাতার আঁচল ধরে টানতে থাকবে ; যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন ততক্ষণ তারা আঁচল ছেড়ে দেবে না।"-(মুসলিম)

www.pathagar.com

অপূর্ণাংগ শিশু পিতামাতাকে জান্নাতে নেবে ঃ

“একটি হাদীসে একটি শিশু মারা যাওয়ার জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, যদি কোন স্ত্রীলোকের অপূর্ণাংগ সন্তানও পেট থেকে পড়ে যায়, আর যদি সে ছওয়াবের নিয়তে ধৈর্য ধারণ করে তবে সেই অপূর্ণাংগ শিশুটিও আতুড়ী দ্বারা জড়িয়ে তার মাকে ও পিতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।”

নবীজীর এন্তেকালে যারা দুঃখিত তারাও জান্নাতী ঃ

“অন্য এক হাদীসে আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) আরজ করলেন ঃ যদি কারো একটি শিশুও না হয় তাহলে ? হযরত (সা) জবাব দিলেন ঃ আমি তো আমার উম্মাতের তরফ থেকে আগে যাচ্ছি। আমার উম্মাতের পক্ষে আমার মৃত্যু অপেক্ষা বেশী কষ্টদায়ক আর কী হতে পারে ?”–(তিরমিযী)

[অর্থাৎ নবী (সা)-এর এনতেকালের কারণে যে কষ্ট হবে তাও বেহেশতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।]

মৃত শিশুর মাকে যে সান্ত্বনা দেবে সেও জান্নাতী ঃ

“কোন স্ত্রীলোকের সন্তান মারা গেলে তাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দান করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তাকে জান্নাতের চাঁদর পরানো হবে।”–(তিরমিযী)

উপকারের প্রতিদান ঃ

“উপকারকারীর উপকারের প্রতিদান দিও। যদি কিছু করার সামর্থ নাও থাকে তাহলে তার প্রশংসা করো। যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার গোপন রাখে সে নেয়ামতের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।”–(তিরমিযী)

“উপকারীর প্রতিদান তার প্রশংসা দ্বারাও করা যায়। যে ব্যক্তি “জাযাকাল্লাহু খাইরা” বলে সে প্রশংসার হক আদায় করে।”–(তিরমিযী)

স্বপ্ন দেখার পর কর্তব্য

ভালো স্বপ্ন প্রকাশ করা উত্তম ঃ

“তোমরা কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং অন্যের নিকট তা বর্ণনা করবে। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে তা থেকে পরিত্রাণ কামনা করবে এবং উহা কারো নিকট বলবে না। তাহলে উহা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ভালো স্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।”–(তিরমিযী)

www.pathagar.com

খারাপ স্বপ্ন দেখার পর কর্তব্য ঃ

"তোমাদের কেউ মন্দ বা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে ৩ বার থুথু ফেলবে এবং তিন বার বলবে ঃ "আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম"।

মৃত্যু চিন্তায় চোখে পানি আসা ঈমানের লক্ষণ

মৃত্যু চিন্তায় নবীজীর ক্রন্দন ঃ

"সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন ঃ আমরা হযরত নবী (সা)-এর সংগে এক জনাযায় গেলাম। তিনি কবরের কেনারায় বসে এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তার চোখের পানি পড়ে জমিন ভিজে গেল। অতপর তিনি আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ভাইয়েরা ! এই দিনের জন্য কিছু সম্বল সঞ্চয় কর।"-(ইবনে মাজা)

যারা আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া পাবেন

কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন লাখো কোটি মানুষ শত সহস্র বিপদের মাঝে হায় ! হায় ! করতে থাকবে তখন একদল সৌভাগ্যবানকে আল্লাহ্ পাক নিজ আরশের নীচে ছায়া দান করবেন ; তারা সেখানে অনন্ত সুখ, শীতল ছায়া এবং স্বচ্ছ নহরের সুমিষ্ট শরবত ইত্যাদি নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে।

উলামায়েকেরাম আশিরও অধিক প্রকার লোককে এই সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে শুমার করেছেন। এখানে কয়েক প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা গেল ঃ

১। ন্যায় বিচারক শাসনকর্তা।

২। যৌবনে যে আল্লাহর ইবাদাত করে।

৩। যে ব্যক্তির অন্তর সর্বদা মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৪। কোন সুন্দরী যুবতী নির্জনে দেহদান করতে চাইলে যে যুবক শুধু আল্লাহকে ভয় করে জেনা করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত না হয়ে বলে ঃ 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

৫। সেই দু' ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে।

৬। নির্জনে বসে যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।

৭। যে মহাজন তার খাতককে সময় দেয় কিংবা পাওনা মাফ করে দেয়।

৮। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করে।

৯। যে ব্যক্তি কোন নেক্কারকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে।

১০। যে ব্যক্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সত্য কথা বলে।

www.pathagar.com

১১। যার চরিত্র ভালো এবং ব্যবহার মধুর।

১২। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যে আহার করায়।

১৩। যে ব্যক্তি এতিম লালন-পালন করে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

১৪। যে বিধবার খেদমত করে দেয়।

১৫। যে নিজের জন্য যা ফায়সালা করে অন্যের জন্যও তাই ফায়সালা করে এবং অপরের প্রতিও সেই নির্দেশ দেয় যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।

১৬। যে ব্যক্তি সর্বদা মনে প্রাণে মানুষের উপকারে নিয়োজিত থাকে।

১৭। সন্তান মারা যাওয়ায় যে নারী ব্যথিত হয় তাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দিবে।

১৮। যে ব্যক্তি 'সেলায়ে রাহমী' অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে ও সদ্ব্যবহার করে।

১৯। যে বিধবা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে পুনরায় বিবাহ বসে না।

২০। যে ব্যক্তি ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে তাতে কোন এতিমকে ডেকে শামিল করে নেয়।

২১। যে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে সাথী মনে করে।

২২। সে সকল নিরীহ গরীব যাদের অবস্থার প্রতি কেউ ফিরেও তাকায় না; যদি কখনো তারা কোন মজলিসে গমন করে তখন কেউ তাদের চিনতে পারে না। তারা নীরব ও অখ্যাতভাবে জীবন কাটায়। তারা অনাহারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে, অথচ কেউ তাদের খবর রাখে না। দুনিয়ায় তারা অখ্যাত হলেও আসমানে তারা বিখ্যাত। মানুষ তাদেরকে রোগী মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভীতি ছাড়া তাদের কোন রোগ নেই।

২৩। পবিত্র কুরআনের খেদমতগার অর্থাৎ যারা কুরআন হেফয করে, তেলাওয়াত করে এবং উহা সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করে, অপরকে শিক্ষা দেয়, নিজেরা কুরআন অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যকেও কুরআনের শিক্ষা সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করে।

২৪। আল্লাহর ভয়ে যার চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

২৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলার সময়ে কোন প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনার পরোয়া করে না।

২৬। যে ব্যক্তি হালাল ব্যতীত হারামের প্রতি দৃষ্টি দেয় না।

২৭। যে ব্যক্তি সুদ খায় না।

২৮। যে ব্যক্তি ঘুষ খায় না।

২৯। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয় এবং কোন ব্যথাতুরের ব্যথা দূর করে দেয়।

www.pathagar.com

৩০। যে ব্যক্তি হযরত (সা)-এর কোন সুন্নাতকে পুনরায় জীবিত করে।
৩১। যে ব্যক্তি হযরত (সা)-এর উপরে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করে।
৩২। মুসলমানদের যেসব ছেলেমেয়ে শিশুকালে মারা যায়।
৩৩। যে ব্যক্তি রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে।
৩৪। যে ব্যক্তি জানাযায় গমন করে।
৩৫। যে ব্যক্তি নেক কাজের নির্দেশ দেয়, পাপের কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করে।
৩৬। যে ব্যক্তি জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং শহীদ হয়ে যায়। আল্লাহর আরশের ছায়ায় এরূপ ব্যক্তিদের জন্য তাবুও নির্দিষ্ট করে রাখা হবে। শহীদের রূহ সবুজ পাখির রূপ ধারণ করে অবস্থান করে। সন্ধ্যায় এই পাখিরা আরশের নীচে মানুষের মধ্যে অবস্থান করে।
৩৭। যে ইমামের প্রতি মুক্তাদিগণ সন্তুষ্ট থাকে।
৩৮। যে মুয়াজ্জিন আল্লাহর ওয়াস্তে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়।
৩৯। যে ব্যক্তি বেকার, অক্ষম ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাহায্য করে।
৪০। যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য হয় না।
৪১। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে।

ইসমে আ'যম

ইমাম আ'যম (র) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ' নামটি ইসমে আ'যম। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সময়ে 'আল্লাহ' নামটি ১০০ বার যিকির করে (নিম্নের) ৬টি নাম একবার করে পড়বে সে ব্যক্তি এমনভাবে গোনাহ থেকে মুক্ত হবে যেন সে এইমাত্র মাতৃগর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছে ; তার আমলনামা পরিষ্কার থাকবে এবং সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাবে ঃ

১। جَلَّ جَلَالُهُ (জাল্লা জালালুহু) —তাঁর মহত্ব সর্বোপরি।

২। وَعَمَّ نَوَالُهُ (ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু) —তাঁর দান সর্ব বিস্তৃত।

৩। وَجَلَّ ثَنَائُهُ (ওয়া জাল্লা ছানাউহু) —তাঁর প্রশংসা মহান।

৪। وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَائُهُ (ওয়া তাকাদ্দাসাত আসমা'উহু) —তাঁর নামসমূহ পবিত্র।

৫। وَاَعْظَمَ شَانُهُ (ওয়া আ'যামা শানুহু)—তাঁর গৌরব কতই না উঁচু।

৬। وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهُ (ওয়া লা-ইলাহা গাইরুহু) —তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।

www.pathagar.com

সালাম ও মুছাফাহার বিবরণ

সালাম

এক বা একাধিক মুসলমানের সাথে অন্য এক বা একাধিক মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে পারস্পরিক কল্যাণ কামনার কথা মুখে প্রকাশ করতে হয়। একে বলা হয় সালাম। যে বয়স বা মর্যাদায় ছোট কিংবা যারা সংখ্যায় কম সে বা তারা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বা অধিক সংখ্যক মুসলমানকে সালাম দেবে। সালামে বলবে 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'সালামুন আলাইকুম'। 'সালাম' মানে শান্তি। এই শব্দের সাথে 'রহমত', 'বরকত', 'মাগফেরাত' ইত্যাদি শব্দও বাড়ানো যেতে পারে। এই সালামের জবাবে বলতে হয়, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'। জবাবেও উপরোক্ত ধরনের শব্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম)-এর অর্থ হল ঃ 'আপনার বা আপনাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি বর্ষিত হকো।' এবং 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'-এর অর্থ হল ঃ 'আপনার বা আপনাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।'

সালাম দেয়া সুন্নাত এবং উহার জবাব দেয়া ওয়াজিব।

হযরত নবী (সা) এরশাদ করেন ঃ "তোমরা বেশী বেশী সালাম দাও।"

সালামে শব্দ যত বেশী হবে নেকীও তত বেশী। তা ছাড়া সালামে যে শব্দ থাকবে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক শব্দ যোগে উত্তমরূপে জবাব দেয়া শ্রেয়। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এরশাদ করেন ঃ

"যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হয় তখন তার জবাবে উহার চেয়ে উৎকৃষ্টমানের সালাম দেবে কিংবা সমমানের সালাম দেবে।"

মোছাফাহা ও মো'আনাকা ঃ

সালামের পরে মোছাফাহা এবং মো'আনাকা করাও সুন্নাত। হাতে হাত দিয়ে মোছাফাহা করতে হয়, কিন্তু কোনরূপ ঝাকুনি দেয়া ভারী অন্যায়। মোছাফাহার সময়ে উভয়কেই বলতে হয় ঃ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ *(ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম)।*

[আল্লাহ্ আমাদের এবং আপনাদের মাফ করে দিন]

মোআ'নাকা বা কোলাকুলি সচারচর করা হয় না। হজ্জ বা দীর্ঘ সফর থেকে আসার পর সাক্ষাতের সময়ে সালাম মোছাফাহার পরে পারস্পরিক

www.pathagar.com

সুসম্পর্ক বা বন্ধুত্ব বৃদ্ধির জন্যে মোআ'নাকা করতে হয় এবং নির্দিষ্ট দোয়াও পাঠ করতে হয়। ঈদের নামাযের পরে অনেক স্থানে মুসলমানগণ কোলাকুলি করে থাকে। কিন্তু ইহা সুন্নাত তরীকা নয়।

হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

(১)

সালাম মুসলমানের হক ঃ

"মুসলমানের উপর মুসলমানের অনেক হক রয়েছে। তার মধ্যে সালামের জওয়াব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সংগে গমন করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াব দেয়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"—(বুখারী ও মুসলিম)

[হাচির সময়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং উহার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহু' বলতে হয়।]

(২)

সালামের পুরস্কার ঃ

"এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে সালাম করল। তিনি তার জবাব দিলেন। এরপর আরেকজন এসে সালামে বলল ঃ "আস্সালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ" ইহা শুনে হুজুর (সা) বললেন ঃ এতে ২০টি নেকী হল। অতপর আর এক ব্যক্তি এসে সালামে বলল ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" ইহা শুনে হযরত (সা) বললেন ঃ "এতে ৩০টি নেকী হল।"—(আবু দাউদ)

(৩)

মোছাফাহা ও মো'আনাকা সুন্নাত

"হযরত নবী (সা) সাহাবাদের সাথে সাক্ষাতের সময় মোছাফাহা করতেন এবং সফর হতে ফিরে এসে তাদের সাথে মোআ'নাকা (অর্থাৎ কোলাকুলি) করতেন।"(তিবরানী)

www.pathagar.com

আদব বা শিষ্টাচার

সালাম

১. কোন মজলিসে আলোচনা চলাকালে সালাম দিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে নীরবে বসে পড়তে হয়। পরে সুযোগমত সালাম দেবে। কেউ কোন জরুরী কথা বা কাজে লিপ্ত থাকলেও সালাম দেয়া ঠিক নয়। মোসাফাহার চেষ্টা করাও উচিত নয়। এ কারণে পানাহারের সময়ও সালাম দেয়া মাকরূহ।

২. গান-বাজনায় লিপ্ত, তাস খেলোয়াড় বা উহার দর্শক ইত্যাদি পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে সালাম দেয়া ঠিক নয়।

৩. আযান, খুৎবা, তেলাওয়াত, দরস ও ওয়াজ, কথাবার্তা, পানাহার, পেশাব-পায়খানার সময় সালাম দেয়া উচিত নয়।

৪. খালি মসজিদে কিংবা ঘরে প্রবেশ করে নিম্ন দোয়া পড়া সুন্নাত ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

(আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন)

৫. নত হয়ে সালাম দেয়া নিষেধ।

অনুমতি গ্রহণ

১. অন্য কারুর গৃহে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা ভীষণ অন্যায়।

২. যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয তাদের কাছে যাওয়ার সময়েও অনুমতি গ্রহণ করা দরকার।

৩. যে ঘরে শুধু স্বামী বা স্ত্রী থাকে সেখানেও প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি বা গলা ঝেড়ে হুসিয়ার করে দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত।

৪. অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে নাম বলা উচিত।

৫. অনুমতি না দেয়া হলে মন খারাপ করা অন্যায়। ফিরে আসাই শরীয়াতের বিধান।

৬. টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে যখন তখন বিরক্ত করাও বিনা অনুমতিতে বিরক্ত করার শামিল।

মুছাফাহা

১. দ্রুতগতিতে পথে চলা বা বিশেষ কর্মব্যস্ত থাকা অবস্থায় মোসাফাহা করার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

২. প্রথমে সালাম, তারপর মোসাফাহা করতে হয়।

৩. মোসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত এবং খালি হাতে করা সুন্নাত।

৪. মোসাফাহার পরে হাতে-চুমু খাওয়া বা হাত বুকের উপর রাখা সুন্নাতের খেলাফ এবং পরিষ্কার বেদআত। (শামী)

৫. ঈদের নামাযের পর মোসাফাহা ও মোআ'নাকা (কোলাকুলি) করাকে আবশ্যক মনে করা বেদআত ও পরিত্যাজ্য।

৬. মোসাফাহার আশা ও অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়।

৭. মজলিসে গিয়ে সকলের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মোসাফাহা করা জায়েয নয়। বরং সালামের মত একজনের সাথে করলেই যথেষ্ট হবে।

৮. বড়দের সাথে আদবের লেহায না করে বেপরোয়াভাবে মোসাফাহা করা অন্যায়।

৯. কারো আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মোসাফাহা করা অন্যায়।

১০. অতি ব্যস্ততা ও কর্মলিপ্ততার সময়ে মোসাফাহা করা জায়েয নয়।

[আংগুলে চাপ দিয়ে মোসাফাহা করার নিয়ম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।]

মজলিস

১. কারো অপেক্ষায় থাকলে এমনভাবে অবস্থান করবে যাতে করে সে তোমার অপেক্ষায় থাকার কথা বুঝতে না পারে।

২. কারোর নিকট বসলে এত নিকটে বসবে না যাতে সে বিরক্ত হতে পারে, আবার এত দূরেও বসবে না যাতে করে তোমার কথা শুনতে তার কষ্ট হতে পারে।

৩. অযথা কারো পেছনে এসে বসবে না।

৪. যেখানে লোকজন বসা থাকবে সেখানে থুথু ফেলবে না এবং নাক সাফ করবে না। দরকার হলে এক পার্শ্বে গিয়ে কাজ সেরে আসবে।

৫. মানুষের বসা অবস্থায় ঝারু দেবে না।

কথাবার্তা

১. কথা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হওয়া চাই।

২. ইংগিতে বা পেঁচিয়ে কথা বলা অভদ্রতা।

৩. পেছন দিক থেকে কথা বলা অন্যায়।

৪. নিজের উপস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খামাখা গলা খাকারি, কাশি বা শব্দ করা ভারী অন্যায়।

www.pathagar.com

৫. কেউ কিছু প্রশ্ন করলে নিশ্চিত না হয়ে কখনো উত্তর দেবে না।
৬. কোন দুঃসংবাদ শুনলে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কাউকে, বিশেষ করে তার আত্মীয় ও প্রিয়জনদের নিকট বলতে নেই।
৭. অসময়ে কোন কাজের জন্য অনুরোধ করা অন্যায়।
৮. খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম মুখে আনা অন্যায় যা শুনলে অন্য লোকের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।
৯. কথা পরিষ্কারভাবে না বুঝে কোন কাজ করা উচিত নয়।
১০. কেউ আড়াল থেকে ডাকলে দ্বিতীয়বারের পরে দেরী না করেই উত্তর দেয়া উচিত।
১১. কেউ কথা বলার সময়ে খুব মনোযোগ দিয়েই তা শুনতে হয়। নতুবা তা হবে বড় অন্যায়।
১২. উস্তাদের কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে সাধ্যানুসারে তার কথার প্রতিবাদ করবে। আর সাধ্য না থাকলে সেখান থেকে চলে যাবে।
১৩. কথা শুনে উত্তর না দেয়া বেয়াদবী। 'হাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দেয়া উচিত।

কণ্ঠস্বর ও আওয়াজ

১. গানের বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা অন্যায়। বিনা বাদ্যযন্ত্রে পুরুষ কণ্ঠের গঠনমূলক সংগীত এবং যুদ্ধের বাজনা শোনা অন্যায় নয়।
২. মহিলাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে তাদের কণ্ঠস্বর বা গহনার আওয়াজ পরপুরুষের কর্ণে না পৌঁছে।

সাক্ষাৎ

১. কারুর সাথে হেসে দেখা করা সংগত যাতে সে খুশী হয়।
২. নতুবা কোথাও সাক্ষাতের জন্য গেলে বলে দেয়া উচিত : তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ এবং কেন এসেছ?
৩. কারোর সামনে থেকে কোন লিখিত কাগজ কিংবা কিতাব নিয়ে দেখবে না। এটা বেয়াদবী।
৪. কেউ সাক্ষাতের জন্য আসলে এবং মজলিসে জায়গা না থাকলে তুমি আপন স্থান থেকে একটু সরে বসবে। এতে সাক্ষাতকারীর প্রতি সম্মান দেখানো হবে।
৫. সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে সাক্ষাত দেয়ার সময় নিজের কাজ-কর্ম বন্ধ করা উচিত।
৬. খানা-পিনার সময়ে না খেয়ে সাক্ষাৎ করতে আসা অন্যায়। এতে বাড়িওয়ালার ভীষণ কষ্টও হতে পারে। তাই সাক্ষাত প্রার্থীর উচিত খেয়ে আসা এবং বাড়িওয়ালাকে জানিয়ে দেয়া যে, সে খেয়েই এসেছে।

www.pathagar.com

মেহমান

১. কোথাও মেহমান হওয়া মাত্রই মেজবানকে তার কর্মসূচী জানিয়ে দেয়া উচিত। কোন্ ওয়াক্ত থেকে খেতে হবে তাও জানানো উচিত।

২. কোথাও যেতে হলে মেজবানকে জানিয়ে যাওয়া উচিত যাতে খাওয়ার সময়ে তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে না হয়।

৩. কোন্ কোন্ জিনিস মেহমান খায় না তা মেজবানকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

৪. মেজবানের অনুমতি ছাড়া মেহমানের অন্য কারুর দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়।

৫. অতি মাতব্বরি বা বুদ্ধিমানিতা দেখাবার জন্য মেহমানের জন্য অতিরিক্ত কথা বলা বা অতিরিক্ত কাজ করা আদৌ উচিত নয়। কোন কিছু সম্পর্কে আদেশ নির্দেশ দেয়ার তো কোন অধিকারই তার নেই।

৬. মেহমানের জন্য আদেশ সূচক কোন কথা বলা অন্যায়।

৭. মেহমানের সাথে যারা আলাপ করতে এসেছে তারা মেহমান নয়। কাজেই মেহমানের জন্য খাবার হাজির করা হলে কিংবা খাওয়ার জন্য তাকে ডাকা হলে আলাপরত ব্যক্তিদের অন্যত্র বসা উচিত বা চলে যাওয়াই উত্তম। ঐখানে থেকে মেজবানের উপর খাওয়ার বোঝা চাপানো ভারী অন্যায় কাজ।

৮. মেহমানের পেট পুরোপুরি ভরুক বা না ভরুক কিছু সালন বা রুটি পাত্রে রেখে দেয়া উচিত। যাতে করে খানা কম পড়েছে মনে করে মেজবানকে লজ্জায় পড়তে না হয়।

৯. মেহমানের জন্য প্রেরিত পান মেহমানের জন্য অন্য কাউকে খাওয়ানো ঠিক নয়।

১০. লৌকিকতা বা ফ্যাশন বাদ দিয়ে মেহমানের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে মেহমানের যত্ন করা আবশ্যক।

১১. (আসতে যেতে ২দিন সহ) তিন দিন মেহমান থাকার নিয়ম। এর মাঝে একদিন উত্তম খাওয়ানোর চেষ্টা করা সুন্নাত।

১২. মেহমানের সামনে খাদ্যদ্রব্য ঢেকে নিতে হয়।

১৩. বিদায়ের সময়ে মেহমানকে দরজা (গেট) পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া সুন্নাত।

১৪. মেহমান কিভাবে খাচ্ছে, কি কি খাচ্ছে ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে থাকা খুবই অন্যায়।

১৫. মেহমান আসার সাথে সাথে তার আরামের ব্যবস্থা করবে, তার আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পেশাব-পায়খানার স্থান চিনিয়ে দেবে এবং উপস্থিতভাবে

www.pathagar.com

যা সম্ভব বা তাড়াতাড়ি যতটুকু পারা যায় ততটুকু দিয়ে আপ্যায়ন করবে। কৃত্রিমতা কিংবা সাধ্যের বাইরে কোন কিছু ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। এবং পরবর্তীতে কিছু উন্নত খাওয়াবার চেষ্টা করবে।

১৬. দাওয়াত ছাড়া খাওয়া দারুণ অন্যায়। মেহমানের সংগে যারা দেখা করতে আসবে তাদেরকে মেহমান কখনো দাওয়াত করতে পারে না। সামান্যতম আপ্যায়নের জন্যও পারে না। এ কাজটি সম্পূর্ণরূপেই মেজবানের।

১৭. একাধিক মেহমান হলে আপ্যায়ন ও আরামের ক্ষেত্রে মুখ চিনে বা ভালো জামা-কাপড় কিংবা কম সম্মানীয় বেশী সম্মানীয় বলে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা বড় রকমের গোনাহ্।

১৮. এক দস্তরখানে এক শ্রেণীর মেহমানকে বসাতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মেহমানকে এক দস্তরখানে বসানো ভারী অন্যায়।

১৯. মেহমানের অনুমতি না নিয়ে তার সাথে কোন নতুন লোককে বসানো উচিত নয়।

খেদমত

১. কোন বুজর্গের জুতা হেফাজত করতে চাইলে জুতা পা থেকে খোলার পূর্বে নেয়ার চেষ্টা করা ঠিক নয় এবং খোলার পর সম্মতি নিয়ে হেফাজত করবে।

২. নিজে তার নিকট অপরিচিত হলে জুতার হেফাজত করতে চাওয়া ঠিক নয়।

৩. খেদমত নিতে না চাইলে খেদমতের জন্য কখনো পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।

৪. মুরব্বির হুকুম তামিল করার পর তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, কাজটি তুমি সম্পন্ন করেছ। তা না হলে তিনি তোমার অপেক্ষায় কষ্ট পেতে পারেন।

৫. বাতাস করার সময়ে নিম্ন কাজগুলো করতে হবে।

(ক) পাখায় ধূলোবালি থাকতে পারে ; তাই ঝেড়ে মুছে ছাপ করে নিবে।

(খ) পাখা চালনার সময়ে এতটুকু দূরে থাকবে যাতে করে তার হাতে বা মাথায় কোন আঘাত না লাগে।

(গ) পাখা যেন তোমার পাশে বসা লোকের চোখের সামনে আড়াল হয়ে না দাঁড়ায়।

(ঘ) মুরব্বী উঠে দাঁড়ালে পাখার আঘাত যাতে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

(ঙ) কোন কাগজপত্র বের করার সময়ে পাখা সরিয়ে রাখবে।

www.pathagar.com

হাদিয়া

১. যদি কারো কাছে কোন কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে সে মুহূর্তে কোন হাদিয়া পেশ করবে না। কারণ এরূপ করা হলে হাদিয়া গ্রহীতা হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার দাবী রক্ষা করতে বাধ্য হবেন।

২. হাদিয়া গ্রহণের সাথে সাথেই সেটা হাদিয়া দাতার সামনেই অন্য কোন ব্যক্তিকে দান বা চাঁদা হিসেবে দিতে যাবে না। তাহলে হাদিয়া দাতা অবশ্যই দুঃখিত হবে।

৩. কারোর অজ্ঞাতে তাকে হাদিয়া দেয়া সংগত নয়। এতে করে হাদিয়ার বস্তু বা টাকা নিয়ে নানারূপ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সৃষ্টি হয়।

৪. হাদিয়ার উদ্দেশ্য পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি করা। সে কারণে চাঁদা উঠিয়ে উঠিয়ে একত্র করে কাউকে হাদিয়া দেয়া দুরস্ত নয়।

৫. হাদিয়া দিতে হলে সরাসরি হাদিয়া দাতাকেই নিজ হাতে দিতে হবে।

৬. হাদিয়া গোপনে দিতে হয়। জানিয়ে শুনিয়ে ইহা দেয়া বৈধ নয়।

৭. হাদিয়া টাকা ব্যতীত অন্য কিছু হলে হাদিয়া গ্রহীতার প্রয়োজন ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা অপছন্দনীয় বা নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে মহব্বত বৃদ্ধি করা যায় না।

৮. লোক মারফতে কিংবা যানবাহনে বা ডাকযোগে হাদিয়া প্রেরণ করা উচিত নয়।

সুপারিশ

১. কারো জন্য সুপারিশ এমনভাবে করা উচিত যেন সুপারিশ কৃত ব্যক্তির স্বাধীনতা সামান্যমাত্রও নষ্ট না হয়। ইহা বৈধ ও ছওয়াবের কাজ।

২. সুপারিশের সূত্র ধরে ভয় দেখানো বা চাপ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপেই অন্যায়।

মসজিদ

১. মুসল্লীদের চলার পথ বন্ধ করে নামাযে দাঁড়ানো বা বসে থাকা অন্যায়। (যেমন দরজার সামনে কিংবা পূর্ব দেয়ালের সাথে ঘেষে দাঁড়ানো।)

২. বিনা প্রয়োজনে অন্যের পেছনে বসবে না।

৩. অন্যের জুতা বা সামান সরিয়ে নিজের জুতা বা মাল সামান রাখতে যাওয়া অবৈধ।

৪. এমনভাবে নামাযে দাঁড়ানো যাতে করে সামনের ব্যক্তি সালাম ফেরানো পর্যন্ত আটকে যায় এবং সরে যেতে পারে না, কখনো উচিত নয়।

৫. বেপরোয়াভাবে মসজিদে বসে অযু করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

৬. মসজিদে কাপড় নিংড়ানো অন্যায়।

৭. ই'তেকাফরত ব্যক্তির জন্য মসজিদে বাতকর্ম করা দুরস্ত নাই। পায়খানার ন্যায় এর জন্যও বাইরে চলে যেতে হবে।

৮. মসজিদের ভেতর দিয়ে চলাচল করার অভ্যাস করা মাকরূহ।

৯. মসজিদে ব্যবহারের জন্য চাটাই বা চটই যথেষ্ট। কার্পেট বা গালিচা ব্যবহার করায় উপকারিতা আছে বলে মনে হয় না।

১০. এক প্রকার ব্যবসায় বলে মসজিদে বসে কোন তা'বীজ লেখা অনুচিত।

১১. একমাত্র ই'তেকাফকারী ব্যতীত অন্য কারুর জন্য মসজিদে বেচা-কেনা করা নিষিদ্ধ।

১২. মসজিদের উপরে উঠা বেয়াদবী।

১৩. আযানের পরে জামা'আত না হলেও সেই মসজিদেই নামায আদায় করা উচিত। কারণ কোন মসজিদকে আবাদ করা জামা'আতের নামাযের চেয়ে উত্তম।

১৪. নামাযের সময় মসজিদে জামা'আত করে উহা আবাদ করা মহল্লাবাসীদের উপর ওয়াজিব।

১৫. দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিসের (যেমন তামাক, সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি খেয়ে) গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না।

১৬. জুম'আর দিন মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। ইহা সুন্নাত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে সুগন্ধি ছড়ানো, আতর, আগরবাতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৭. সুযোগ পেলেই মসজিদে কিছুক্ষণ বসে থাকা এবং দ্বীনী কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত। এতে করে দ্বীনী পরিবেশ গড়ে উঠে।

১৮. মসজিদের কোন জিনিস (তা সামান্য পাখা, মোমবাতি, চাটাইয়ের টুকরা বা অন্য কিছু হোক না কেন) ব্যক্তিগতভাবে মসজিদের ভেতরেও ব্যবহার করবে না এবং মসজিদের বাইরেও আনবে না। মসজিদের মুসল্লি হিসেবে উহা শুধু মসজিদেই ব্যবহার করা যাবে। এমনকি মসজিদের লোটা, পিকদান ইত্যাদিকে কখনো নিজের জন্য রিজার্ভ করে নিতে পারবে না।

১৯. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা অন্যায়। অযথা শোরগোল করাও নাজায়েয।

২০. মসজিদে প্রবেশের সময়ে অন্যের জুতা এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা খুব অন্যায় কাজ।

২১. মসজিদে প্রবেশের দোয়া ঃ 'আল্লাহুম্মাফ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক।' এবং বের হওয়ার দোয়া ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ ফাদ্বলিক।'

www.pathagar.com

ব্যবহার্য জিনিসপত্র

১. যে সকল জিনিসপত্র সবাই ব্যবহার করে তা নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার পরে উহা নির্ধারিত জায়গায় রেখে দিতে হবে। নইলে অন্যের উহা তালাশ করে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

২. সাময়িকভাবে শোয়ার, বসার ও অন্য দরকারের জন্য কোন মাল জিনিস বা আসবাবপত্র আনলে তা প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই জায়গামত সরিয়ে রাখতে হবে।

৩. কাউকে কিছু দিতে হলে এমনভাবে ছুড়ে মারবে না যাতে করে তার উহা কুড়িয়ে নিতে হয়।

৪. লোক চলাচলের পথে চকি, পিড়ে, থালা, বাসন, ইট, পাথর, দা-বটি বা অন্য কোন জিনিস ফেলে রাখা যাবে না।

৫. ছুরি, চাকু, পিস্তল, বন্দুক, দা ইত্যাদি দিয়ে খেলতে যাবে না বা কাউকে তাক করে তামাশা করতে যাবে না। কেননা বিপদ ঘটতে সময় নাও লাগতে পারে।

৬. কোন জিনিসের বিচি অথবা ছোলা ইত্যাদি কারো প্রতি ফিকে মারতে নেই।

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ

১. যার তার কাছে ঋণ চাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজের অসুবিধা করেও ঋণ দিতে পারে এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ চাওয়া ঠিক নয়। বরং যে সহজেই নিজের অসুবিধা না করেই ঋণ দিতে পারে তার কাছে ঋণ চাওয়া যেতে পারে।

২. ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ না করলে ঋণদাতা কোন কটূ কথা বললে তাতে অধৈর্য হবে না, কারণ তার বলার অধিকার আছে।

৩. তোমার দায়িত্বে ঋণ বা আমানত থাকলে তা ডাইরীতে লিখে রাখবে এবং কখন কতটা পরিশোধ করলে বা আমানত কি পর্যন্ত লেন-দেন হল তা পরিষ্কার করে লিখে রাখবে এবং অছিয়ত হিসেবে রাখবে।

৪. ঋণ শোধের সাথে সাথে ঋণদাতার জন্য দোয়া করবে এবং শোকরিয়া জানাবে।

৫. তোমার ঋণ গ্রহীতা যদি গরীব হয় বা ভীষণ আর্থিক অসুবিধায় পড়ে যায় তাহলে তাকে কষ্ট দিবে না। আদায় করার সময় দাও অথবা অংশ বিশেষ বা পুরোটাই মাফ করে দাও। তাহলে আল্লাহ্ কেয়ামাতের দিন তোমাকে কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

৬. যারা অসহায় গরীব তাদের নিজের কাছে কারো আমানাত রাখা উচিত নয়। কেননা ঠেকায় পড়ে তা খরচ করে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

৭. ঋণ বড় ভয়ানক ব্যাপার। ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার জান্নাতে যাওয়ার অধিকার থাকবে না। তাই ঋণগ্রস্ত হয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা ভীষণ অন্যায় ও বিপজ্জনক ; যথাসম্ভব শীঘ্র উহা পরিশোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার।

৮. সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কারুর ঋণ পরিশোধ না করা ভীষণ অন্যায় এবং জুলুম।

রোগী দেখা

১. রোগীর সাথে দেখা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে। কেননা দেরী করলে রোগী কিংবা বাড়ির লোকজনদের কষ্ট হতে পারে।

২. কারো গোপন জায়গায় ফোড়া, জখম ইত্যাদি হলে তার স্থান সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন করা অন্যায়। তেমনি লজ্জাজনক রোগ সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে কোন প্রশ্ন করাও জায়েয নয়।

৩. রোগী বা বাড়ির কারুর নিকট এমন কথা বলতে নেই যাতে করে সে বা তারা রোগীর হায়াত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়তে পারে। বরং বলবে ঃ চিন্তার কারণ নেই। শীঘ্র ভালো হবেন ইনশাআল্লাহ।

খানাপিনা

করণীয় ঃ

১. খাওয়ার আগেই জানতে হবে যে, মালিকের অনুমতি আছে কিনা। এবং এও জানতে হবে যে, খাদ্যটি হালাল কিনা।

২. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া ও কুল্লি করা। এজন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

৩. বসে আহার করতে হবে বা পানি পান করতে হবে। এক হাটু তুলে অথবা উভয় হাটু তুলে বসা ভালো। আসন করে না বসাই উত্তম। তবে ভুড়ি ভারী হলে অন্যভাবে বসতে কষ্ট হলে সে কথা স্বতন্ত্র।

৪. দস্তরখান পেতে আহার করা উত্তম।

৫. একাধিক লোক একত্রে এক বর্তনে আহার করা ভালো।

৬. বিসমিল্লাহ বলে আহার শুরু করা এবং মজলিসে হলে এক সংগে শুরু করা।

৭. ডান হাতে খাওয়া।

৮. বর্তনের নিজের পার্শ্ব থেকে খাওয়া শুরু করা এবং অন্য ভাইয়ের পার্শ্ব থেকে খাদ্যের উত্তম টুকরো আনার চেষ্টা না করা বরং অন্য ভাই যাতে ভালো টুকরা বেশী করে খান তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

www.pathagar.com

৯. খুব উত্তমরূপে চিবিয়ে খাওয়া।
১০. কাঁটা বা হাড় ভালো করে ছাফ করে খাওয়া।
১১. পানি পান করার সময়ে ডান হাতের আংগুল চেটে ঐ হাতের পিঠের উপর গ্লাস ঠেকিয়ে বাম হাতে ধরে পানি পান করবে।
১২. অধিক পানি পান করতে হলে কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা উচিত।
১৩. কিছু ক্ষুধা থাকতে আহার শেষ করা উচিত।
১৪. আংগুল ও বর্তন উত্তম রূপে চেটে পরিষ্কার করে ফেলবে।
১৫. দস্তরখানে খাদ্যের টুকরা পড়লে উঠিয়ে ধুয়ে ছাফ করে খেয়ে ফেলবে।
১৬. খাওয়া শেষ করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে। এবং দাওয়াত খেলে মেজবানের জন্যও দোয়া করবে।

বর্জনীয় কাজ ঃ

১. সন্দেহযুক্ত খাদ্য বা পচা খাদ্য খাওয়া।
২. বাম হাতে পানাহার করা।
৩. খুব গরম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা।
৪. বাজারের খোলা অবস্থায় রাখা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা।
৫. দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে খাওয়া।
৬. মজলিসে একা একা কিংবা বাজারে অথবা সভাস্থলে একা একা কোন কিছু খাওয়া।
৭. বর্তনের মধ্যবর্তী স্থান থেকে খাদ্য উঠানো।
৮. কোন জীবজন্তুর দৃষ্টির সামনে আহার করা।
৯. অধিক পরিমাণে গলায় গলায় আহার করা।
১০. এক নিঃশ্বাসে পান করা।
১১. খুব তাড়াতাড়ি বা আধাআধি চিবিয়ে খাওয়া।
১২. বর্তন এবং হাত চেটে না খাওয়া।
১৩. খানা অযত্নে ফেলে দেয়া বা বর্তনে খাদ্য কিছু ফেলে রেখে হাত ধোয়া।
১৪. নিজে খাওয়ার সময়ে পরিবারভুক্ত অন্যদের খবর না নেয়া।
১৫. আহারের সময় নিছক বেহুদা গল্পগুজবে মশগুল হওয়া।
১৬. দস্তরখানে পতিত খাদ্য উঠিয়ে না খাওয়া।
১৭. অন্যের বর্তনের দিকে চেয়ে চেয়ে আহার করতে থাকা।
১৮. মেহমানকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাদ্য পরিবেশন করা।
১৯. মানা করা সত্ত্বেও অধিক খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে খাদ্য চাপানো এবং খাদ্য নষ্ট করা।

www.pathagar.com

ইস্তেনজা (পেশাব-পায়খানা)

১. লোক চলাচলের রাস্তার উপর কখনো ইস্তেনজা করবে না।

২. ইস্তেনজাখানায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে পড়া উচিত। নইলে অন্যের কষ্ট হবে।

৩. ইস্তেনজাখানায় দাঁড়িয়ে কুলুখ নেয়া ঠিক নয়। অন্যের জন্য স্থান করে দেয়া উচিত। কুলুখ বাইরে থেকেও নেয়া যায়।

৪. ময়দানে এমনভাবে পায়খানা করতে বসবে যাতে করে কেউ দেখতে না পায়। জমিনের একদম নিকটবর্তী হয়ে সতর খুলতে হবে।

৫. পায়খানার সময়ে পেছনে কিছু আড়াল থাকা চাই।

৬. রাস্তাঘাটে কিংবা গাছের ছায়ায় পায়খানা করা অন্যায়।

৭. পায়খানা করার সময়ে কথা বলা নিষেধ।

৮. কোন গর্তে পেশাব করবে না এবং কোন গর্তের কাছে পেশাব-পায়খানা করতে বসবেও না, এমনকি পানি খরচও করবে না। কেননা গর্ত থেকে সাপ বা অন্য কিছু বের হয়ে দংশন করতে পারে।

৯. আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা অন্যায়। চাই সে পানি যত বেশীই হোক না কেন।

১০. দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ। ইহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

১১. পেশাব করতে এমন স্থানে বসবে না যাতে করে উহার ছিটা জামা-কাপড়ে বা শরীরে লাগতে পারে।

১২. গোছলখানায় পেশাব করবে না।

১৩. কেবলামুখী হয়ে বা কেবলা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানায় বসা যাবে না।

১৪. পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে প্রথমে বাম পা ঢুকাবে এবং বের হওয়ার সময়ে প্রথমে ডান পা বাইরে ফেলবে।

১৫. আংটি, টুপি বা অন্য কিছুর উপর 'আল্লাহ', 'রাসূল', 'মুহাম্মাদ' বা কোন আয়াত লেখা থাকলে তা দিয়ে ইস্তেনজাখানায় প্রবেশ করা যাবে না। উহা বাইরে খুলে রেখে যেতে হবে।

১৬. ডান হাতে কুলুখ বা পানি নিয়ে ইস্তেনজা করবে না।

১৭. যথাসম্ভব তিনটি ঢিলা দ্বারা ইস্তেনজা করবে।

১৮. হাড়, কয়লা এবং নাপাক বস্তু দ্বারা ইস্তেনজা করা যাবে না।

১৯. (ক) পুরুষের ইস্তেনজার নিয়ম ঃ

গরমের দিনে—১ম ঢিলা সম্মুখ থেকে পেছনে দিকে।

www.pathagar.com

২য় ঢিলা পেছন থেকে সামনের দিকে।
৩য় ঢিলা ১ম ঢিলার ন্যায়।
শীতের দিনে—গরমের দিনের বিপরীত।

(খ) মহিলাদের নিয়ম ঃ
শীত ও গরম উভয় দিনে—১ম ঢিলা সামনে থেকে পেছনে।
২য় ঢিলা পেছন থেকে সামনে।
৩য় ঢিলা ১ম ঢিলার ন্যায়।

বড়দের ব্যবহার

১. বড়রা ছোটদের অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখবে।

২. কথায় কথায় রাগ হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

৩. অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হলে এবং প্রথম প্রথম হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। দু' একবার নরম ভাষায় বুঝাবে। কিন্তু নরমে কাজ না হলে তার সংশোধনের জন্য গরম ব্যবহারও করবে।

৪. যদি কারো উপর রাগ হয়ে বস তাহলে অন্য সময় অন্য কোন কাজে তাকে খুশী করার চেষ্টা করবে। আর যদি দেখা যায় যে, অপরাধটি প্রকৃতপক্ষে তোমার তাহলে অন্য সময়ে তোমার অপরাধ স্বীকার করে মাফ চেয়ে নিতে লজ্জাবোধ করবে না। কেননা স্মরণীয় যে, কেয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে তুমি এবং সে একই কাতারে দাঁড়াবে।

৫. অভদ্র লোকের সাথে কথা বলার সময়ে তোমার রাগের উদ্রেক হলে তুমি সরাসরি তার সাথে কথা না বলে অন্য কাউকে ডেকে এনে তার মাধ্যমে কথা বল। এটাই উত্তম পন্থা।

৬. নিজ খাদেম অথবা সংশ্লিষ্ট লোককে এতদূর ঘনিষ্ঠ করে তোলবে না যাতে করে মানুষ তার নিকট তোষামোদ শুরু করে এবং সে তোষামোদের বস্তুতে পরিণত হয়। সে যদি কারো সম্পর্কে তোমার নিকট বদনাম করে বা কোন ঘটনা বর্ণনা করে তাহলে পুনরায় যাতে ঐরূপ না করে সেজন্য শক্ত ভাষায় নিষেধ করে দেবে। এটাই তোমার জন্য মংগলকর।

---

www.pathagar.com

আম্বিয়াদের বিবরণ

আম্বিয়া মানে নবী বা রাসূল। আম্বিয়া নবী শব্দের বহুবচন। আল্লাহ্ পাক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তার দ্বীন ইসলামের বাণী শোনানোর এবং আমল করে দেখাবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য-অগণিত নবী-রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে কয়েকজন নবীর কথা আলোচনা করা হল।

১. হযরত আদম (আ)—তিনি সর্বপ্রথম মানব এবং সর্বপ্রথম নবী। জীবিত ছিলেন ১০০০ বছর। তাঁর উপর অবতীর্ণ ছহিফার (ছোট কিতাব) সংখ্যা ১০। তার সময়ে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে।

২. হযরত শিস (আ)—তিনি জীবিত ছিলেন ৯০০ বছর। অবতীর্ণ ছহিফার সংখ্যা ছিল ৫০।

৩. হযরত ইদরীস (আ)—দুনিয়াতে ৬৫ বছর থাকার পর তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অবতীর্ণ ছহিফার সংখ্যা ছিল ৩০। তার সময়ে লেখা, কাপড় সেলাই এবং পশমী কাপড় পরা শুরু হয়েছে।

৪. হযরত নূহ (আ)—১৪০০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর সময় থেকে আপন বোন বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

৫. হযরত ইবরাহীম (আ)—তার উপর অবতীর্ণ ছহিফার সংখ্যা ১০। তার সময় থেকে মেছওয়াক করা, পেশাব-পায়খানা অন্তে কুলুখের ব্যবহার, খাতনা করা, রুটি খাওয়া, ইজার পরা, জেয়াফত করা ইত্যাদি চালু হয়েছে।

৬. হযরত মূসা (আ)—তার উপর তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। মিসর সম্রাট ফিরাউনদের সাথে তার প্রবল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত ফিরাউন তার লোক-লস্কর সহ লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায় এবং হযরত মূসা (আ) মুসলিম বাহিনী সহ তীরে উঠে আসেন।

৭. হযরত দাউদ (আ)—তার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল 'জাবূর' কিতাব। তিনি ইচ্ছামত লোহার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা শিখিয়েছেন।

৮. হযরত সোলায়মান (আ)—হযরত সোলায়মান (আ) স্বয়ং মহা সম্রাট ছিলেন এবং আল্লাহর নবীও ছিলেন। সমস্ত জিন জাতিও তার

www.pathagar.com

প্রজা ছিল। তার সিংহাসন হাওয়ার উপরে চলত। তিনি পশু পাখির ভাষাও বুঝতেন।

৯. হযরত ঈসা (আ)—তার উপর 'ইঞ্জীল' গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল। তাকে আল্লাহ চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। শেষ যামানায় তিনি আবার রসূল (সা)-এর উম্মত হিসেবে দুনিয়ায় আসবেন।

১০. হযরত মুহাম্মাদ (সা)—হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের ৫৭০ বছর পরে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা) দুনিয়াতে আগমন করেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থের নাম 'আল কুরআন'। তাকে নবী রূপে মেনে নেয়া সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য ফরয। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না, প্রয়োজনও নেই। এখন কেউ নিজেকে নবী দাবী করলে সেও কাফের তাকে বিশ্বাস করলে সেও কাফের, যেমন—কাদীয়ানীরা কাফের। তবে পরবর্তী নবীগণকে (আ) বিশ্বাস করতে হবে যে, তারা সবাই আল্লাহর নবী।

রমযান মোবারকে নবীদের উপর আসমানী গ্রন্থের অবতরণ।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর ছহিফা নাযিল শুরু ১লা রমযান।

হযরত মূসা (আ)-এর উপর তাওরাতের নাযিল শুরু ৪ঠা রমযান।

হযরত দাউদ (আ)-এর উপর জাবূর নাযিল শুরু ১২ই রমযান।

হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জীল নাযিল শুরু ১৮ই রমযান।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর আল কুরআন নাযিল শুরু ২৭শে রমযান।

www.pathagar.com

আখেরী মোনাজাত

হযরত বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর একটি সংক্ষিপ্ত মোনাজাত ঃ

ওগো প্রভু !

তোমার রহম কত, সীমা তার নাই,
আমাকে রহম কর, ওগো পাক সাঁই।
তোমার আশায় যদি নাহি থাকি আমি,
কার কাছে যাব আমি বল অন্তর্যামী ?
বহু পাপ করে আমি জীবন কেটেছি,
না-শোকর কতবার আমি যে করেছি।
তাই বলে দুষমন ভাবিও না মোরে।
মাফ যদি নাহি কর যাবো কার দোরে ?
অধম ফকীর আমি শুধু অসহায়,
পানীয়-পিয়ালা দিয়ে বাঁচাও আমায়।
পাপের সাগরে আমি সদা ডুবে আছি।
তোমার দয়ার আশে আমি শুধু বাঁচি।
যা কিছু তোমার কাছে আশা আমি করি,
তোমার অজানা নাই, ক্ষমা ভিক্ষা করি।
নিকৃষ্ট মূর্খ আমি হওগো সদয়,
পুরাও মনের আশা ওগো দয়াময়।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

৩৯ সেনপাড়া পর্বতা,মিরপুর-১০
(ইসলামী সমাজকল্যাণ মসজিদ সংলগ্ন, ঢাকা-১২১৬)

www.pathagar.com